فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

অতএব জেনে নাও, নিঃসন্দেহে
আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই...

কালেমা তাইয়্যেবা

সংকলক
মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

OIEP

Open Islamic Education Programme

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ...

অতএব জেনে নাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই...

কালেমা তাইয়্যেবা

সংকলক:

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর, ২০১০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	১৮
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৪
কোর্স পরিচিতি	২৬
এই বই সংকলনে ব্যবহৃত রেফারেন্স	২৮
অধ্যায় ১ : নাস্তিক্যবাদের বাস্তবতা	২৯
১.১ ভূমিকা	২৯
১.২ নাস্তিক কি নাস্তিক?	২৯
১.৩ নাস্তিকের প্রকৃতিপূজা	৩০
১.৪ নাস্তিকের ব্যক্তিপূজা	৩১
১.৫ নাস্তিকদের প্রবৃত্তিপূজা	৩২
১.৬ নাস্তিক্যবাদ-আস্তিক্যবাদ : 'চেকমেট' আর্গুমেন্ট	৩২
১.৭ আস্তিকদের সবচেয়ে মৌলিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি	৩৩
১.৮ অস্তিত্বের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন	৩৫
১.৯ ডিজাইনের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন	৩৬
১.১০ ডারউইনিজম জাতীয় তত্ত্বগুলো খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই?	৩৭
১.১১ সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধি	৩৮
১.১২ মানুষ নাস্তিক হয় কেন?	৩৯
১.১৩ সহজ চ্যালেঞ্জ	৪১
১.১৪ শেষকথা	৪২

www.pathagar.com

অধ্যায় ২ : ধর্মের কথা	৪৩
২.১ ভূমিকা	৪৩
২.২ বহুধর্ম না একটি ধর্ম?	৪৩
২.৩ তাহলে অন্য ধর্মগুলো কি এবং কেন?	৪৭
২.৪ পৃথিবীতে বিবিধ ধর্ম বিরাজমান, কেন? এক্ষেত্রে একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তির করণীয়ই বা কি?	৪৯
২.৫ ইসলাম ধর্মের সত্যতা	৫৫
২.৬ সত্য ধর্মের সন্ধানে একজন মানুষ সফল হবে কি?	৫৬
২.৭ ইসলাম ধর্মের সত্যতা বোঝার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি কি?	৫৭
২.৮ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক	৬০
২.৮.১ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সত্যবাদী	৬০
২.৮.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন নিরক্ষর	৬১
২.৮.৩ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সমাজের নিকট বিশ্বস্ত	৬৩
২.৮.৪ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি ছিলেন না	৬৩
২.৮.৫ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি	৬৪
২.৮.৬ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সততা	৬৪
২.৮.৭ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্মিলিত ফল	৬৪
২.৮.৮ মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি নবী না হন, তবে তিনি কি?	৬৫
২.৯ আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য	৬৭
২.৯.১ আল-কুরআনের সাহিত্যিক মান	৬৭
২.৯.২ আল কুরআন সকল প্রকার স্ববিরোধ থেকে মুক্ত	৬৭
২.৯.৩ আল কুরআনে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য	৬৯
২.৯.৩.১ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা	৭০

www.pathagar.com

২.৯.৩.২ চন্দ্র-সূর্য সকলেই কক্ষপথে বিচরণশীল	৭২
২.৯.৩.৩ ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত আল-কুরআনের আয়াত	৭৩
২.৯.৩.৪ পাহাড়ের কাজ	৮১
২.৯.৩.৫ পানি থেকে জীবন্ত বস্তুর সৃষ্টি	৮৩
২.৯.৩.৬ পানিচক্র	৮৩
২.৯.৩.৭ গভীর সমুদ্র ও অভ্যন্তরীন ঢেউ সম্পর্কে কুরআন	৮৬
২.৯.৩.৮ মেঘমালা	৮৭
২.৯.৩.৯ নদী ও সমুদ্রে দুই প্রকার পানির মাঝে অন্তরায়	৮৯
২.৯.৩.১০ প্রাণীজগৎ	৯১
২.৯.৩.১১ মৌমাছি	৯২
২.৯.৪ আল কুরআনের শ্রুতিমাধুর্য	৯৪
২.৯.৫ আল কুরআন মুখস্থকরণের সহজতা এবং মুখস্থকরণের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ	৯৪
২.৯.৬ আল কুরআনে কোন কোন স্থানে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু ভর্ৎসনা	৯৫
২.৯.৭ আল কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের জাতির কাহিনী	৯৫
২.১০ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও এর সৌন্দর্য	৯৫
২.১০.১ ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার ধারণা	৯৫
২.১০.২ ইসলাম ধর্মে আকীদা বা বিশ্বাসের অন্যান্য বিষয়	৯৬
২.১০.৩ ইসলাম ধর্মে ইবাদত	৯৬
২.১০.৪ ইসলাম ধর্মের সামাজিক শিক্ষা	৯৭
২.১০.৫ ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক শিক্ষা	৯৭
২.১০.৬ ইসলাম ধর্মে রাজনৈতিক শিক্ষা	৯৭
২.১০.৭ আদব ও আখলাক	৯৭
২.১১ নবী মুহাম্মাদের জীবনী, আল কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনার ফলাফল	৯৮
২.১২ আল-কুরআনে স্ববিরোধ বা ভুলের দাবী	৯৮
২.১২.১ আল কুরআনে ভুলের দাবীতে 'ভুল' এর কিছু নমুনা	১০০
২.১৩ সংশয় একটি সহজ অজুহাত	১০৫
২.১৪ স্রষ্টার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রশ্ন	১০৮
২.১৫ অন্যান্য প্রশ্ন	১১১

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩ : তাওহীদ ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা	১১৩
৩.১ তাওহীদের অর্থ	১১৩
৩.২ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ, এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ	১১৭
৩.২.১. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ	১১৮
৩.২.১.১ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ সম্পর্কে বিদ্যমান একটি ভুল ধারণা	১২০
৩.২.১.২ ইবাদতের অর্থ	১২১
৩.২.১.৩ 'শিরক' অর্থ	১২৩
৩.২.২ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ	১২৩
৩.৩ তাওহীদের দুটি রোকন বা স্তম্ভ	১২৮
৩.৩.১ 'তাগূত' এর অর্থ	১৩১
৩.৩.২ কাউকে তাগূত হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা	১৩৩
৩.৩.৩ তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্য এর দুটো রোকনই বাস্তবায়ন করতে হবে	১৩৫
৩.৩.৪ তাওহীদের পাশাপাশি 'শিরক' সম্পর্কে জানার গুরুত্ব	১৩৬
৩.৩.৫ 'মন্দ' সম্পর্কে মানুষকে সচেতন না করা	১৩৭
অধ্যায় ৪ : তাওহীদের গুরুত্ব	১৩৮
৪.১ পুনরালোচনা	১৩৮
৪.২ তাওহীদের গুরুত্ব	১৩৯
৪.২.১ মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা	১৪০
৪.২.১.১ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন	১৪১
৪.২.২ তাওহীদের ওসীয়ত হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ওসীয়ত	১৪৬
৪.২.৩ তাওহীদ হল সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার	১৪৯
৪.২.৩.১ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও দীনের কোন বিষয় প্রচার করা থেকে বিরত থাকা বৈধ হতে পারে	১৫৩
৪.২.৪ শিরকের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা	১৫৪
৪.৩ উপসংহার	১৫৬

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫ : তাওহীদ নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু	১৫৭
৫.১ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো	১৫৭
৫.২ দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি	১৫৯
৫.৩ মুসলিম সমাজেও কি তাওহীদের দাওয়াত সর্বাগ্রে থাকা উচিৎ?	১৬২
৫.৪ প্রচলিত বিভিন্ন দাওয়াতী পদ্ধতির মূল্যায়ন	১৬৭
৫.৪.১ দাওয়াতকে কতগুলো নির্দিষ্ট পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করা	১৬৭
৫.৪.২ ইসলামের কোন একটি দিককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়ের প্রতি অবহেলা	১৬৮
৫.৪.৩ দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব-বলয়কে বিস্মৃত হওয়া	১৭১
৫.৪.৪ সময় ও স্থান অনুযায়ী ইসলামের কোন শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে না পারা	১৭৫
৫.৪.৫ ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি	১৭৮
৫.৪.৫.১ মূলনীতির প্রয়োগে বিভ্রান্তি: উদাহরণ - ১	১৭৯
৫.৪.৫.২ মূলনীতির প্রয়োগে বিভ্রান্তি: উদাহরণ - ২	১৮৩
৫.৪.৬ ব্যক্তিবিশেষের ওপর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে জরুরী শর্ত ও বাধাসমূহ জানা না থাকা	১৮৫
৫.৪.৭ শরীয়তের পরিভাষাগুলোর ব্যাপকতা বুঝতে না পারা	১৮৮
৫.৪.৭.১ খারিজী সম্প্রদায় এবং ঈমান না থাকা অথবা কুফর বা শিরক বলে আখ্যায়িত বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তি	১৯২
৫.৪.৮ ইসলামের প্রতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে ব্যর্থতা এবং গুরুত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম না হওয়া	১৯৫
৫.৪.৯ দাওয়াতী কাজে সাপে-নেউলে সম্পর্ক কাম্য নয়	১৯৬
৫.৫ ইসলামে 'জিহাদের' ধারণা এবং এর সঠিক প্রয়োগ	১৯৯
৫.৫.১ জিহাদের বিধান	১৯৯
৫.৫.১.১ জিহাদ ফরযে কিফায়া	২০০
৫.৫.১.২ কখনও জিহাদ ফরযে আইন	২০১
৫.৫.২ শত্রু-আক্রান্ত মুসলিম দেশগুলোর ব্যাপারে করণীয়	২০৩

www.pathagar.com

৫.৫.২.১ শরীয়তের একটি মূলনীতি: প্রত্যেক্যের দায়িত্ব নিজ নিজ অবস্থা ও সাধ্য অনুযায়ী	২০৩
৫.৫.২.২ কোন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন	২০৪
৫.৫.২.৩ জিহাদ অর্থ অসহিষ্ণু হয়ে নিজেকে ধ্বংস করা নয়	২০৪
৫.৫.২.৪ যেখানে কোন লড়াই চলছে না সেখানে যথেচ্ছ অস্ত্রবাজি করা জিহাদ নয়	২০৫
৫.৫.২.৫ জিহাদ মৌলিকভাবে একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়	২০৬
৫.৫.২.৬ সশস্ত্র জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে মুসলিমদের কাঁধে	২০৬
৫.৫.২.৭ জিহাদে জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক: আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা	২০৮
৫.৫.২.৮ যে কোন ইবাদতের দুটি শর্ত	২০৯
৫.৫.২.৯ একটি অপপ্রচার: প্রত্যেকের ওপর জিহাদ ফরযে আইন	২১০
৫.৬ আমাদের দেশে দাওয়াতী ক্ষেত্রে সংঘটিত কিছু ভুলের বাস্তব নমুনা	২১১
অধ্যায় ৬ : তাওহীদ সকল সুখের মূল	২১৩
৬.১ ধর্ম কি শৃঙ্খল না মুক্তি?	২১৩
৬.২ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কি চান?	২১৪
৬.৩ অমরত্ব	২১৫
৬.৪ একটি উপমা: একদিনে কোটিপতি	২১৫
৬.৫ প্রতিশ্রুতি	২১৬
৬.৫.১ রিযিকের প্রতিশ্রুতি	২১৮
৬.৫.২ সহজতার প্রতিশ্রুতি	২১৮
৬.৫.৩ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি	২১৮
৬.৫.৪ সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি	২১৯
৬.৫.৫ বিপদে মুক্তির প্রতিশ্রুতি	২১৯
৬.৫.৬ মৃত্যুর মুহূর্তে সুসংবাদ	২২০
৬.৫.৭ কিয়ামতের ময়দানের কষ্ট লাঘব হওয়া ও সম্মান	২২০
৬.৫.৮ জান্নাতের অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি	২২১
৬.৫.৯ জান্নাতে মনের সকল চাহিদা পূর্ণ হবে	২২১

www.pathagar.com

৬.৫.১০ জান্নাতের আনন্দ স্থায়ী এবং এতে কারও একঘেয়েমি আসবে না	২২২
৬.৬ মুমিনদের উত্তম জীবনের অর্থ	২২২
৬.৭ প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর অবাধ্যতাকে বেছে নেয়ার পরিণতি	২২৩
৬.৮ হারানোর ভয় ও শক্তির চাবিকাঠি	২২৩
৬.৯ ইসলাম অর্থ সহজ জীবন, আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণতি সংকীর্ণ জীবন	২২৫
৬.১০ ইসলাম শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা	২২৬
৬.১১ তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীর জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতে হেদায়েত ও নিরাপত্তা	২২৭
৬.১১.১ নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে মানুষের তিনটি শ্রেণী	২২৯
৬.১২ তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায়	২৩০
৬.১২.১ একটি ভুল ধারণা: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে বলাই জান্নাতের গ্যারান্টি	২৩০
৬.১২.২ তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু...	২৩২
৬.১৩ তাওহীদ ক্ষমাপ্রাপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ	২৩৪
৬.১৪ বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভের উপায়	২৩৬
অধ্যায় ৭ : তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ	২৩৭
৭.১ পুনরালোচনা	২৩৭
৭.২ তাওহীদের দুটি প্রকার	২৩৭
৭.২.১ জানা, বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাওহীদ	২৩৭
৭.২.২ মানার ক্ষেত্রে তথা ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে তাওহীদ	২৩৮
৭.৩ তাওহীদকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ	২৩৯
৭.৩.১ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ	২৩৯
৭.৩.২ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত	২৩৯
৭.৩.৩ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ	২৪০
৭.৪ তাওহীদুল হাকিমিয়্যা কি তাওহীদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী?	২৪১
৭.৫ শিরকের শ্রেণীবিভাগ	২৪২

www.pathagar.com

৭.৫.১ শিরকের কতিপয় উদাহরণ	২৪৩
৭.৫.২ বিধানের দিক থেকে শিরকের প্রকারভেদ	২৪৩
৭.৫.২.১ শিরক আকবার বা বড় শিরক	২৪৪
৭.৫.২.২ শিরক আসগর বা ছোট শিরক	২৪৪
৭.৫.৩ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হওয়ার ভিত্তিতে শিরক	২৪৫
৭.৫.৪ শিরকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত কতিপয় উদাহরণ	২৪৫
অধ্যায় ৮: দুআর ক্ষেত্রে তাওহীদ	২৪৭
৮.১ পুনরালোচনা	২৪৭
৮.২ দুআ ইবাদত	২৪৮
৮.৩ দুআর প্রকারভেদ	২৪৮
৮.৪ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে	২৫০
৮.৪.১ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ১	২৫১
৮.৪.২ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ২	২৫৩
৮.৪.৩ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৩	২৫৫
৮.৪.৩.১ একটি সংশয় ও জবাব: যদি বলা হয় যে যারা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে অথবা মাজারে অথবা পীর-ওলী-দরবেশের কাছে চায়, তাদের মনোবাঞ্ছা তো পূরণ হতে দেখা যায়?	২৫৬
৮.৪.৪ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৪	২৫৮
৮.৪.৫ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৫	২৫৯
৮.৪.৬ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৬	২৫৯
৮.৪.৭ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৭	২৬০
৮.৪.৮ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৮	২৬৩
৮.৪.৯ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: হাদীসের দলীল	২৬৫
৮.৫ মানুষের কাছে সাহায্য, আশ্রয় কিংবা বিপদমুক্তির জন্য আবেদন করা বা সহযোগিতা চাওয়া কি নিষিদ্ধ?	
৮.৬ মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার শর্ত ও বিধান	২৬৮
৮.৭ দুআর ক্ষেত্রে শিরকের কিছু নমুনা	২৬৯

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯: তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক, তাবাররুক	২৭১
৯.১ ভূমিকা	২৭১
৯.২ তাবিজ-কবচ	২৭২
৯.২.১ তাবিজ-কবচের ব্যবহার শিরক	২৭৩
৯.২.২ তাবিজ-কবচের ব্যবহার কখনও বড় শিরক কখনও ছোট শিরক হতে পারে	২৭৬
৯.২.৩ আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর সাথে অন্তরকে সংযুক্ত করার বিধান	২৮০
৯.২.৪ কুরআন লেখা তাবিজের বিধান	২৮১
৯.৩ রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক	২৮৩
৯.৩.১ শরীয়তসম্মত রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক	২৮৩
৯.৪ তাবাররুক বা বরকত তালাশ করা	২৮৮
৯.৪.১ আল্লাহ পাক কিছু বস্তু ও কোন ব্যক্তি, কাজ, স্থান বা সময়ের মাঝে বরকত রেখেছেন	২৯৩
৯.৫ তাবিজ-কবচের ব্যবহার, ঝাড়ফুঁক ও বরকতের তালাশের ক্ষেত্রে শিরক ও পথভ্রষ্টতার কিছু বাস্তব নমুনা	২৯৪
অধ্যায় ১০: যবেহ ও মানত	২৯৮
১০.১ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ কিংবা মানত করা	২৯৮
১০.২ যবেহ করা ইবাদত	২৯৮
১০.২.১ নতুন গৃহ ক্রয় করা কিংবা এতে প্রবেশ উপলক্ষে যবেহ	৩০০
১০.২.২ অতিথি আপ্যায়নের জন্য যবেহ করা	৩০১
১০.২.৩ যে স্থানে মিথ্যা মাবুদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়	৩০১
১০.৩ মানত ও এর বিধান	৩০৩
অধ্যায় ১১: শাফায়াত, ওসীলা	৩০৬
১১.১ শাফায়াতের অর্থ	৩০৬
১১.২ শিরকপূর্ণ শাফায়াত, যাকে অনেকে ওসীলাও বলে থাকে	৩০৭
১১.৩ শাফায়াতের শর্ত	৩১২
১১.৩.১ শাফায়াতের জন্য আল্লাহ পাকের অনুমতি আবশ্যক	৩১২
১১.৩.২ শাফায়াতের দ্বারা কাফির মুশরিকরা উপকৃত হবে না	৩১৫
১১.৪ আখিরাতের শাফায়াত	৩১৮

www.pathagar.com

১১.৫ তাওয়াস্সুল অর্থাৎ ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বন	৩২২
১১.৫.১ বৈধ তাওয়াসসুল	৩২৩
১১.৫.২ নিষিদ্ধ তাওয়াসসুল	৩২৬
১১.৫.৩ শিরকপূর্ণ তাওয়াসসুল	৩২৮
অধ্যায় ১২ : সৎকর্মশীলদের মর্যাদায় সীমালঙ্ঘন, কবরপূজা	**৩২৯**
১২.১ নবী-রাসূল, সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শিরকের অন্যতম মাধ্যম	৩২৯
১২.২ নবী-রাসূল কিংবা সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্কবাণী	৩৩১
১২.২.১ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল	৩৩৩
১২.২.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত, তিনি তাঁর কবরে অবস্থিত এবং তিনি কারও ডাক শুনতে পান না	৩৩৭
১২.৩ সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকেই কবরপূজার উদ্ভব	
১২.৪ কবরকে সজ্জিত করা এবং কবরে ইবাদত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা	৩৪৩
১২.৪.১ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণের বিধান এবং মসজিদে নববীর ভেতরে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর	৩৪৮
১২.৫ কারামাতুল আউলিয়া	৩৪৯
১২.৫.১ ওলী কে?	৩৫০
১২.৫.২ কারামাতুল আউলিয়া কি সত্য?	৩৫২
১২.৫.৩ শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে কারামাতুল আউলিয়ার পার্থক্য	৩৫৩
১২.৫.৪ কারামাতের তাৎপর্য	৩৫৫
১২.৫.৫ কারও দ্বারা কারামত প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হলে তাকে আমরা কি চোখে দেখব, এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা কি হবে?	৩৫৬
১২.৫.৫.১ কারামত সংক্রান্ত সকল বর্ণনাই সঠিক নয়	৩৫৬
১২.৫.৫.২ কারামত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি	৩৫৬

www.pathagar.com

১২.৫.৫.৩ কারামত প্রকাশ পাওয়া অর্থ এই নয় যে এই ব্যক্তি শরীয়তের উৎস	৩৫৭
১২.৫.৬ কারামাতের সারমর্ম	৩৫৮
১২.৬ সৎকর্মশীলদের স্বপ্ন	৩৫৯
১২.৬.১ দীন পূর্ণাঙ্গ, এবং এর উৎস আল কুরআন ও সুন্নাহ	৩৫৯
১২.৬.২ স্বপ্নের প্রকারভেদ	৩৬২
১২.৬.৩ স্বপ্ন শরীয়তের কোন বিধানের উৎস নয়	৩৬৩
১২.৬.৪ উত্তম স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের ক্ষেত্রে করণীয়	৩৬৪
১২.৬.৫ নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নে দেখা	৩৬৬
১২.৭ ইলহাম	৩৬৮
১২.৮ যে কোন ধরনের বাতেনী (গোপন) জ্ঞানের দাবী সম্পর্কে মুসলিমের সতর্কতা	৩৬৮
১২.৯ এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক পথভ্রষ্টতার কিছু বাস্তব উদাহরণ	৩৭৩
অধ্যায় ১৩: যাদুটোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাগ্যগণনা	৩৭৭
১৩.১ যাদুটোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাগ্যগণনা তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়	৩৭৭
১৩.২ যাদুটোনা ও এর বাস্তবতা	৩৭৮
১৩.২.১ যাদুটোনার প্রভাব	৩৭৯
১৩.২.২ যাদুটোনার বিধান	৩৭৯
১৩.২.৩ যাদুটোনার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য যাদুটোনার ব্যবহার	৩৮১
১৩.২.৪ যাদুটোনার শরীয়তসম্মত চিকিৎসা	৩৮২
১৩.২.৫ যাদুটোনা চর্চাকারীর শাস্তি	৩৮৬
১৩.২.৬ হাত সাফাই ও ভেলকিবাজীর যাদু	৩৮৭
১৩.৩ গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য	৩৮৭
১৩.৩.১ ফেরেশতা, জিন কিংবা নবী-রাসূলদের নিকট গায়েবের জ্ঞান নেই	৩৮৯
১৩.৩.১.১ জিনরা গায়েব জানে না	৩৮৯

www.pathagar.com

১৩.৩.১.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন না	৩৮৯
১৩.৪ জ্যোতিষশাস্ত্র	৩৯২
১৩.৪.১ জ্যোতিষশাস্ত্র শিরক এবং কুফর	৩৯২
১৩.৫ ভাগ্যগণনা	৩৯৪
১৩.৫.১ গণকদের কিছু কথা ফলে যায় কেন	৩৯৫
১৩.৫.২ গণকদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কঠোর বিধিনিষেধ	৩৯৭
১৩.৫.৩ ভাগ্যগণনার আধুনিক উপায়-উপকরণ	৩৯৯
১৩.৫.৪ যে গণকদের শরণাপন্ন হয় তার বিধান	৩৯৯
১৩.৬ যাদুটোনা ও ভাগ্যগণনার কিছু বাস্তব নমুনা	৪০১
অধ্যায় ১৪ : শুভ ও অশুভ লক্ষণ	৪০২
১৪.১ ভূমিকা	৪০২
১৪.২ ইসলাম শুভ কিংবা অশুভ লক্ষণকে প্রত্যাখ্যান করেছে	৪০৪
১৪.৩ শুভ বা অশুভ লক্ষণ নেয়ার বিধান	৪০৪
১৪.৪ ফা'ল	৪০৭
১৪.৫ শুভ বা অশুভ লক্ষণের কিছু বাস্তব নমুনা	৪০৮
অধ্যায় ১৫ : অন্তরের আমল	৪১০
১৫.১ ভূমিকা	৪১০
১৫.২ ভালবাসা: ইবাদতের সারবস্তু	৪১০
১৫.২.১ ইবাদতের ভালবাসা এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক	৪১১
১৫.২.২ সাধারণ ভালবাসা ও তার প্রকারভেদ	৪১২
১৫.২.২.১ আল্লাহর প্রতি ভালবাসা থেকে উদ্ভূত ভালবাসা	৪১৩
১৫.২.২.১.১ আল ওয়ালা ওয়াল বারা:	৪১৪
১৫.২.২.১.২ আল ওয়ালা ওয়াল বারা উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটো চরম অবস্থান	৪২০
১৫.২.২.১.৩ আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা	৪২২
১৫.২.২.২ স্বাভাবিক জৈবিক ভালবাসা ও এর বিধান	৪২৭
১৫.৩ ভয়	৪২৮

www.pathagar.com

১৫.৩.১ ইবাদতের ভয় বা গোপন ভয়	৪২৯
১৫.৩.২ স্বাভাবিক ভয়	৪৩৩
১৫.৩.২.১ স্বাভাবিক ভয় কখনও গুনাহের কারণ হয়	৪৩৩
১৫.৩.২.২ জবরদস্তির আশংকা বা ভয়	৪৩৫
১৫.৪ তাওয়াক্কুল	৪৩৬
১৫.৪.১ একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তাওহীদ ও ঈমানের দাবী	৪৩৭
১৫.৪.২ তাওয়াক্কুলের অর্থ জাগতিক উপায়-উপকরণ বা আসবাব অস্বীকার করা নয়	৪৩৮
১৫.৪.৩ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শিরক	৪৪০
১৫.৫ অন্তরের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু পথভ্রষ্টতার নমুনা	৪৪২
অধ্যায় ১৬: আনুগত্য, বিচার-ফয়সালা করা ও চাওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক	৪৪৪
১৬.১ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নিষিদ্ধ	৪৪৪
১৬.২ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করাই শিরক বা কুফর নয়	৪৪৫
১৬.৩ আনুগত্য কখন শিরকে পরিণত হয়	৪৪৭
১৬.৪ 'উলুল আমর' এর আনুগত্য	৪৫০
১৬.৪.১ শরীয়তে বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে 'উলুল আমর' এর আনুগত্য বাধ্যতামূলক	৪৫০
১৬.৪.২ 'উলুল আমর' এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার শর্ত	৪৫৩
১৬.৪.৩ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি: কোন মন্দকে অধিকতর মন্দের দ্বারা অপসারণ করা বৈধ নয়	৪৫৪
১৬.৫ আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরকের আলোচনার সারমর্ম	৪৫৪
১৬.৬ বাইয়াত কাকে দেয়া হবে?	৪৫৬
১৬.৭ বিধান প্রণয়ন ও বিচারের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক	৪৫৬
১৬.৭.১ তাওহীদুল হাকিমিয়্যা কি তাওহীদের কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী?	৪৫৭
১৬.৭.২ শরীয়তকে 'হাকিম' বানাতে হবে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা বিচার ব্যবস্থায় নয়	৪৫৮

www.pathagar.com

১৬.৭.৩ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা ও এর শরণাপন্ন হওয়া	৪৬০
১৬.৭.৪ শরীয়ত ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা	৪৬১
১৬.৭.৪.১ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালাকারীর কুফরের বিভিন্ন অবস্থা	৪৬২
১৬.৭.৪.২ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা কখন বড় কুফর	৪৬৩
১৬.৭.৪.৩ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা কখন ছোট কুফর	৪৬৪
১৬.৭.৫ বিচার-ফয়সালার জন্য আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন উৎসের শরণাপন্ন হওয়া	৪৬৫
১৬.৭.৫.১ শরীয়তভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা চালু না থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান	৪৬৬
১৬.৭.৬ শরীয়ত ছাড়া অন্যকোন বিধানের দ্বারা বিচার করা ও শরণাপন্ন হওয়ার বিধানের সারমর্ম	৪৬৭
১৬.৭.৭ একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য এবং জরুরী সতর্কতা	৪৬৯
১৬.৮ কিছু বাস্তব নমুনা	৪৭০
অধ্যায় ১৭ : উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক	৪৭১
১৭.১ রিয়া	৪৭১
১৭.১.১ রিয়ার প্রকারভেদ	৪৭২
১৭.১.২ রিয়াযুক্ত আমলের বিভিন্ন অবস্থা	৪৭৪
১৭.১.৩ রিয়া এক প্রকার গোপন শিরক: এ থেকে বাঁচার দুআ	৪৭৬
১৭.২ জাগতিক স্বার্থে ইবাদত	৪৭৭
১৭.৩ প্রবৃত্তির অনুসরণ	৪৭৯
১৭.৪ বাস্তব নমুনা	৪৮১

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৮: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত - আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ	৪৮৩
১৮.১ ভূমিকা	৪৮৩
১৮.২ আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি	৪৮৫
১৮.২.১ মূলনীতি ১: আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী জানার উৎস হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ	৪৮৫
১৮.২.২ মূলনীতি ২: আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী অগণিত	৪৮৫
১৮.২.৩ মূলনীতি ৩: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর বাহ্যিক অর্থকে পরিবর্তন করি না	৪৮৭
১৮.২.৪ মূলনীতি ৪: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকি	৪৮৯
১৮.২.৫ মূলনীতি ৫: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত রূপ কেমন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকি	৪৮৯
১৮.২.৬ মূলনীতি ৬: আমরা আল্লাহ পাকের কোন নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা করি না	৪৯০
১৮.৩ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নাম ও গুণাবলী জানার গুরুত্ব	৪৯০
১৮.৪ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪৯২
১৮.৪.১ আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?	৪৯৫
১৮.৪.২ আল্লাহ পাকের সত্তা ও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সূফী ও অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলের ভ্রান্তি	৪৯৬
১৮.৪.৩ আল হুসাইন বিন মানসূর আল হাল্লাজ	৪৯৮
১৮.৪.৪ আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ	৪৯৮
১৮.৫ আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট কোন নামে সৃষ্টির নামকরণ	৫০২

www.pathagar.com

ভূমিকা

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংসবাদ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"[১]

দ্বীনের এই জ্ঞানের উৎস হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে পারেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারণ করা হালাল ও হারামের সীমারেখা চিনতে পারেন, আর তাই তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"[২]

আর জ্ঞানই আল্লাহ পাকের নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১] বুখারী(৩১১৬), মুসলিম(১০৩৭)।

[২] সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ২৮।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৯: বক্তব্যের দ্বারা সংঘটিত তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়	৫০৪
১৯.১ ভূমিকা	৫০৪
১৯.২ আল্লাহ পাকের কোন অনুগ্রহকে এই অনুগ্রহ লাভের কারণ বা উপকরণ বা সাবাবএর সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা	৫০৪
১৯.৩ সৃষ্টির নামে হলফ করা বা কসম কাটা	৫০৬
১৯.৪ সৃষ্টিকে গালমন্দ কিংবা তিরস্কার করা	৫০৭
১৯.৫ বাস্তব নমুনা	৫১০

www.pathagar.com

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।"[৩]

আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যারা প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাদের উচিৎ শরীয়তের জ্ঞানচর্চার এই উন্মুক্ত ময়দানে আত্মনিয়োগ করা। শরীয়তের জ্ঞানের দ্বিমুখী কল্যাণ রয়েছে:

প্রথমত, একজন দ্বীন-শিক্ষার্থী দ্বীন পালন করে থাকেন অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও দলীলের ভিত্তিতে, ফলে তার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা অর্জিত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

"সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ..."[৪]

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি তিনি অপরকেও আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে থাকেন। তিনি যাদেরকে দ্বীনশিক্ষা দেন, তাদের আমলের সওয়াবও তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৩] সূরা আল মুজাদিলা, ৫৮ : ১১।

[৪] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে হেদায়েতের প্রতি আহবান জানালো, তার জন্য যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করবে না..."[৫]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব"[৬]

এমনকি মৃত্যুর পর কেউ আমল করতে না পারলেও জ্ঞানী ব্যক্তির সওয়াবের খাতা বন্ধ থাকে না, তিনি তাঁর জ্ঞানের যে প্রভাব পৃথিবীর বুকে রেখে যান, তা থেকে মানুষ উপকৃত হওয়ার ফলে মৃত্যুর পরও তাঁর সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[৭]

---

[৫] মুসলিম(২৬৭৪)।
[৬] মুসলিম(১৮৯৩)।
[৭] মুসলিম(১৬৩১)।

www.pathagar.com

তাই জ্ঞানের পথ-চলার মাঝে রয়েছে শুধুই কল্যাণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُـرُقِ الْجَنَّـةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَـهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَـى سَـائِرِ الْكَوَاكِـبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُـوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"যে জ্ঞানের অন্বেষণে কোন পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথগুলোর একটি পথে পরিচালিত করেন, আর ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাঁদের ডানাগুলো অবনমিত করে দেন, এবং আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আসমানসমূহে অবস্থানকারীরা, যমীনে অবস্থানকারীরা ও পানির অভ্যন্তরস্থিত মাছেরা আর [সাধারণ] ইবাদতকারীর তুলনায় আলেমের মর্যাদা সকল তারার তুলনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়, এবং নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীগণ দীনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার দিয়ে যাননি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন, অতএব যে তা গ্রহণ করল, সে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হল।"[৮]

অপর হাদীসে বর্ণিত:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا
وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

[৮] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশবাসী, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে, এমনকি মাছও মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর ওপর সালাত[৯] পেশ করে।"[১০]

এজন্য বলা যায়, দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা:

❖ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করেন।
❖ জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।
❖ যে জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেয়া হয়।
❖ জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি এবং যে মানুষকে উত্তম শিক্ষা দেয় তার জন্য সৃষ্টি, এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ।
❖ মানুষকে উপকারী জ্ঞানদানকারীর ওপর স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি সালাত পেশ করে।
❖ জ্ঞানী ব্যক্তির রেখে যাওয়া জ্ঞান তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে উপকৃত করে।
❖ জ্ঞানী ব্যক্তি যাদেরকে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাদের কর্মের সওয়াব তিনি লাভ করেন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানের এই ফযীলত জানার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না কিছুতেই, অবিলম্বে সে পা রাখবে জ্ঞানের ময়দানে, কেননা সে জানে না যে তার ভবিষ্যতে কি আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৯] আল্লাহ পাক কর্তৃক কারও ওপর সালাত পেশ করা অর্থ উর্দ্ধজগতের বাসিন্দাদের নিকট তার প্রশংসা করা। আর সৃষ্টি কর্তৃক কারও ওপর সালাত পাঠ করা অর্থ: আল্লাহ পাক যেন তার প্রশংসা করেন, তার দুআ করা।
[১০] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك
وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك

"পাঁচটির পূর্বে পাঁচটিকে কাজে লাগাও: তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, তোমার বার্ধ্যক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে"[১১]

তাই যে সঞ্চয় করতে চায়, সে সঞ্চয় করুক দ্বীনের "জ্ঞান"।

যে প্রতিযোগিতা করতে চায়, সে করুক "জ্ঞানের প্রতিযোগিতা"।

যে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে চায়, সে মানুষকে আহ্বান করুক "জ্ঞানের" দিকে।

যে জীবনে কোন মহান ব্রত নিয়ে পথ চলতে চায়, সে শক্ত হাতে ধরুক "জ্ঞানের" পতাকা।

যে জীবনকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিতে চায়, সে তার সবকিছু বিলিয়ে দিক দ্বীনের "জ্ঞান" অর্জন এবং এর প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানের কাজে।

যে পৃথিবীর জীবনে প্রশান্তি পেতে চায়, সে প্রশান্তি খুঁজে নিক "জ্ঞান"চর্চায়।

যে জান্নাতে যেতে চায় সে চলুক জ্ঞানের রাজপথে...

---

[১১] হাকিম। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইতিপূর্বে জ্ঞানের যে মর্যাদা ও উপকারিতার কথা আলোচনা হল, সেই জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় শরীয়তের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সুন্দরভাবে সাজানো কোর্স আকারে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। এই কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা, যেন একজন মুসলিম নিজে শরীয়তের জ্ঞানে আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে সফলভাবে দ্বীনের জ্ঞান দান করতে সক্ষম হয়, যেন সে নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তার সওয়াবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে নিতে পারে।

সংক্ষেপে এই কার্যক্রমের বিশেষত্ব:

- মাতৃভাষায় কোর্সভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা, যা ইসলামী জ্ঞানকে সুন্দরভাবে আত্তীকরণের সহায়ক ।
- কোর্সের সাথে গবেষণাভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট, যা শিক্ষার্থীর মেধা চর্চার সুযোগ করে দেবে।
- প্রতিটি কোর্সের সাথেই প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত ও হাদীস আত্মস্থকরণ, যা জ্ঞানকে দৃঢ় করবে।
- কোর্সের সাথে রয়েছে অডিও, ভিডিও ও নোট যা এই জ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করবে।
- অনুবাদ হয়নি এমন আরবী উৎস থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ।
- দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীকে ঘরে বসে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেবে।
- কোর্স শেষে প্রখ্যাত আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট।
- প্রতি কোর্সে ভাল ফলাফলকারীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

www.pathagar.com

কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে রয়েছেন:

প্রোগ্রাম ডিরেক্টর:

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি.এইচ.ডি, এম. এ, ইসলামী শরীয়া
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কোর্স কো-অর্ডিনেটর:

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

যোগাযোগ:

বাড়ী-৫২/এ, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, (মীনা বাজারের পিছনে)।
ফোন: ০১৭৩৩৫৫৯১৩৫।
ইমেইল: info@oiep.org , oiepbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.oiep.org

www.pathagar.com

কোর্স পরিচিতি

আকীদা ০০১ : আত তাওহীদ (التَّوْحِيْد)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 'আউলিয়া' গ্রহণ করে, তাদের উপমা সেই মাকড়সার মত যে [আশ্রয়ের জন্য] বাসা বানায়। কিন্তু নিশ্চয়ই সমস্ত ঘরের মধ্যে দুর্বলতম হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত।

সূরা আল আনকাবুত, ২৯ : ৪১

মানুষ তার সত্তার সমস্তটুকু তার স্রষ্টার ইবাদতে নিয়োগ করবে, এক আল্লাহকেই চূড়ান্তভাবে ভালবাসবে, ভয় করবে, এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, তাঁরই ওপর নির্ভর করবে, তাঁর কাছেই আশা করবে, সকল পরিস্থিতিতে তাঁরই দিকে ঝুঁকে থাকবে - এতেই রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, শান্তি, মুক্তি ও নিরাপত্তা।

কিন্তু যখন সে তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য 'আউলিয়া'র দাসত্বের শৃঙ্খল বরণ করে, তখন সে যেন মাকড়শার দুর্বল ঘরে আশ্রয় নেয়।

www.pathagar.com

'আউলিয়া' বহুবচন, এই আয়াতে এর অর্থ হল সকল মিথ্যা উপাস্য বা ইলাহ বা মাবুদ - আল্লাহ ছাড়া মানুষ যাদের উপাসনা করে, যাদের কাছে দুআ করে, আশ্রয় চায়।

মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন ছেড়ে তারই মত অক্ষম সৃষ্টির দাসত্ব বরণ করেছে: কবরের দাসত্ব, পীরের দাসত্ব, অর্থ-সম্পদের দাসত্ব, তাবিজের দাসত্ব, আংটির দাসত্ব, গণকের দাসত্ব...আরও বহু আউলিয়ার দাসত্ব, আর তাই সে মাকড়সার দুর্বল জালে মাথা গুঁজে আজ অসহায়...

এই অবস্থা থেকে মুক্তি ও সমাধান রয়েছে একটি বাক্যের মাঝে:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

সমাধান আছে একে জানা ও মানার মাঝে।

আমাদের এই কোর্সের উদ্দেশ্য কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য আলেমগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে তাওহীদ এবং এর বিপরীত বিষয় 'শিরক' সম্পর্কে পদ্ধতিগত জ্ঞানার্জন।

www.pathagar.com

এই বই সংকলনে ব্যবহৃত রেফারেন্স

১. আল কুরআনুল কারীম
২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম সহ হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থাবলী
৩. ফাতহুল মজীদ শারহ কিতাব আত তাওহীদ - আব্দুর রহমান বিন হাসান(র.)
৪. তায়সীরুল আযীযিল হামীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ - সুলায়মান বিন আব্দিল্লাহ(র.)
৫. আল কাওলুস সাদীদ শারহ কিতাবিত তাওহীদ - আব্দুর রহমান বিন নাসির আস সা'দী(র.)
৬. আল কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ - মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মীন(র.)
৭. ইআনাতুল মুসতাফীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ - সালিহ বিন ফাওয়ান(হা.)
৮. আত তামহীদ লিশারহি কিতাবিত তাওহীদ - সালিহ বিন আব্দিল আযীয(হা.)
৯. নাওয়াকিদুল ঈমান আল ইতিকাদিয়্যাহ ও দাওয়াবিতুত তাকফীর ইনদাস সালাফ - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল উহাইবি(হা.)
১০. আলামুস সিহরি ওয়াশ শা'ওয়াযা - ড. উমার সুলায়মান আল আশকার
১১. ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমা
১২. মাজমু ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইবনি বায(র.)
১৩. মাজমু ফাতাওয়া আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মীন(র.)
১৪. শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদের(হা.) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশ্নোত্তরের ওয়েব সাইট: www.islamqa.com
১৫. ইসলাম একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত কোর্সের উপকরণ: www.islamacademy.net
১৬. অন্যান্য অডিও লেকচার, বই, ইংরেজী ও বাংলা উৎস

www.pathagar.com

অধ্যায় ১
নাস্তিক্যবাদের বাস্তবতা

১.১ ভূমিকা

এই বইটি মূলত ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদকে ঘিরে এবং মুসলিমদের জন্য লেখা। তবে আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ অনেককে প্রভাবিত করছে - আর এ ধরনের দর্শনের বাস্তবতা সম্পর্কে এবং এর পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা না থাকাই এর কারণ। তাই এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য এই বইয়ের প্রথম দুটি অধ্যায়কে ব্যবহার করা হল।

১.২ নাস্তিক কি নাস্তিক?

নাস্তিক্যবাদের প্রচারকরা একে যেভাবে উপস্থাপন করে, তা হল: **নাস্তিকতা অর্থ ধর্মের বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত মনের মানুষ হওয়া।** কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা ভিন্ন। মূলত নাস্তিকতা **প্রকৃতিপূজা, ব্যক্তিপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার এক সংমিশ্রণ।**

নাস্তিক স্রষ্টার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'অচেতন' ও 'জড়' প্রকৃতির ওপর আরোপ করেছে, ফলে সে 'জড়বস্তু'কে সৃষ্টি, প্রতিপালন, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার মাধ্যমে নিজেকে গাছ, পাথর, সূর্য, চন্দ্র, মাছ, কচ্ছপ পূজারীর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে!

www.pathagar.com

তেমনি নাস্তিকরা কিছু **'বিখ্যাত'** ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসারী। শুধুমাত্র তাদের খ্যাতির কারণেই অনেক নাস্তিক তাদের যুক্তির ভুল ধরতে প্রস্তুত নয়।

উপরন্তু প্রবৃত্তির তাড়না এবং ভোগের লালসা নাস্তিকদের একটা বড় অংশকে প্রেরণা যোগায় স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে।

এজন্য নাস্তিকদেরকে বহু-ঈশ্বরবাদীদের (Polytheist) অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৩ নাস্তিকের প্রকৃতিপূজা

একজন আস্তিক দাবী করে যে স্রষ্টা চিরকাল বিদ্যমান ছিল এবং থাকবেন, একজন নাস্তিক দাবী করে যে অচেতন জড় প্রকৃতি চিরকাল বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

একজন আস্তিক দাবী করে যে জ্ঞানী স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। একজন নাস্তিক দাবী করে যে জড় প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে।

একজন আস্তিক সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি ভক্তি নিয়ে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করে। একজন নাস্তিক প্রকৃতিকে ভক্তি করে প্রকৃতির জন্য মাথা নোয়ায়, বিভিন্ন উপলক্ষে নাচ-গান ও অশালীন কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির পূজা করে।

আস্তিক স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নাস্তিক জড় প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গান, কবিতা, স্তুতি রচনা করে থাকে অথচ প্রকৃতি সেটা শুনতেই পায় না:

www.pathagar.com

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়?
[আল-কুরআন]

আস্তিক স্রষ্টাকে ভালবাসে, নাস্তিক স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জড় প্রকৃতিকে ভালবাসে।

নাস্তিকদের অন্তরে পৌত্তলিকতার প্রতি ভালবাসার কারণে তারা মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি বানাতে তৎপর।

তাই নাস্তিকতা নতুন কোন বৈপ্লবিক দর্শন নয়, বরং নাস্তিকতা হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য মানুষের মাঝে বিদ্যমান গাছ, সূর্য, চন্দ্র, পাথর, প্রাণী পূজার নবরূপ ও সর্বসাম্প্রতিক বহিপ্রকাশ।

তাই আধুনিক, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের জন্য প্রকৃতিপূজার এই প্রাচীন কুসংস্কারে ফিরে যাওয়া মানায় না।

১.৪ নাস্তিকের ব্যক্তিপূজা

বর্তমান সময়ে অনেক নাস্তিক বিভিন্ন বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অন্ধ অনুসারী, এদেরকে তারা নবী-রাসূলদের মত ভক্তি করে, আর তাই ধার্মিক মানুষেরা যেভাবে বিনা প্রশ্নে নবী-রাসূলদের শিক্ষাকে মাথা পেতে নেয়, নাস্তিকরাও তেমনিভাবে বিনা প্রশ্নে তাদের দার্শনিক-বিজ্ঞানী 'অগ্রপথিকদের' মতবাদকে শিরোধার্য হিসেবে মেনে নেয়। এই সমস্ত দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের ভ্রান্তিগুলো খুব স্পষ্ট যুক্তিতর্কের আলোকে তুলে ধরা হলেও নাস্তিকদের শেষ কথা হল: **আমরা দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের অবাধ্য হব না।**

www.pathagar.com

১.৫ নাস্তিকদের প্রবৃত্তিপূজা

যাবতীয় অনৈতিক গুণাবলীর সর্বাধিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাস্তিকদের মাঝে, আর সেটাই স্বাভাবিক। বহু-ঈশ্বরবাদী নাস্তিকদের একজন দেবতা হল তাদের প্রবৃত্তি। যদি নাস্তিকতাকে সত্য ধরে নেয়া হয় এবং পৃথিবীর সকল লোক আজ নাস্তিক হয়ে যায়, তবে পরস্পরের লালসার দংশনের শিকার হওয়ার কারণে অল্প কয়েক প্রজন্মের মাঝেই পৃথিবীর বুক থেকে মানব সভ্যতা দ্রুত বিলুপ্ত হবে। আস্তিকরা আছে বলেই পৃথিবীতে মানব সভ্যতা টিকে আছে।

১.৬ নাস্তিক্যবাদ-আস্তিক্যবাদ: 'চেকমেট' আর্গুমেন্ট

আমরা সকলেই জীবনের কোন এক পর্যায়ে উপলব্ধি করি যে আমরা 'আছি'। আমরা নিজের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে আসিনি। হঠাৎ যেন একদিন নিজেকে 'আবিষ্কার' করলাম।

অবশ্য স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণায় বিশ্বাসী হলে ছোটবেলা থেকেই নিজের উৎসটা জানা থাকে। তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণের পর 'বুদ্ধিমান', 'বিজ্ঞানমনস্ক', 'মুক্তচিন্তার' অধিকারীদের সান্নিধ্যে এসে অনেকের মনে নতুন করে চিন্তা জাগে, সত্যিই কি আমি আছি? আমার কি কোন স্রষ্টা আছে? এত এত বিজ্ঞানীরা বুঝি নাস্তিক? বুদ্ধিমানেরা বুঝি নাস্তিক?

এই নিবন্ধে মূলত অতি সংক্ষেপে স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে একটি **"চেকমেট"** আর্গুমেন্ট দেয়া হবে। অর্থাৎ নাস্তিকতা-আস্তিকতা বিতর্কের 'অনেক অনেক কথা' কে কিছু মূল পয়েন্ট ও নীতিতে শ্রেণীবিন্যস্ত করে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিকে এমনভাবে মূল্যায়ন করে হবে যেন এ সংক্রান্ত অতীত ও ভবিষ্যতের সব আর্গুমেন্ট ও কাউন্টার আর্গুমেন্ট 'কভার' হয়ে যায়। এই লেখা পড়েই সব নাস্তিক আস্তিক

www.pathagar.com

হয়ে যাবে তা নয়, তবে আশা করি তা প্রকৃত সত্যান্বেষীকে পথ দেখাবে।

১.৭ আস্তিকদের সবচেয়ে মৌলিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি

দুটি:
১) অস্তিত্ব: অর্থাৎ স্রষ্টা ছাড়া অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না।
২) ডিজাইন: অর্থাৎ স্রষ্টার 'অ্যাসাম্পশন' ছাড়া মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সী - এর কোন কিছুর ডিজাইনকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আস্তিকদের এই দুটি যুক্তিই মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত চিন্তা প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেমন: মানুষ কোন কিছু সম্পর্কেই একথা ভাবে না যে এটা '**এমনি এমনি**' হয়েছে, তবে মহাবিশ্বকে কেন 'এমনি এমনি' ভাবতে যাবে? ধরা যাক কেউ একজন নাস্তিককে পকেট থেকে বের করে একটা কিছু দেখিয়ে বলল: এটা হঠাৎ 'এমনি এমনি' তার পকেটে চলে এসেছে! নাস্তিক কিন্তু কখনই তার কথা বিশ্বাস করবে না। এই নাস্তিক যত বড় সন্দেহবাতিক বা অবিশ্বাসীই হোক না কেন তার মনে ১০০% 'বিশ্বাস' তৈরী হবে যে সে মিথ্যা বলছে। এক্ষেত্রে এই নাস্তিক কিন্তু একজন দৃঢ় বিশ্বাসী, অথচ সে দাবী করে যে সে সন্দেহবাদী! সঠিক কথা হল: নাস্তিক দ্বৈত নীতিতে চলে: সকল ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আর সুবিধামত অবিশ্বাস ও সন্দেহ! যাহোক কোন কিছু 'এমনি এমনি' হওয়ার ধারণা মানুষের মৌলিক চিন্তাপ্রক্রিয়ার বিরোধী, যে মহাবিশ্ব 'এমনি এমনি' এসেছে বলে দাবী করে, সে মূলত স্ববিরোধী।

তেমনি কোন ডিজাইন 'ডিজাইনার' ছাড়া 'এমনি এমনি' হয় না - এটাও মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার একটি মূলনীতি, মানুষ কখনই এর

www.pathagar.com

অন্যথা করে না - সে যত বড় বিজ্ঞানীই হোক কিংবা যত বড় মূর্খই হোক।

পরিকল্পনা, নকশা, গোছানো কিছু, জটিলতা, নৈপুণ্য, সৌন্দর্য, প্রক্রিয়া, বিভিন্ন অংশের সমন্বয়: এই বিষয়গুলো যেখানে উপস্থিত, সেখানেই কোন এক সত্তার হস্তক্ষেপ আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে।

কেউ একটি ঘরে ঢুকে যখন দেখতে পায় যে সেখানে চেয়ার-টেবিল যথাস্থানে সারিবদ্ধভাবে গোছানো, মেঝে পরিচ্ছন্ন, ফুলদানিতে সতেজ ফুল রাখা, সবকিছু নিজনিজ স্থানে ঠিকঠিক ভাবে আছে, তখন কোন বাড়তি গবেষণা ছাড়াই তার মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্তে আসে যে ঘরটি 'কেউ' গুছিয়েছে। এর বিপরীতে ধরা যাক কেউ যদি বলতে চায় যে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ঘরটি 'গোছানো' হয়েছে, তবে তাকে চিন্তার সহজাত প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে বেশ 'অস্বাভাবিক' এবং 'জটিল' কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে হবে। আর এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত যে তার তত্ত্ব কেউ 'বিশ্বাস' করবে না, সে যতই বিখ্যাত বা মেধাবী হোক না কেন।

কেউ যদি একটি সাদা কাগজে 'ক' অক্ষরটি লেখা পায়, তার মস্তিষ্ক সহজাতভাবেই তাকে জানিয়ে দেবে যে এটা 'কেউ' লিখেছে। কালির দোয়াত উল্টে পড়ে 'ক' লেখা হয়েছে - এমন কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে চাইলে তাকে যৌক্তিক চিন্তার সহজাত প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করতে হবে।

একজন লেখক লিখেছেন: "কোন একটা সমন্বয় বা 'ব্যবস্থার' আরেকটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে রাস্তার ট্রাফিক বাতি। 'সবুজ-হলুদ-লাল-হলুদ-সবুজ' - এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাতিগুলো জ্বলতে থাকে। আমরা হয়তো সবসময় ওভাবে ভেবে দেখি না, কিন্তু যদি দেখতাম তবে সহজেই জানতাম যে, ঐ বাতিগুলো এভাবে একটা নিয়ম মেনে যে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর পর জ্বলছে বা নিভছে, তা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং 'কেউ একজন' এই 'ব্যবস্থা' সুচিন্তিতভাবে উদ্ভাবন করেছেন।"

www.pathagar.com

তেমনি একজন ব্যক্তি কখনই এ কথা বিশ্বাস করেন না যে একটি ছাপাখানায় বিস্ফোরণ ঘটে 'গীতাঞ্জলি' রচিত হয়েছে!

১.৮ অস্তিত্বের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন

পাল্টা যুক্তি ১: মহাবিশ্ব অস্তিত্বেই আসেনি! অর্থাৎ অসীম সময় ধরেই ছিল।

খণ্ডন: প্রথমত, বিজ্ঞানী মহলে এই তত্ত্ব প্রায় পরিত্যক্ত। নিছক তর্কের খাতিরে একে সত্য ধরে নেই: মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসেনি! অসুবিধা নেই, এখন তো এর অস্তিত্ব আছে! সেটা ব্যাখ্যা করুন। এর কোন যৌক্তিক জবাব নেই নাস্তিকদের কাছে, কেননা অস্তিত্ব তার বিশালত্ব নিয়ে ছায়া ফেলছে নাস্তিকের ভ্রূকুঞ্চিত চেহারায়, তার মস্তিষ্কে চলছে জবাবের খোঁজে বিভিন্ন তত্ত্বের সাইক্লোন! কেন এই সাইক্লোন? কেননা তিনি দিবালোকের মত স্পষ্ট একটি বিষয়কে অস্বীকার করতে চান।

পাল্টা যুক্তি ২: তাহলে স্রষ্টাকে কে অস্তিত্বে আনল?

খণ্ডন: এটা মূলত মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কোন সমাধান নয়, বরং পাল্টা প্রশ্ন। তাহলে দেখা যাক দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
সম্ভাবনা ১: মহাবিশ্বের স্রষ্টা নেই। (নাস্তিক)
সম্ভাবনা ২: মহাবিশ্বের স্রষ্টা আছে যার স্রষ্টা নেই।(আস্তিক)
এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই গ্রহণযোগ্য যেমন নিচের ক্ষেত্রগুলিতে কোনটি যুক্তিযুক্ত?:
সম্ভাবনা ১: চিত্রের চিত্রকর নেই।
সম্ভাবনা ২: চিত্রের চিত্রকর আছে যার চিত্রকর নেই।
নাকি বলব চিত্রকরকে কে আঁকল? আরও দেখা যাক:
সম্ভাবনা ১: গীতাঞ্জলির লেখক নেই।
সম্ভাবনা ২: গীতাঞ্জলির লেখক আছে যার লেখক নেই।
নাকি বলব রবীন্দ্রনাথের লেখক কে?

www.pathagar.com

১.৯ ডিজাইনের যুক্তির সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি এবং খণ্ডন

পাল্টা যুক্তি ১: মহাবিশ্বের বা এর কোন অংশের ডিজাইনকেই অস্বীকার করা, অর্থাৎ এ কথা দাবী করা যে মহাবিশ্বের কোন ডিজাইনই নেই।

খণ্ডন: এই কথা খুব বেশী লোকে বলে না, আর যারা বলে তারা এটা বুঝিয়েই দেয় যে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করছে, সেক্ষেত্রে এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা এটা কোন যুক্তিই নয়। কেউ যদি নিজেই একটু মহাবিশ্বের বিশালতা, নিপুণতা, এর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান প্রক্রিয়া, জীব জগৎ, প্রাণী জগৎ নিয়ে পড়াশোনা করে, তার সামনে আসবে একের পর একে ডিজাইনের অসংখ্য অগণিত নমুনা, এরপরও মানতে না চাইলে কিছু বলার নেই।

পাল্টা যুক্তি ২: মহাবিশ্বের সব ডিজাইনকে ব্যাখ্যা করা যায়, সুতরাং ডিজাইনার নেই, এবং ব্যাখ্যা করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন জীবজগতের জন্য ডারউইনিজম...ইত্যাদি।

খণ্ডন: এই যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি চরম ভুল 'অ্যাক্সিওম' এর ওপর, তা হল:

যদি কোন কিছুর ডিজাইনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবে এর কোন ডিজাইনার নেই।

কি আশ্চর্য কথা! ঘড়ির ডিজাইন আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি, সুতরাং ঘড়ির কোন মেকার নেই।

সুপার কম্পিউটার ব্যাখ্যা করতে পারছি, তাই সুপার কম্পিউটারকে কেউ বানায় নি।

www.pathagar.com

সুতরাং ডিজাইন ব্যাখ্যা করতে পারা মূলত আস্তিক্যবাদকে আরও শক্তিশালী করবে। **বিজ্ঞানীরা যতই মহাবিশ্বের ডিজাইনের ব্যাখ্যা দেবে, তারা তত বেশী করে স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে ছাড়বে।**

পাল্টা যুক্তি ৩ : কোন জটিল কিছু যদি অপেক্ষাকৃত সরল ধাপ অতিক্রম করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তার মানে এর কোন ডিজাইনার নেই।

খণ্ডন: আগের যুক্তির মতই এটাও পুরোপুরি খোঁড়া যুক্তি। একটি ঘড়ি কিভাবে ছোট ছোট সরল যন্ত্রাংশ একটির সাথে অপরটি জোড়া দিয়ে তৈরী হয়েছে, তার বিবরণ প্রকাশ করলে বলা যাবে যে কেউ একে বানায় নি? "আমি নাস্তিক" লেখাটি কেউ লেখেনি, কেননা আ, ম, ি, ন, া, স, ত, ক এসব সরল জিনিসপত্র দিয়েই লেখাটি 'হয়েছে'। মন 'মুক্ত' হলেই বুঝি এ সমস্ত আশ্চর্য খোঁড়া যুক্তি বের হয়।

পাল্টা যুক্তি ৪ : আর কোন সম্ভাব্য পাল্টা যুক্তি নেই, শেষ। এ ক'টাই ছিল।

১.১০ ডারউইনিজম জাতীয় তত্ত্বগুলো খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই?

না, ওপরের ২ আর ৩ এ খণ্ডন হয়ে গেছে। ডারউইনিজম যে একটি **অপ্রতিষ্ঠিত অপ্রমাণিত এবং বিজ্ঞানীমহলে বিতর্কিত** বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা সেদিকে যাব না, কেননা ঘোড়া আর মন্ত্রী দিয়ে "চেকমেট" করার পর কিস্তি দিয়েও রাজাকে 'খাওয়া' যায় কিনা সেটা দেখার প্রয়োজন নেই।

বিবর্তনবাদের 'পরস্পরবিরোধী' যে কয়টি ভ্যারিয়েন্ট আছে, তার যে কোন একটি ঠিক ধরে নিয়ে যদি বলা হয় যে জীবজগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা গেল, তবে তাতে স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা আরও দৃঢ় হয়। কোন কিছুকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে পারা এর গঠনশৈলীর প্রমাণ।

www.pathagar.com

গীতাঞ্জলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল সেখানে সব ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ...সুতরাং রবীন্দ্রনাথ নেই - এ কথা কেউ বলবে কি?

তেমনি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে জীবজগতের উৎপত্তি বা ক্রমবিকাশের কোন পর্যায়ে 'র‍্যান্ডম' কিছু প্রক্রিয়া দায়ী, তবে তাতেও স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণা দৃঢ়তর হয়। **র‍্যান্ডম => ডিজাইন প্রমাণিত হলে, আরও বেশী করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে স্রষ্টা আছে।** অবশ্য প্রকৃতিতে 'র‍্যান্ডম' কিছুর প্রমাণ আদৌ মিলেছে কিনা, সেটাও প্রশ্ন।

১.১১ সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধি

মূল যুক্তিতর্ক এখানেই শেষ। এবার সিদ্ধান্তের পালা।

সিদ্ধান্ত ১: পৃথিবীতে একজনও প্রকৃত 'নাস্তিক' নেই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। নাস্তিক মূলত স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সেটা স্বীকার করতে চায় না - এটাই বাস্তবতা। ওপরের আর্গুমেন্ট বুঝতে খুব বেশী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, আর বেশী বিদ্যা হলেও এই আর্গুমেন্ট ভুল প্রমাণ করা যায় না। মূলত সকল মানুষ এভাবেই চিন্তা করে থাকে, এখানে সেটা লেখনীতে প্রকাশ করা হল মাত্র। এজন্য জেনে রাখা ভাল যে পৃথিবীতে কোন প্রকৃত নাস্তিক নেই। এছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে নাস্তিক মূলত বহু-ঈশ্বরবাদী।

সিদ্ধান্ত ২: বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টাকে 'অপ্রমাণ' করা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ীই অসম্ভব একটি ব্যাপার। কেননা বিজ্ঞানই বলে যে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং অনুরূপ দার্শনিক বিষয়গুলো তার আওতাভুক্ত নয়, কেননা **বিজ্ঞান বলে দেয় 'কিভাবে' হয়। কিন্তু 'কেন' হয়? এর উত্তর দেয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়।** বরং এটা মানুষের যুক্তি, চিন্তা ও দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক কথা যে 'এমনি এমনি' হয় না। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাসে 'সকল' বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যদি তা সত্যিই 'বৈজ্ঞানিক' হয়, তবে তা কোন

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম ছাড়াই স্রষ্টা থাকার আর্গুমেন্টকে শক্তিশালী করবে। তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর 'সাহিত্য চেতনা' যখন ডানা মেলে দর্শনের আকাশে উড়তে চায় তখন নাস্তিকতার জন্ম হতে পারে, সুতরাং ইকুয়েশন হল:

বিজ্ঞানীর নাস্তিকতা = বিজ্ঞানী − বিজ্ঞান + সাহিত্য × দর্শন

১.১২ মানুষ নাস্তিক হয় কেন?

তাহলে মানুষ নাস্তিক হয় কেন?

কয়েকটি কারণে:

১) স্রষ্টাকে মানতে ইচ্ছে না করা।
২) স্রষ্টার প্রতি কোন ধরনের রাগ থাকা।
৩) ধর্মের বিধিবিধানকে কষ্টকর মনে হওয়া।
৪) ফ্যাশন।
৫) কোন বিজ্ঞানীর অন্ধ অনুকরণ।
৬) সংশয়ের অজুহাতে।

এগুলো কোনটিই নাস্তিকতার পক্ষে কোন যুক্তি নয় যে খণ্ডন করা হবে। তবে এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য:

১) স্রষ্টাকে মানতে ইচ্ছে না করা একপ্রকার অহংকার, আর দুর্বল সৃষ্টির জন্য এই অহংকার মানায় না। তাছাড়া স্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী চলা মানুষের নিজের জন্যই উপকারী, স্রষ্টাকে না মানলে নিজেরই ক্ষতি।

২) স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, জীবন পরীক্ষা, আর তাই সেখানে 'মন্দ' থাকতেই হবে, নতুবা পরীক্ষা হবে কিভাবে? তবে

www.pathagar.com

সকলকে তার অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে রাগ না করে জানা ভাল যে ধৈর্য ধারণ করে স্রষ্টার নির্দেশে অটল থাকলে পরিণতি কল্যাণকর।

৩) ধর্মের বিধিবিধান কষ্টকর বা অযৌক্তিক মনে হওয়া: কেউ কোন বানোয়াট মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হলে এমনটি হতে পারে, অথবা সত্য ধর্ম সম্পর্কেও ভুল কথা জানার ফলে এমন হতে পারে। এর সমাধান হল ধর্মের মূল উৎসে ফিরে যাওয়া। ধর্মের নামে চালু "নেয়ামুল কুরআন" জাতীয় আজগুবি বই পড়ার দরকার নেই।

৪) ফ্যাশন: ফ্যাশন হল দাসত্ব। ফ্যাশন করা হল কাকের ময়ূর হওয়ার চেষ্টা। প্রত্যেক ব্যক্তির এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিৎ যে আমি অযৌক্তিকভাবে কাউকে অনুকরণ করব না।

৫) কোন বিজ্ঞানীর অন্ধ অনুকরণ: অনেকে দাবী করে যে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই নাস্তিক হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রকৃত পরিসংখ্যান যাচাই করা দরকার যে কতজন বিজ্ঞানী 'নাস্তিক'। যাহোক বিজ্ঞানীদের নাস্তিক হওয়ার ফর্মুলা একটু আগেই আমরা দেখেছি। আসলে বিজ্ঞানীরাই নাস্তিক হয় বিষয়টি এরকম নয়, বরং তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন:

ইসলাম ধর্মের সাথে সঠিক পরিচিতি নিয়ে বেড়ে উঠলে একজন বিজ্ঞানী সচরাচর নাস্তিক হয় না। বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বিজ্ঞানীদের মাঝে নাস্তিকতা খুব কমই পাওয়া যাবে, আর যেখানে তা পাওয়া যায়, সেখানে তা এই কারণে যে সে দেশে প্রকৃত ইসলাম চর্চা হয় না।

খ্রীস্টান দেশে খ্রীস্টান পটভূমিতে বিজ্ঞানীরা নাস্তিক হবেই, কেননা তাদের ধর্ম মিথ্যা, বানোয়াট, সুতরাং সেখানে যারা বড় হয়েছে, তারা সহজাতভাবেই ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়েই বড় হবে। আবার মুসলিম

www.pathagar.com

দেশেও এটা হতে পারে যদি সেখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলো চালু না থেকে "নেয়ামুল কুরআন" জাতীয় বইপত্র ইসলামের নামে চালু থাকে।

মোটকথা বিজ্ঞানীরা যখন নাস্তিক হয়, তখন সেটা বিজ্ঞানের কারণে হয় না, তাদের ব্যক্তিগত দর্শন কিংবা সামাজিক পটভূমির কারণে হয়, যার সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

৬) সংশয়ের অজুহাত: কোন কিছু মানতে না চাইলে এটি একটি সহজ অজুহাত। সংশয়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে দ্বিমুখী নীতিতে বিশ্বাসী। স্রষ্টা ও ধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুতেই একজন সংশয়বাদীর সন্দেহ হয়, কিন্তু পার্থিব স্বার্থে সে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, যেমন: কালকে সূর্যটা উঠবে, এ বিষয়ে সে মোটেই কোন সন্দেহ পোষণ করে না। মাধ্যাকর্ষণ জাতীয় প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অপরিবর্তিত থাকবে, এ ব্যাপারে 'প্রকৃতির ওপর' তার অগাধ আস্থা, নতুবা সে দুনিয়ার সুখ ভোগ করবে কিভাবে? কিন্তু ধর্মের প্রসঙ্গ আসলেই সে সংশয়ের দাবী করে থাকে।

১.১৩ সহজ চ্যালেঞ্জ

বিশ্বের সকল নাস্তিক এবং বড় বড় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি সহজ চ্যালেঞ্জ আছে! মহাবিশ্ব যদি 'এমনি এমনি'ই হয়ে থাকে আর অচেতন প্রকৃতি যদি নিজেই এত সব 'করে' থাকে তবে নাস্তিক ও তাদের বিজ্ঞানীদেরকে আমরা একটি ছোট্ট জিনিস করে দেখাতে বলতে পারি: আপনাদের সর্বাধুনিক জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নিয়ে **অস্তিত্বহীনতা থেকে একটি মাছিকে অস্তিত্বে এনে দিন তো!**

সহজ চ্যালেঞ্জ! বোবা প্রকৃতি যদি মহাবিশ্বে এত কিছু করতে পারে, তবে এত জ্ঞানীগুণী সবাকেরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে 'নাই' থেকে একটি মাছি বানাতে পারবে না? **একটা মরা মাছি বানালেও চলত!**

www.pathagar.com

আর যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে তাদের সেই জাহান্নামকে ভয় করা উচিৎ যার জ্বালানী হবে মানুষ!

১.১৪ শেষকথা

আল্লাহ আছেন, এতটুকু মানার সৎ সাহস যাদের আছে, তাদেরকে সততার সাথে খুঁজতে হবে সত্য ধর্ম কোনটি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২
ধর্মের কথা

২.১ ভূমিকা

বিগত অধ্যায়ে নাস্তিক্যবাদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ৩টি অংশ থাকছে:

প্রথম অংশে ইসলাম ধর্মের মূলকথা তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় অংশে থাকছে ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাই করার জন্য যে বিষয়গুলো লক্ষণীয় তার বিবরণ।

তৃতীয় অংশে থাকছে সংশয়বাদীদের কিছু প্রশ্নের পর্যালোচনা।

২.২ বহুধর্ম না একটি ধর্ম?

ইসলাম ধর্মের সত্যতার বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে সংক্ষেপে ইসলাম ধর্মের মূল কথা এবং পৃথিবীতে বহু ধর্মের অস্তিত্বের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন।

মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানোর পর থেকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুগে যুগে মানুষের প্রতি দিকনির্দেশনা পাঠিয়েছেন তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে, যাদেরকে আমরা নবী বা রাসূল বলি। এই নবীরাই হচ্ছেন আল্লাহ পাকের বিধান মানুষের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যম, তাঁরা তাঁদের রবের কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তা

www.pathagar.com

মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার মাঝে রয়েছে স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা, স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর বিবরণ, তিনি মানুষকে কেন সৃষ্টি করলেন এবং তিনি মানুষের কাছে কি চান তার উল্লেখ, মানুষ স্রষ্টার অবাধ্য হলে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আর তাঁর আনুগত্য করলে তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের বর্ণনা - এই সবকিছু, আরও রয়েছে পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা, রয়েছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের তথ্য তথা মানুষের চূড়ান্ত পরিণতির কথা।

আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আগত এই বার্তা ও শিক্ষাকে জানা, মানা ও আঁকড়ে ধরা ছাড়া মানবজাতির কোন প্রকার প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। সৃষ্টির কল্যাণ সম্পর্কে স্রষ্টার চেয়ে বেশী আর কে জানে? স্রষ্টার চেয়ে উত্তম পথ সৃষ্টিকে কে দেখাতে পারে? স্রষ্টার সর্বময় জ্ঞান, ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণকামিতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া - এ সমস্ত স্বীকৃত গুণাবলীর কারণে নিঃসন্দেহে তিনিই মানুষকে সবচেয়ে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম, সকল কল্যাণ ও অকল্যাণকে চিনিয়ে দিতে সর্বাধিক সক্ষম। এজন্য প্রতি যুগে প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রাপ্ত আসমানী শিক্ষা বা ওহীর মুখাপেক্ষী। যে স্রষ্টার শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করল। যে জাতি ওহীলব্ধ জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করল, সে জাতি ধ্বংস ও সর্বনাশের অতলে হারিয়ে গেল। আল্লাহ পাকের পাঠানো দিকনির্দেশনাকে বাদ দিয়ে মানুষ যতই নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, পছন্দ-অপছন্দ, মনগড়া দর্শনের ওপর নির্ভর করবে, তারা ততই নিজেদের জন্য একের পর এক ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনবে। আর যে জাতি ঐশী জ্ঞানকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দর্শন কিংবা ব্যক্তিকে নিজেদের অনুসরণীয় বানাবে, তারা যেন তাদের বাহনের লাগাম ছেড়ে দিল এক অন্ধের হাতে, এখন শুধুই দেখার অপেক্ষা যে কোন খাদে সে সকলকে নিয়ে ধ্বংস হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষের কাছে যে জ্ঞান, শিক্ষা ও বিধান প্রেরণ করেছেন, যাকে আমরা ধর্ম বলি, সেই ধর্ম এক এবং একটি - তা হল আত্মসমর্পণের ধর্ম, যাকে আরবীতে 'ইসলাম' বলা হয়। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। এই ইসলাম সকল নবীর ধর্ম। ইসলাম নবী আদমের(আ.[১২]) ধর্ম। ইসলাম নবী নূহের(আ.) ধর্ম। ইসলাম নবী ইব্রাহীমের(আ.) কাছে পাঠানো ধর্ম। ইসলাম নবী মূসার(আ.) ধর্ম, যাঁকে ইহুদীরা তাদের নবী বলে দাবী করে। ইসলাম নবী ঈসার(আ.) নিকট প্রেরিত ধর্ম, খ্রীস্টানরা[১৩] যার অনুসরণের দাবীদার। আর এই ইসলামই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রেরিত ধর্ম। এই ইসলামের অর্থ হল: **"আল্লাহকে ইবাদতের জন্য এককভাবে বেছে নেয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল সত্তার ইবাদতকে অস্বীকার করার ভিত্তিতে একান্তভাবে তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর প্রেরিত বিধানের নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।"**

সুতরাং নবী আদমের(আ.) যুগে যারা আদমের(আ.) কাছে প্রেরিত শিক্ষা অনুযায়ী এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে তারা ছিল 'মুসলিম' অর্থাৎ 'আত্মসমর্পণকারী'।

নবী নূহের(আ.) যুগে যারা নূহের(আ.) অনুসারী হয়ে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে তারা ছিল নূহের(আ.) যুগের 'মুসলিম'।

---

[১২] আলাইহিস সালাম: তাঁর ওপর নিরাপত্তা বিরাজ করুক।

[১৩] আল কুরআনে এদেরকে নাসারা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত খ্রীস্টান শব্দটি যথার্থ নয়, কেননা খ্রীস্টান অর্থ মসীহের(আ.) অনুসারী, অর্থাৎ নবী ঈসার(আ.) অনুসারী, আর বাস্তবতা হচ্ছে এই যে যারা নিজেদেরকে 'খ্রীস্টান' বলে দাবী করে, তারা নবী ঈসার(আ.) অনুসারী নয় বরং তারা যে ধর্মের ওপর আছে তা নবী ঈসার(আ.) শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত - যার বিবরণ সামনে আসছে। এজন্য তাদের জন্য যথার্থ নাম হল 'নাসারা'। নবী ঈসা(আ.) সহ সকল নবীর একমাত্র প্রকৃত অনুসারী হচ্ছে মুসলিমগণ।

www.pathagar.com

নবী ইব্রাহীমের(আ.) যুগে যারা ইব্রাহীমের(আ.) ডাকে সাড়া দিয়ে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে তারা ছিল তৎকালীন 'মুসলিম' ।

নবী মূসার(আ.) যুগে যারা মূসার(আ.) কাছে প্রেরিত কিতাব তাওরাতকে আঁকড়ে ধরে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে তারা ছিল সে যুগের 'মুসলিম'।

নবী ঈসার(আ.) যুগে যারা ঈসার(আ.) কাছে প্রেরিত কিতাব ইনজিলকে বাস্তবায়ন করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে, তারা ছিল 'মুসলিম'।

নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এবং এর পরবর্তীতে যারা মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর নাযিল হওয়া কিতাব আল-কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেছে, তাঁর নির্দেশমত জীবনযাপন করেছে তারাও তাদের পূর্বসূরি অন্যান্য নবীদের অনুসারীদের মতই 'মুসলিম' তথা 'আত্মসমর্পণকারী'।

তাই ইসলাম রাষ্ট্রীয়, ভৌগলিক, গোত্রীয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক কোন দর্শন নয়, বরং ইসলাম হল স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের মূলতত্ত্ব, যা স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক সংজ্ঞায়িত, প্রেরিত এবং সত্যায়িত। আমাদের স্রষ্টা যেমন একজন, তেমনি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্মও একটাই - 'ইসলাম', সকল নবী-রাসূল মুসলিম ছিলেন এবং সকলেই মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, দাওয়াত দিয়েছেন - এটাই মানবজাতির সঠিক ইতিহাস।

www.pathagar.com

২.৩ তাহলে অন্য ধর্মগুলো কি এবং কেন?

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক খ্রীস্টধর্ম। খ্রীস্টধর্মের অনুসারীরা দাবী করে থাকে যে তারা নবী ঈসার(আ.) অনুসারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যে মতবাদের অনুসরণ করছে, সেটা ঈসার(আ.) ধর্ম নয়, তিনি এই শিক্ষা তাদেরকে দেননি। তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত এক বান্দা, নবী এবং আল্লাহর সবচেয়ে বড় ইবাদতকারীদের একজন। তিনি কখনও মানুষকে শেখাননি যে তিনি আল্লাহর পুত্র! তিনি কখনও মানুষকে নির্দেশ দেননি যে তোমরা আমার ইবাদত কর! তিনি কখনও ত্রিত্ববাদ শিক্ষা দেননি - তিনি বলেননি যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলেই আল্লাহ! বরং তিনি মানুষকে ঠিক সেই শিক্ষাই দিয়েছে, যে শিক্ষা দিয়েছেন মূসা, যে শিক্ষা দিয়েছেন নূহ, ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলে - যে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, আর তার সাথে আর কাউকে শরীক করো না। আল্লাহ পাক বলেন:

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ
إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى
بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى
نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ
ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

আর [স্মরণ কর:] আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, 'তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি আমাকে ও আমার মাতাকে মাবুদ বানাও?'" তিনি বলবেন, "আপনি পবিত্র, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আমি

www.pathagar.com

তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার নফসে যা আছে তা আমি জানি না, নিশ্চয় আপনি গায়েব সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর উপর সাক্ষী।"[১৪]

আল্লাহ পাক বলেন:

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ
ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوۡاْ
لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن
فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ
وَعَدَّهُمۡ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ﴿٩٥﴾

আর তারা বলে, "পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।" অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূপাতিত হওয়ার উপক্রম হয়। কারণ তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে

---

[১৪] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ১১৬-১১৭।

www.pathagar.com

পরম করুণাময়ের কাছে হাযির হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী।[১৫]

অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সকল নবী রাসূল মানুষের কাছে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, সকলেই মানুষকে 'তাওহীদ' তথা এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই নিজেকে মানুষ এবং আল্লাহর বান্দা ছাড়া অন্য কিছু বলে দাবী করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের শিক্ষা হারিয়ে গিয়েছে, বিকৃত হয়েছে, তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। আর এজন্য বর্তমানে যে খ্রীস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম রয়েছে তা ঈসা(আ.) এবং মূসার(আ.) প্রকৃত শিক্ষা নয়, বরং তাঁদের কাছে প্রেরিত ধর্ম পরিবর্তিত ও বিকৃত হওয়ার পর তৈরী হয়েছে এই খ্রীস্টধর্ম, ইহুদীধর্ম। তেমনি তাওরাত ও ইনজিলের পরিবর্তিত ও বিকৃত রূপ হল বর্তমান সময়ের বাইবেল, বাইবেলে যে কথাগুলো আছে সেগুলো অবিকৃতভাবে মূসা(আ.) কিংবা ঈসার(আ.) কাছে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষা নয়, বরং এর সাথে মিশ্রিত হয়েছে মানুষের মনগড়া দর্শন।

২.৪ পৃথিবীতে বিবিধ ধর্ম বিরাজমান, কেন? এক্ষেত্রে একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তির করণীয়ই বা কি?

প্রথমত, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং প্রেরিত ধর্ম যুগে যুগে ভিন্ন হয়ে থাকে এমন নয়, বরং তাঁর মনোনীত ধর্ম একটিই - সেটা হল ইসলাম, যার মূল কথা হল আল্লাহকে ইবাদতের জন্য এককভাবে বাছাই করা এবং তিনি ছাড়া আর সকল উপাস্যকে অস্বীকার করার ভিত্তিতে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ - এটাই সকল নবীর মূলশিক্ষা, তবে হ্যাঁ, দৈনন্দিন জীবন-বিধানের খুঁটিনাটিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন সালাতের পদ্ধতি, সাওমের পদ্ধতি

---

[১৫] সূরা মরিয়ম, ১৯ : ৮৮-৯৫।

www.pathagar.com

ইত্যাদি। কিন্তু মূল শিক্ষার বিচারে সকল নবী-রাসূল মানুষকে একই শিক্ষা দিয়েছেন, একই দাওয়াত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, নবীদের শিক্ষার মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, যেমন খ্রীস্টধর্ম, ইহুদীধর্ম ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্ম নবী ঈসার(আ.) ধর্ম নয়, তেমনি ইহুদী ধর্ম নবী মূসার(আ.) ধর্ম নয়, বরং তাদের সকলের ধর্মই ছিল ইসলাম।

তৃতীয়ত, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক প্রতি যুগেই মানুষের প্রতি একই মূল-শিক্ষা, একই ধর্মতত্ত্ব প্রেরণ করেছেন। আর তা হল ইসলাম। এই ইসলামই হল তাঁর মনোনীত ধর্ম। এজন্য **"যে কোন এক পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করলেই চলবে" - এই ধারণা সঠিক নয়।** যেকোন ধর্ম পালন করলেই চলবে - এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সকল ধর্মই ভাল - এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সকল ধর্মই সঠিক - এই ধারণা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। বরং সঠিক ধর্ম একটিই - ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর সকল ধর্ম, পথ ও মত মানবরচিত, ভ্রান্ত, প্রত্যাখ্যাত এবং আল্লাহর নিকট কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ

ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন কামনা করে তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৬]

চতুর্থত, কোন নবীর কাছে প্রেরিত ধর্ম যখন মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক পুনরায় নতুন নবী প্রেরণ করেন। আর

[১৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৫।

www.pathagar.com

এই ধারাবাহিকতায় নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নবী, এবং তাঁর কাছে প্রেরিত কিতাব আল কুরআন সর্বশেষ কিতাব, আর এটি সর্বশেষ কিতাব হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত একে সংরক্ষণ করবেন, যেন এর শিক্ষা হারিয়ে না যায়। আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۝٩

নিশ্চয় আমি 'আয-যিকর' নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।[১৭]

পঞ্চমত, নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের পর পূর্ববর্তী বিধানগুলো আর পালন করা যাবে না। অর্থাৎ ধর্মের বিধিবিধান নিতে হবে আল কুরআন থেকে এবং নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা থেকে, তাওরাত কিংবা ইনজিল কিংবা পূর্ববর্তী অন্য কোন কিতাবের অনুসরণ বর্তমান সময়ে গ্রহণযোগ্য হবে না, আর পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় পাওয়াও যায় না। নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের পর কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ধর্ম পালন করা। কেউ যদি মূসা(আ.) কিংবা ঈসা(আ.) কিংবা অন্য কোন নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার হয়ে থাকে, তবে তাকেও নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর অনুসরণ করতে হবে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[১৭] সূরা আল হিজর, ১৫ : ৯।

www.pathagar.com

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَـذِهِ الأُمَّـةِ يَهُـودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّارِ

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, এই উম্মাতের[১৮] যে কেউ, ইহুদী হোক বা খ্রীস্টান, সে আমার সম্পর্কে শোনার পর আমাকে যা সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৯]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ যদি মূসা(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না।[২০]

এছাড়া স্বয়ং মূসা(আ.) এবং ঈসা(আ.) তাঁদের অনুসারীদেরকে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবং যদি তাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তবে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের সাথে সাথে তাঁর অনুসারী হওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হত, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১৮] এখানে উম্মাত বলতে বোঝানো হচ্ছে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় ও এর পরবর্তীতে পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল লোককে, কেননা এরা সকলেই নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতের লক্ষ্য।

[১৯] মুসলিম(১৫৩)।

[২০] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

আর [স্মরণ কর:] যে আল্লাহ নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে "আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের যতটুকুই দিয়ে থাকি না কেন তা সত্ত্বেও তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল যদি তোমাদের কাছে আসেন তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।" তিনি বললেন, "তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ?" তারা বলল, "আমরা স্বীকার করলাম।" আল্লাহ বললেন, "তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।"[২১]

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নবীদের মধ্যে পরস্পরকে সত্যায়ন করার জন্য, কেননা তাঁদের কেউই নিজস্ব দল গঠন করতে পৃথিবীতে আসেন নি, তাঁদের সকলের একই লক্ষ্য, একই গুরুভার, তা হল আল্লাহ পাকের দীনের বার্তা পৌঁছানো, সুতরাং তাঁদের পরস্পরের মাঝে কোন বিরোধ থাকা সম্ভব নয়, বরং তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একে অপরকে স্বীকার ও সাহায্য করার ব্যাপারে, এবং বিশেষত নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব ঘটলে তাঁর আনুগত্য করার শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে, শুধু তাই নয় বরং তাঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ উম্মাতের ওপর এই প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা আরোপ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, ফলে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব

---

[২১] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮১।

www.pathagar.com

ঘটলে তাঁকে সত্যায়ন করার এবং সাহায্য করার এই নির্দেশ সকল নবীদের ক্ষেত্রে এবং তাঁদের পরবর্তীতে তাঁদের উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য।

ষষ্ঠত, নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ কোন গোত্রীয় বা গোষ্ঠীয় ব্যাপার নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মনোভাব পোষণ করা - আর এটাই ইসলামের দাবী। কেউ যদি একজন নবীকেও অস্বীকার করে, তবে সে আর মুসলিম থাকে না! কেউ যদি বলে যে আমি নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনলাম কিন্তু ঈসাকে(আ.) অস্বীকার করলাম, তবে সে অমুসলিম, মুসলিম নয়। কেউ যদি বলে যে আমি মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ঈসাকে(আ.) স্বীকার করি কিন্তু মূসাকে(আ.) অস্বীকার করি, তবে সে অমুসলিম। কেননা যে একজন নবীকে অস্বীকার করল, সে যেন নবুওয়্যতকেই অস্বীকার করল, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতি নবী-রাসূল পাঠানোর বিষয়টিকেই অস্বীকার করল। এজন্য ইসলামের দাবী কোন গোত্রীয় বা গোষ্ঠীয় দাবী নয়, বরং মুসলিম হতে হলে একজন ব্যক্তিকে আদম(আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত আগত সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে হবে, সকল নবী-রাসূলকে স্বীকার করতে হবে। তাই ইসলাম সকল নবী-রাসূলের স্বীকৃতি দেয়। অপরপক্ষে ইহুদীরা নবী ঈসা(আ.) ও নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করে থাকে, আর খ্রীস্টানরা নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করে থাকে। মোট কথা যে যুগের যিনি নবী, সে যুগে তাঁকে অনুসরণ করা কর্তব্য। বর্তমান যুগে একজন ব্যক্তির জন্য নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা ছাড়া কোন পথ নেই, গত্যন্তর নেই, এটা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। কেউ যদি ঈসার(আ.) যুগে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে যুগে ঈসার(আ.) অনুসারী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক,

www.pathagar.com

কেউ যদি মূসার(আ.) যুগে জন্ম নেয়, তবে মূসার(আ.) আনুগত্য করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে - এছাড়া অন্য কোন কারণে কোন রাসূল প্রেরণ করা হয়নি...[২২]

আর একেক যুগে একেক নবীর আনুগত্য পরস্পর বিরোধী কোন বিষয় নয়। যে বর্তমান যুগে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করল, সে ঈসা ও মূসারও আনুগত্য করল, কেননা তাঁরা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

সপ্তমত, যদি কেউ বলে যে সকলেই তো নিজের ধর্ম বা মতকে সঠিক বলে দাবী করে থাকে, তবে করণীয় কি? এর জবাব হল: দাবীতে কিছু এসে যায় না। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রমাণ। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। আর যখনই দলীল-প্রমাণের প্রশ্ন আসবে, তখনই ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রকাশিত ও স্পষ্ট হবে। এজন্য প্রত্যেক সত্য-সন্ধানীর কর্তব্য যাচাই করে দেখা যে কার দাবীর পক্ষে কি প্রমাণ আছে।

২.৫ ইসলাম ধর্মের সত্যতা

স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সৃষ্টি জগতে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, বিজ্ঞতা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ উপলব্ধি করার পর একজন ব্যক্তি স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক জানতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এখান থেকেই একজন মানুষের 'ধর্ম সন্ধান' এর শুরু।

---

[২২] সূরা আন নিসা, ৪ : ৬৪।

www.pathagar.com

আমাদের স্রষ্টা কেমন? তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করলেন? তিনি আমাদের কাছে কি চান? তাঁর আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যতার শাস্তি কি?

এগুলো স্রষ্টায় বিশ্বাসী ব্যক্তির মৌলিক প্রশ্ন যার অনুসন্ধান তার কর্তব্য। নতুবা তার স্রষ্টায় বিশ্বাসের কোন সুফল নেই এবং সেক্ষেত্রে একজন নাস্তিকের সাথে তার তেমন একটা পার্থক্য নেই: নাস্তিকের দাবী হল **"স্রষ্টা নেই"**, আর তার কথা হল: **"স্রষ্টা থাকা না থাকায় আমার কিছু এসে যায় না।"**

২.৬ সত্য ধর্মের সন্ধানে একজন মানুষ সফল হবে কি?

সহজেই সফল হবে, তবে শর্ত হল তাকে সৎ হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সততা ছাড়া এক্ষেত্রে পথ পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সত্য ধর্মের প্রমাণগুলো এমন নয় যে অংক কষে বামপক্ষ=ডানপক্ষ দেখানো যাবে। কিন্তু সত্য ধর্মের পক্ষে এমনসব যুক্তি দেয়া যাবে, যাতে করে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে এই ধর্ম সত্য। কিন্তু তারপরও কেউ চাইলে একে অস্বীকার করতে পারে। সে সাফ বলে দিতে পারে যে **"আমার সন্দেহ আছে।"** আর সে কি সত্যিই সন্দেহে ভুগছে, নাকি সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও অহংকার, লোভ কিংবা অন্য কোন জাগতিক স্বার্থে একে প্রত্যাখ্যান করছে - সেটা বোঝার উপায় আমাদের নেই, সেক্ষেত্রে একমাত্র স্রষ্টাই পারেন তার সঠিক 'বিচার' করতে কেননা তিনি অন্তর্যামী।

অতএব আমাদের কাজ হবে সত্য ধর্মের সত্যতার প্রমাণগুলোর দিকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা, যেন সৎ ও প্রকৃত সত্যানুরাগীর সত্যানুসন্ধানে সহায়তা হয়। আমরা সকলকে বিশ্বাস করাতে পারব না, আমরা যতই প্রমাণ দেই না কেন। আর আমরা সকল বিরোধীর মুখও বন্ধ করতে পারব না, আর সেটা উদ্দেশ্যও নয়। বরং যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে,

www.pathagar.com

তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করা, এতটুকুই আমরা করতে পারি।

২.৭ ইসলাম ধর্মের সত্যতা বোঝার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি কি?

ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটি উদাহরণের অবতারণা করব।

ধরা যাক একজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। গোয়েন্দারা অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীর সাথে তার দীর্ঘদিন যাবৎ শত্রুতা চলে আসছে। কিন্তু এই শত্রুতাকেই এই প্রতিবেশীর আততায়ী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে কি?

এর জবাব হচ্ছে: "না।" শত্রু হলেই কেউ আততায়ী হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই এই শত্রুতার বিষয়টি এককভাবে এই প্রতিবেশীকে আততায়ী গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়।

ধরা যাক গোয়েন্দারা অনুসন্ধান চালিয়ে আরও জানতে পারল যে ঘটনার দিন সকালে এই প্রতিবেশীর সাথে নিহত ব্যক্তির কথা কাটাকাটি হয়েছে। এক্ষেত্রেও বলা যায় যে এই কথা কাটাকাটির ঘটনা তার আততায়ী হওয়ার পক্ষে এককভাবে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

কিন্তু যদি এর পাশাপাশি দীর্ঘ শত্রুতার বিষয়টি সামনে রাখা হয় তবে এই দুটি তথ্য একত্রে মিলিত হয়ে এই প্রতিবেশীর আততায়ী হওয়ার সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে তোলে।

ধরা যাক গোয়েন্দারা আরও জানতে পারল যে হত্যার সময় প্রতিবেশী তার অফিসে অনুপস্থিত ছিল। আবারও বলা যায়: এককভাবে তার

www.pathagar.com

অনুপস্থিত থাকার ঘটনা হত্যার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়, কিন্তু এক: শত্রুতা, দুই: হত্যার দিন সকালে কথা কাটাকাটি এবং তিন: হত্যার সময় অফিসে তার অনুপস্থিতি - এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে তার আততায়ী হওয়ার সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে তোলে, হয়ত এ অবস্থায় গোয়েন্দারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে।

ধরা যাক জিজ্ঞাসাবাদে এই প্রতিবেশীর কথায় কিছু স্ববিরোধ পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে চতুর্থ ঘটনা হিসেবে তার কথার স্ববিরোধ তার আততায়ী হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর জোরালো করে তোলে।

ধরা যাক পঞ্চম ক্লু হিসেবে গোয়েন্দারা আবিষ্কার করল যে নিহতকে হত্যা করতে ব্যবহৃত অস্ত্রটি এই প্রতিবেশীর নামে লাইসেন্সকৃত। যদিও বা সম্ভাবনা আছে যে অন্য কেউ তার অস্ত্র ব্যবহার করে নিহতকে হত্যা করেছে, তা সত্ত্বেও পূর্বের ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত হয়ে এই পঞ্চম ক্লু তার হত্যাকারী হওয়াকে প্রায় নিশ্চিত করে তোলে।

এ সবকিছুর সাথে যদি একজন সাক্ষী পাওয়া যায় যে হত্যার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার অতীত ঘেঁটে জানা গেল যে সে একজন সত্যবাদী সৎ ব্যক্তি, তবে এই প্রতিবেশীর আততায়ী হওয়ার বিষয়টি গোয়েন্দাদের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই গল্পটি বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিষয় প্রমাণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা:

১. কোন একটি বিষয় এককভাবে কোন ঘটনার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিলিত হলে এই বিষয়সমষ্টি সম্মিলিতভাবে কোন ঘটনার সপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ হতে পারে।

www.pathagar.com

২. এ ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেও 'নিশ্চিন্ততা' আসতে পারে। যেমন আমাদের গল্পে গোয়েন্দারা হত্যার ঘটনা 'প্রত্যক্ষ' না করেও প্রাপ্ত ক্লু ও নির্ভরযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতে 'নিশ্চিত' হতে পারল যে আততায়ী কে। শুধু তাই নয় এই নিশ্চিন্ততা এতটাই শক্তিশালী যে এর ভিত্তিতে আদালত এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড তথা একজন ব্যক্তির প্রাণহরণকে বৈধ বলে গণ্য করল।

অতএব একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তি যদি সত্যনিষ্ঠ হয়, তবে এই একই নীতি সে সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবে, আর সত্য ধর্মের সন্ধানেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মপদ্ধতি।

সুতরাং ইসলাম ধর্মের গ্রন্থ আল কুরআন, এই ধর্মের নবীর জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের শিক্ষাকে পাশাপাশি রাখলে একজন সন্ধানী এমন অনেকগুলো বাস্তবতার মুখোমুখি হবে যেগুলোকে একটির সাথে অপরটিকে জোড়া দিয়ে একটি 'পাজল' মেলানোর মত করে সে খুব সহজেই ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে 'নিশ্চিত' হতে পারে। কিন্তু যেমনটি আগেই বলেছি: **সে একে স্বীকার করবে কিনা, অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে কিনা সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং সেটা তার সততার ওপর নির্ভরশীল।**

নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবন, আল-কুরআন, ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামের সত্যতাকে প্রমাণ করে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা:

www.pathagar.com

২.৮ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক

২.৮.১ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সত্যবাদী

একজন ব্যক্তির সত্যবাদিতা তার দাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত। আর সত্যবাদিতা যখন কোন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য হয়, মানুষ তাকে সহজেই বিশ্বাস করে, প্রকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ না করলেও তার বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে অন্তরে কোন বিষয়ে স্থির 'বিশ্বাস' পোষণ করে। আমরা কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিনিয়তই সত্যবাদী মানুষদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করছি, তাদেরকে বিশ্বাস করছি, মূলত সেটা ছাড়া আমাদের জন্য জীবনযাপন করা একপ্রকার অসম্ভব হত। একজন মানুষের পক্ষে তার জানা কয়টি বিষয় নিজে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব? এজন্য দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না, জটিল যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলে না যে আমাদের কাউকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, বরং এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মানুষ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করছে, আসামীকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিচ্ছে। বরং এ কথা বললে অতিরঞ্জন হয় না যে মানুষের গোটা জীবনদর্শন গড়ে ওঠে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে, সে মানুষকে বিশ্বাস করে বলে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে থাকে, বিশ্বাস করে বলেই সে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে, বিশ্বাস করে বলেই সে বই পড়ে শিখতে পারে। অতএব সত্যবাদীকে বিশ্বাস করা মানুষের জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আর তাই সত্যবাদিতার এই বৈশিষ্ট্য সকল নবী-রাসূলের মাঝেই উপস্থিত ছিল। বরং তাঁদের সকলেই ছিলেন নিজ নিজ সময়ে সমাজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যেন তাঁদেরকে নবী হিসেবে চিনতে মানুষের কোন কষ্ট না হয়, কেননা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 'প্রেরিত' বা 'ওহীপ্রাপ্ত' হওয়ার দাবী যে করবে, হয় সে প্রকৃতই আল্লাহর নবী, আর নয়তো সে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভণ্ড লোক। একজন গড়পড়তা সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

অনেক অন্যায় করতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার দূত হওয়ার মিথ্যা দাবী করার মত গুরুতর অপরাধ সে করবে না, কেবল স্পষ্ট প্রতারকই এ কাজ করতে পারে। তাই অতি উন্নত চরিত্র ও সত্যাবাদিতার সাথে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী সাংঘর্ষিক। এজন্য আল্লাহ পাক যাদেরকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে বাছাই করেছেন ভাল বংশ থেকে, করেছেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সত্যবাদী - যেন তাদেরকে নবী হিসেবে চিনতে মানুষের কোন অসুবিধা না হয়।

২.৮.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন নিরক্ষর

নিরক্ষর গ্রন্থ রচনা করে না, করতে সক্ষম নয় - এ কথা সকলেরই জানা আছে। আর এজন্য নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ পাক তাকে নিরক্ষর করেছেন, যিনি পড়তে বা লিখতে পারেন না:

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তা লেখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে।[২৩]

আল-কুরআনের মত জ্ঞানগর্ভ বই তো দূরে থাক, এর চেয়ে অনেক সহজ সরল কোন বই লিখতেও প্রয়োজন দীর্ঘদিনের জ্ঞানচর্চা। তাই যখনই মানবজাতি কোন চমৎকার বই উপহার পায়, তারা এর লেখকের অতীতের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে তাকে, কোন কোন বিখ্যাত

---

[২৩] সূরা আল আনকাবুত, ২৯ : ৪৮।

www.pathagar.com

ব্যক্তি তাঁর শিক্ষক ছিলেন, কোন কোন বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যয়ন করেছেন, কেননা রচনার উৎকর্ষ একটি সংস্কৃতি, কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পটভূমি ছাড়াই মানুষ এ কাজ করতে পারে না। আল-কুরআন যে আরবী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা, এটা ইসলামের শত্রুতারও স্বীকার করে। এছাড়া এতে যে চমৎকার জীবন দর্শন[২৪], সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে, পূববর্তী জাতিদের কাহিনী এবং ধর্মতত্ত্ব রয়েছে তাতে দীর্ঘ জ্ঞানচর্চার কোন অতীত ইতিহাস ছাড়াই একজন নিরক্ষর ব্যক্তি হঠাৎ একে রচনা করেছেন, এটা কল্পনাতেও ভাবা যায় না।

যদি বলা হয় যে তিনি ছিলেন একজন 'জিনিয়াস', তাহলে সমস্যা হচ্ছে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হয়, অথচ তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।

যদি বলা হয় তিনি কারও সহায়তায় এ কাজ করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হয়, অথচ তিনি শত্রুদের কাছেও সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত। উপরন্তু তাকে সহায়তা করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তাঁর আশেপাশে কারও ছিল না, আর তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দেশবিদেশে ভ্রমণও করেননি।

নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকারকারীদের এক দলের দাবী এই যে তিনি বাইবেলের কাহিনীগুলো নকল করে কিছুটা পরিবর্তন করে আল-কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। তারা তাদের এ দাবী উত্থাপন করে মূলত সত্যকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। কেননা বাইবেল থেকে অধ্যয়ন করে তারপর সেখানকার কাহিনীগুলোকে সম্পাদনা করে পুনরায় উপস্থাপন করতে হলে সে যুগে একজন আরব ব্যক্তিকে যে পরিমাণ অধ্যয়ন ও ভ্রমণ করতে হত, তার

---

[২৪] এখানে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহার করা হল এই কারণে যে এই লেখাটি হয়তো তারাও পড়বে যারা মুসলিম নয় কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। নতুবা মুসলিম হিসেবে আল-কুরআনের শিক্ষাকে আমরা 'দর্শন' বলব না, বরং তাকে আমরা 'সত্য' বলব, কেননা আল-কুরআন আল্লাহ পাকের বাণী।

www.pathagar.com

পুরোটাই নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এ তো এমন নয় যে আপনি লাইব্রেরীতে গেলেই বাইবেলের সব খন্ড হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। আরও চমৎকার ভাবে লক্ষণীয় যে আল-কুরআনে বাইবেলের কাহিনীগুলো হুবহু আসে নি, বরং এতে সংযোজন ও বিয়োজন রয়েছে, ফলে বাইবেলের কাহিনীগুলোতে পরস্পর বিরোধিতা থাকলেও আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলো হয়েছে ত্রুটিমুক্ত। তাই যেকোন সত্যান্বেষী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে আল-কুরআনের তথ্যের উৎস কোন মানুষ নন।

২.৮.৩ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সমাজের নিকট বিশ্বস্ত

ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে তাঁর উপাধি ছিল 'আল-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর লোকে ইসলামের প্রতি শত্রুতার কারণে তার বিরোধিতা করলেও তাঁর কাছে আমানত গচ্ছিত রাখতে কোন দ্বিধা করত না, কেননা তারা জানত যে তিনি 'বিশ্বস্ত'। এরকম একজন বিশ্বস্ত লোক আল্লাহ সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে বলবে, সেটা চিন্তাও করা যায় না।

২.৮.৪ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি ছিলেন না

তৎকালীন আরবের অন্যতম সংস্কৃতি ছিল কাব্যচর্চা। কবিদেরকে সকলে সমীহ করত। তাই সে যুগে কেউ সাহিত্যে আল-কুরআনের অনুরূপ অতি উন্নত কিছু রচনা করলে একমাত্র বড় কবিদের পক্ষেই সেটা করা সম্ভব হতে পারত। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি ছিলেন না, ফলে সাহিত্য চর্চার কোন অতীত ইতিহাসই তাঁর নেই।

www.pathagar.com

২.৮.৫ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেননি

এবং সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না তাঁর নিরক্ষরতার কারণে। তাই আল কুরআনে ইহুদী, খ্রিস্টানদের যে ধর্মতত্ত্বের বিবরণ ও এর বিস্তারিত খণ্ডন পাওয়া যায়, সেটা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে হওয়া সম্ভব নয়।

২.৮.৬ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সততা

তিনি তাঁর আহবানে সৎ ছিলেন, ফলে তাঁকে সকল প্রকার লোভ দেখানো সত্ত্বেও তিনি ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া ত্যাগ করেননি, যেমনটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

২.৮.৭ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈশিষ্ট্যগুলোর সম্মিলিত ফল

আমরা যখন ওপরের সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করব: সত্যবাদিতা, নিরক্ষরতা, বিশ্বস্ততা, সাহিত্যিক না হওয়া, অন্য ধর্ম অধ্যয়ন না করা এবং সততা - এবং এর পাশাপাশি আল-কুরআনের বিষয়বস্তুকে সামনে রাখব, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে যে আল-কুরআনের উৎস মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নন। বরং আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামের সার্বিক শিক্ষার দিকে তাকিয়ে কোন সৎ সত্যান্বেষী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে আল কুরআনের উৎস আদৌ কোন মানুষ নয়।

www.pathagar.com

২.৮.৮ মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি নবী না হন, তবে তিনি কি?

নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা নবী বলে অস্বীকার করতে চায়, তাদের দায়িত্ব হল তিনি 'কি' সেটা উল্লেখ করা ও প্রমাণ করা। আর যুগে যুগে ইসলামের শত্রুরা তিনি 'কি' সেই ফর্মুলা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, আর এই সকল প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফল যা হয়েছে, তা হল নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যতা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কারও মতে তিনি যাদুকর, কারও মতে তিনি জ্যোতিষী, কারও মতে তিনি কবি, কারও মতে তিনি জাগতিক কোন স্বার্থে কুরআন রচনা করেছেন, কেউ তাঁকে বলেছে উন্মাদ ইত্যাদি।

প্রথমত, ইতিহাস প্রমাণ করে যে তিনি যাদুকর, জ্যোতিষী, কবি বা উন্মাদ কোনটিই ছিলেন না।

দ্বিতীয়ত, আল কুরআন সকলের সামনে আছে, যে কেউ সেটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে তা পাগলের প্রলাপ, যাদুবিদ্যা অথবা জ্যোতিষীর কথা নয়, কিংবা জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে - এমন কিছু এতে নেই। আবার আল কুরআন সাহিত্যিক মানের দিক থেকে আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানে হওয়া সত্ত্বেও সেটা তৎকালীন আরবদের নিকট পরিচিত ও প্রচলিত কাব্যের অনুরূপ নয়।

তৃতীয়ত, কোন জাগতিক স্বার্থে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল কুরআন রচনা করলে এতে পাওয়া যেত যে **"তোমরা মুহাম্মাদকে তোমাদের টাকাপয়সা দান কর"** - ইত্যাদি - কিন্তু এর বিপরীতে আল-কুরআন বলছে:

www.pathagar.com

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ ۝

বলুন [হে নবী]: "আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না। এটা তো জগৎবাসীর জন্য উপদেশমাত্র।"[২৫]

তাই ইতিহাস সাক্ষী যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারিদ্র ও অভাবে দিন কাটিয়েছেন।

চতুর্থত, যারা নবী মুহাম্মাদকে যাদুকর, জ্যোতিষী, কবি - এগুলো বলেছে, তাদের নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতৈক্যের অভাব এ কথাই প্রমাণ করে যে তাদের দাবীগুলো ভিত্তিহীন।

পঞ্চমত, নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়্যতকে অস্বীকারকারীরা অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে পরস্পরবিরোধী দাবী তুলে নিজেদের ভ্রান্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে। যেমন: কেউ কেউ তাঁকে উন্মাদ ধরে নিয়ে নিজস্ব তত্ত্ব দাঁড় করাতে শুরু করার পর আল কুরআনের সাহিত্যিক উৎকর্ষকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ তাঁকে 'কবি' বা সাহিত্য বিশারদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, অথচ একই সাথে তাঁর উন্মাদ ও কবি হওয়া সম্ভব নয়! এ কথা সকলেই জানে যে উন্মাদ কখনও সুচিন্তিত সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম নয়। অপরপক্ষে কাউকে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে আল কুরআনের মত একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ, বিচক্ষণ ও চতুর হতে হবে।

তেমনি কেউ কেউ নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যাবাদী কিংবা অসাধু ধরে নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়ার মাঝপথে তাঁর জীবন ও আল কুরআনের শিক্ষার সাথে এর সমন্বয় করতে না

---

[২৫] সূরা আল আনআম, ৬ : ৯০।

www.pathagar.com

পেরে তাঁকে সমাজের জন্য কল্যাণকামী বলতে বাধ্য হয়েছে, অথচ কল্যাণকামী ব্যক্তি মানুষের নামে মিথ্যারচনা করে না, আল্লাহ সম্পর্কে বানিয়ে বলা তো অনেক দূরের ব্যাপার। একই সাথে সমাজের জন্য কল্যাণকামী ও প্রতারক হওয়া পরস্পরবিরোধী বিষয়।

তবে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ছিলেন? এই জিজ্ঞাসার জবাবে একটি সম্ভাবনার কথাই ফিরে আসবে: তিনি প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত বাণীবাহক, নবী ছিলেন।

২.৯ আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

উপরে বর্ণিত নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈশিষ্ট্যের ৬টি দিকও যাদের জন্য যথেষ্ট নয় তারা আরও লক্ষ্য করতে পারেন আল কুরআনের বৈশিষ্ট্যের দিকে।

২.৯.১ আল-কুরআনের সাহিত্যিক মান

মুসলিম ও অমুসলিম আরবী ভাষাবিদরা একমত যে আল কুরআন আরবী সাহিত্যের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানের অধিকারী। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এটা রচনা করা সম্ভব নয়। তারপরও কারও সন্দেহ থাকলে আল-কুরআন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছে:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟
شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن
تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ

www.pathagar.com

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে এস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতএব যদি তোমরা তা না কর– আর কখনো তোমরা তা করবে না– তাহলে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।[২৬]

যারা আল কুরআনকে মানবরচিত বলে মনে করে তাদের প্রতি এর কোন একটি সূরার[২৭] অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ আল কুরআনে রয়েছে, তবে আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সন্তানরাও এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেষ্টা করেনি আজ পর্যন্ত।

কেউ এ ধরনের কিছু রচনা করে থাকলেও মুসলিম বা অমুসলিম আরবী সাহিত্যের কোন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তা স্বীকৃতি পায় নি, তার ছাইপাঁশকে আল-কুরআনের সাহিত্যিক মানের সমকক্ষ ঘোষণা দিয়ে কে চাইবে সাহিত্য সমালোচনায় নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করতে?

২.৯.২ আল কুরআন সকল প্রকার স্ববিরোধ থেকে মুক্ত

আল কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য একটি সহজ মাপকাঠি আল কুরআনেই উল্লেখ আছে, আল্লাহ পাক বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ
ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

[২৬] সূরা আল বাকারা, ২ : ২৩-২৪।
[২৭] আল কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্যবিশিষ্ট।

www.pathagar.com

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।[২৮]

তাই একদিকে যেমন আল-কুরআনের কাহিনী, আদেশ-নিষেধগুলো পরস্পরের বিরোধিতা থেকে মুক্ত, তেমনি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে কিংবা মহাবিশ্বের কোন বাস্তবতার সাথে আল-কুরআনের বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই, আর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আল-কুরআনে বক্তব্যগুলোর এই সঠিকতা অটুট থাকা এর সত্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

২.৯.৩ আল কুরআনে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য

আল কুরআন কোন বিজ্ঞানগ্রন্থ না হওয়া সত্বেও এতে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা এসেছে এবং এর নাযিলের সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও এর কোন বক্তব্য বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়নি, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যুগে যুগে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

আল কুরআনে মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন সব তথ্য দেয়া আছে যেগুলো বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে জানতে পেরেছে, সংক্ষেপে এগুলো হল: জরায়ুতে মানব শিশুর ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বিবরণ, মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা, পাহাড়ের কাজ, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ সংক্রান্ত বর্ণনা, জীবজগতের সৃষ্টির কথা, পানিচক্রের বিবরণ, সমুদ্রের কথা, পশুপাখির কথা ইত্যাদি।

যেকোন পাঠক নিরপেক্ষ মন নিয়ে আল-কুরআনের এই বিবরণগুলো পাঠ করলে এবং এ নিয়ে চিন্তা করলে উপলব্ধি করতে পারবে যে আজ

[২৮] সূরা আন নিসা, ৪ : ৮২।

www.pathagar.com

থেকে প্রায় সাড়ে ১৪শত বছর আগে তৎকালীন আরবের পটভূমিকায় একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এতগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য ঠিক ঠিক ভাবে বলে দেয়া অসম্ভব, যদি না অন্য কোন উৎস থেকে সে তা জেনে থাকে। অথচ এই তথ্যগুলোর সঠিকতা মানুষ সাম্প্রতিককালে জানতে পেরেছে, আর এজন্য আমাদের অনেকের নিকটই এই তথ্যগুলো সুপরিচিত। এখানে খুব সংক্ষেপে এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হল চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার খোরাক হিসেবে:

২.৯.৩.১ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝٣٠

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? [২৯]

যেকোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে প্রায় সাড়ে ১৪শ বছর আগে একজন আরব মরুভূমির বুকে বসে আকাশ-বাতাস প্রত্যক্ষ করে এ কথা বলতে সক্ষম হবে না যে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সবই এক সময় একত্রে মিলেমিশে ছিল আর পরবর্তীতে এগুলোকে পৃথক করা হয়েছে।

কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে জার্মানীর জোহানেস গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব জিওসায়েন্সেস এর জিওলজি

[২৯] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩০।

www.pathagar.com

ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান জিওলজির প্রফেসর Dr. Alfred Kroner এর ভাষ্য হচ্ছে:

"Somebody who did not know something about nuclear physics fourteen hundred years ago could not I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin."

"আমার মতে ১৪০০ বছর আগে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জ্ঞান ছাড়া কারও পক্ষে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎস একই - এ কথা নিজের মন থেকে ভেবে বের করা সম্ভব নয়।"

তেমনি মহাবিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে আল কুরআন বলছে:

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿١١﴾

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, "তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আস।" তারা উভয়ে বলল, "আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।"[৩০]

এই আয়াতে উল্লিখিত আরবী শব্দ 'দুখান' এর অর্থ ধূম্র। যদি কোন বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয় মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে মহাজাগতিক বস্তুর আদি ভৌত অবস্থা কি ছিল, তবে সে গ্যাসীয় অবস্থার কথা বলবে। এক্ষেত্রে 'দুখান' বা ধূম্রপুঞ্জ, স্থূলভাবে বর্ণিত গ্যাসীয় অবস্থার চেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা ধূম্রের গঠন উপাদানে

[৩০] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১।

www.pathagar.com

গ্যাসীয় পদার্থের পাশাপাশি কঠিন ও তরল পদার্থের কণিকাও মিশ্রিত থাকে।

২.৯.৩.২ চন্দ্র-সূর্য সকলেই কক্ষপথে বিচরণশীল

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।[৩১]

আল কুরআন এক্ষেত্রে এমন একটি তথ্য দিচ্ছে যা বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কার করেছে, আর তা এই যে চন্দ্র, সূর্য প্রত্যেকের কক্ষপথ আছে, এবং এরা কেউ স্থির নয়। এই আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে কেন এটি আল কুরআনের একটি অলৌকিকত্ব। আল কুরআনে অনুরূপ আয়াতগুলোতে চন্দ্র, সূর্যের কক্ষপথের কথা বলা হলেও পৃথিবীর সাপেক্ষে এদের অবস্থানের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ কোথাও বলা হয়নি যে এদের সবার কক্ষপথ পৃথিবীকে ঘিরে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪শ বছর আগে কোন ব্যক্তি এই উক্তি করলে এ কথা বলে ফেলা খুব স্বাভাবিক যে এরা সবাই পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তনশীল, অর্থাৎ পৃথিবী স্থির আর এরা আবর্তনশীল - যে ভুলটি অতীতের কোন কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানীকে করতে দেখা যায়। আল কুরআন যেন এক্ষেত্রে এই তথ্যের সঠিক অংশটুকু রেখে ভুল অংশটি বাদ দিয়েছে: অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য সকলেই কক্ষপথে বিচরণশীল ঠিকই কিন্তু তাদের সকলের কক্ষপথ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নয়। তাই এ ধরনের আয়াতগুলো আল কুরআনের সত্যতার প্রমাণকে শক্তিশালী করে তোলে। এই আয়াতগুলো

---

[৩১] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩৩।

www.pathagar.com

ব্যবহার করে ইসলামের কিছু শত্রু আল কুরআন সম্পর্কে মুসলিমদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রচার করেছে যে: **"আল কুরআনে আছে: সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।"** এটা তাদের বানোয়াট একটি মিথ্যা কথা বরং আল কুরআন আমাদের সকলের সামনে উন্মুক্ত, যে কেউ একে অধ্যয়ন করে দেখতে পারে যে আল কুরআনের কোথাও বলা নেই যে "সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে", বরং **বলা আছে যে সূর্য নিজেও আবর্তনশীল, কিন্তু সেটা যে "পৃথিবীর চারিদিকে" সেটা তারা কোথায় পেল?** নিঃসন্দেহে এটা তারা তাদের অবিশ্বাসী মন থেকে বানিয়ে জুড়ে দিয়েছে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। **আর তাদের এই ধরনের কূটকৌশল এটাই প্রমাণ করে যে তারা মূলত "সত্যের সন্ধানী" নয়, যেমনটি তারা দাবী করে, বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করতে যে কোন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে প্রস্তুত।**

২.৯.৩.৩ ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত আল-কুরআনের আয়াত

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে 'নুৎফাহ' [এক ফোঁটা তরল] রূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর 'নুৎফাহ' কে আমি 'আলাকা'য় পরিণত করি। তারপর 'আলাকা'কে 'মুদগা'য় পরিণত করি। তারপর 'মুদগা'কে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়। [৩২]

---

[৩২] সূরা আল মুমিনূন, ২৩: ১২-১৪।

www.pathagar.com

এখানে জরায়ুতে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তার দ্বারা ভ্রূণবিদ্যায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। আল কুরআনে সন্নিবেশিত ভ্রূণ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ যাচাইয়ের জন্য বিখ্যাত এম্ব্রায়োলজিস্ট প্রফেসর কিথ মুরের নিকট উপস্থাপন করা হয়। তিনি এম্ব্রায়োলজি এবং অ্যানাটমির বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের একজন এবং 'দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান' বইয়ের লেখক, যে বইটি বিশ্বের আটটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশেষ কমিটির দ্বারা এটি একজন লেখক কর্তৃক লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের স্থান দখল করে। তিনি কানাডার ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোর অ্যানাটমি এবং সেল বায়োলজি বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস। তিনি ৮ বছর এই অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে কানাডার অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানাটমিস্টস কর্তৃক প্রদত্ত জে.সি.বি. গ্র্যান্ড এওয়ার্ড লাভ করেন, যা কানাডায় প্রদত্ত অ্যানাটমি বিষয়ে সর্বোচ্চ এওয়ার্ড। তিনি কানাডিয়ান এন্ড আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানাটমিস্ট এবং কাউন্সিল অব দ্য ইউনিয়ন অব বায়োলজিকাল সায়েন্সের মত বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কুরআনে বর্ণিত ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে কিথ মুর বলেন, **"কুরআনের অধিকাংশ বর্ণনাই ভ্রূণবিদ্যা বিভাগের অধুনা আবিষ্কৃত তথ্যের সাথে মিলে যায়। কিন্তু এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা সঠিক কিনা আমি তা বলতে পারি না তবে সেগুলো যে ভুল তাও আমি বলতে পারি না কারণ সে সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই।"** এ ধরনেরই একটি বিষয় হল:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।[৩৩]

[৩৩] সূরা আল আলাক্, ৯৬ : ১-২।

www.pathagar.com

আলাক শব্দের অর্থ হচ্ছে: ১) জোঁক ২) আটকে থাকা বস্তু ৩) রক্তপিণ্ড। এই আয়াত প্রসঙ্গে প্রফেসর মুর বলেন যে, ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মত কিনা তা তার জানা ছিল না। তাই তিনি পরীক্ষাগারে গিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ভ্রূণের প্রাথমিক দশা লক্ষ্য করেন এবং জোঁকের ছবির সাথে তা মিলিয়ে দেখেন। এই দুয়ের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য থাকায় তিনি বিস্ময়াভিভূত হন। প্রফেসর কিথ মুর তার রচিত বই 'দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান' এর ৩য় সংস্করণে কুরআন ও হাদীস হতে লব্ধ অনেক নতুন অজানা বিষয় সংযুক্ত করেন যার জন্য ঐ বছর তিনি একক লেখকের লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল বইয়ের পুরস্কার লাভ করেন। প্রফেসর কিথ মুর বলেন,

"ভ্রূণীয় বিকাশকে বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করা হয় যা বেশ জটিল, এর আবার রয়েছে বিভিন্ন ধাপ, যথা ধাপ-১, ধাপ-২, ধাপ-৩ ...। কুরআন ভ্রূণের আকার-আকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে একে ভাগ করে এবং পর্যায়গুলো সময়ের ক্রমানুযায়ী আবির্ভূত হয়। যদি ভ্রূণবিদ্যা বিশারদরা কুরআনে বর্ণিত ধারা অনুযায়ী বর্ণনা করেন তাহলে বিষয়টি তাদের বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতির চেয়ে সহজসাধ্য এবং পাঠকসমীপে অধিক বোধগম্য হবে।"

এছাড়া এই 'আলাক' পর্যায়ে ভ্রূণ মায়ের জরায়ুতে ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে থাকে এবং এ পর্যায়ে ভ্রূণে রক্তের আধিক্য থাকায় একে রক্তপিণ্ড সদৃশ দেখায়। সুতরাং আলাক শব্দের সবগুলো অর্থই এই ভ্রূণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কুরআনের আয়াতে এর পরবর্তী পর্যায়টিকে বলা হয়েছে 'মুদগা' - যার অর্থ হচ্ছে চর্বিত দ্রব্য। এ বর্ণনাটিও ভ্রূণের পরবর্তী পর্যায়ের সাথে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। একজন যদি একটুকরো চুইংগাম মুখে নিয়ে চিবিয়ে তারপর তা ভ্রূণের এই পর্যায়ের একটি ছবির সাথে মিলিয়ে দেখে, তবে সে আশ্চর্য মিল দেখতে পাবে, কেননা ভ্রূণের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত somites দেখতে হুবহু চুইংগামে লেগে থাকা

www.pathagar.com

দাঁতের দাগের মত। ১৯৮১ সালে, সৌদি আরবের দামামে অনুষ্ঠিত সপ্তম মেডিকেল সম্মেলনে তিনি বলেন:

"It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God."

"কুরআনে বর্ণিত মানুষের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে বোধগম্য করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট যে এগুলো মুহাম্মাদের নিকট নিশ্চিতভাবেই স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে, কেননা প্রায় সকল তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে বহু শতাব্দী পরে। এটা আমার কাছে এ কথাই প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদ নিশ্চিতভাবেই স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত বাণীবাহক।" এরপর তাকে প্রশ্ন করা হয়: "এর মানে কি এই যে আপনি কুরআনকে স্রষ্টার বাণী বলে স্বীকার করেন?"

তিনি উত্তরে বলেন:

"I find no difficulty in accepting this."

"এটা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।"

অপর এক সম্মেলনে তিনি বলেন:

"....Because the staging of human embryos is complex, owing to the continuous process of change during development, it is proposed that a new system of classification could be developed using the terms mentioned in the Quran and *Sunnah.* The proposed system is simple, comprehensive, and conforms with

www.pathagar.com

present embryological knowledge. The intensive studies of the Quran and *hadeeth* in the last four years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the seventh century A.D. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the fourth century B.C., he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the twentieth century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the seventh century. The only reasonable conclusion is: these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training."

"...যেহেতু মানব ভ্রূণের ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণে এর বৃদ্ধির পর্যায়গুলোকে চিহ্নিত করা জটিল, তাই কুরআন এবং সুন্নাহতে বর্ণিত পরিভাষা ব্যবহার করে একে নতুনভাবে পর্যায়-বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত এই নতুন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ, পরিপূর্ণ এবং বর্তমান ভ্রূণবিদ্যার জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গত চার বছরে সংঘটিত কুরআন এবং হাদীস সংক্রান্ত প্রচুর গবেষণার ফলে মানব ভ্রূণের পর্যায়সমূহ চিহ্নিতকরণের একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর কেননা এ সবই লিপিবদ্ধ হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। যদিও ভ্রূণীয়বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এরিস্টোটল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মুরগীর ডিম পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে মুরগীর ভ্রূণ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তিনি এসব পর্যায়ের কোন বিস্তারিত বিবরণ দেননি। ভ্রূণবিদ্যার ইতিহাস থেকে যা জানা যায় তা হল মানব ভ্রূণের পর্যায় এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে তেমন কিছুই জানা ছিল না। আর এজন্যই কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রূণের বর্ণনা সপ্তম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে: এই বর্ণনাগুলো স্রষ্টা

www.pathagar.com

কর্তৃক মুহাম্মাদের নিকট প্রেরিত। তাঁর পক্ষে এসব বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব ছিল না, কেননা তিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি যাঁর বিজ্ঞানে কোন প্রশিক্ষণ ছিল না।"

মাইক্রোস্কোপ ছাড়া ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর এরূপ যথার্থ বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলেও তা কঠিন। Dr. E. Marshall Johnson, প্রফেসর ইমেরিটাস অব অ্যানাটমি এন্ড ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি, থমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া, পেনসালভানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনি সেখানে ২২ বছর যাবৎ অ্যানটমির প্রফেসর ছিলেন, ছিলেন অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং ড্যানিয়েল বাফ ইনস্টিটিউটের পরিচালক। তাঁর দুশোরও বেশী প্রকাশনা রয়েছে। ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত সপ্তম মেডিক্যাল সম্মেলনে তিনি তাঁর রিসার্চ পেপারে বলেন:

"Summary: The Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo, of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science."

"সারাংশ: কুরআন কেবল বাহ্যিক রূপের ক্রমবৃদ্ধির বর্ণনাই দেয় না, বরং আভ্যন্তরীণ পর্যায়গুলোকেও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে, ভ্রূণের পর্যায় সমূহ, এর সৃষ্টি এবং গঠন, বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক স্বীকৃত এসব মূল ধাপগুলোকে চিহ্নিত করে।"

তিনি আরও বলেন:

"As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before,

www.pathagar.com

if I were to transpose myself into that era, knowing what I knew today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from some place. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to write."

"একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি কেবল সেসব জিনিস নিয়েই কাজ করতে পারি, যা আমি সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে পাই। আমি এম্ব্রায়োলজি এবং ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি সম্পর্কে বুঝতে পারি।... যদি আমি নিজেকে আজ আমার যে জ্ঞান রয়েছে, সেই জ্ঞানের অধিকারী সেই যুগের (কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালের) একজন (ভ্রূণের ক্রমবিকাশ) বর্ণনাকারী হিসেবে (কুরআন নাযিল হওয়ার সময়) কল্পনা করি, তবে আমি সেভাবে বর্ণনা দিতে পারব না যেভাবে (কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ যে এই তথ্য অন্য কোথাও থেকে পেয়েছেন, তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি আমি দেখি না। তাই তিনি যা লিখেছেন, তাতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছিল - এ ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করার মত কিছু আমি দেখতে পাই না।"

এখানে প্রাসঙ্গিক আরও একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মন্তব্য তুলে ধরা হল:

Dr. T. V. N. Persaud, প্রফেসর অব অ্যানাটমি, প্রফেসর অব পেডিয়াট্রিকস এন্ড চাইল্ড হেলথ, প্রফেসর অব অবস্টেট্রিকস, গাইনোকলজি এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ সায়েন্সেস, ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, উইনিপেগ, ম্যানিটোবা, কানাডা। তিনি সেখানে ১৬ বছর যাবৎ অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি তার বিষয়ে সুপরিচিত একজন ব্যক্তি। তিনি ২২ টিরও অধিক পাঠ্যবইয়ের লেখক এবং তাঁর ১৮১ টির অধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র রয়েছে। তিনি ১৯৯১ সালে কানাডার অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানাটমিস্টস

www.pathagar.com

কর্তৃক প্রদত্ত জে.সি.বি. গ্রান্ড এওয়ার্ড লাভ করেন, যা কানাডায় প্রদত্ত অ্যানাটমি বিষয়ে সর্বোচ্চ এওয়ার্ড। যখন তাঁকে কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যা নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন, তিনি বলেন:

"The way it was explained to me is that Muhammad was a very ordinary man. He could not read, didn't know [how] to write. In fact, he was an illiterate. And we're talking about twelve [actually about fourteen] hundred years ago. You have someone illiterate making profound pronouncements and statements and that are amazingly accurate about scientific nature. And I personally can't see how this could be a mere chance. There are too many accuracies and, like Dr. Moore, I have no difficulty in my mind that this is a divine inspiration or revelation which led him to these statements."

"আমাকে বর্ণনা করা হয় যে, মুহাম্মাদ একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পড়তে বা লিখতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নিরক্ষর। এবং আমরা ১২ শতাব্দী [প্রকৃতপক্ষে চৌদ্দ] পূর্বের কথা বলছি। একজন অশিক্ষিত মানুষ, যিনি কিনা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বেশ কিছু গভীর ঘোষণা ও বক্তব্য পেশ করছেন, যেগুলো আশ্চর্যজনক মাত্রায় নির্ভুল। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এগুলো কপাল জোরে মিলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। এক্ষেত্রে নির্ভুলতার সংখ্যা অনেক বেশী, তাই ড. মুরের মতই এ ব্যাপারে আমারও কোন দ্বিধা নেই যে ঐশী প্রেরণা বা ওহীই তাঁকে এ ধরনের বক্তব্য প্রদানে পরিচালিত করেছে।"

www.pathagar.com

২.৯.৩.৪ পাহাড়ের কাজ

وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

আর আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা তাদেরকে নিয়ে নড়ে না ওঠে, আর আমি তাতে তৈরী করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেন তারা চলতে পারে।[৩৪]

অনুরূপ আয়াত: সূরা লোকমানের ১০ এবং সূরা আন নাহলের ১৫ নম্বর আয়াত।

কুরআনের এই আয়াত এবং অনুরূপ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় পাহাড়ের কাজ বর্ণনা করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে এই যে পাহাড় ভূত্বকের স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করে। আজ থেকে ১৪ শতাব্দীর অধিককাল আগে একজন আরববাসীর পক্ষে এধরনের কোন বক্তব্য দেয়া অসম্ভব ছিল। কেননা অতি সম্প্রতি আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পাহাড়ের কাজ সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিকগণ জানতে পেরেছেন। তারা ব্যাখ্যা করেছেন, কিভাবে পাহাড় ভূত্বককে স্থির রাখে:

ভূত্বক গঠিত হয় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত প্রকাণ্ড কিছু প্লেটের সমন্বয়ে। পৃথিবীর শিলাস্তর গঠনকারী প্রকাণ্ড এই প্লেটগুলোর নড়াচড়া ও সংঘর্ষের ফলে পর্বত উত্থিত হয়; যখন দুটো প্লেটের সংঘর্ষ হয় তখন শক্তিশালী প্লেটটি অন্যটার নিচে চলে যায়। উপরের স্তরটা বেঁকে যায় ও পাহাড়-পর্বত গঠন করে। নিচের স্তরটা মাটির নিচে চলা অব্যাহত রাখে এবং নিচের দিকে গভীর প্রলম্বিত অংশ তৈরি করে। এই অবস্থায় এই দুই স্তরের মিলনস্থলে অবস্থিত পর্বত এই প্লেটগুলোর নড়াচড়াকে

[৩৪] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩১।

www.pathagar.com

প্রতিহত করে অনেকটা 'শক অ্যাবসরবার' এর মত। এ থেকে আরও একটি ব্যাপার জানা যায়, তা হচ্ছে এই যে ভূত্বকের নিচে পর্বতগুলোর একটি প্রলম্বিত অংশ আছে যা পৃথিবীর উপরে দৃশ্যমান অংশের মতই বৃহৎ, বরং এর গভীরতা পাহাড়ের উচ্চতার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। কুরআনের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে এক আয়াতে পর্বতের কাজকে পেরেকের সাথে তুলনা করা হয়েছে:

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا ۝ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝

আমি কি বানাইনি যমীনকে শয্যা? আর পর্বতসমূহকে পেরেক? [৩৫]

পর্বতগুলো পৃথিবীর শিলাস্তরের উপর ও নিচে বর্ধিত হয়ে প্লেটগুলোকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। এভাবে পৃথিবীর শিলাস্তরকে পর্বতগুলো স্থির রাখে এবং প্লেটগুলোর একে অন্যের উপর দিয়ে চলার গতি প্রতিরোধ করে। তাই আমরা পর্বতকে তুলনা করতে পারি পেরেকের সাথে, যা দুটো কাঠের টুকরোকে আটকে রাখে। পর্বতের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কুরআনে শত শত বছর আগেই বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও এখানে পাহাড়কে 'পেরেক' বলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, যা কেবল আধুনিককালের জ্ঞান দ্বারাই যাচাই করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কাজের দিক থেকে পাহাড় ও পেরেকের মিল থাকলেও সাদৃশ্যের দিক থেকে এই উপমা বেমানান। কিন্তু আধুনিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারি মাটির নিচে পাহাড়ের মূল প্রোথিত রয়েছে, আর মাটির নিচে পর্বতের এই অংশের দৈর্ঘ্য পাহাড়ের উচ্চতার কয়েকগুণ পর্যন্ত হতে পারে, তাই পাহাড়কে পেরেক হিসেবে বর্ণনা করা যথার্থ, কেননা একটি

---

[৩৫] সূরা আন নাবা, ৭৮ : ৬-৭।

www.pathagar.com

পেরেকের বৃহত্তর অংশ যে বস্তুকে সে আটকে রাখে, তার ভেতর ঢুকে থাকে।

তাই পাহাড় সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো পুনরায় এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে কুরআন মানবরচিত কোন গ্রন্থ নয়, বরং তা এসেছে স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে।

২.৯.৩.৫ পানি থেকে জীবন্ত বস্তুর সৃষ্টি

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

...আর আমি সকল জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?[৩৬]

আরবের মরুভূমিতে, যেখানে পানি সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য সেখানে কে ধারণা করবে যে প্রতিটি জীবই পানি দ্বারা সৃষ্টি? বর্তমানে আমরা জানি যে, প্রতিটি জীবকোষের গঠন উপাদান সাইটোপ্লাজম, যাতে প্রায় ৮০% পানি থাকে। প্রতিটি জীবদেহে পানি থাকে আনুমানিক ৫০-৭০%। তাই জীবদেহের অন্যতম গঠন উপাদান হচ্ছে পানি।

২.৯.৩.৬ পানিচক্র

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢١﴾

---

[৩৬] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩০।

www.pathagar.com

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীনে তা প্রস্রবণ হিসেবে প্রবাহিত করেন তারপর তা দিয়ে নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা দেখতে পাও হলুদ বর্ণের তারপর তিনি তা খড়-খুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।[৩৭]

খ্রীস্টপূর্ব সাত শতকে থেলিস মনে করতেন বায়ু, সমুদ্রের পানিকে উপরে তুলে ছিটিয়ে (বাষ্পীভবন ছাড়াই) স্থলভাগের অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাত ঘটায়। মানুষ তখন জানত না ভূ-অভ্যন্তরভাগে এবং ঝর্ণাধারায় পানি কোথা হতে আসে? তারা মনে করত বাতাসের প্রলয়ঙ্করী চাপ, সমুদ্রের পানিকে স্থলভাগে ছিটিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই পানি মাটি চুঁইয়ে ভূঅভ্যন্তরভাগে যায় এবং নির্দিষ্ট গোপন পথে সমুদ্রে ফিরে আসে। অষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই তত্ত্বের বহু সমর্থক ছিল, তাদের অন্যতম একজন হচ্ছেন ডে কার্ট। এরিস্টোটলের প্রাচীন মতানুসারে মাটি থেকে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং পর্বতের আভ্যন্তরীণ গহ্বরে ঘনীভূত হয়ে হ্রদের উৎপত্তি ঘটায় যা হতে পরবর্তীতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের গোড়া অবধি মানুষ এরিস্টোটলের মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। ১৫৮০ সালে বার্নার্ড প্যালেসি প্রথম পানিচক্র সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কিভাবে পানি সমুদ্র হতে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘমালা তৈরী করে, যা বায়ু বাহিত হয়ে স্থলভাগের অভ্যন্তরে এসে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পরবর্তীতে বৃষ্টির পানি বিভিন্ন জলাশয় যোগে সমুদ্রে ফিরে এসে চক্রের পূর্ণতা ঘটায়। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, ভূঅভ্যন্তরভাগ ও ঝর্ণাধারার পানি মূলত বৃষ্টির পানি হতে আসে, পরবর্তীতে তার এই মতবাদ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কুরআনের এই আয়াতটিতে ঠিক এই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আবিষ্কারের বহু পূর্বেই, যখন সর্বত্র এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুল তত্ত্ব প্রচলিত ছিল:

---

[৩৭] সূরা আল মুমিনূন, ৩৯ : ২১।

www.pathagar.com

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٢١﴾

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীনে তা প্রস্রবণ হিসেবে প্রবাহিত করেন তারপর তা দিয়ে নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা দেখতে পাও হলুদ বর্ণের তারপর তিনি তা খড়-খুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।[৩৮]

তেমনি অন্য আয়াতে বর্ণিত:

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّـٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَـٰدِرُونَ ﴿١٨﴾

আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করেছি। আর অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম।[৩৯]

---

[৩৮] সূরা আল মুমিনূন, ৩৯ : ২১।
[৩৯] সূরা আল আম্বিয়া, ২৩ : ১৮।

www.pathagar.com

২.৯.৩.৭ গভীর সমুদ্র ও অভ্যন্তরীন ঢেউ সম্পর্কে আল কুরআন

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

অথবা [তাদের আমলসমূহ] গভীর সমুদ্রে ঘনিভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউ, তার ওপরে ঢেউ, তার ওপরে মেঘমালা। অন্ধকারসমূহ এক স্তরের উপর অপর স্তর। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে আলো দেন না তার জন্য কোন আলো নেই।[৪০]

এই আয়াতে সাগর ও মহাসাগরের গভীরে বিদ্যমান নিকষ আঁধারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে এই আঁধারে একজন মানুষ তার নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য থেকে জানা যায় যে সমুদ্রের ২০০ মিটার গভীরতায় প্রায় কোন আলোই পৌঁছাতে পারে না, আর ১০০০ মিটারের নিচে বিন্দুমাত্র আলোর আভাও অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞানীরা অতি সাম্প্রতিক সময়ে এই আঁধার আবিষ্কার করেছেন বিশেষ যন্ত্রপাতি ও সাবমেরিনের সাহায্যে, কেননা ডুবুরীরা এ ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া সমুদ্রের ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় পৌঁছুতে পারে না।

এই আয়াতে এটাও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে সমুদ্রে ঢেউয়ের একাধিক স্তর রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে সমুদ্রের অভ্যন্তরে যেখানে ভিন্ন ঘনত্বের পানির স্তর মিলিত হয়, সেখানে আভ্যন্তরীণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যেগুলোকে বলা হয় internal waves। এই

[৪০] সূরা আন নূর, ২৪ : ৪০।

www.pathagar.com

তরঙ্গকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং এর অস্তিত্ব অতি সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

এ থেকে আবারও এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে ১৪ শতাব্দীর অধিককাল পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে মাথা খাটিয়ে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য বের করা সম্ভব নয়। বিশেষত তখনকার আরবদের জন্য সমুদ্র ছিল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ বিষয়, সামুদ্রিক প্রকৃতির কোন অভিজ্ঞতাই তাদের ছিল না। তাই কুরআনের এই আয়াতগুলো কোন মানুষের রচনা হতে পারে না।

২.৯.৩.৮ মেঘমালা

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্তূপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।[৪১]

[৪১] সূরা আন নূর, ২৪ : ৪৩।

www.pathagar.com

এই আয়াতে খুব সহজ ভাষায় মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে যা কিনা আবহাওয়াবিদগণ অতি সম্প্রতি জানতে পেরেছেন বিমান, স্যাটেলাইট, কম্পিউটার, বেলুন প্রভৃতি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায়। বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী একধরনের মেঘ হচ্ছে কিমুলোনিম্বাস মেঘ। আবহাওয়াবিদগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে এই মেঘ গঠিত হয় এবং কিভাবে তা বৃষ্টি, শিলা ও বজ্র উৎপন্ন করে। তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে বৃষ্টি উৎপাদন করার পূর্বে এই মেঘ নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়।

প্রথম ধাপে বাতাস মেঘের ছোট ছোট টুকরোকে একটি বিশেষ অঞ্চলে নিয়ে যায় যেখানে সেগুলো পরস্পর যুক্ত হতে থাকে, অবশেষে এগুলো যুক্ত হয়ে বড় আকৃতির মেঘ গঠন করে। বড় আকৃতির এই মেঘের অভ্যন্তরে বাতাসের তরঙ্গের উর্দ্ধগতি (updraft) বৃদ্ধি পায়, যা কিনা এই মেঘের উচ্চতাকে বৃদ্ধি করে, এভাবে মেঘগুলো একের পর এক স্তূপীকৃত হতে থাকে। এই উর্দ্ধমুখী বৃদ্ধির ফলে বায়ুমন্ডলের শীতলতর অংশে মেঘের ব্যাপ্তি ঘটে, ফলে সে অংশে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানির বিন্দুতে পরিণত হয়। যখন বায়ু তরঙ্গের উর্দ্ধগতি এই পানির বিন্দুর ওজনকে ধারণ করতে পারে না, তখনই বৃষ্টিপাত কিংবা শিলাবর্ষণ হয়ে থাকে।
আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত মেঘ থেকে বৃষ্টি উৎপন্ন হওয়ার এই প্রক্রিয়াটিই কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনের এই আয়াতে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে মেঘকে পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কেন এই তুলনা? এখানে বিশেষ যে ধরনের মেঘকে পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে শিলাবর্ষণকারী মেঘ। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে শিলাবর্ষণকারী কিমুলোনিম্বাস মেঘগুলো প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ ফুট (৪.৭ থেকে ৫.৭ মাইল) উচ্চতা বিশিষ্ট হয়, তাই পাহাড়ের সাথে এর তুলনা যথার্থ।

www.pathagar.com

আজ থেকে ১৪শত বছরের অধিককালপূর্বে এ সকল তথ্যের কোনটিই মানুষের জানা ছিল না। তাহলে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই তথ্য পেলেন কোথা থেকে? তিনি যে স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকেই এই তথ্য পেয়েছেন, এ বিষয়ে তাই কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

২.৯.৩.৯ নদী ও সমুদ্রে দুই প্রকার পানির মাঝে অন্তরায়

وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

তিনিই দুই সাগরকে একত্রে প্রবাহিত করেছেন, একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এই দুয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য বাধা স্থাপন করেছেন।[৪২]

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায় যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।[৪৩]

এই আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত আরবী ‘বারযাখ’ শব্দের অর্থ প্রতিবন্ধকতা, অন্তরায়। আয়াত থেকে বোঝা যায় যে দুই ভিন্ন গুণসম্পন্ন প্রবাহিত জলধারা কোন অন্তরায় দ্বারা পৃথকীকৃত অথচ তারা আবার পরস্পর মিলিত অবস্থায়ও প্রবাহিত হয়। আপাতদৃষ্টিকে এই বর্ণনা পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের কারণে আমরা জানি যে, সুপেয় ও লোনা পানির মধ্যে রয়েছে ঢালু অন্তরায়,

---

[৪২] সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৫৩।
[৪৩] সূরা আর রহমান, ৫৫ : ১৯-২০।

www.pathagar.com

যখন পানি একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে যায় তখন এর ভৌত গুণ পরিবর্তিত হয়ে ঐ প্রান্তের পানির বৈশিষ্ট্যগুণে গুণান্বিত হয়। এখানে যদিও দুই ভিন্ন গুণধর্মী পানির প্রবাহ মিলিত হয় তথাপি দুই প্রান্তের পানির চারিত্রিক গুণ বদলায় না অর্থাৎ লোনা পানি লোনা এবং সুপেয় অংশের পানি সর্বদা সুপেয় রূপেই পাওয়া যায়। এই ঘটনা দেখা সাউথ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণে কেপটাউনের অন্তরীপে, এখানে সুপেয় ও লোনা পানি মিলিত হয় কিন্তু মিশ্রিত হয় না; অন্তরায় অতিক্রমকালে পানি তার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে নেয়। একই ব্যাপার দেখা যায় মিশরে, যেখানে নীল নদের পানি ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়। অনুরূপে মেক্সিকো উপসাগরে উদ্ভূত উপসাগরীয় প্রবাহে, যেখানে সুপেয় ও লোনা পানিকে হাজার মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হতে দেখা যায়, তবুও তারা স্পষ্টত পৃথক থাকে, তাপমাত্রার বৈষম্য সত্ত্বেও স্বাদজনিত ভিন্নতা বহাল থাকে। জিব্রালটার, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের অনেক জায়গায়ই এরূপ অদৃশ্য অন্তরায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে। কুরআনে উল্লিখিত বিষয়টির সত্যতা আমেরিকার বিখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী প্রফেসর Dr. William W. Hay স্বীকার করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজিকাল সায়েন্সেস এর প্রফেসর। তিনি ফ্লোরিডায় অবস্থিত মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোসেন্সটিয়েল স্কুল অব মেরিন এবং এটমস্ফেরিক সায়েন্সেস অনুষদের ডীন ছিলেন। কুরআনে বর্ণিত সমুদ্র সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা নিয়ে ড: হে-র সাথে আলোচনার প্রাক্কালে তিনি বলেন:

"I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover it, the meaning of some of the passages."

"পবিত্র কুরআনের প্রাচীন রচনায় যে এ ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে, তা আমার নিকট বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়, এবং আমার এটা বোঝার কোন উপায় নেই যে এ তথ্য কোথা থেকে আসতে পারে,

www.pathagar.com

তবে এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে এ ধরনের বক্তব্য এতে রয়েছে এবং (কুরআনের) কিছু কিছু অধ্যায়ের অর্থের মাঝে এগুলো খুঁজে বের করার কাজ অব্যাহত রয়েছে।"

এবং যখন তাকে কুরআনের উৎস কি হতে পারে, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন:

"Well, I would think it must be the divine being."

"বেশ, আমার মনে হয় এটা নিশ্চয়ই সেই ঐশী সত্তা।"

২.৯.৩.১০ প্রাণীজগৎ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا
فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে ওড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি গোষ্ঠী। আমি কিতাবে কোন ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।[৪৪]

বর্তমানে বিজ্ঞান এটা আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে যে, মানুষের ন্যায় জন্তুজানোয়ার ও পাখিরাও সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে।

---

[৪৪] সূরা আল আনআম, ৬ : ৩৮।

www.pathagar.com

২.৯.৩.১১ মৌমাছি

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

এবং আপনার রব মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন: পর্বতগাত্রে, বৃক্ষে, এবং তারা খাড়া যা কিছু স্থাপন করে তাতে ঘর তৈরী কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং তোমার জন্য সহজ করে দেয়া তোমার রবের পথসমূহে চলমান হও। তাদের উদর থেকে এক পানীয় বের হয় যা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[৪৫]

Karl Ritter von Frisch নামক বিজ্ঞানী ১৯৭৩ সালে মৌমাছিদের পরস্পর তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনার কারণে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আজ আমরা জানি যে, কোন কর্মী মৌমাছি যখন কোন মধু আহরণযোগ্য ফুল বা ফুলের বাগানের সন্ধান পায় তখন সে তার নিকটস্থ সঙ্গীদের খবর পৌছায় এবং কোন গতিপথে সেখানে পৌছাতে হবে তার সঠিক দিক নির্দেশনাও দেয় যা 'বি ডান্স' নামে পরিচিত। বর্তমানে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফটোগ্রাফিক যন্ত্র দ্বারা কিভাবে এই মতের আদান-প্রদান সম্ভব তা জানা গেছে। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের জন্য তাদের পথ চেনাকে সহজ করে দেন, যেমনটি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

[৪৫] সূরা আন নাহল ১৬ : ৬৮-৬৯।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতে মৌমাছির যে লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা স্ত্রীবাচক। 'কুলী' অথবা 'উসলুকী' - আরবী এই শব্দগুলো মৌমাছির স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ করে।

পূর্বে এ ধরনের ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ। কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে মধু আহরণকারী মৌমাছির লিঙ্গের সঠিক বিবরণ দিয়েছে, যা কেবল আজই আমরা জানতে পেরেছি।

আর এটাও খুব বেশি দিন আগের কথা নয় যে আমরা জানতে পেরেছি, মৌমাছি ফুল হতে মধু আহরণ করে। বর্তমানে আমরা এও জানি যে, মধু কত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। মধু ভিটামিন-কে ও ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ এবং রোগ প্রতিরোধ গুণসম্পন্ন। সে কারণেই রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ দিত যা আর্দ্রতাকে ধরে রেখে ক্ষতকে সুন্দরভাবে উপশমে সহায়তা করত। এছাড়া যদি কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ উদ্ভিদজাত খাদ্যের প্রতি এলার্জি থাকে তবে ঐ উদ্ভিদ হতে আহরিত মধু সেবন করলে, সে দ্রুত এলার্জি হতে আরোগ্য লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

এখানে আমরা আল কুরআনে প্রাপ্ত মহাবিশ্ব, জীবজগৎ, প্রকৃতি সংক্রান্ত কিছু তথ্যের নমুনা দেখলাম যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক তো নয়ই, বরং তা এমন যা আজ থেকে ১৪শত বছরেরও অধিককাল আগের কোন মানুষের পক্ষে নিজের মন থেকে ভেবে বের করা সম্ভব নয়, আর কেউ তা করে থাকলে এতদিনে নির্ঘাত তাতে অসংখ্য ভুল ধরা পড়ত। আল কুরআনের এই সমস্ত ও অনুরূপ আয়াতগুলো পাঠে যেকোন নিরপেক্ষ পাঠক স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে আল কুরআন প্রকৃতই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ পাকের বাণী।

www.pathagar.com

২.৯.৪ আল কুরআনের শ্রুতিমাধুর্য

আল কুরআনের শ্রুতিমাধুর্য বলতে আমরা যা বোঝাতে চাচ্ছি তা ঠিক গান বা কবিতা শুনতে ভাল লাগার সাথে তুলনীয় নয়। আল কুরআনের শ্রুতিমাধুর্যের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

আল কুরআন সম্পূর্ণ গদ্য বা সম্পূর্ণ পদ্য নয়: এর কোন অংশে রয়েছে পদ্যের অনুরূপ ছন্দ, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল এর একপ্রকার অভ্যন্তরীণ ছন্দ রয়েছে, যা কুরআনের শ্রোতা মাত্রই উপলব্ধি করতে পারে। যারা আল কুরআনের অর্থ অনুধাবন করতে পারে, তাদের কাছে এই শ্রুতিমাধুর্য অতুলনীয়।

আল কুরআন বারবার পাঠে কিংবা শ্রবণে বিরক্তি আসে না: অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কেউ যদি আল কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তবে এটা তার জন্য কোন প্রমাণ নয়, বরং সে দাবী করে বসতে পারে যে আল কুরআনের পঠন তার কাছে কদর্য।

গানের সুরের মত আল কুরআন পাঠ করা হয় না, বরং প্রত্যেক পাঠকারী তার নিজস্ব স্বাভাবিক ভঙ্গীতে একে পাঠ করা সত্ত্বেও এর শব্দমালার আকর্ষণ অন্তরে অনুভূত হয়।
এজন্য অনেকে শুধুমাত্র আল-কুরআনের তিলাওয়াত শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

২.৯.৫ আল কুরআন মুখস্থকরণের সহজতা এবং মুখস্থকরণের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ

এর দ্বিতীয় কোন নমুনা অন্য কোন বইয়ের ক্ষেত্রে নেই। ছোট ছোট শিশুরাও আরবী না বুঝে গোটা আল কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম, একজন দুজন নয়, অসংখ্য শিশু। ধরা যাক কেউ যদি জার্মান ভাষায় লিখিত 'ডাস ক্যাপিটাল' এভাবে কাউকে মুখস্থ করানোর

www.pathagar.com

চেষ্টা করে, তাহলেই বুঝতে পারবে যে এটা কত কঠিন একটা ব্যাপার। তাই লেখনীর পাশাপাশি আল-কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে যুগে যুগে এর সংরক্ষণ এর সত্যতার পক্ষে স্বাধীনভাবে নিশ্চিত প্রমাণ না হলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিত হয়ে তা আল কুরআনের সত্যতার বিষয়টিকে শক্তিশালী করে তোলে।

২.৯.৬ আল কুরআনে কোন কোন স্থানে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু ভর্ৎসনা

কেউ নিজেকে তিরস্কার করতে চায় না। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনায় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু তিরস্কার করেছেন এবং সংশোধন করে দিয়েছেন। এটা প্রমাণ করে যে আল-কুরআন নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের রচনা নয়।

২.৯.৭ আল কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের জাতির কাহিনী

এর জ্ঞান ইহুদী নাসারদের কিতাবে ছিল, অথচ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেখাপড়া জানতেন না অথবা ইসলামের পূর্বে ইহুদী-খ্রীস্টানদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল যে তিনি এগুলো জানতে পারবেন, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১০ ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও এর সৌন্দর্য

২.১০.১ ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

ইসলাম ধর্মে স্রষ্টার যে ধারণা দেয়া হয়েছে তা সকল প্রকার সমস্যা থেকে মুক্ত। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, সত্তাগতভাবে সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টির নিকটে, দয়ালু অথচ

www.pathagar.com

ন্যায়বিচারক, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে তিনি মুক্ত, নিদ্রা কিংবা ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করে না, পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী, স্বপ্রতিষ্ঠিত এবং সকল সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে টিকিয়ে রেখেছেন। অন্যান্য ধর্ম বা দর্শনে স্রষ্টার যে ধারণা তাতে স্রষ্টার প্রতি এমন কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে যা স্রষ্টার জন্য মানায় না অথবা যা কোন যৌক্তিক সমস্যার জন্ম দেয়। এর কিছু নমুনা সামনে সংশয়বাদীদের প্রশ্ন সংক্রান্ত আলোচনার অংশে আসছে।

২.১০.২ ইসলাম ধর্মে আকীদা বা বিশ্বাসের অন্যান্য বিষয়

স্রষ্টার ধারণার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের আকীদা বা বিশ্বাসের অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, সেগুলোও স্ববিরোধ থেকে মুক্ত। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যেতে পারে ভাগ্যের বিষয়টি। মানুষের ভাগ্য কি নির্ধারিত, নাকি তার স্বাধীনতা আছে? এটি দার্শনিকদের বিতর্কের একটি প্রিয় বিষয় এবং মানুষ এতে দুটি প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে: কারও মতে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই, আর কারও মতে ভাগ্য বলে কিছু নেই, বরং মানুষ পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এই যে দুটোই সত্য: একদিকে যেমন আল্লাহ সকল কিছু নির্ধারণ করেছেন, সেই সাথে তিনি মানুষকে সীমাবদ্ধ পরিসরে স্বাধীনতা দিয়েছেন, ফলে তার পাপপুণ্যের জন্য সে নিজে দায়ী।

২.১০.৩ ইসলাম ধর্মে ইবাদত

ইসলাম ধর্মের আনুষ্ঠানিক ইবাদত তথা সালাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি যদি কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, এর আনুষ্ঠানিকতাগুলো লক্ষ্য করে, তবে সে উপলব্ধি করবে যে কোন মানুষ নিজে থেকে চিন্তাভাবনা করে এগুলো বের করেনি।

www.pathagar.com

২.১০.৪ ইসলাম ধর্মের সামাজিক শিক্ষা

ইসলাম ধর্মে ইবাদত শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলাম জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছে, আর কোন ধর্ম সত্য হলে তা অবশ্যই জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করবে। এজন্য ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে: পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, সন্তানের প্রতি কর্তব্য, স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য, নিকটাত্মীয়ের অধিকার ও কর্তব্য, এতীম, দরিদ্র, বিধবা, দাসদাসী, অধীনস্থ, সঙ্গী, শাসক, শাসিত - সকলের অধিকার ও কর্তব্য।

২.১০.৫ ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক শিক্ষা

ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে কোন কোন পথে উপার্জন ও ব্যয় করতে হবে, কোন কোন ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ, কোন কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে কোন লেনদেন অনুমোদিত নয়, মোটকথা ইসলামের রয়েছে এক পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

২.১০.৬ ইসলাম ধর্মে রাজনৈতিক শিক্ষা

রাষ্ট্র কেমন হবে, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে, যুদ্ধ ও সন্ধি কিভাবে হবে, বিচার ব্যবস্থা কেমন হবে...ইত্যাদি তথা একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।

২.১০.৭ আদব ও আখলাক

ইসলাম মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উত্তম আচরণ ও আদব শিক্ষা দিচ্ছে। খাওয়া থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের পদ্ধতি ও আদব, কর্মস্থলে সহকর্মী থেকে শুরু করে ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে আচরণ কেমন হবে - ইত্যাদি যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।

www.pathagar.com

এক কথায় জীবনের যেকোন দিক: তা স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হোক বা হোক সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত - এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে ইসলাম। কোন ব্যক্তি যদি নিজের মন থেকে ভেবে ভেবে ধর্ম রচনা করে, তবে তার পক্ষে সম্ভব নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে একাধারে এত ব্যাপক এবং এত সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া, এটা একমাত্র সম্ভব স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত ধর্মের ক্ষেত্রেই। উপরন্তু এগুলো শুধুমাত্র বাস্তবায়নের অযোগ্য কিছু আদেশ-নিষেধের তালিকা নয়, বরং এক জীবন্ত ও গতিশীল বাস্তব জীবন ব্যবস্থা, যার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন হয়ে আসছে গত প্রায় সাড়ে ১৪শত বছর ধরে।

২.১১ নবী মুহাম্মাদের জীবনী, আল কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনার ফলাফল

উপরে বর্ণিত পয়েন্টগুলোর সম্মিলিত ও বিস্তারিত অধ্যয়ন যেকোন সত্যান্বেষীর নিকট ইসলাম ধর্মের সত্যতাকে সুস্পষ্ট করবে, এরপর একে গ্রহণ করা না করা সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার; সে যদি সত্যের সামনে মাথা নত করে, তবে তাতে তার নিজেরই কল্যাণ, এতে আল্লাহর কোন লাভ নেই, আর সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এতে তার নিজেরই ক্ষতি, সে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যত গুছিয়ে নিক।

২.১২ আল-কুরআনে স্ববিরোধ বা ভুলের দাবী

ইসলামের সত্যতার একটি অন্যতম প্রমাণ হল আল-কুরআনে কোন 'ত্রুটি' না থাকা। একদিকে যেমন এর একাংশের সাথে অপর অংশের কোন স্ববিরোধ পাওয়া যায় না, তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে এর কোন সংঘর্ষ নেই। একই কথা হাদীস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে কুরআন কিংবা অন্য কোন সহীহ হাদীস কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্বের কোন

www.pathagar.com

সংঘর্ষ নেই। তবে হাদীসের ক্ষেত্রে এর 'বিশুদ্ধ' বা 'সহীহ' হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হল এজন্য যে যা কিছুই 'হাদীস' বলে প্রচলিত আছে, তার সবই নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রাপ্ত নয়, বরং তাঁর নামে অনেক কিছু চালু আছে যা তিনি বলেননি বা করেননি।

কেউ যখন আল-কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভান্ডারের কথা চিন্তা করবে, তার কাছে স্পষ্ট হবে যে এতে কোন স্ববিরোধ কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে এর কোন সংঘর্ষ না থাকা ইসলাম ধর্মের সত্যতার এক বড় প্রমাণ, কেননা তা মানবরচিত হলে এতে স্ববিরোধ ও ভুলত্রুটি বের হত, বিশেষত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছরের ব্যবধানে এতে কোন ত্রুটি না পাওয়া নিঃসন্দেহে এর সত্যতাকে প্রমাণ করে।

অবশ্য কেউ কেউ আল-কুরআন ও হাদীসে ভুল থাকার দাবী তুলেছে প্রাচীন ও বর্তমান কালে। এ ধরনের দাবীর পর্যালোচনা কিংবা খণ্ডনের পূর্বেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, এ ধরনের ভুলের দাবী যে করতে চায় তাকে 'ক্লাসিকাল' আরবী সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতে হবে, আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়াই কেউ যদি ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ পড়ে এ ধরনের দাবী উত্থাপন করে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে তার সমালোচনার ক্ষেত্রে সৎ নয়, এবং তার পর্যালোচনা 'একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড' এ গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বাস্তবে আরবী ভাষার ওপর সম্যক দখল ছাড়াই যারা আল কুরআন বা হাদীসে কোন ধরনের ভুল ধরতে চায়, তারা মূলত: পূর্ববর্তীদের দাবীগুলো তোতাপাখির মত পুনরাবৃত্তি করে থাকে। যাহোক আরবী ভাষার জ্ঞান না থাকা আল-কুরআনের অর্থ সম্পর্কে ভুল ধারণার অন্যতম উৎস।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, আল-কুরআন ও হাদীসে 'ভুল' বের করার অপর পদ্ধতি হল কোন একটি আয়াত বা হাদীসকে 'প্রাসঙ্গিকতা' থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সমালোচনাকারী কর্তৃক স্বআরোপিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপস্থাপন করা।

তৃতীয়ত, হাদীসের ক্ষেত্রে ভুল-ব্যাখ্যার একটি উৎস হল হাদীসের যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জ্ঞান না থাকা, কোন হাদীসটি সহীহ কোনটি সহীহ নয় সেটা নির্ণয় না করেই সমালোচনায় ঝাঁপিয়ে পড়া।

চতুর্থত, এ সংক্রান্ত ভুল-ধারণার অপর উৎস হল সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব, বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে আল-কুরআন কিংবা হাদীসের কোন কোন বক্তব্যকে কেউ কেউ অবৈজ্ঞানিক বলেছে, কিন্তু গবেষণার ফলে বের হয়ে এসেছে যে কুরআন বা হাদীসের ঐ বক্তব্যটি প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এর সত্যতারই প্রমাণ, কেননা এতে এমন তথ্য দেয়া আছে যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে কারও পক্ষে জানার উপায় ছিল না, বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে তা জানতে পেরেছে।

২.১২.১ আল কুরআনে ভুলের দাবীতে 'ভুল' এর কিছু নমুনা

নমুনা ১: কেউ কেউ দাবী করেছে যে আল কুরআনে বলা হয়েছে যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। তারা এর দ্বারা নিচের আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

www.pathagar.com

আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।[৪৬]

সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই আয়াতে সূর্যের কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়নি যে তা পৃথিবীর চারিদিকে। তাই যারা এই দাবী করেছে, তারা সম্ভবত সতর্কভাবে 'অসতর্কতা' অবলম্বন করেছে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে। যাহোক আয়াতটিতে কোন ভুল নেই, বরং আয়াতটি এমন একটি তথ্য দিচ্ছে যা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাই আয়াতটি আল-কুরআন স্রষ্টার বাণী হওয়ার সপক্ষে একটি প্রমাণ।

নমুনা ২ : আরেকটি চমৎকার উদাহরণ হল এই আয়াতটি:

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ۝٧

সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক, তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিক্ষিপ্ত তরল থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের অন্তর্বর্তী স্থান হতে।[৪৭]

এই আয়াতগুলো খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রিয় আয়াত যাকে তারা আল কুরআনের ভুলের উদাহরণ হিসেবে পেশ করে এসেছে। কেননা তাদের ধারণা যে বীর্য নিক্ষিপ্ত হয় 'অন্ডকোষ' থেকে। আর একজন সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে সেও তার প্রচলিত ধারণা থেকে এ কথাই বলবে।

---

[৪৬] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩৩।
[৪৭] সূরা আত তারিক, ৮৬ : ৫-৭।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে **এই আয়াতগুলো কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ**, কেননা মানুষের বীর্য কোন স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত হয় তা সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার। সাধারণভাবে কারও মনে হতে পারে যে শুক্রাণু তৈরীর স্থান অণ্ডকোষ, যা কিনা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের অন্তর্বর্তী স্থানে নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষে জানতে পেরেছে: যে তরল পদার্থ **"সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়"**, তার অল্প অংশই শুক্রাণু, এর সাথে মিশ্রিত হয় বিভিন্ন প্রকার তরল এবং নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে এই তরলের অবস্থান হয় 'প্রোস্ট্রেট গ্রন্থি' - এর কাছাকাছি, যা মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের সমান্তরাল এবং মোটেও অণ্ডকোষের নিকটবর্তী কোন স্থানে নয়। তাই এই আয়াতে যে নিক্ষিপ্ত তরলের কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই মেরুদণ্ড এবং পাঁজরের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে কুরআন নাযিলের সময়কালে এই জ্ঞান সাধারণ মানুষ তো নয়ই, তৎকালীন কোন বিজ্ঞানীরও জানা ছিল না। তাই এই আয়াত কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্বের নমুনা, যা প্রমাণ করে যে কুরআন আল্লাহ পাকের বাণী।[৪৮]

নমুনা ৩ : আরেকটি উদাহরণ এই আয়াতগুলো :

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ
فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي

---

[৪৮] বিস্তারিত দেখুন:
http://www.muhaddith.org/islamicvideos/quranmiraclesscientifickoranreproduction.html

www.pathagar.com

كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? আর তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ বানাতে চাচ্ছ? তিনিই সৃষ্টিকুলের রব। আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে [পৃথিবীতে] বরকত দিয়েছেন, আর তাতে [পৃথিবীতে] খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন চারদিনে - সকল প্রশ্নকারীদের জন্য [এটি জবাব]। তারপর/উপরন্তু[৪৯] তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, "তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আস।" তারা উভয়ে বলল, "আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।" তারপর তিনি দু'দিনে সেগুলোকে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন। আর প্রত্যেক আকাশে তার কার্যাবলী ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালার দ্বারা সুসজ্জিত করেছি আর সুরক্ষিত করেছি। এ হল মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।[৫০]

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে:

পৃথিবীর সৃষ্টির সময়কাল = ২ দিন।
পৃথিবীকে বসবাসের জন্য প্রস্তুতকরণের সময়কাল = ৪ দিন।
সপ্তআকাশ সৃষ্টির সময়কাল = ২ দিন।

কিন্তু এই আয়াতগুলোতে কোথাও বলা নেই যে সম্মিলিত সময় কতটুকু। কেননা এই আয়াতগুলোতে উল্লিখিত কাজগুলো একটা আরেকটার সাথে 'ওভারল্যাপ' হওয়া সম্ভব। হতে পারে প্রথম দুটো

---

[৪৯] আরবী ثُمَّ শব্দের অর্থ তারপর হতে পারে আবার উপরন্তুও হতে পারে। অর্থাৎ এর দ্বারা পরবর্তী সময় বোঝানো হতে পারে আবার নাও হতে পারে।
[৫০] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৯-১২।

www.pathagar.com

পর্যায়ের মোট সময়কাল ৪ দিন এবং সপ্ত আকাশ তৈরীর সময় ২ দিন। অথবা হতে পারে এই সবগুলোই ৪ দিনে হয়েছে। আবার হতে পারে সব মিলিয়ে সময়কাল ৮ দিন। অর্থাৎ আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী এই আয়াত থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির তিনটি সম্ভাব্য সময়কাল ধরা যেতে পারে:

৪ দিন, ৬ দিন বা ৮ দিন।

আর তাই কোন 'সৎ' লোক, যে আরবী ভাষারীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, সে কখনও বলবে না যে এই আয়াতে ৪ দিনের কথাই বলা হয়েছে বা ৮ দিনের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াতটি মোট সময়কাল গণনার ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত তথ্য দিচ্ছে না, সুতরাং শুধুমাত্র এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য আয়াত থেকে জানা যায় যে মোট সময়কাল হল ৬দিন, যেমন আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

নিশ্চয় তোমাদের রব হলেন আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন... [৫১]

এই আয়াতটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির মোট সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য। **আর কোন বক্তব্য ব্যাখ্যার মূলনীতি হচ্ছে অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের দ্বারা ব্যাখ্যা করা।** সুতরাং এই আয়াতের আলোকে পূর্বের আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে যে সর্বমোট সময়কালের তিনটি সম্ভাবনা: ৪, ৬ ও ৮ এর মধ্যে সঠিক হচ্ছে ৬।

---

[৫১] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৫৪।

www.pathagar.com

তাই এ ধরনের আয়াতগুলো মৌলিকভাবেই 'পরস্পরবিরোধী' নয়, বরং 'পরস্পরকে ব্যাখ্যাকারী'। বিরোধিতার প্রশ্ন আসত যদি স্পষ্টত একবার বলা হত ৬ আর একবার বলা হত ৪ বা ৮।

তাই এই আয়াত থেকে যারা বলতে চেয়েছে যে আল-কুরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল একবার বলা হয়েছে ৬ আর একবার বলা হয়েছে ৮ তারা মূলত আরবী ভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার সাথে অসৎ উদ্দেশ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছে। তারা মনে করেছে(?) যে এর অর্থ একভাবেই হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত তারা 'অস্পষ্ট'কে স্পষ্টের দ্বারা ব্যাখ্যা না করে 'অস্পষ্ট'কে ব্যাখ্যা করেছে নিজেদের প্রবৃত্তির দ্বারা, অর্থাৎ অস্পষ্টকে সেভাবে ব্যাখ্যা করেছে যেভাবে ব্যাখ্যা করলে তাদের 'সুবিধা' হয়। আর 'অস্পষ্ট' কোন কিছু, যার একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব, তাকে নিজের খেয়ালখুশী মত ব্যাখ্যা করাই যুগে যুগে পথভ্রষ্টদের পদ্ধতি, যা সত্যকে অস্বীকার করার জন্য তারা অবলম্বন করে থাকে ।

আমরা এই অনুচ্ছেদে এই তিনটি উদাহরণেই সীমাবদ্ধ থাকব, কেননা আল কুরআন ও হাদীস সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল ধারণার জবাব দেয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে এই নমুনাগুলো দেখার পর কোন পাঠক পরবর্তীতে এ ব্যাপারে নিজেই তার পথ খুঁজে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

২.১৩ সংশয় একটি সহজ অজুহাত

আগের অধ্যায়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে একটি 'চেকমেট' আর্গুমেন্ট দেয়া হয়েছে, এই অধ্যায়ের এই অংশে আলোকপাক করা হবে সংশয়বাদীদের কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে।

www.pathagar.com

প্রথমেই লক্ষণীয় যে সংশয়বাদীদের প্রশ্নগুলো নাস্তিকতার সপক্ষে কোন প্রমাণ নয়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে সংশয়বাদী প্রশ্নগুলোর উদ্দেশ্য কোন একটি 'ধর্মতত্ত্ব'কে আক্রমণ করা, এজন্য স্রষ্টাকে ঘিরে তাদের যত প্রশ্ন, সেগুলো মূলত স্রষ্টার কিছু বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে। এজন্য এগুলোর সাথে স্রষ্টার থাকা বা না থাকার সম্পর্ক নেই। বরং 'কেমন এই স্রষ্টা' এর জবাবে বিভিন্ন ধর্ম কিংবা দর্শনে যা বলা হয়, সংশয়বাদীরা সেগুলোকে প্রশ্ন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত সংশয়বাদীরা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে থাকে, কেননা তারা পার্থিব জীবনে তাদের সকল প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে 'বিশ্বাসী' হয়ে থাকে, আর তাদের সমস্ত সংশয় স্রষ্টা কিংবা ধর্মকে ঘিরে, কেননা স্রষ্টা কিংবা ধর্মের ধারণা তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়।

যাহোক আমরা আবার প্রথম পয়েন্টে ফিরে আসি: সংশয়বাদীদের প্রশ্ন কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা দর্শন কর্তৃক উপাস্থিত তত্ত্বগুলোকে নিয়ে। যেমন:

স্রষ্টা যদি সকলকেই ভালবাসেন, তবে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামে রাখবেন কেন?

এই প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বকে ঘিরে করা হয়ে থাকে, কেননা তাদের প্রচারিত ধর্মতত্ত্বে দাবী করা হয় যে স্রষ্টা সকলকে ভালবাসেন। ফলে সংশয়বাদীদের এই প্রশ্ন খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের জন্য সমস্যা।

অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে এর উত্তর সহজ: স্রষ্টা সকলকে ভালবাসেন না। যারা তাঁর অবাধ্য, তাদেরকে তিনি ভালবাসেন না, ফলে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা গেল যে এই প্রশ্নটি ছিল স্রষ্টার একটি বৈশিষ্ট্য: তাঁর 'ভালবাসা'কে ঘিরে। আরও লক্ষণীয় যে এই প্রশ্নের জবাব যাই হোক না কেন এর সাথে স্রষ্টা থাকা না থাকা জড়িত নয়, আর এ থেকে বেশির ভাগ সংশয়বাদীদের 'অসততা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারা যদি সৎ ও সত্যবাদী হত, তবে তারা স্বীকার করত যে স্রষ্টা আছেন, তবে আমরা তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য কিংবা বিশেষ বিশেষ ধর্মের কিছু তত্ত্বের ব্যাপরে সন্দিহান। অবশ্য কিছু সৎ ব্যক্তি আছেন, যারা তাদের সমাজে বিদ্যমান ধর্মকে সত্যিকার অর্থে যুক্তির কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, তারা শেষপর্যন্ত সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন, কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে জানা।

সংশয়বাদীদের প্রশ্নের অপর একটি উদাহরণ হল: **যীশুকে ত্রাণকর্তা মানলেই যদি শত পাপ সত্ত্বেও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে মানুষ পাপ কাজ করবে না কেন?**

এটিও একটি বিশেষ ধর্ম, তথা খ্রিস্টধর্মকে কেন্দ্র করে, তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নটি সরাসরি স্রষ্টার কোন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে না হয়ে এই ধর্মে পরকালের ধারণাকে ঘিরে।

এই দুটি উদাহরণের উদ্দেশ্য সংশয়বাদীদের প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, সুতরাং আমরা জানলাম যে তাদের প্রশ্নগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে যত না সম্পৃক্ত, তার চেয়ে বেশী সম্পৃক্ত স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কিংবা কোন বিশেষ ধর্মে উপস্থাপিত কোন তত্ত্বকে ঘিরে।

যেহেতু আমরা ইসলামে বিশ্বাসী, অতএব এই অধ্যায় আমরা সংশয়বাদীদের কিছু বহুল আলোচিত প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে আলোকপাত করব ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে।

www.pathagar.com

২.১৪ স্রষ্টার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রশ্ন

১) স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?
২) স্রষ্টা তো সব পারেন, তবে নিজের মৃত্যু ঘটাতে পারেন?
৩) স্রষ্টা কি তাঁর মত অপর এক স্রষ্টা তৈরী করতে পারেন?
৪) স্রষ্টা কি এত ভারী কিছু তৈরী করতে পারেন যা তিনি উত্তোলন করতে পারেন না?
৫) আপনারা যে স্রষ্টার কথা বলছেন, তাকে সেরকমই হতে হবে কেন? সে কি অন্য কিছু হতে পারে না?
৬) স্রষ্টা একজন এমন কোন কথা আছে? স্রষ্টা একাধিক হলে সমস্যা কোথায়?

এর মধ্যে ১নং প্রশ্নের উত্তর আমরা আগের অধ্যায়ে দিয়েছি।

ওপরের ২-৪ নম্বর প্রশ্ন একই শ্রেণীভুক্ত। মূলত এ ধরনের বহু প্রশ্ন হতে পারে। এই প্রশ্নগুলোকে 'সরলীকরণ' করে নিলে যা দাঁড়ায়, তা হল:

স্রষ্টা এমন কিছু করতে পারেন কিনা যা করলে তিনি আর 'ইলাহ' থাকবেন না? যেমন: মৃত্যু, আরেকজন স্রষ্টা তৈরী করা [একাধিক 'স্রষ্টার' প্রশ্নের উত্তর একটু পরে দেয়া হবে] অথবা অক্ষম হয়ে পড়া [ভারোত্তলনের প্রশ্ন] ইত্যাদি।
এ কথা খুব স্পষ্ট যে স্রষ্টা এমন কিছু করবেন না যা তাঁর ঐশ্বরিকতার বিপরীত। সুতরাং তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না, তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি ভুলে যান না, তিনি অক্ষম হন না ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল তিনি এর কোনটি করার ক্ষমতা রাখেন কিনা?

আমরা এখানে দেখব যে এর উত্তর হাঁ বা না - যেটাই হোক তাতে কোন সমস্যা নেই।

www.pathagar.com

হাঁ ধরে নিয়ে: যদি বলা হয় স্রষ্টা এগুলো ঘটাতে সক্ষম, কিন্তু তিনি এগুলো ঘটাবেন না, তাহলে তো জবাব পাওয়াই গেল। কেননা এগুলো না ঘটানো পর্যন্ত তিনি স্রষ্টা থাকছেন, এগুলো ঘটানো মানে ঐশ্বরিকতা হারানো, আর তাই সেটা তিনি করবেন না - সহজ উত্তর।

না ধরে নিয়ে: আর যদি বলা হয় যে তিনি এগুলো ঘটাতে পারেন না, তবে তাতেও সমস্যা নেই। কেননা সেক্ষেত্রে আমরা বলব যে যেহেতু এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি, অতএব এগুলো ঘটাতে না পারাই পূর্ণতা। যেমন কিছু ভুলে যাওয়াটা ঘাটতি, সুতরাং ভুলতে না পারা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতা, আর এই পূর্ণতাই স্রষ্টার জন্য মানায়। যদি বলা হয়: তাহলে তো স্রষ্টা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান থাকছেন না? এর জবাব হল: স্রষ্টা সকল বিষয়েই ক্ষমতাবান, তবে ব্যতিক্রম সেসকল বিষয় যেগুলো তাঁর 'স্রষ্টা হওয়া'র বিরোধী।

লক্ষণীয় যে দুরকম উত্তরই যেকোন ধরনের 'স্ববিরোধ' কিংবা 'স্রষ্টার মাঝে ঘাটতি' থাকা থেকে মুক্ত। আরও লক্ষণীয় যে এ ধরনের প্রশ্নগুলো মূলত ধর্ম ও এর অনুসারীদেরকে আক্রমণ করা ও কষ্ট দেয়ার জন্যই করা হয়, স্রষ্টার থাকা না থাকার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সতর্কীকরণ: যারা এই প্রশ্নগুলো করছে, তারা অন্তত এতটুকু নিশ্চিত থাকতে পারে যে আল্লাহ পাক অবাধ্যদেরকে জাহান্নামে অনন্তকাল প্রজ্বলিত করতে সম্পূর্ণ 'সক্ষম'।

৫) আপনারা যে স্রষ্টার কথা বলছেন, তাকে সেরকমই হতে হবে কেন? সে কি অন্য কিছু হতে পারে না?

এই প্রশ্নটিও মূলত স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে। আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কি, তিনি কেমন এই উত্তরগুলো ইসলাম দিয়ে থাকে স্রষ্টার কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে, কারো নিজস্ব দর্শনের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং কেউ

www.pathagar.com

যদি ইসলাম ধর্মে অর্থাৎ আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে বিশ্বাসী না হয় অথবা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতে বিশ্বাসী না হয়, তবে তার সাথে স্রষ্টা কেমন বা কেমন নন, সেই আলোচনা অর্থহীন। এজন্য আমরা বলব যে আমরা স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বা তিনি কেমন এ সম্পর্কে যা কিছু বলছি তা আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে, আর সেজন্য আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের সত্যতার প্রমাণগুলো তুলে ধরব, যদি কেউ তা মানতে না চায়, তবে স্রষ্টা কেমন বা কেমন নন, সেই বিতর্কে যাব না।

৬) স্রষ্টা একজন এমন কোন কথা আছে? স্রষ্টা একাধিক হলে সমস্যা কোথায়?

এর উত্তর যুক্তি দিয়ে দেয়া সম্ভব, এবং আল কুরআন এর যৌক্তিক উত্তর দিয়েছে, এক্ষেত্রে আল-কুরআনের উত্তর উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

যদি এই দুয়ে [আকাশ ও পৃথিবী] আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।[৫২]

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَـٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। [যদি থাকত] তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক

[৫২] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ২২।

www.pathagar.com

হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র।[৫৩]

কেউ নিজেই ভেবে দেখতে পারে যে কোন প্রতিষ্ঠানে কখনও দুজন প্রধান দেখা যায় কি যাদের সমান ক্ষমতা? আর যদি এমনটি কোথাও হয়, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের কি অবস্থা হবে বলাই বাহুল্য! তাই কোন প্রতিষ্ঠান শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলছে মানেই এর একজন নিয়ন্ত্রণকারী আছে যে একে দক্ষ হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এই সহজ যুক্তি প্রয়োগ করতে সংশয়বাদীদের আপত্তি কেন?

২.১৫ অন্যান্য প্রশ্ন

৭) আল্লাহ কেন মন্দ সৃষ্টি করলেন?

জবাব সহজ: পরীক্ষার জন্য। কাউকে তিনি বিপদে ফেলেন তার ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার জন্য, কাউকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন সে শুকরিয়া আদায় করে কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য। এছাড়াও বিপদ-আপদ, রোগশোক ও অন্যান্য মন্দের বেশকিছু তাৎপর্য থাকতে পারে: কারও জন্য তা পরীক্ষা, কারও জন্য গুনাহের ক্ষতিপূরণ, কারও জন্য তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়, কারও জন্য শাস্তি ইত্যাদি।

৮) আল্লাহ পাক সকলকে হেদায়েত দেন না কেন?

আল্লাহ পাক সকলকে হেদায়েত দিয়েছেন এই অর্থে যে তিনি সকলের সামনে সত্য ও মিথ্যাকে স্পষ্ট করেছেন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ ও তাঁর অসন্তুষ্টির পথ চিনিয়েছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের পথ চিনিয়েছেন। কিন্তু কে হেদায়েত 'গ্রহণ করবে' আর কে 'প্রত্যাখ্যান করবে' এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, এবং তিনি কাউকে বাধ্য

[৫৩] সূরা আল মুমিনূন, ২৩ : ৯১।

www.pathagar.com

করেন না। কেননা কেউ ধ্বংস ও জাহান্নামের পথ বেছে নিলে তাঁর কিছু এসে যায় না, কারও অবিশ্বাসে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। তেমনি কেউ মুক্তি ও জান্নাতের পথ বেছে নিলেও তাঁর কোন উপকার নেই। সুতরাং সকলকে তিনি হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন না, বরং সকলে যেন হেদায়েত পেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তিনি সরবরাহ করে থাকেন, তাঁর নিদর্শন দেখান যেন অবাধ্যরা ফিরে আসে। কিন্তু পরীক্ষক যেমন পরীক্ষার হলে ছাত্রকে সঠিক উত্তর বলে বা লিখে দেন না, তেমনি আল্লাহ পাকও কাউকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেন না।

৯) আল্লাহ দয়ালু, তবে তিনি শাস্তি দেবেন কেন?

ন্যায়বিচারের কারণে। অর্থাৎ তিনি কেবল দয়ালুই নন, বরং ন্যায়বিচারকও বটে। পৃথিবীতে একজন বিচারক যখন ন্যায়বিচার করে আসামীকে শাস্তি প্রদান করেন, সেটা তার দয়ার বিরোধী নয়, অর্থাৎ এর অর্থ এই নয় যে তিনি নিষ্ঠুর, বরং সকলেই তাঁকে প্রশংসা করে, আসামীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেয়। অপরপক্ষে কোন বিচারক যদি আসামীকে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দেন, তবে সেটা হবে 'ভিকটিম' এর প্রতি একপ্রকার 'নিষ্ঠুরতা'। সুতরাং চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই বুঝতে পারে যে স্রষ্টাকে পরিপূর্ণ দয়ার পাশাপাশি পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের অধিকারী হতে হবে। এটা কি আশা করা যায় যে আল্লাহ পাক তাঁর অবাধ্য বান্দাকে তাঁর অনুগত বান্দার মত দয়া করবেন? কিংবা অনুগতকে অবাধ্যের মত শাস্তি দেবেন? সেটা কি কখনও সংগত হবে?

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? তোমাদের কী হল, কেমন তোমাদের বিবেচনা? [৫৪]

---

[৫৪] সূরা আল কলম, ৬৮ : ৩৫-৩৬।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩
তাওহীদ : ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা

৩.১ তাওহীদের (التَّوْحِيد) অর্থ

ইসলাম ধর্মের মূলশিক্ষা হল 'তাওহীদ'। 'তাওহীদ' শব্দটির অনুবাদ করা হয়ে থাকে 'একত্ববাদ'। তবে একত্ববাদ শব্দের মধ্যে 'তাওহীদ' এর সার্বিক অর্থ ধরা পড়ে না, এজন্য শব্দটিকে আরবীতে রেখেই বিশ্লেষণ করা এর অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক হবে।

আরবী ভাষায় 'তাওহীদ' শব্দের অর্থ কোন কিছুকে 'এক' করা বা 'এক' বানানো বা 'এক' এ পরিণত করা। 'তাওহীদ' শব্দটি বিশেষ্য, এর ক্রিয়াটি হল ওয়াহ্হাদা(وَحَّدَ)।

ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ শব্দের অর্থ হবে: **আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে তাঁর বিশেষত্বের ক্ষেত্রে 'এক' বলে জানা ও 'এক' এ পরিণত করা।** সুতরাং তাওহীদের দুটি দিক রয়েছে: ১) জানার দিক, ২) মানা বা কর্মের দিক।

অর্থাৎ তাওহীদ অর্থ আল্লাহ তাআলাকে তাঁর একান্ত ও বিশেষ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে 'এক' বলে জানা এবং তাঁকে ইবাদতের ক্ষেত্রে 'এক' এ পরিণত করা বা এককভাবে বাছাই করা। তাই তাওহীদের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে **বিশ্বাস** এবং **কর্ম**। সুতরাং কেউ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাকে বিশ্বাস করতে হয়, জানতে হয় যে আল্লাহ পাক একক সত্তা, কেবল তিনিই সৃষ্টি করেন, কেবল তিনিই

www.pathagar.com

রিযিক দেন, কেবল তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক, একমাত্র তিনিই সকল সম্পদের অধিকারী, একমাত্র তিনিই মহাবিশ্বের পরিচালনাকারী, একমাত্র তিনিই সবকিছু জানেন, একমাত্র তিনিই সবকিছু দেখেন, একমাত্র তিনিই সর্বশ্রোতা, একমাত্র তিনিই সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান ইত্যাদি। এগুলো জানা ও বিশ্বাস করার বিষয়। কিন্তু তাওহীদকে বাস্তবায়নের জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে সাথে সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে এককভাবে বাছাই করতে হবে, এবং ইবাদতের কোন অংশ অন্য কোন সত্তাকে দেয়া যাবে না - আর এটি হল তাওহীদের কর্মগত বা প্রায়োগিক দিক।

লক্ষণীয় যে তাওহীদের এই দ্বিতীয় দিকটি তথা কর্মগত দিকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কেননা জানা ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে মানবজাতির বৃহত্তর অংশ যুগে যুগে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে। মানুষের মাঝে অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, পরিচালনাকারী, সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান হিসেবে স্বীকার করে থাকে - বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে মিল আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকু স্বীকার করলে একজন ব্যক্তি তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না কিংবা মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয় না, বরং এই বিশ্বাসের পাশাপাশি তাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এককভাবে বাছাই করতে হবে, সকল প্রকার ইবাদত শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে করতে হবে, অন্যান্য সকল মাবুদকে অস্বীকার করতে হবে - একমাত্র সেক্ষেত্রেই সে মুসলিম হবে, ইসলামের পরিভাষায় একত্ববাদী হতে পারবে। এই বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

ধরা যাক একজন ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সে আল্লাহকে রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকার করে, সে বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহই সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু সে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কোন কবরবাসীর কাছে দুআ করল - এক্ষেত্রে পূর্বে

www.pathagar.com

উল্লিখিত বিশ্বাসগুলো থাকা সত্ত্বেও সে তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিল, কেননা দুআ একপ্রকার 'ইবাদত' আর সে এই ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য এক সত্তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করল, এজন্য সে একত্ববাদী না হয়ে 'মুশরিক' বা অংশীদার স্থাপনকারীতে পরিণত হল। এ অবস্থায় সে আর মুসলিম থাকবে না, যদিও বা সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবীও করে, যদিও বা তার পূর্বপুরুষেরা মুসলিমও হয়, যদিও বা তার নাম আব্দুর রহমানও হয়, যদিও বা তার পাসপোর্টে তার ধর্ম 'ইসলাম' লেখাও থাকে। এ বিষয়টির সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হল মক্কার মুশরিকরা, যাদের কাছে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। তারা কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা স্বীকার করত যে আল্লাহই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহই রিযিকদাতা, আল্লাহই সবকিছুর মালিক, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহ্বানকে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - তাওহীদের এই সাক্ষ্য দিতে আহবান জানালেন, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল, অথচ তারা আল্লাহকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক হিসেবে মানত। সুতরাং বোঝা গেল যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এগুলো নয়, অন্যকিছু। আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর: "কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?" তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ।"[৫৫]

[৫৫] সূরা লোকমান, ৩১ : ২৫।

www.pathagar.com

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ

বল, "আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন?" তখন তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ"...[৫৬]

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, "আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?" তারা অবশ্যই বলবে, "মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই এগুলো সৃষ্টি করেছেন।"[৫৭]

এই সকল আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল মুশরিকদেরকে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর দাওয়াত দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, শ্রবণ-দৃষ্টির মালিক, জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তা, জ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী রব হিসেবে স্বীকার করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়নি, বরং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - এর সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন:

---

[৫৬] সূরা ইউনুস, ১০ : ৩১।
[৫৭] সূরা আয যুখরুফ, ৪৩ : ৯।

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا

হে লোকসকল! তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বল, তবে সফলতা লাভ করবে।[৫৮]

তাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - এর অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী, সর্বজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী হিসেবে স্বীকার করবে, বরং বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এগুলোতে বিশ্বাসী।

৩.২ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ, এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ

তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ কি, এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থই বা কি?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে এমনকি মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশের নিকটও **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর অর্থ স্পষ্ট নয়। যেহেতু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্যই ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি এবং ইসলামের মূল শিক্ষা, এজন্য মুসলিম মাত্রই সর্বাগ্রে এর অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী।

তাওহীদের সাক্ষ্য তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ ও এর সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

প্রথমত, খোদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ।

দ্বিতীয়ত, এর 'সাক্ষ্য দেয়ার' অর্থ।

---

[৫৮] আহমদ ও অন্যান্য।

www.pathagar.com

আর এই দুটি বিষয়ের উভয়টির ক্ষেত্রেই মানুষের মাঝে ব্যাপক অজ্ঞতা বিরাজমান।

৩.২.১. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ

প্রথমে আসা যাক **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর অর্থের আলোচনায়।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হল **আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।** অন্য কথায় বলা যায় যে এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া 'প্রকৃত' কোন ইলাহ নেই। আরেকভাবে বললে এর অর্থ হল: **আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন সত্তা 'ইবাদত' পাওয়ার যোগ্য নয়।**

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ যদি বলা হয় **"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই"** তবে এই অর্থ যথাযথ হয় না। কেননা আল্লাহ ছাড়াও আরও ইলাহ বা মাবুদ আছে যাদেরকে মানুষ ইবাদত করে। যেমন মানুষ যখন মূর্তিপূজা করে, তখন এই মূর্তিগুলো তাদের মাবুদ। কোন মানুষ যখন মাজারের কাছে প্রার্থনা করল, তখন সে এই মাজারকে তার মাবুদ বানালো। কেউ যখন বড়পীর তথাকথিত 'গাউসুল আযম' কে ডেকে সাহায্য চাইল, সে এই 'গাউসুল আযম'কে মাবুদ বানিয়ে ফেলল। এমনিভাবে পৃথিবীতে বহু মাবুদ রয়েছে যার উপাসনা করা হয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়াও আরও ইলাহ বা মাবুদ রয়েছে, আর এ সমস্ত মাবুদের অস্তিত্ব আল-কুরআনেই স্বীকার করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ পাক বলেন:

فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا
جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ

www.pathagar.com

...তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ আসল তখন আল্লাহ ছাড়া তাদের যে সমস্ত ইলাহগুলোকে তারা ডাকত, তারা তাদের কোন কাজে আসল না...[৫৯]

অতএব বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়াও মানুষ অন্যান্য সত্তাকে 'ইলাহ' বা 'মাবুদ' অর্থাৎ ইবাদতের বস্তু বানিয়েছে। তবে এগুলো কোনটিই প্রকৃত ইলাহ নয়, অর্থাৎ এরা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ
وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ সমুচ্চ, সুমহান।[৬০]

এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হবে: **আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।**

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর যে অর্থ বর্ণনা করা হল তাকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক:

যদি একজন খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়, তবে সে স্বীকার করবে যে আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে 'মুসলিম' হবে না কেন? এর জবাব হল সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়নি। কেননা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দাবী হল এই যে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল মাবুদকে অস্বীকার

---

[৫৯] সূরা হূদ, ১১ : ১০১।
[৬০] সূরা আল হাজ্জ, ২২ : ৬২।

www.pathagar.com

করবে। কিন্তু সে যেহেতু নবী ঈসাকে(আ.) তার মাবুদ বানিয়েছে, ফলে সে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, রিযিক এবং নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করলেও সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য মাবুদের ইবাদত করার কারণে মুশরিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

তেমনি কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় এবং আল্লাহকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, মালিক, মহাবিশ্বের পরিচালনাকারী হিসেবে স্বীকার করে, কিন্তু সে যদি নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডেকে দুআ করে, কোন কিছু চায়, তবে সে নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পাশাপাশি মাবুদ বানানোর কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা দুআ এক প্রকার ইবাদত যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে দুআ করা যাবে না, সে যে-ই হোক না কেন।

৩.২.১.১ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ সম্পর্কে বিদ্যমান একটি ভুল ধারণা

অনেকের ধারণা এই যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ হল এই ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। এই ধারণা সঠিক নয়, ভুল। এ কথা সত্য যে সবকিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার অধীন, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ সেটা নয়। বরং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মূল অর্থ মানুষের কর্ম বা ইবাদতকে ঘিরে, আল্লাহর কর্মকে ঘিরে নয়। এই কালেমা মানুষের ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য যারা একে এই অর্থ করেছেন যে **"আল্লাহর থেকেই সব হয়"** তারা এর অর্থকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে আল্লাহর কর্মের সাথে। উপরন্তু **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর এই ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত একটি আকীদাগত রোগ হল কোন ঘটনা সংঘটনের উপায়-উপকরণ বা আসবাবকে(أَسْبَاب) অস্বীকার করা। ফলে তাদের কেউ

www.pathagar.com

কেউ রোগ হলে ঔষধ সেবন না করাকে মনে করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বাস্তবায়ন! অথচ স্বয়ং নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের কারও ধারণা এই যে কাজকর্ম না করে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগালে রিযিক চলে আসবে, কেননা রিযিক এক আল্লাহ পাকের হাতে। মূলত এগুলো সবই ভুল আকীদা যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ভুল ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভুত। আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করাও নিঃসন্দেহে তাওহীদেরই দাবী, কিন্তু সেই তাওয়াক্কুলের স্বরূপ সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বুঝতে হবে - স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

৩.২.১.২ ইবাদতের অর্থ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দাবী হল এই যে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে 'ইবাদত' এর কোন অংশ নিবেদন করা যাবে না। এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে ইসলামে 'ইবাদত' এর অর্থও বুঝতে হবে, কেননা ইসলামে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, আর এর পুরোটাই হতে হবে আল্লাহর জন্য, এতে অন্যদের কোন অংশ নেই।

ইবাদত অর্থ: **আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে তাঁর ইচ্ছার অনুগত হওয়া এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে নত ও সমর্পিত হওয়া, যার বাস্তবায়ন ঘটে তাঁর আদেশ পালন করা ও তাঁর নিষেধ করা বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।**

আরেকভাবে বলা যায় যে ইবাদত হল **এমন সকল প্রকাশ্য কিংবা গোপন কথা কিংবা কাজ যা আল্লাহ পাক ভালবাসেন।**

www.pathagar.com

এই উভয় অর্থেই ইবাদত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এজন্য ইসলামে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: কথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত বাহ্যিক আমল এবং অন্তরের আমলসমূহ।

সুতরাং সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, ওমরা এগুলো ইবাদত।

দুআ করা, যবেহ করা, মানত করা, রুকু, সিজদা, তাওয়াফ এগুলোও ইবাদত।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর শাস্তির ভয়, তাঁর রহমত ও সওয়াবের আশা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা এগুলো অন্তরের ইবাদত।

সবর বা ধৈর্যধারণ, শুকরিয়া আদায় করা এগুলোও ইবাদত।

তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে আল্লাহর দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী সম্পাদন করলে উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনীতি, পারিবারিক সম্পর্ক, অসুস্থকে পরিদর্শন করা, অভাবীকে সাহায্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা - এই সবকিছু পরিণত হতে পারে ইবাদতে।

এজন্য এ সকল ইবাদতের কোন অংশই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যাবে না, যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে এর কোন অংশ নিবেদন করা হয়, তবে তা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্যের পরিপন্থী হবে, সেটা তাওহীদের বিপরীত হবে, যাকে বলা হয় 'শিরক'।

www.pathagar.com

৩.২.১.৩ 'শিরক' অর্থ

শিরক অর্থ হল আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার একান্ত ও বিশেষ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে সমান করা বা সমকক্ষ করা - এটা বিশ্বাস, কথা বা কর্মের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন: কেউ যদি মনে করে যে অমুক ব্যক্তি 'গায়েবের' খবর জানে, অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে, তবে সে এই ব্যক্তিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সমান বলে বিশ্বাস করল, কেননা গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ পাকের একান্ত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তার এই বিশ্বাসের কারণে সে শিরকে লিপ্ত হল। তেমনি কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে সেজদা করে, তবে সে কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ দাঁড় করালো এবং শিরকে লিপ্ত হল।

৩.২.২ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ

সমাজে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে কেউ মন্ত্রের মত **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** উচ্চারণ করলেই সে মুসলিম হবে, আর সেক্ষেত্রে সে জান্নাতে যাবে। এটি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য সম্পর্কে অন্যতম একটি ভুল ধারণা।[৬১] ইসলাম একজন ব্যক্তির কাছ থেকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর **'সাক্ষ্য'** দাবী করে, আর এই সাক্ষ্য শুধুমাত্র মুখের বুলি নয়। বরং এই সাক্ষ্য উপকারী হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক বিষয় জরুরী: **১) মৌখিক ঘোষণা, ২) অন্তরের জ্ঞান** এবং **৩) এর দাবী অনুযায়ী আমল করা।**

অর্থাৎ কেউ যদি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দিতে চায়, তবে তাকে এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, মৌখিক ঘোষণা দিতে হবে

---

[৬১] অবশ্য পৃথিবীর জীবনে শুধু মৌখিক ঘোষণার কারণেই তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে, সুতরাং এর পরবর্তীতে যে আলোচনা আসছে, তা মূলত আখিরাতে তার মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

এবং এরপর এর দাবী অনুযায়ী আমল করতে হবে, অর্থাৎ এর দাবীর বাস্তবায়ন করতে হবে, নতুবা এই সাক্ষ্য তার উপকারে আসবে না।

জ্ঞান ও বিশ্বাস ছাড়া শুধু মৌখিক ঘোষণা অর্থহীন - তা আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, বরং মুনাফিকরাও মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে, কিন্তু তারা অন্তরে একে গ্রহণ না করার কারণে জাহান্নামে তাদের অবস্থান হবে সর্বনিম্ন স্তরে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।[৬২]

এজন্য "লা ইলাহা ইল্লাহা" এর সাক্ষ্য উপকারী হতে হলে অবশ্যই জ্ঞান ও অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে এই ঘোষণা দিতে হবে, আল্লাহ পাক বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব জেনে নিন [হে নবী]: নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই...[৬৩]

আল্লাহ পাক একথা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন:

[৬২] সূরা আন নিসা, ৪ : ১৪৫।
[৬৩] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯।

www.pathagar.com

وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

আর তিনি ছাড়া যাদেরকে তারা আহবান করে তারা সুপারিশের মালিক হবে না; তবে তারা ছাড়া যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।[৩৪]

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেবল তাদেরকেই সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হতে পারে, যারা জেনেবুঝে তাওহীদের এবং নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের স্বীকৃতির সাক্ষ্য দিয়েছে। অতএব সাক্ষ্য উপকারী হওয়ার জন্য জ্ঞান শর্ত।

তেমনি জ্ঞান ও মৌখিক ঘোষণার পর এই ঘোষণাকে কর্মে বাস্তবায়ন করা চাই, অর্থাৎ এই সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ এই যে সাক্ষ্যদানকারী এক আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। কেননা কেউ যদি এই ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তার মানে এই যে সে অবশ্যই শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে যদি ইবাদতই না করল, আমলই না করল, তবে সে মূলত মিথ্যা ঘোষণা দিয়েছে। তেমনি এই সাক্ষ্য দেয়ার পর সে যদি আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু সেই সাথে শিরকও করে, তাহলে সে তার সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, এরকম ক্ষেত্রে কেবল মুখের ঘোষণার কোন মূল্য নেই।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্যের দাবীর মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস পর্যবেক্ষণ করলে।

---

[৩৪] সূরা আয যুখরুফ, ৪৩ : ৮৬।

www.pathagar.com

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলাম পাঁচটি [স্তম্ভের] ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত দেয়া, এবং হাজ্জ করা এবং রামাদানে সাওম পালন করা।[৬৫]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। হাদীসটির এই ভাষ্যে 'সাক্ষ্য' দেয়ার উল্লেখ এসেছে, কিন্তু একই হাদীসের অপর ভাষ্যে এসেছে:

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ...

ইসলাম পাঁচটি [স্তম্ভের] ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য [ইলাহের] প্রতি কুফর করা...[৬৬]

এই দ্বিতীয় ভাষ্যে স্পষ্টত: **"ইবাদত করা"** তথা আমলের উল্লেখ এসেছে, আরও এসেছে **মিথ্যা মাবুদ বা ইলাহ বা উপাস্যগুলোকে কুফরী করা** তথা অস্বীকার করার কথা। তাই হাদীসের এই দুটি ভাষ্যকে একত্র করে বোঝা যায় যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হল: আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যান্য সকল মিথ্যা উপাস্যের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা। সুতরাং ইবাদত বা আমল এই সাক্ষ্য দেয়ার অনিবার্য দাবী। এই হাদীসের অন্য ভাষ্যে এসেছে:

---

[৬৫] বুখারী(৮), মুসলিম(১৬)।
[৬৬] মুসলিম(১৬)।

www.pathagar.com

بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ...

ইসলাম পাঁচটি [স্তম্ভের] ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহকে এক করা...[৬৭]

এই তৃতীয় ভাষ্যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহকে **"এক করা" তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার** উল্লেখ এসেছে।

হাদীসের পূর্বাপর ভাষ্যের সাথে মিলিয়ে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে: **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার** দাবী হল **"তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা"** যার অর্থ হল **এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর পাশাপাশি আর যত মাবুদ বা ইলাহ বা উপাস্যের ইবাদত করা হয়, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা।** আর এটাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ, এজন্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...

ইসলাম পাঁচটি [স্তম্ভের] ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান...[৬৮]

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে আল্লাহর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ **শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নয়,** যেমনটি অনেকে ভুলবশত ধারণা করে থাকে। এর অর্থ কেবল আল্লাহকে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী, মালিক হিসেবে স্বীকার করাও নয়। **বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে "তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা", অর্থাৎ জেনেবুঝে মৌখিকভাবে এই ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এককভাবে বাছাই করা এবং তিনি ছাড়া আর সকল মিথ্যা উপাস্য বা ইলাহ বা মাবুদ এবং এদেরকে ইবাদত বা উপাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা।**

---

[৬৭] মুসলিম(১৬)।
[৬৮] বুখারী(৪৫১৪)।

www.pathagar.com

৩.৩ তাওহীদের দুটি রোকন বা স্তম্ভ

তাওহীদ সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো লক্ষ্য করলে আরেকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় - তা হল তাওহীদের দুটি অনিবার্য দিক - যাকে আলেমগণ এর রোকন বা স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা হল:

১) আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের ইবাদত পরিত্যাগ করা এবং বাতিল বলে বিশ্বাস করা।

২) আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ: **আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।** সুতরাং এখানে একদিকে আল্লাহর ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অপরদিকে অন্যান্য মাবুদকে বাতিল বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে ও তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল কুরআনে এই একই বক্তব্য বিভিন্ন বাচনভঙ্গীতে এসেছে, যেমন:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـًٔاۖ

তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।[৬৯]

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٢٥﴾

[৬৯] সূরা আন নিসা, ৪ : ৩৬।

www.pathagar.com

আর আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, "আমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।"[৭০]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[৭১]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

আর [প্রেরণ করলাম] আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[৭২]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ

আর সামূদের নিকট [প্রেরণ করেছি] তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[৭৩]

---

[৭০] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ২৫।
[৭১] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৫৯।
[৭২] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৬৫।
[৭৩] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৭৩।

www.pathagar.com

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ

আর মাদইয়ানে [প্রেরণ করেছিলাম] তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[৭৪]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি [এই দাওয়াত সহকারে যে:] তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক..."[৭৫]

এই আয়াতগুলোতে তাওহীদের দুটি রোকন সমার্থক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ফুটে উঠেছে: আল্লাহ পাকের ইবাদত এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: **তাগূত থেকে দূরে থাক,** অন্য আয়াতে তাগূতের প্রতি কুফর করতে বলা হয়েছে:

---

[৭৪] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৮৫।
[৭৫] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৩৬।

www.pathagar.com

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়েত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা ভেঙ্গে পড়ার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৭৬]

৩.৩.১ 'তাগূত' এর অর্থ

আরবীতে 'তাগূত' শব্দটি সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ তাগূত হল এমন কেউ যে ভীষণভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে, অথবা তাগূত হল এমন কিছু যার ব্যাপারে ভীষণভাবে সীমালংঘন করা হয়। এই সীমালঙ্ঘন হতে পারে তার ইবাদতের দ্বারা কিংবা তার আনুগত্য বা অনুসরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করার মাধ্যমে।

কেউ কেউ বলেছেন, তাগূত হল পথভ্রষ্টতার আহবানকারী বা পথপ্রদর্শক।

ইবলীস হল সবচেয়ে বড় তাগূত কেননা সে সকল প্রকার পথভ্রষ্টতা, শিরক, কুফরের গোড়া।

আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর উপাসনা করা হয় সেগুলো তাগূত, যেমন: মূর্তি, গাছ, পাথর, সূর্য-চন্দ্র, কবর, মাজার, শয়তান জিন, ভণ্ডপীর ইত্যাদি।

---

[৭৬] সূরা আল বাকারা, ২ : ২৫৬।

www.pathagar.com

যেসমস্ত নবী-রাসূল, ফেরেশতা বা সৎকর্মশীলদেরকে মানুষ মাবুদ বানিয়েছে, যাঁরা তাঁদেরকে ইবাদতের আহবান জানান নি এবং যাঁরা তাঁদের ইবাদতের ব্যাপারে কখনই সন্তুষ্ট হবেন না, তাদেরকে তাগূত বলা হবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে তারা ইবাদতকারীদের সাপেক্ষে তাগূত এই অর্থে ইবাদতকারীরা তাদেরকে নিজেদের জন্য তাগূত বানিয়ে নিয়েছে। আবার কেউ বলেছেন এক্ষেত্রে তাগূত মূলত শয়তান, সে-ই তাদেরকে আদেশ করেছে এই সমস্ত নবী-রাসূল, ফেরেশতা কিংবা সৎকর্মশীলদেরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য, আর এক্ষেত্রে তারা শয়তানের আদেশ পালন করায় মূলত শয়তানকেই তাদের মাবুদ বানিয়েছে।

তেমনি যাদুকর, জ্যোতিষী, গণক এরাও তাগূত, কেননা এরা গায়েবের ইলম দাবী করা, শয়তান জিনদের পূজা করা সহ বিভিন্ন শিরক এবং কুফরীতে লিপ্ত এবং মানুষকে এ সমস্ত শিরক, কুফরের দিকে আহবানকারী।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র বিধান রচনা করে এর প্রতি মানুষকে আহবান জানায়, তবে সেও তাগূত, আর যারা তার এ কাজকে সঠিক, উত্তম বা বৈধ মনে করে তার রচিত বিধানকে গ্রহণ করবে, তারা মূলত শিরকে পতিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। এই তাগূতের কথা বলা হয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

www.pathagar.com

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।[৭৭]

তেমনি আলেমগণ শরীয়তকে উপেক্ষা করে রচিত আইনগুলোকেও তাগূত বলেছেন, আর যারা এগুলো রচনা করে এবং এগুলোর দিকে মানুষকে আহবান জানায় তারাও তাগূত।

এমনকি অর্থসম্পদ টাকাপয়সাকেও কেউ কেউ তাগূত বলেছেন, যদি তা ব্যক্তিকে ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখে।

সুতরাং তাওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হল এই সকল **'তাগুত'**কে অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, এগুলোকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা।

৩.৩.২ কাউকে তাগূত হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

তাগূত শব্দটি আভিধানিকভাবে বা ভাষাগত অর্থে যে কোন চরম সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু এ সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে আল কুরআনে **'আল্লাহর প্রতি ঈমান'** এর বিপরীতে **'তাগুতের প্রতি কুফর'** এর কথা এসেছে। এজন্য বলা যায় যে আলেমগণ তাগূতকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন উদাহরণের অবতারণা করলেও **শরীয়তের পরিভাষায় তাগুত চিহ্নিতকরণের সবচেয়ে নিরাপদ মাপকাঠি হল এটা দেখা যে এর 'ইবাদত' করা হয় কিনা।** এই 'ইবাদতের' বিষয়টি ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত আয়াতে:

---

[৭৭] সূরা আন নিসা, ৪ : ৬০।

www.pathagar.com

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

আর যারা তাগুতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।[৭৮]

তাই বলা যায়: তাগূতের ক্ষেত্রে যে সীমালঙ্ঘন করা হয়, তা হল **তাগুতের ইবাদতের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন,** কেননা ইবাদত একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রাপ্য, আর তা অন্য কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হলে সেটা সীমালঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে, আর যার ব্যাপারে এই সীমালঙ্ঘন করা হবে, সে হল তাগূত।

সুতরাং কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারও নির্দেশ পালন করলেই নির্দেশদাতা তাগুতে পরিণত হয় না, কেননা সকল আনুগত্যই ইবাদত নয়। কারও প্রতি কারও আনুগত্য যদি 'ইবাদত' পর্যায়ের হয়, তবে সেক্ষেত্রে নির্দেশদাতা তাগূত হতে পারে, আর কখন কারও আনুগত্য ইবাদত পর্যায়ের হয়, তা ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

তেমনি তাগূতের প্রতি 'কুফর' এর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার অর্থ **তাগুতের 'ইবাদত'কে অস্বীকার করা,** আর এজন্যই একে আল্লাহর প্রতি ঈমানের পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে।

এজন্য কোন ব্যক্তি বা সরকার ইসলাম বিরোধী কোন নির্দেশ দিলেই সে তাগূত হবে না, অথবা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন ব্যক্তি বা

[৭৮] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ১৭।

www.pathagar.com

সরকারের সকল আনুগত্যকেই ঢালাও ভাবে **'তাগূতের প্রতি বিশ্বাস'** হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না।

উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাউকে তাগূত, কাফির, মুশরিক কিংবা অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত প্রযোজ্য, যা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারকে **'তাগূত'** লেবেল দেয়া সকলের কাজ নয়, সাধারণ মুসলিমরা এ ব্যাপারে নিজেদের জিহ্বাকে সংযত রাখবে, এটাই তাদের জন্য নিরাপদ।

এজন্য আমাদের কিছু ভাইয়েরা, যারা স্বচ্ছন্দে যত্রতত্র 'তাগূত' লেবেলের প্রয়োগার্থে তাদের জিহ্বাকে প্রসারিত করে থাকেন, তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ।

৩.৩.৩ তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্য এর দুটো রোকনই বাস্তবায়ন করতে হবে

অতএব তাওহীদের একটি দিক হল প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি ও পরিত্যাগের, আর দ্বিতীয় দিকটি গ্রহণ, স্বীকৃতি ও পালনের। এই দুটো দিকের যেকোন একটি বাস্তবায়ন না করলে তাওহীদ বাস্তবায়িত হবে না, বরং তাওহীদ বিনষ্ট হবে, ঈমান বিনষ্ট হবে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করার পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদত করে, তবে সে আর একত্ববাদী থাকবে না, বরং মুশরিকে পরিণত হবে। যেমন: কেউ যদি সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ আদায় করার পাশাপাশি কোন মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তির নিকট দুআ করে, তবে সে আল্লাহ পাকের ইবাদতের সাথে এই কবরবাসীর ইবাদতকে মিশ্রিত করল, ফলে সে তাওহীদের দুটি স্তম্ভের একটিকে বিনষ্ট করল, এক্ষেত্রে সে মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, অমুসলিমে পরিণত হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা উচিৎ।

www.pathagar.com

আবার কেউ যদি সকল মিথ্যা মাবুদকে প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে একমাত্র প্রকৃত মাবুদ আল্লাহ পাকের ইবাদতকেও প্রত্যাখ্যান করে, পরিত্যাগ করে, তবে সেও তাওহীদের একটি রোকনকে বিনষ্ট করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হবে, তবে তাকে বলা হবে 'মুলহিদ' (مُلْحِد) তথা নাস্তিক, অস্বীকারকারী ইত্যাদি।

৩.৩.৪ তাওহীদের পাশাপাশি 'শিরক' সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

আল্লাহর ইবাদত করাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই ইবাদত হতে হবে শিরকমুক্ত। তাওহীদের এই দুটি স্তম্ভকে জানার পর একজন মুসলিম উপলব্ধি করতে পারে যে ইসলামের ওপর, তাওহীদের ওপর থাকতে হলে তাকে যেমন আল্লাহ তাআলার ইবাদত সম্পর্কে জানতে হবে, তার পাশাপাশি তাকে 'শিরক' সম্পর্কেও জানতে হবে, কেননা শিরকপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করতে চায়, তাকে অবশ্যই জানতে হবে শিরক, কুফর, নিফাক সম্পর্কে - যেগুলো একজন ব্যক্তির ইসলামকে বিনষ্ট করে দেয়। যে শিরক চেনে না, তার পক্ষে শিরক থেকে বেঁচে থাকা কি করে সম্ভব হবে? যে কুফর চেনে না, তার পক্ষে কিভাবে ঈমান ঠিক রাখা সম্ভব হবে? কেননা যেকোন বিষয়কে জানতে হলে এর বিপরীত বিষয়কে চিনতে হয়। এজন্য ইসলামের ওপর টিকে থাকার জন্য কেবল নেক আমল সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট নয়, বরং নিষিদ্ধ কাজগুলোকেও চিনতে হবে, ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোকে জানতে হবে। এজন্য হোযায়ফা বিন আল ইয়ামান(রা.) বলেন:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي

www.pathagar.com

লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত, আর আমি তাঁকে মন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম এই ভয়ে যে তা আমাকে স্পর্শ করবে...[৭৯]

এমনিভাবে কুরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় ঈমানের পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে কুফরকে, তাওহীদের পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে শিরককে, নেক আমলের পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে বদ আমলকে, মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আমলের পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে ধ্বংসকারী পাপকাজকে, নবী-রাসূলদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ স্থাপনের পাশাপাশি চিনিয়ে দেয়া হয়েছে ইবলীসের কর্মপদ্ধতি, যেন মানুষের পক্ষে মন্দ থেকে বেঁচে কল্যাণের পথে পথচলা সম্ভবপর হয়।

৩.৩.৫ 'মন্দ' সম্পর্কে মানুষকে সচেতন না করা

আমাদের সমাজে দাওয়াতের পদ্ধতিতে একটি ভুল পরিলক্ষিত হয়, তা হল: মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান জানানো হলেও অকল্যাণের ব্যাপারে সচেতন করে তোলার কাজটি সেভাবে হয় না; ফলে ইবাদতের কথা বলা হয় কিন্তু শিরকের বিভিন্ন প্রকারকে চিহ্নিত করা হয় না, দান-সাদকা যাকাতের কথা বলার পাশাপাশি হারাম উপার্জন পরিত্যাগের দাওয়াত দেয়া হয় না। নেক কাজের বয়ান করা হলেও সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার পাপকাজ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা হয় না। এ ধরনের দাওয়াতী পদ্ধতি অপূর্ণ, এবং তা নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতির সাথে মেলে না। এজন্য যাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর মহান ব্রত জীবনে গ্রহণ করতে চান, সর্বাগ্রে তাঁদের কর্তব্য হল সর্বপ্রথম নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করা এবং অতঃপর মানুষকে সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো।

---

[৭৯] বুখারী(৩৬০৬), মুসলিম(১৮৪৭)।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪
তাওহীদের গুরুত্ব

৪.১ পুনরালোচনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের পর থেকে যুগে যুগে তাদের নিকট তাঁর নির্বাচিত দূতদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য, যাদেরকে নবী বা রাসূল বলা হয়ে থাকে।

সর্বপ্রথম নবী আদম(আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নবী এবং রাসূল একই মূল-শিক্ষার প্রচার করেছেন, কেননা তাঁদের কেউই নিজেরা গবেষণা করে কোন দর্শন তৈরী করেননি, বরং সকলেই তাঁদের রব ও মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী ও শিক্ষাই মানুষের কাছে প্রচার করেছেন, আর তাই তাঁরা সকলে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তা মূলত এক ও অভিন্ন। তবে নবীদের শিক্ষা পরবর্তীতে মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে বিকৃত হয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে। তবে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, ফলে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি নাযিল করা শরীয়তকে সংরক্ষণ করবেন, আর তা সংরক্ষিত হবে কুরআন ও সুন্নাতের মাঝে।

www.pathagar.com

এই সকল নবী-রাসূলের সকলেই যে মূল-শিক্ষা প্রচার করেছেন, তা হল: **"আল্লাহকে ইবাদতের জন্য এককভাবে বেছে নেয়া এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল সত্তার ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তিতে একান্ত ভাবে তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর প্রেরিত বিধানের নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।"** আর এই ধর্মের নামই হল **'ইসলাম'**।

ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল তাওহীদ। একজন ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হল আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই। আর এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হল: এর অর্থ জেনেবুঝে এর মৌখিক ঘোষণা দেয়া এবং এই সাক্ষ্যের দাবী হল একে আমলে বাস্তবায়ন করা।

তাওহীদের দুটি রোকন বা স্তম্ভ রয়েছে: **বর্জন** এবং **গ্রহণ**। তাওহীদ অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাবুদকে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করা এবং এক আল্লাহর ইবাদত করা। এই দুটি স্তম্ভের কোন একটি অনুপস্থিত হলে তাওহীদ বিনষ্ট হবে, ইসলাম বিনষ্ট হবে। কেউ যদি আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি আরও কোন মাবুদের ইবাদত করে, তবে সে মুশরিক। আবার কেউ যদি আল্লাহর ইবাদতকেই অস্বীকার করে, তবে তাকে বলা হয় **'মুলহিদ'**। এদের উভয়েই অমুসলিম, কাফির বা অবিশ্বাসী।

৪.২ তাওহীদের গুরুত্ব

তাওহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমরা নিচের পয়েন্টগুলোর অবতারণা করতে পারি:

www.pathagar.com

৪.২.১ মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? ইসলামে এর জবাব খুব স্পষ্ট। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র এজন্য যে সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই যদি হয় তাওহীদের বাস্তবায়ন তবে তাওহীদের গুরুত্ব যে সকল বিষয়ের উর্দ্ধে তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না; আর আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দেবে। নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৮০]

আল কুরআনের এই আয়াতে স্পষ্টত জিন ও মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে এরা আল্লাহর ইবাদত করবে। আর কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং শিরক থেকে মুক্ত হয়। **এজন্য আল কুরআনের যত স্থানে আল্লাহ পাকের ইবাদতের নির্দেশ রয়েছে, তা তাওহীদ প্রতিষ্ঠারই নির্দেশ**, কেননা শিরকপূর্ণ ইবাদত বাতিল, প্রত্যাখ্যাত, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত:

---

[৮০] সূরা আয যারিয়াত, ৫১ : ৫৬-৫৮।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ »

আবু হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন: "আমি শরীকদের মধ্যে শিরকের প্রয়োজন থেকে সর্বাধিক মুক্ত, যে এমন কোন আমল করবে যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করবে আমি তাকে এবং তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করব।"[৮১]

সুতরাং মানুষ ও জিনকে আল্লাহ পাক কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে তারা তাঁকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এককভাবে বাছাই করবে, অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে।

৪.২.১.১ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা না করার সাথে আল্লাহ পাকের লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নেই। যদি মানুষ তাওহীদ বাস্তবায়ন করে এক আল্লাহর ইবাদত করে, তবে তাতে কল্যাণ হবে তার নিজেরই, এতে আল্লাহ পাকের কোন কল্যাণ নেই। তেমনি যদি গোটা মানবজাতি ও জিনজাতি আল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি নেই, বরং তাদের নিজেদেরই ক্ষতি, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাভ-ক্ষতির উর্দ্ধে, কেউ তাঁর রাজত্বে কোন বৃদ্ধিও ঘটাতে পারে না, হ্রাসও করতে পারে না। আল্লাহ পাক নিজের কোন প্রয়োজন কিংবা ঘাটতি পূরণের জন্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেননি, বরং সৃষ্টির পূর্বেও আল্লাহ

[৮১] মুসলিম(২৯৮৫)।

www.pathagar.com

পাক অমুখাপেক্ষী, সম্পদশালী, প্রশংসিত, সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টির পরেও তাই। অতএব সৃষ্টি যদি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে, তবে তার নিজেরই কল্যাণ, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তার নিজেরই ক্ষতি। এই বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় নিম্নোক্ত হাদীসে বিবৃত হয়েছে:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ »

www.pathagar.com

আবু যর(রা.) নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যা তিনি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি [আল্লাহ পাক] বলেন: "হে আমার বান্দারা, নিশ্চয়ই আমি আমার ওপর যুলুমকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছি আর তোমাদের পরস্পরের মাঝেও একে নিষিদ্ধ করেছি, অতএব তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট, আমি যাকে হেদায়েত দিয়েছি সে ছাড়া, অতএব তোমরা আমার কাছেই হেদায়েত চাও, আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, আমি যাকে আহার্য দিয়েছি সে ছাড়া, অতএব তোমরা আমার কাছেই খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রত্যেকেই বিবস্ত্র, আমি যাকে পোশাক দিয়েছি সে ছাড়া, অতএব তোমরা আমার কাছেই পোশাক চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা, নিশ্চয়ই তোমরা দিন-রাত গুনাহ করে যাচ্ছ, আর আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করে থাকি, অতএব আমার কাছেই গুনাহ মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দারা, তোমরা কখনই আমার ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না যে আমার ক্ষতি করবে, আর তোমরা কখনই আমার উপকার করতে সক্ষম হবে না যে আমার উপকার করবে। হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের প্রথমজন এবং শেষজন, মানুষ এবং জিন সকলেই তোমাদের সবচেয়ে মুত্তাকী অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তরের অধিকারী হয়ে যেত, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করত না। হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের প্রথমজন এবং শেষজন, মানুষ এবং জিন সকলেই তোমাদের সবচেয়ে পাপী অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তরের অধিকারী হয়ে যেত, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই হ্রাস করত না। হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের প্রথমজন এবং শেষজন, মানুষ এবং জিন সকলেই একটি সমতলে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চাইত আর আমি প্রত্যেককে তার চাওয়ার বস্তুটি দিয়ে দিতাম তবে তা আমার রাজত্ব থেকে কিছুই হ্রাস করত না এতটুকু ছাড়া যতটুকু একটি সুঁই হ্রাস করে যখন তাকে সাগরের

www.pathagar.com

পানিতে চুবানো হয়। হে আমার বান্দারা, এ তো কেবল তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য গণনা করে রাখছি, অতঃপর আমি তার প্রতিদান তোমাদেরকে দেব পূর্ণমাত্রায়, অতএব যে কল্যাণ লাভ করবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক আর যে ভিন্ন কিছু পাবে, সে যেন কেবল নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।[৮২]

অতএব আল্লাহ পাক অভাবমুক্ত, মানুষের ইবাদতের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, ইবাদতকারীর ইবাদত কিংবা অনুগত ব্যক্তির আনুগত্য তাঁর কোন কাজে আসে না, তেমনি পাপাচারীর পাপকাজে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসে তাঁর কোন ঘাটতি হয় না, মুশরিকের শিরকের কারণে তাঁর কোন কমতি হয় না। তবে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন যে মানুষ তাঁর আনুগত্য করুক, তাঁর ইবাদত করুক, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করুক। তেমনি তিনি বান্দাদের জন্য শিরক, কুফর, পাপাচারকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ পাক বলেন:

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٨

আর মূসা বলল, “যদি তোমরা ও পৃথিবীর সকলে কুফরী কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।”[৮৩]

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

---

[৮২] মুসলিম(২৫৮৮)।
[৮৩] সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৮।

www.pathagar.com

إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن
تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٧﴾

তোমরা যদি কুফরী কর তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না এবং তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন; আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না। তারপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন তোমরা যে আমল করতে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত।[৮৪]

আল্লাহ পাক বলেন:

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

যে হেদায়েত গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই হেদায়েত গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের [স্বার্থের] বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোন বহনকারী অপরের [পাপের] বোঝা বহন করবে না। আর রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি শাস্তিদাতা নই।[৮৫]

মোটকথা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এই যে তারা পৃথিবীতে এক আল্লাহ পাকের ইবাদতকে বাস্তবায়ন তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে। যদি মানুষ এই উদ্দেশ্য পূরণ করে তবে সে নিজেই জান্নাত লাভে

---

[৮৪] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৭।
[৮৫] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ১৫।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যবান হবে, এতে আল্লাহ পাকের কোন উপকার নেই, অপরপক্ষে সে যদি এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে, তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হবে, হতভাগ্য হবে, এতে আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি হবে না।

সুতরাং তাওহীদ মানবজীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র এজন্য যে সে এক আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে।

৪.২.২ তাওহীদের ওসীয়ত হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ওসীয়ত

আল্লাহ পাক বলেন:

لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا
تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى
صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ
لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا
تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ
لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل
لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

www.pathagar.com

ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ
فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ
مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا
كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن
تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ
مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى
جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ নির্ধারণ করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও ব্যর্থ হয়ে পড়বে। আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা

www.pathagar.com

বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, "হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।" তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল। আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র কথা বলবে। আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে। নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিয্‌ক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা। অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। আর তোমরা সেই নাফ্‌সকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম। আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায়

www.pathagar.com

কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না। এ সবের যা মন্দ তা তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়। এগুলো সেই হিকমতভুক্ত, যা তোমার রব তোমার নিকট ওহীরূপে পাঠিয়েছেন। আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে।[৮৬]

এই আয়াতগুলোতে মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক ওসীয়ত রয়েছে। লক্ষণীয় যে এই ওসীয়তগুলোর সূচনা করা হয়েছে শিরক থেকে নিষেধ করা এবং এক আল্লাহর ইবাদত তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে এবং উপসংহার টানা হয়েছে শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে। আর এই ঐশী ওসীয়তনামার শুরু ও শেষ তাওহীদের নির্দেশের মাধ্যমে হওয়া থেকে এ কথা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ওসীয়ত হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওসীয়ত।

৪.২.৩ তাওহীদ হল সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

তাওহীদ হল বান্দার ওপর আল্লাহ পাকের অধিকার, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দিয়েছেন, তাই পারস্পরিক অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে আল্লাহ পাকের অধিকার, আর তা এই যে মানুষ শরীকবিহীনভাবে এক আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে। বরং বলা যায় যে মানুষ যখন আল্লাহ পাকের এই অধিকার আদায় করতে প্রস্তুত হয়, কেবল তখনই সে আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নেয়ার কারণে আল্লাহকে ভয় করে অন্য সকল মানুষের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেয়। এজন্য মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে যারাই মানবাধিকারের শ্লোগানে অত্যন্ত মুখর এবং সোচ্চার, তাদের বোঝা উচিৎ যে তারা একটি অধিকারও প্রকৃতপক্ষে আদায় করতে

---

[৮৬] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ২২-৩৯।

www.pathagar.com

পারবে না যতক্ষণ না স্রষ্টার অধিকার **'তাওহীদ'** প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগ পর্যন্ত অধিকার আদায়ের বিষয়টি ঝুলে থাকবে সুবিধা-অসুবিধার দাঁড়িপাল্লায়, যখন কোন স্বার্থ জড়িত থাকবে তখন একে অপরের অধিকার দেবে, অন্যথায় সুযোগ পেলেই অধিকার নষ্ট করবে, আর এটাই আল্লাহ-বিমুখ বিশ্বের বাস্তবচিত্র। আল্লাহ-বিমুখ সমাজে যত রকম তথাকথিত ইনসাফ বা ন্যায়বিচার রয়েছে, তা নেহায়েত স্বার্থের কারণে, আর এই তথাকথিত ইনসাফের প্রকৃত চেহারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বীভৎস ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে যায়, যখন দেখা যায় যে ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সুযোগ পেলে আল্লাহ-বিমুখ মানুষ কি না করতে পারে। অপরপক্ষে যারা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কেউ জানতে না পারলেও কারও অধিকার সামান্যতমও বিনষ্ট হতে দেয় না। সে পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হয়, স্ত্রী-সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে, আত্মীয়দের খোঁজ রাখে, দরিদ্রকে সম্পদ দান করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়, অতিথির সাথে সদাচরণ করে, এমনকি শত্রুর ওপরও সীমালংঘন করে না - এই সবকিছু সে করে এক আল্লাহর ভয়ে, কোন আইন, বিচার, শাসকের ভয় না থাকলেও - কেননা সে সর্ববৃহৎ যে অধিকার সেই অধিকার তথা আল্লাহ পাকের তাওহীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাওহীদ যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এবং পাওনা, এর প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

www.pathagar.com

তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।[৮৭]

এই আয়াতে আল্লাহ পাক বিভিন্ন মানুষের অধিকার বর্ণনা করেছেন, আর সর্বাগ্রে তিনি উল্লেখ করেছেন তাওহীদের কথা, যা ইঙ্গিত করে যে তাওহীদের অধিকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এজন্য ইসলামী দাওয়াতের অগ্রভাগে ইসলামে মানবাধিকার, ইসলামে সামাজিক অধিকার ইত্যাদি স্থান পাবে না, বরং সর্বাগ্রে আসবে আল্লাহ পাকের অধিকারের কথা অর্থাৎ তাওহীদের কথা। আর তাওহীদ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন লোকেরা নিজ উদ্যোগেই খুঁজে খুঁজে সকলের অধিকার যথাস্থানে পৌঁছে দেবে আল্লাহকে ভয় করার কারণে, আর এটাই গোটা বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র সঠিক পথ।

তাওহীদ যে মানুষের ওপর আল্লাহ পাকের দাবী, পাওনা ও অধিকার বা হক, তার সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হল:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ « يَا مُعَاذُ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ « لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا »

[৮৭] সূরা আন নিসা, ৪ : ৩৬।

www.pathagar.com

মুআয বিন জাবাল(রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি উফাইর নামক গাধার পিঠে আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে সওয়ার ছিলাম", তিনি বলেন, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হে মুআয, তুমি কি জানো যে বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কি আর আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক কি?" তিনি বললেন, আমি বললাম: "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "নিশ্চয়ই বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক এই যে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কোন কিছুকেই শরীক করবে না আর আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক হল: যে তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না।" তিনি বললেন, আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকেদেরকে সুসংবাদ দেব না?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাদেরকে সুসংবাদ দিও না কেননা এতে করে তারা এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে।"[৮৮]

অর্থাৎ তাদেরকে এই সুসংবাদ দিলে তারা এর ভরসায় আমল পরিত্যাগ করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে:

فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا

মুআয(রা.) মৃত্যুকালে পাপের ভয়ে এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন।[৮৯]

অর্থাৎ জ্ঞান গোপন করার কারণে আল্লাহর নিকট অপরাধী থাকবেন, এই ভয়ে মুআয(রা.) এই হাদীসটি প্রচার করেছেন তাঁর মৃত্যুকালে, যদিও মানুষ ভুল বুঝতে পারে, এই আশংকায় নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এই হাদীস প্রচার করতে বারণ করেছিলেন।

---

[৮৮] বুখারী(২৮৫৬), মুসলিম(৩০)।
[৮৯] বুখারী(১২৮), মুসলিম(৩২)।

www.pathagar.com

এই হাদীসটিও আমাদেরকে তাওহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, কেননা এই হাদীসে তাওহীদকে বান্দাদের ওপর আল্লাহর অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর অধিকারই সবচেয়ে বড় অধিকার, আল্লাহর পাওনাই সবচেয়ে বড় পাওনা।

৪.২.৩.১ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও দীনের কোন বিষয় প্রচার করা থেকে বিরত থাকা বৈধ হতে পারে

এই হাদীস থেকে দাওয়াতী ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয়ে আসে, তা হল এই যে লোকেরা ভুল বুঝবে কিংবা অপব্যবহার করবে কিংবা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে, এই কারণে কখনও কোন সঠিক কথা বা জ্ঞান প্রচার করা থেকে বিরত থাকা বৈধ, এটা জ্ঞানকে গোপন করা নয়, বরং এটা হল উপযুক্ত অবস্থা তৈরী হওয়ার অপেক্ষা, যখন এই জ্ঞানকে প্রচার করা যেতে পারে। এজন্য আলী(রা.) বলেন:

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

মানুষকে এমন বিষয়ে বল যা তারা বুঝতে পারবে তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করা হোক? [১০]

ইবনে মাসুদ(রা.) বলেন:

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

তুমি যখনই কোন কওমকে এমন কিছু বলবে তাদের মস্তিষ্ক যা উপলব্ধি করতে পারে না, তখনই তা তাদের একাংশের জন্য ফিতনার কারণ হবে। [১১]

---

[১০] বুখারী(১২৭)।
[১১] মুসলিম(৫)।

www.pathagar.com

এজন্য কিছু যুবক ভাইয়েরা যখন যত্রতত্র জিহাদের নির্দেশ এবং বিধান প্রচার করাকে তাদের দাওয়াতী দায়িত্ব মনে করেন এবং এর অন্যথা করাকে জ্ঞান গোপন করার সমতুল্য মনে করেন, তখন তারা এক বড় ভুল করে থাকেন। ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও অবস্থান অনস্বীকার্য, কোন মুসলিমের পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা অপাত্রে এই কথাগুলো বারবার বলে দ্বিধার জন্ম দেব, ইসলামের শত্রুদেরকে সুযোগ করে দেব এবং অধৈর্য কিছু তরুনকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করব। যারা সূরা ফাতিহাই বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখেনি অথবা যারা হায়েযের অবস্থায় যে সালাত পরিত্যাগ করতে হয় সে কথাই বুঝে উঠতে পারেনি, কিংবা যাকে ফজরের সালাতের জন্য ঘুম থেকে টেনে তোলা যায় না, অথবা যে মদের আসরে আড্ডা জমায়, তার কাছে শুরুতেই জিহাদের বাণী প্রচার করা অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে এটা জ্ঞান গোপন করা নয়, বরং অপাত্রে জ্ঞান দান না করা, যার নির্দেশ স্বয়ং নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর জ্ঞানী সাহাবীদের কাছ থেকেই পাওয়া।

৪.২.৪ শিরকের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ
وَبِالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا

www.pathagar.com

ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

বল, এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি, [তা এই] যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের মধ্যে যা প্রকাশ্য কিংবা যা গোপন, তার কোনটিরই নিকটবর্তী হবে না। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, উত্তম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়। আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[১২]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ কর্তৃক হারাম তথা নিষেধ করা কতগুলো বিষয়ের বিবরণ এসেছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াতগুলোর মতই এখানেও সর্বপ্রথম নিষেধ করা হয়েছে শিরকের ব্যাপারে যা তাওহীদের বিপরীত। সুতরাং আল্লাহ পাক যতগুলো বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা হল শিরকের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। এর দ্বারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। একই বিষয়টি হাদীসেও পাওয়া যায়

[১২] সূরা আল আনআম, ৬ : ১৫১-১৫২।

www.pathagar.com

যেখানে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধ্বংসকারী সবচেয়ে বড় পাপকাজগুলো উল্লেখ করেছেন, সেখানেও সর্বাগ্রে এসেছে শিরকের উল্লেখ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

আবু হুরায়রা(রা.) হয়ে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে দূরে থাক" তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কি? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদুটোনা, উপযুক্ত কারণ ছাড়া সেই নফসকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, [জিহাদে অবিশ্বাসীদের সাথে] মোকাবিলার দিন পলায়ন করা এবং সতীসাধ্বী মুমিন সম্ভ্রান্ত নারীদের ওপর অশ্লীলতার অপবাদ দেয়া।"[৯৩]

৪.৩ উপসংহার

সুতরাং মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদের বাস্তবায়ন। তাওহীদ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সকল ওসীয়তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওসীয়ত। তাওহীদ সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার এবং শিরক হচ্ছে আল্লাহ পাকের সকল নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞা। এ থেকে মানবজীবনে তাওহীদের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

---

[৯৩] বুখারী(২৭৬৬), মুসলিম(৮৯)।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫
তাওহীদ: নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু

৫.১ নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, তেমনি নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

আর আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, "আমি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।"[১৪]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

[১৪] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ২৫।

www.pathagar.com

আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[১৫]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

আর [প্রেরণ করলাম] আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[১৬]

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ

আর সামূদের নিকট [প্রেরণ করেছি] তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[১৭]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ

আর মাদইয়ানে [প্রেরণ করেছিলাম] তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল, "হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।"[১৮]

---

[১৫] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৫৯।
[১৬] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৬৫।
[১৭] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৭৩।
[১৮] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৮৫।

www.pathagar.com

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِي

ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি [এই দাওয়াত সহকারে যে:] তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক..."[৯৯]

৫.২ দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি

উপরের আয়াতগুলোতে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই যে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ, অর্থাৎ মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে তাওহীদকে সামনে রেখে, তাওহীদই হবে দাওয়াতের মূলকথা এবং ভিত্তি, তাওহীদের দাওয়াত থাকবে সর্বাগ্রে। এজন্য নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুআযকে(রা.) ইয়েমেন পাঠালেন তিনি তাঁকে বললেন:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

---

[৯৯] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৩৬।

www.pathagar.com

তুমি শীঘ্রই আহলে কিতাব এক জাতির নিকট উপনীত হতে যাচ্ছ, অতএব যখন তুমি তাদের নিকট যাবে তাদেরকে আহবান জানাও যে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এর দ্বারা তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানাও যে আল্লাহ তাঁদের ওপর প্রতি দিন ও রাত্রিতে পাঁচটি সালাতকে ফরয করেছেন, অতঃপর যদি তারা এর দ্বারা তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানাও যে আল্লাহ তাদের ওপর এক সাদাকা বাধ্যতামূলক করেছেন যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তারা যদি এর ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের সম্পদের সর্বোত্তম অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্ক হও আর মযলুমের দুআকে ভয় কর, কেননা নিশ্চয়ই এর এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।[১০০]

এই হাদীসে বলা হচ্ছে যে দাওয়াত শুরু করতে হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য এবং নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানানোর মাধ্যমে। এরপর পর্যায়ক্রমে আসবে সালাতের প্রতি আহবান এবং যাকাতের প্রতি আহবান। এই হাদীসে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ধারাবাহিকতা বাতলে দেয়া হয়েছে। দাওয়াতের বিষয়বস্তুকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে, আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাওহীদ এবং রিসালাতের সাক্ষ্য। কেননা তাওহীদ ছাড়া সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ কিংবা অন্য কোন আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি যদি শিরকে লিপ্ত থাকে, তবে তাকে নামাযে নিয়ে আসলেও লাভ নেই, কেননা শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তার সালাত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। **এজন্য সর্বাগ্রে মানুষকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য এবং এর অর্থ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।** সর্বপ্রথম মানুষকে জানাতে হবে যে তাওহীদের

---

[১০০] বুখারী(১৪৯৬), মুসলিম(১৯)।

www.pathagar.com

অর্থ কি এবং কোন কোন কাজের দ্বারা তাওহীদ বিনষ্ট হয়। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে তাকে সালাত, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের দাওয়াত দিতে হবে। **উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি মানুষকে শুধু সালাতের আহবান জানায়, কিন্তু তাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে শিক্ষা না দেয়, তবে নিঃসন্দেহে সে দাওয়াতের ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করল, তার এই দাওয়াত নবী-রাসূলদের দাওয়াতী পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।**

মোটকথা দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত এবং নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার দাওয়াত। যারা এই আহবানে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে দীনের ব্যবহারিক বিধিবিধান ও আমলগুলো শেখাতে হবে, যেমন: সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি, শেখাতে হবে মুআমালাত বা পারস্পরিক লেনদেন তথা ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান, শেখাতে হবে ইসলামী আদব আখলাক ইত্যাদি। এর বাইরে গিয়ে কেউ যদি দাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু বিষয়কে বেছে নেয় এবং নবী-রাসূলদের অনুসৃত দাওয়াতী পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে, তবে তার দাওয়াত হবে নবীদের দাওয়াতের বিপরীত, যদিও বা সে নবীদের(আ.) অনুরূপ কাজ করছে বলে দাবীও করে।

মুআযকে(রা.) ইয়েমেনে পাঠানো সংক্রান্ত হাদীসটির কোন কোন ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ

www.pathagar.com

তুমি আহলে কিতাবদের এক জাতির নিকট উপনীত হতে যাচ্ছ, অতএব তুমি সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেবে তা যেন এই হয় যে তারা আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে...[১০১]

কোন কোন ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

তুমি আহলে কিতাব এক জাতির নিকট উপনীত হতে যাচ্ছ, অতএব তুমি সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেবে তা যেন হয় আল্লাহর ইবাদত...[১০২]

পূর্বাপর আলোচনার মত এখানেও হাদীসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষ্যগুলো একত্র করে বোঝা যায় যে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়াকে আল্লাহর ইবাদত করা বলা হয়েছে, আবার একে আল্লাহকে "এক" করা তথা তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে**, ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া শুধু মুখের বুলি নয়**, বরং সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হল এক আল্লাহর ইবাদত করা। সুতরাং আমল ছাড়াই শুধু মুখে এই কালেমার উচ্চারণ কাম্য নয়।

৫.৩ মুসলিম সমাজেও কি তাওহীদের দাওয়াত সর্বাগ্রে থাকা উচিৎ?

যেহেতু তাওহীদ বিনষ্ট হলে একজন ব্যক্তির সকল ইবাদত ব্যর্থ হয়ে যায়, সুতরাং যেকোন সমাজেই তাওহীদ সংক্রান্ত জ্ঞানের চর্চা, প্রচার, শিক্ষা এবং তাওহীদের প্রতি আহবান সর্বাগ্রে থাকতে হবে। শিরকের

---

[১০১] বুখারী(৭৩৭২)।
[১০২] বুখারী(১৪৫৮), মুসলিম(১৯)।

www.pathagar.com

ভয়াবহতা এই যে কেউ যদি মুশরিক অবস্থায় মারা যায় তবে আল্লাহ পাক তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী হবে, কখনও জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর চেয়ে ছোট কোন পাপ যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।[১০৩]

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর চেয়ে ছোট কোন পাপ যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।[১০৪]

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ﴿٧٢﴾

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার জন্য অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।[১০৫]

---

[১০৩] সূরা আন নিসা, ৪ : ৪৮।
[১০৪] সূরা আন নিসা, ৪ : ১১৬।
[১০৫] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৭২।

www.pathagar.com

অর্থাৎ কেউ যদি শিরক থেকে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার শিরকের অপরাধ আল্লাহ পাক কখনও ক্ষমা করবেন না, এই ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহই দিয়ে দিয়েছেন। শিরকের চেয়ে ছোট অন্য কোন অপরাধ থেকে তওবা না করে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সম্ভাবনা আছে যে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু মুশরিক অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করল, তার স্থায়ী আবাস হবে জাহান্নাম, তার শিরকের অপরাধ আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না, এবং অন্য যে সমস্ত আমল সে করেছে সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে, কেননা শিরক এমন একটি বিষয় যা একজন ব্যক্তির সকল আমলকে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহ পাক বলেন:

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব।[১০৬]

অর্থাৎ অমুসলিমদের আমলগুলো আখিরাতে হবে মূল্যহীন, ওজনহীন। ভোরবেলায় ঘরের পর্দা সরিয়ে দিলে যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে, তাতে ডিগবাজী খায় বিক্ষিপ্ত ওজনহীন ধূলিকণা, একজন চাইলেও এগুলোকে জড় করতে পারে না - আখিরাতে অমুসলিমের আমলগুলো এই বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত ওজনহীন, মূল্যহীন হবে।

অবশ্য কেউ খাঁটি অন্তরে তওবা করে নিলে ভিন্ন কথা, কেননা তওবার দ্বারা আল্লাহ পাক সকল অপরাধ ক্ষমা করেন, যদিও বা তা শিরক, কুফর বা নিফাকের মত বড় অন্যায়ও হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১০৬] সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ২৩।

www.pathagar.com

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বল, "হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১০৭]

মোটকথা শিরক এত মারাত্মক অপরাধ যে শিরক করা অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জাহান্নামের চিরকালীন শাস্তি অবধারিত। এজন্য শিরকের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মুসলিম সমাজ শিরকের ভয় থেকে মুক্ত নয় মোটেই, বরং বাস্তবতা এই যে বর্তমানে মুসলিম সমাজে নানাবিধ শিরকী ও কুফরী আকীদা, বিশ্বাস এবং আমল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কবর ও মাজারের নিকট প্রার্থনা করা, কবর ও মাজারকে ঘিরে তাওয়াফ সহ অন্যান্য ইবাদত, মাজারের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, মানত করা, পীর-আউলিয়াদের নাম ধরে ডেকে সাহায্য চাওয়া, যাদুটোনা, তাবিজ-কবচ, শিরকী ও কুফরী ঝাড়ফুঁক, ভাগ্যগণনা, জ্যোতিষী, গণকের শরণাপন্ন হওয়া, জিনের শরণাপন্ন হওয়া প্রভৃতি বিবিধ শিরকী এবং কুফরী বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে তথাকথিত মুসলিম সমাজেই, এ অবস্থায় নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও অনেকেই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বাইরে চলে যাচ্ছে, মুশরিক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মুসলিম সমাজকে সংশোধন করতে হলেও তাওহীদের শিক্ষা, তাওহীদের দাওয়াত দিয়েই শুরু করতে হবে - আর এটাই নবী-রাসূলদের দাওয়াতী পদ্ধতি। মুসলিমরা কোনভাবেই শিরকের

[১০৭] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৫৩।

www.pathagar.com

ভয় থেকে মুক্ত নয়, লক্ষ্য করুন একত্ববাদীদের নেতা ইব্রাহীমের(আ.) দুআ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলল, "হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।"[১০৮]

একত্ববাদীদের নেতা ও আদর্শ, যিনি নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গেছেন, তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার কারণে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, দেশত্যাগ করেছেন এবং অন্যান্য বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন, স্বয়ং আল্লাহর খলীল সেই ইব্রাহীম(আ.) তাঁর নিজের ও বংশধরদের ব্যাপারে শিরকের ভয় করেছেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন যেন আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজার হাত থেকে রক্ষা করেন, সুতরাং ইব্রাহীমের(আ.) পরে আর কে শিরকের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে কিংবা নিজেকে শিরক থেকে নিরাপদ বোধ করতে পারে?

তাই নিঃসঙ্কোচে একথা বলা যায় যে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সমাজে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে তাওহীদের দাওয়াত, সবার আগে প্রাধান্য পাবে শিরক থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা, অন্যান্য বিষয় এর অনুগামী হবে, আর এটাই নবী-রাসূলদের দাওয়াতের পদ্ধতি।

---

[১০৮] সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৫।

www.pathagar.com

৫.৪ প্রচলিত বিভিন্ন দাওয়াতী পদ্ধতির মূল্যায়ন

যেকোন ইসলামী দলই ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদ্ধতির অনুসারী হতে চায় আর সেটাই কর্তব্য। আমরা দেখলাম যে নবী-রাসূলগণের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল তাওহীদ, তাঁরা সর্বাগ্রে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর মানুষ তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করার পর জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদকে বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে এসেছে অন্যান্য খুঁটিনাটি বিধান। নবী-রাসূলগণের এই কর্মপদ্ধতির সাথে প্রচলিত দাওয়াতী কর্মকাণ্ড গুলোর তুলনা করলে দেখা যায় যে **কেউ কেউ তাওহীদের দাওয়াতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে, কেউ বা তাওহীদকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে, আবার কেউ তাওহীদের একটি দিককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এর বাকী দিকগুলোকে এবং ইসলামের সার্বিক শিক্ষাকে অবহেলা করেছে।**

প্রচলিত দাওয়াতী পদ্ধতিতে যে বিচ্যুতিগুলো দেখতে পাওয়া যায় তা আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি:

৫.৪.১ দাওয়াতকে কতগুলো নির্দিষ্ট পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করা

দাওয়াতী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কেউ কেউ দাওয়াতকে কতগুলি নির্দিষ্ট পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে তাওহীদের বিষয়গুলো নেই বললেই চলে। সেখানে 'কালেমা' তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর উল্লেখ থাকলেও একে ব্যাখ্যা করা হয় ভুল ভাবে। বলা হয়ে থাকে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হল এই একীন থাকা যে এক আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়, অথচ এটা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ নয়, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। ফলে আল্লাহকে সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে এককভাবে বাছাই করার বিষয়টি উহ্য ও অজ্ঞাত থেকে যায়।

www.pathagar.com

৫.৪.২ ইসলামের কোন একটি দিককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়ের প্রতি অবহেলা

কারও কারও দাওয়াতী কর্মসূচীর মূলে থাকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী, খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবী। এই বিষয়গুলো বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহ পাকের তাওহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তা তাওহীদের সার্বিক শিক্ষার একটি অংশ। তবে এগুলোই দাওয়াতের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। যারা তাদের দাওয়াতের মূল অংশে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে নিয়ে আসেন তারা নিজেরাও যেমন তাওহীদ, ইসলামী আকীদা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ইসলামী বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যান, তেমনি সাধারণ মানুষও অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে এগুলো জানতে পারে না।

রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থা যে কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া জরুরী, এতে কোন সন্দেহ নেই। বরং বিধান হিসেবে ইসলামী শরীয়তকে শিরোধার্য মনে করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেউ যদি ধারণা করে যে ইসলামী শরীয়তের বাইরে গিয়ে অন্য কোন আইন বা অনুশাসন কিংবা দর্শনের অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে, তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্য কোন সত্তার আনুগত্য করাকে বৈধ মনে করে, তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে বৈধ মনে করে যার আনুগত্য করল, সে তাকে আল্লাহর পাশাপাশি মাবুদ বানিয়ে নিল, কেননা বিধান দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার আল্লাহ পাকের, আর কারও নয়। **এজন্য বলা যায় যে আইন-কানুন, বিধান, বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন করা তাওহীদ প্রতিষ্ঠারই একটি অংশ। কিন্তু সেটাই পুরো তাওহীদ নয়, বরং তাওহীদের একটি দিক।**

এছাড়া আইন-কানুন, বিধান এবং বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তকে বাস্তবায়নের বিষয়টি রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট, এটি মুসলিম জনসাধারণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী আইন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, বিচারকাজে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ - এ বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয় "উলুল আমর" বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, অর্থাৎ সেইসমস্ত ক্ষমতার অধিকারীদের মাধ্যমে, যাদের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। বর্তমান সময়ে আমরা বলতে পারি, এঁরা হচ্ছেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, প্রশাসন এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ যাদের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত। তাঁরা যদি ইসলামী শরীয়ত বাস্ত বায়ন না করেন, তবে সাধারণ মুসলিম জনগণের কর্তব্য হল প্রত্যেক দেশের অবস্থা বিবেচনা করে সেখানকার নির্ভরযোগ্য আলেম-সমাজের পরামর্শ অনুযায়ী অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, কর্তৃপক্ষের কাছে সাধ্যমত নসীহত বা উপদেশ পৌঁছানো। এক্ষেত্রে সকলে নিজ নিজ সাধ্যমত চেষ্টা করার পর ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক মুসলিম জনগণকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলবেন না। বরং প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে নিজ নিজ কর্তব্যের ব্যাপারে। **উপরন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী না হওয়াটাই বর্তমানে মুসলিমদের একমাত্র কিংবা প্রধান সমস্যা নয়**, বরং এছাড়াও মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক বহু বিষয় বিদ্যমান যেগুলো দূর করা সাধারণ মুসলিম জনগণের সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে, সেক্ষেত্রে সাধ্যের মধ্যে থাকা এই ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা না করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের মত একটি কাজ - যা কিনা একজন সাধারণ মুসলিম চাইলেই করতে পারে না - কেবল তা নিয়েই ব্যস্ত থাকা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

অনেকে তাদের দাওয়াতকে এমন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন যা মুসলিম জনসাধারণের খুব কমই কাজে আসে। যেমন অনেকে শরীয়তের আলোকে রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যার চুলচেরা বিশ্লেষণ সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। বরং মুসলিম জনসাধারণের তাওহীদ, ইসলামী আকীদা

www.pathagar.com

এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পবিত্রতা অর্জন, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের সেইসমস্ত দিক সম্পর্কে জানা অধিক প্রয়োজন যেগুলো বাস্তবায়ন করা তাদের সাধ্যের মধ্যে এবং যেগুলো বাস্তবায়ন করতে তারা প্রত্যেকে এককভাবে বাধ্য এবং যেগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হলে আল্লাহ পাক একজন সাধারণ মুসলিমকে এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, কেননা রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম কায়েম করা তার দায়িত্ব নয়। কিন্তু সে যদি মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করে থাকে, অথবা দুআর ক্ষেত্রে গাউসুল আযম, হযরত আলী(রা.) কিংবা নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ওসীলা' বানিয়ে থাকে, তাবিজ-কবচ গায়ে চড়ায়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাদুটোনার শরণাপন্ন হয়, জ্যোতিষী-গণকের কাছে যাতায়াত করে, ঈমান-আকীদার বিভিন্ন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে, ওযু কিভাবে করতে হয়, সালাত কিভাবে সঠিকভাবে আদায় করতে হয় না জানে, তবে এগুলোর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কেননা এগুলো শেখা এবং তদানুযায়ী আমল করা তার সাধ্যের মধ্যে ছিল, রাষ্ট্রক্ষমতায় ইসলাম থাক বা না থাক তার পক্ষে সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থেকে এক আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব ছিল। **তেমনি বিচার-ব্যবস্থা কেন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হল না, এজন্য আল্লাহ পাক একজন সাধারণ মুসলিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, কেননা এগুলো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু তার অযু কেন সঠিকভাবে হল না, সালাত কেন সঠিকভাবে হল না, সাওম কেন সঠিকভাবে হল না, যাকাত কেন সঠিক হল না, হাজ্জ কেন সঠিক হল না, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ কেন ইসলাম সম্মত হল না, এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।**

www.pathagar.com

৫.৪.৩ দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব-বলয়কে বিস্মৃত হওয়া

যারা কুরআন-সুন্নাহ এর মাধ্যমে বেঁধে দাওয়া দাওয়াতী নীতি এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের ধারাবাহিকতার বিপরীতে গিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, তাদের এই ভুলের তাৎক্ষণিক প্রকাশ ঘটে তাদের নিজেদের জীবনেই। ফলে দেখা যায় ইসলামী দলের অনেক কর্মী রাষ্ট্রকে পরিবর্তনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন অথচ তার নিজের মাঝে এবং নিজের পরিবারে যে পরিবর্তন আনা তার জন্য খুব সহজ এবং বাধ্যতামূলক ছিল, তিনি সেটুকু পরিবর্তন আনার সময় বা সুযোগ পাচ্ছেন না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যমান অন্যায়কে পরিবর্তনের শ্লোগান দিলেও তিনি নিজের ঘরে যে অন্যায় কাজ চলছে, যা বদলে দেয়া তার সাধ্যের মধ্যে ছিল এবং তার দায়িত্ব ছিল সেটুকু করতে পারছেন না। এছাড়া তার নিজের আকীদার জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত চমৎকারভাবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন:

« ألاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

লক্ষ্য কর, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, অতএব মানুষের ওপর যিনি আমীর রয়েছেন [যেমন রাষ্ট্রপ্রধান] তিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর ব্যক্তি তার ঘরের লোকেদের ওপর রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সে তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, এবং নারী তার স্বামীর ঘর এবং তার সন্তানের

www.pathagar.com

রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সে তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, এবং দাস তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সে সেটার ব্যাপারে দায়িত্বশীল, লক্ষ্য কর, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।[১০৯]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই হাদীসে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সকলের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন, প্রত্যেকের ক্ষমতা ও দায়িত্বের একটি পরিধি আছে এবং সে ততটুকুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে: রাষ্ট্রের জনগণের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন রাষ্ট্রপ্রধান, আবার পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন পরিবারের প্রধান ইত্যাদি। এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে একজন সাধারণ মুসলিম তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, রাষ্ট্রের ব্যাপারে নয়। এজন্য কোন কোন ইসলামী দল যে ধারণা প্রচার করে থাকে যে রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয - এটা সঠিক নয়। কুরআন হাদীসের প্রতিটি নির্দেশের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, অর্থাৎ সকল নির্দেশ সকলের জন্য নয়। কোন কোন নির্দেশ সকল ব্যক্তির জন্য, যেমন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।[১১০]

আবার কোন কোন নির্দেশের বাস্তবায়ন শুধুমাত্র দায়িত্বশীলদের জন্য, সকলের জন্য নয়, যেমন:

---

[১০৯] বুখারী(৮৯৩), মুসলিম(১৮২৯)।
[১১০] সূরা আল বাকারা, ২ : ২১।

www.pathagar.com

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১১১]

এখানে মুসলিম জনগণের সকলকে ছুটে এসে চোরের হাত কাটতে বলা হয়নি, বরং এই নির্দেশ বিচার-ফয়সালায় নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের জন্য। এখন রাষ্ট্র যদি এই নির্দেশ বাস্তবায়ন না করে, তবে এর জন্য শাসকগণ দায়ী থাকবেন কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম জনসাধারণকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। **রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন না করলে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া মুসলিম জনসাধারণের জন্য বৈধ নয়, বরং তা হবে বিশৃঙ্খলা বা ফাসাদ, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।** তেমনি কোন কোন নির্দেশ প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীলদের জন্য, যেমন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।[১১২]

---

[১১১] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩৮।
[১১২] সূরা আত তাহরীম, ৬৬ : ৬।

www.pathagar.com

সুতরাং কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশের লক্ষ্য কে বা কারা, সেটা বুঝতে না পারা এবং এক্ষেত্রে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ ইসলামের নামে বিভ্রান্তির অন্যতম মূল উৎসগুলোর একটি।

মোটকথা প্রত্যেকে তার ক্ষমতা ও প্রভাবের বলয়ের ব্যাপারে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হবে।

ইসলামী শাসন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কিংবা ইসলামী আইন বাস্তবায়ন অবশ্যই জরুরী, কিন্তু এগুলো কখনোই নবী-রাসূলদের দাওয়াতের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়, এবং এগুলোর প্রতি আহবান জানানো কিংবা এর ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া ইসলামের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু নয়। ইসলামের প্রতি আহবানকারী বা দাঈদেরকে নবী-রাসূলদের দাওয়াতী পদ্ধতি অধ্যয়ন করে সে অনুযায়ী সর্বাগ্রে আলোচনায় আনতে হবে তাওহীদ ও ঈমান-আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোকে, যেগুলো বিশুদ্ধ না হলে একজন ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, এমনকি যদিও বা সে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনও দেয়, কেননা ঈমান বিশুদ্ধ না হলে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়, সেটা যত বড় আমলই হোক না কেন। তাওহীদ এবং ঈমানের মৌলিক শিক্ষার পরপরই সর্বাগ্রে আসবে পবিত্রতা অর্জন, সালাত আদায়ের মত বিষয়গুলো - যে জ্ঞানের প্রতি প্রত্যেক মুসলিম প্রতিদিন মুখাপেক্ষী এবং যার ব্যাপারে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসিত হবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে জনগণের অবস্থা অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা আসবে, আর তা হতে হবে প্রাসঙ্গিক।

www.pathagar.com

৫.৪.৪ সময় ও স্থান অনুযায়ী ইসলামের কোন শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে না পারা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা এবং যাদেরকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাদের অবস্থা বুঝতে পারা এবং শ্রোতাদের উপলব্ধি করতে পারার ক্ষমতা অনুমান করার বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একথা সবাই স্বীকার করবে যে রামাদান মাসে হাজ্জের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তেমনি হাজ্জের মওসুমে কেউ রোযার মাসলা-মাসায়েল আলোচনা করে না।

আজকে যখন বিশ্বে দাসপ্রথা বিলুপ্তপ্রায় এ অবস্থায় কোন খতীব যদি দাসকে মুক্ত করার ফযীলতের ওপর দিনের পর দিন খুৎবা দিতে থাকেন তবে তা কতটা অপ্রাসঙ্গিক হবে তা বলাই বাহুল্য, যদিও তার কথাগুলো সঠিক। বরং এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলে মানুষ ভুল বুঝে বসতে পারে।[১১৩]

তেমনি কেউ যদি দোকানের মালিকের কাছে উটের যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তবে সেটা তার জন্য অপ্রাসঙ্গিক হবে, বরং তার নিকট ব্যবসায় পণ্যের যাকাতের বিধান বর্ণনা করাই কর্তব্য, যদিও উটের যাকাতের বিধান ভুল নয় মোটেই। **মোটকথা সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক কথাটি সঠিক কায়দায় উপস্থাপন করতে হবে।**

---

[১১৩] উদাহরণস্বরূপ দাসদাসী নিয়ে বর্তমান যুগে খুব বেশী আলোচনা করলে কেউ ভেবে বসতে পারে যে আমাদের ঘরের কাজের লোকেরাই বুঝি দাসদাসী। সেটা কতবড় ভুল হবে বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

কবরবাসীর নিকট যে দুআ করছে, তাকে সালাতের জন্য ডাকাডাকি করা অর্থহীন হবে, বরং সর্বাগ্রে তাকে এই শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে যেন তার সালাত কবুল হয়।

যে সালাতই আদায় করে না, তাকে ইসলামী রাষ্ট্র কিংবা খিলাফতের তত্ত্ব শোনানো অর্থহীন।

যে সঠিকভাবে অযুই করতে শেখেনি, তাকে জিহাদের বিধান শেখানো অর্থহীন, যদিও জিহাদ ইসলামেরই অংশ এতে কোন সন্দেহ নেই। তেমনি যেখানে জিহাদ চলছে না এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও জিহাদের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে বেশী বেশী জিহাদের কথা বলার ফলে বরং মানুষের মনে ভুল ধারণা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, সেক্ষেত্রে লোকেরা ভেবে বসতে পারে যে যার হাতে যা অস্ত্র আছে সেটা নিয়ে ছুটে গিয়ে যে কাউকে মেরে আসতে পারলেই জিহাদ হয়ে গেল, অথবা গায়ে বোমা চাপিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিলেই জিহাদ হয়ে গেল। এ ধরনের বিভ্রান্তির নমুনা এবং নেতিবাচক ফলাফল আমরা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে পর্যবেক্ষণ করেছি।

এজন্য এ ধরনের দাওয়াতী পদ্ধতির ভ্রান্তি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তা মুসলিম জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী জ্ঞানের যে মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে তা মেটানোর ক্ষেত্রে কতটা অকার্যকর এবং ব্যর্থ সেটাও অত্যন্ত প্রকাশ্য।

তাই যে ইসলামের দাওয়াত দিতে চায়, সর্বাগ্রে তার কর্তব্য হবে নির্ভরযোগ্য আলেমগণের সহায়তায় ইসলাম সম্পর্কে আগে নিজে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা, নবী রাসূলগণের দাওয়াতের প্রকৃত পদ্ধতি কি ছিল সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা এবং তারপর সে অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করা, যেন অন্যান্য বহু দলের মত তার প্রচেষ্টাও দুনিয়া ও আখিরাতে

www.pathagar.com

ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়, সেই সাথে তাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সে যেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশী মেতে না থাকে, সে যেন সকলের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে শ্রেণীবিশেষের জন্য উপযোগী বিষয় নিয়ে মেতে না থাকে, সে যেন সহজ সাবলীল ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচারের পথ পরিত্যাগ করে কঠিন কঠিন পরিভাষা ব্যবহার করে এমন বাণী প্রচার না করে যা অধিকাংশ মুসলিমের জন্যই অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও কঠিন। এছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী তার উদ্দেশ্যে প্রদেয় বক্তব্য নির্ধারণ করা জরুরী। আলেম সমাজের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য, অজ্ঞদের জন্য সে বক্তব্য উপযোগী নয়। মুসলিম জনসাধারণের জন্য যে বক্তব্য, শাসকগোষ্ঠীর জন্য সেই বক্তব্য উপযোগী নয়। প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী সঠিক কথা সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সঠিক কায়দায় বলতে পারা, এটাই হিকমত - যা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

আপনার রবের দিকে ডাকুন [হে নবী], হিকমত এবং উত্তম বচনের দ্বারা...[১১৪]

মুসলিম সমাজে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলগুলোর যে ব্যাপক ব্যর্থতা, তা দূর করতে হলে এবং সংশোধন করতে হলে তাই ফিরে আসতে হবে নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতির কাছে, যে পদ্ধতির মূলে রয়েছে তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে কোন দাওয়াতী কার্যক্রম কিংবা দলের সাথে যুক্ত লোকের সংখ্যাটা কত বড়, তা দিয়ে তার সাফল্য বিচার করা সম্পূর্ণ ভুল হবে। যদি সংখ্যাই বড় কথা হয়, তবে

---

[১১৪] সূরা আন নাহল, ১৬ : ১২৫।

www.pathagar.com

বলতে হয় যে কাফির মুশরিকরাই সঠিক আর ইসলামই ভুল, কেননা মানবজাতির ইতিহাসে অধিকাংশই কাফির-মুশরিক, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়।[১১৫]

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ﴿١١٦﴾

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।[১১৬]

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে [ইবাদতে] শিরক করা অবস্থায়।[১১৭]

৫.৪.৫ ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যারা ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের একটা বড় অংশ কোন না কোন ভাবে এই বিভ্রান্তির শিকার। এজন্য প্রত্যেক দাঈ বা আহবানকারীর এই পয়েন্টটি বোঝা অত্যন্ত জরুরী।

---

[১১৫] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩।
[১১৬] সূরা আল আনআম, ৬ : ১১৬।
[১১৭] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬।

www.pathagar.com

ইসলামী আকীদার মূলনীতিগুলো জানা সকল মুসলিমের কর্তব্য এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এই মূলনীতিগুলোর ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও শিক্ষার প্রয়োজন। এই মূলনীতিগুলো সাধারণভাবে জানা থাকার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু সাধারণ মূলনীতিগুলোর আওয়তায় বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে যেগুলোর প্রতিটির বিধান নির্ণয় করা প্রত্যেক মুসলিমদের কাজ নয়, বরং সেটা কেবল শরীয়ত বিশেষজ্ঞরাই করতে পারেন। সাধারণ মূলনীতির আওতায় যে শাখাপ্রশাখা রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে যখন কেউ যথেচ্ছ সিদ্ধান্ত দেয় এবং আলেমগণের বিশ্লেষণকে আমল না দেয়, তখনই বিবিধ বিভ্রান্তির জন্ম।

৫.৪.৫.১ মূলনীতির প্রয়োগে বিভ্রান্তি: উদাহরণ - ১

একটা উদাহরণ দেয়া যাক: ইসলাম ধর্মের একটি মূলনীতি হচ্ছে এই যে **"অবিশ্বাসীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘৃণা ও শত্রুতার সম্পর্ক।"** এই মূলনীতি সকলেরই জানা থাকা উচিৎ। কিন্তু এই মূলনীতির আওতায় বহু মাসআলা আসে যেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় নির্ণয় করতে হবে শরীয়তের সার্বিক শিক্ষা ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট দলীলের আলোকে। যেমন এই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্নের নমুনা হল:

কারও নিকটাত্মীয় অবিশ্বাসী হলে তার সাথে আচরণ কেমন হবে?

কোন অবিশ্বাসীর অধীনে চাকুরী করা যাবে কি?

অবিশ্বাসীদের দেশে ভ্রমণ, অবস্থান, লেখাপড়া কিংবা কর্মের বিধান কি?

অবিশ্বাসীদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে কি?

অবিশ্বাসীদের সাথে সদাচরণ করা যাবে কি?

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীদের সাথে লেনদের করা যাবে কি?

অবিশ্বাসীদের তৈরী পণ্য ক্রয় করা যাবে কি?

• • •

ইত্যাদি আরও বহু মাসআলা। লক্ষণীয় যে কেউ যদি শুধুমাত্র "অবিশ্বাসীদের সাথে শত্রুতার" মূলনীতি জেনেই ঢালাও ভাবে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে 'ফতোয়া' জারি করে যে এগুলো সব 'হারাম' বা 'নিষিদ্ধ', তবে সে মারাত্মক ভুল করবে, কেননা তাকে জানতে হবে যে এ ধরনের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত মূলনীতিকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, আর দীনের মূলনীতিগুলোকে বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সেটা শিখিয়ে দেয়া নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাজ, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

এবং আমি আপনার প্রতি আয-যিকর [আল-কুরআন] নাযিল করেছি এজন্য যে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন...[১১৮]

আর তাই উপরে বর্ণিত মাসআলাগুলো এবং অনুরূপ অন্যান্য মাসআলায় বিধান কি হবে সেটা নির্ণয় করা একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও বা সে "অবিশ্বাসীদের সাথে শত্রুতার" মূলনীতি জানে। এজন্য এ সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য সেটাই যা আল্লাহ পাক বলেছেন:

---

[১১৮] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৪৪।

www.pathagar.com

فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾

যদি তোমরা না জান, তবে জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন কর।[১১৯]

এক্ষেত্রে যখন কেউ শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণের শরণাপন্ন হবে, সে জানতে পারবে যে অবস্থাভেদে উপরোক্ত মাসাআলাগুলোর বিধান বিভিন্ন হয়ে থাকে। এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা আমাদের বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু উদাহরণ হিসেবে বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেব:

যেমন, **অবিশ্বাসীদের দেশে ভ্রমণ, অবস্থান ইত্যাদির বিধান:**

যদি কেউ অবিশ্বাসীদের দীনের প্রতি ভালবাসার কারণে তাদের দেশে অবস্থান করে, তবে সে ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যায়।

কেউ যদি তাদের দীনের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও কোন হারাম বা নিষিদ্ধ উদ্দেশ্যে সেদেশে ভ্রমণ বা অবস্থান করে তবে তা তার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ হবে, কিন্তু সে মুসলিম থাকবে।

কেউ যদি কোন প্রয়োজনে সেখানে যায় বা অবস্থান করে, তবে তা শর্তসাপেক্ষে বৈধ এবং তার ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয়। শর্তের মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হল: অবিশ্বাসীর দেশে যে সমস্ত অন্যায়, অশালীন কাজ চলে এবং যে সমস্ত সংশয়-সন্দেহ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে পারে সেগুলোর মোকাবিলা করতে পারার মত ঈমান ও জ্ঞানের দৃঢ়তা।

[১১৯] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৪৩।

www.pathagar.com

কেউ যদি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বা অবস্থান করে, তবে তা তার জন্য মুস্তাহাব কিংবা অবস্থাভেদে 'ওয়াজিব' বা বাধ্যতামূলক হতে পারে।

তাহলে দেখা গেল যে একই মূলনীতির আলোকে শাখা হিসেবে বহু মাসআলা আসতে পারে এবং একেক ক্ষেত্রে এর বিধান একেকটি হবে, কখনও তা নিষিদ্ধ আবার কখনও তা বাধ্যতামূলক হতে পারে। এজন্য একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে মূলনীতি জানা কর্তব্য কিন্তু এর সকল শাখার ক্ষেত্রে সে ফতোয়া দেবে না, বরং নিজেও আলেমগণের শরণাপন্ন হবে, অন্যদেরকেও আলেমগণের শরণাপন্ন হতে বলবে।

আরও লক্ষণীয় যে কিছু ইসলামী বই পড়লে কিংবা কিছু ইসলামী আলোচনা শুনলেও সকল ক্ষেত্রে সঠিক বিধান নির্ণয়ের যোগ্যতা তৈরী হয় না, কেননা বিধান নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে পারা, বিধান সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো জানা থাকা এবং সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাতের দলীল থেকে বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা - আর এই সবই বিশেষজ্ঞদের কাজ। তাই "প্যারাসিটামল ব্যথার ঔষধ" একথা জানা থাকলেও যেমন একজন লোক প্যারাসিটামল দিয়ে সকল ব্যথার চিকিৎসা করতে পারে না, তেমনি দীনের ব্যাপারে মূলনীতিগুলো জানা থাকলেও এর সকল শাখা-প্রশাখায় বিধান দেয়া বা নির্ণয় করা একজন সাধারণ মুসলিমের কাজ নয়, আর কেউ যদি সেটা করে, তবে সে আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর দীন সম্পর্কে না জেনে কথা বলার মত মারাত্মক অপরাধ করল, এক্ষেত্রে সে সঠিক সিদ্ধান্ত দিলেও সে গুনাহগার হবে। অপরপক্ষে একজন যোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হওয়ার পর যদি ঐ আলেমের ফতোয়া ভুলও হয়, তা সত্ত্বেও এর ওপর আমলকারী গুনাহগার হবে না, কেননা সে এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। **যারা নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বুঝতে না পেরে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে মানুষকে যথেচ্ছ কাফের, মুশরিক, তাগুত, ফাসিক বলে ফতোয়া দিচ্ছে তারা**

www.pathagar.com

প্রকারান্তরে নিজেদের অজ্ঞান্তেই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং দীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করার মত অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।

৫.৪.৫.২ মূলনীতির প্রয়োগে বিভ্রান্তি: উদাহরণ - ২

অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ হল **"সর্বক্ষেত্রে ফয়সালার জন্য আল্লাহর বিধানের নিকট প্রত্যাবর্তন"** এর মূলনীতি। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বত্র প্রযোজ্য। এই মূলনীতি সকলেরই জানা কর্তব্য। তবে এই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বহু মাসআলা আছে যার সমাধান শুধুমাত্র এই মূলনীতি জানলেই করা যাবে না, যেমন:

যে দেশে শরীয়তের মাধ্যমে বিচার ফয়সালা হয় না, সে দেশে সরকারী কোন পদে চাকুরীর বিধান কি?

এ দেশের আইন অনুযায়ী যারা বিচার করছে তাদের বিধান কি?

এরকম দেশে ভোট অনুষ্ঠিত হলে ভোট দেয়ার বিধান কি?

...

ইত্যাদি। কেউ কেউ উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এ ধরনের দেশের সরকারী পদে অধিষ্ঠিত লোকজন, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ, এমনকি ভোটদাতাসহ সকলকে যথেচ্ছ কাফের, মুশরিক, তাগূত ফতোয়া দিয়ে বোমাবাজিসহ নানা ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে মনে করেছে যে তারা "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ" করছে! নিজেদের জ্ঞান ও যুক্তির ওপর অতিরিক্ত আস্থাই তাদেরকে এ ধরনের পথভ্রষ্টতায় টেনে নিয়ে গিয়েছে, অথচ তাদের অনেকেই 'সূরা ফাতিহা' বিশুদ্ধভাবে পড়তে সক্ষম নয়! তাদের অনেককেই 'সূরা মুতাফফিফীন' মুখস্থ বলতে বললে সে ব্যর্থ হবে! এ সমস্ত মাসআলায় যে কেউ শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেই জানতে পারবে যে **উপরোক্ত কাজগুলো কখনও শিরক ও কুফর হতে পারে, কখনও নিষিদ্ধ হতে পারে, কখনও জায়েয**

www.pathagar.com

হতে পারে, কখনও মুস্তাহাব বা ওয়াজিব হতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য আলেমগণের সরাসরি রেফারেন্স ছাড়া নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী যারা যথেচ্ছ বিধান নির্ণয় করল, **তারা নিজেরাই আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা করল,** এক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের রায় কি হবে?

আমরা দুটো উদাহরণ দিলাম বোঝার সুবিধার্থে। নতুবা ইসলামের সকল মূলনীতির ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য ইসলামের মূলনীতিগুলো সর্বাগ্রে জানা, এগুলোর প্রচার করা এবং এগুলোর আওতায় যে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ও মাসআলা রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজের জিহ্বাকে সংযত করা, আল্লাহ কি বলেননি:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

আর যে বিষয় তোমার জ্ঞানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর - এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[১২০]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেননি:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন হয় ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।[১২১]

---

[১২০] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৩৬।
[১২১] বুখারী(৬০১৮), মুসলিম(৪৭)।

www.pathagar.com

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আরও বলেননি:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহ পাকের ক্রোধ উদ্রেককারী এমন একটি কথা বলে যাকে সে কোন কিছুই মনে করে না অথচ এর কারণে সে জাহান্নামে পতিত হয়।[১২২]

৫.৪.৬ ব্যক্তিবিশেষের ওপর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে জরুরী শর্ত(شُرُوط) ও বাধাসমূহ(مَوَانِع) জানা না থাকা

এটি অপর একটি অন্যতম অজ্ঞতা যা মুসলিম বিশ্বে মহামারি ব্যাধির আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, যার আওতায় আমাদের কিছু ভাইয়েরা শাসক, প্রশাসন, বিচারকবর্গ এবং সাধারণ মুসলিমসহ সকলকে কাফির, মুশরিক, তাগূত হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এক্ষেত্রে জানা জরুরী যে কোন একটি কাজ কুফর হলেই এর সম্পাদনকারী কাফির হয় না। কোন একটি কাজ শিরক হলেই এর সম্পাদনকারী মুশরিক হয় না। কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা শিরক বা কুফর সংঘটিত হলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে কাফির বা মুশরিক ঘোষণা দেয়ার জন্য কিছু শর্ত ও বাধা আছে, আর এভাবে মানুষকে কাফির, মুশরিক ঘোষণা দেয়া সাধারণ মুসলিমদের কাজ নয়, বরং একমাত্র জ্ঞানীরাই এটা করার অধিকার রাখেন।

উদাহরণস্বরূপ **"কেউ যদি সুদ খাওয়াকে বৈধ মনে করে তবে সে কাফির বা অবিশ্বাসী"** কেননা সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি

---

[১২২] বুখারী(৬৪৭৮), মুসলিম(২৯৮৮)।

www.pathagar.com

দীনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্গত, একে অস্বীকার করা মানে কুরআন ও সুন্নাতকে অস্বীকার করা। কিন্তু যখন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সুদ খাওয়াকে বৈধ মনে করবে, তখন তাকে 'কাফির' বা 'অবিশ্বাসী' বা 'অমুসলিম' বা 'মুরতাদ' অর্থাৎ 'ধর্মত্যাগী' বলার জন্য কিছু শর্ত ও বাধা রয়েছে, শর্ত পূরণ হলে এবং বাধা দূর হলেই কেবল তাকে এগুলো বলা যাবে, নতুবা নয়। যেমন:

দেখতে হবে সে ইসলাম সম্পর্কে **অজ্ঞতার** কারণে একথা ভেবেছে কিনা।

দেখতে হবে সে **ভুলে** একথা বলেছে কিনা।

দেখতে হবে সে **জবরদস্তির কারণে** এ কথা বলেছে কিনা।

দেখতে হবে সে কুরআন ও সুন্নাতে নিষিদ্ধ সুদ বলতে **ভিন্ন কিছু বুঝেছে** কিনা।

দেখতে হবে সে কোন **আলেমের অনুসরণে** এ কথা বলেছে কিনা।

ইত্যাদি।

যখন তার কাছে এ সংক্রান্ত জ্ঞান পৌঁছানোর পর জেনে বুঝে সে একে অস্বীকার করবে, তখন তাকে কাফির, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ইত্যাদি বলা বৈধ হবে, এর পূর্বে নয়।

এজন্য একজন সাধারণ মুসলিমের দায়িত্ব হল এরকম ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ব্যাখ্যা করা, **কিন্তু মানুষকে কাফির, মুশরিক, মুরতাদ ঘোষণা দেয়া তার কাজ নয়,** কেননা সে যদি এক্ষেত্রে ভুল করে, তবে তার জন্য রয়েছে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে কঠিন সতর্কবাণী:

www.pathagar.com

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

কোন ব্যক্তি তার ভাইকে যদি বলে "হে কাফির" তবে অবশ্যই তাদের দুজনের একজন তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল।[১২৩]

মুসলিমের ভাষ্যে বর্ধিত হয়েছে:

« أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ »

যে ব্যক্তিই তার ভাইকে বলে "হে কাফির" তবে অবশ্যই তাদের দুজনের একজন তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। যদি সে যেমন বলেছে তাই হয়ে থাকে [তবে তাই], নতুবা তা তার ওপর ফিরে আসবে।

অর্থাৎ যাকে বলা হয়েছে, সে যদি কাফির না হয়, তবে এর গুরুতর পাপ তাকে কাফির বলে ঘোষণা-দানকারীর ওপর বর্তাবে।

এর অপর ব্যাখ্যা হল এই যে কাফির ঘোষণা দেয়া তার নিজের দিকেই ফিরে আসবে, অর্থাৎ সে যেন নিজেই নিজেকে কাফির ঘোষণা দিল, কেননা সে তারই মত একজন মুসলিমকে কাফির বলেছে।

সুতরাং নিশ্চিত না জেনে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কাফির ঘোষণা দিয়ে নিজের ঘাড়ে এর বোঝা নেয়ার ঝুঁকি কে নিতে চাইবে? **ইসলাম তো একজন সাধারণ মুসলিমকে এই দায়িত্ব দেয় নি যে তুমি সকলকে খুঁজে খুঁজে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক চিহ্নিত কর?** বরং দাঈ হিসেবে একজন মুসলিমের দায়িত্ব সত্য প্রচার করে যাওয়া। অতএব সুদকে যে বৈধ মনে করে তাকে সে বোঝাবে যে সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ, সে তাকে এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস শোনাবে, আলেমগণের বক্তব্য জানাবে এবং দাওয়াত চালিয়ে যাবে।

---

[১২৩] বুখারী(৬১০৩), মুসলিম(৬০)।

www.pathagar.com

একই ভাবে শাসকবর্গ, বিচারকবর্গ, প্রশাসন অথবা যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি কোন কুফর কিংবা শিরকে লিপ্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে কাফির কিংবা মুশরিক বলা সাধারণ মুসলিমদের কাজ নয়, বরং বলতে হবে যে "অমুক কাজ যে করে সে কাফির" কিংবা "অমুক কাজ যে করে সে মুশরিক"।

৫.৪.৭ শরীয়তের পরিভাষাগুলোর ব্যাপকতা বুঝতে না পারা

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ যে পরিভাষাগুলো রয়েছে যেমন: 'ঈমান', 'কুফর', 'ইসলাম', 'তাওহীদ', 'শিরক', 'নিফাক', 'যুলুম' ইত্যাদি - এগুলোর প্রতিটিই ব্যাপক অর্থবোধক, এগুলোর প্রতিটির অর্থের মধ্যে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং **কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এগুলোর প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে।**

যেমন শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হল: সত্যায়ন, অন্তরের আমল, কথা ও দৈহিক কাজ। এগুলোর প্রতিটিকেই ঈমান বলা হয়। যেমন: তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া ঈমান, আল্লাহকে ভালবাসা ঈমান, কুরআন তিলাওয়াত ঈমান, সালাত ঈমান, যাকাত ঈমান, মুসলিম ভাইকে হাসি উপহার দেয়া ঈমান। কিন্তু এই সবগুলো ঈমান হওয়া সত্ত্বেও এর কোন কোনটি মুসলিম হওয়ার শর্ত, কোনটি দীনের পূর্ণতার জন্য জরুরী, কোনটি বা অতিরিক্ত বা মুস্তাহাব। **এজন্য আল কুরআন ও সুন্নাতে কখনও "ঈমান না থাকা"র কথা বলা হয়েছে, অথচ যার সম্পর্কে তা বলা হয়েছে সে মুসলিম, আবার কখনও কারও সম্পর্কে 'কুফর' এর কথা বলা হয়েছে, অথচ এই কাজ সম্পাদনকারী অমুসলিম নয়, মুসলিম**; কেননা ঈমানের মতই কুফর শব্দটির অর্থও ব্যাপক, তাই লক্ষ্য করা যাক এই দলীলগুলো:

www.pathagar.com

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[১২৪]

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

"আল্লাহর শপথ তার ঈমান নেই, আল্লাহর শপথ তার ঈমান নেই, আল্লাহর শপথ তার ঈমান নেই।" বলা হল কে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যারা প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় না।"[১২৫]

« لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না, [মদ্যপ] যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন অবস্থায় মদ্যপান করে না।[১২৬]

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।[১২৭]

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুসলিমকে গালমন্দ করা পাপ, তার সাথে লড়াই করা কুফর।[১২৮]

---

[১২৪] বুখারী(১৩), মুসলিম(৪৫)।
[১২৫] বুখারী(৬০১৬), মুসলিম(৪৬)।
[১২৬] বুখারী(২৪৭৫), মুসলিম(৫৭)।
[১২৭] আহমদ।
[১২৮] বুখারী(৪৮), মুসলিম(৬৪)।

www.pathagar.com

«اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»

মানুষের মাঝে দুটি বিষয় তাদের ক্ষেত্রে কুফর: কারও বংশ তুলে গালমন্দ করা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।[১২৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ(রা.) আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বললেন: "কুলক্ষণ শিরক, কুলক্ষণ শিরক।"[১৩০]

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর হলফ করল, সে শিরক করল।[১৩১]

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যে গাল চাপড়ায়, কাপড় ছেঁড়ে ও জাহিলিয়াতের দুআ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩২]

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩৩]

---

[১২৯] মুসলিম(৬৭)।

[১৩০] আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য।

[১৩১] আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য।

[১৩২] বুখারী(১২৯৪), মুসলিম(১০৩)।

[১৩৩] বুখারী(৬৮৭৪), মুসলিম(৯৮)।

www.pathagar.com

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

যে সুর করে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩৪]

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩৫]

এ সকল হাদীসে যাদের ঈমানকে অস্বীকার করা হয়েছে, যাদের কাজকে কুফর ও শিরক বলা হয়েছে, যাদেরকে উম্মাতের বহির্ভূত বলা হয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের[১৩৬] ঐকমত্য অনুসারে তারা সবাই মুসলিম, কেননা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য দলীল স্পষ্ট করে দেয় যে এ সমস্ত পাপ কাজের সম্পাদনকারীরা ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যায় নি।

---

[১৩৪] বুখারী(৭৫২৭), মুসলিম(৭৯২)।

[১৩৫] মুসলিম(১০১)।

[১৩৬] **আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ:** যারা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরেছে এবং সুন্নাতের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছে। সাহাবী, তাবেঈ, তাঁদের অনুসারী হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতকারী ইমামগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে যারা আকীদা-বিশ্বাস, কথা ও কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসারী এবং দীনের মধ্যে কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন থেকে দূরবর্তী, তারা সকলেই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য হল সুন্নাতের অনুসরণ এবং দীনের মধ্যে বা দীনের অংশ হিসেবে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাকা। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এর কোন কোনটি হাদীসের বক্তব্য থেকে গৃহীত, আবার কোন কোনটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। আহলে সুন্নাহ ওয়ালা জামাতের বিভিন্ন নামের মাঝে রয়েছে:

- আল ফিরকা আন নাজিয়া বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল: কেননা তাঁরা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণের পথকে আঁকড়ে থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে, এর বিপরীতে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দীনের মধ্যে নবোদ্ভাবনকারী ৭২ ফিরকা বা উপদলের জন্য রয়েছে জাহান্নামের হুমকি।
- আত তাইফা আল মানসূরাহ বা বিজয়ী/সাহায্যপ্রাপ্ত দল: কেননা তারা সত্যের ওপর অটল ও বিজয়ী থাকবেন।
- আহলে সুন্নাহ: কেননা তাঁরা সুন্নাতের অনুসারী।
- জামাআ: কেননা তাঁরা সুন্নাতের ওপর একতাবদ্ধ।
- আহলুল আসার ও আহলুল হাদীস: কেননা তারা সনদ ও মতন সহ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসের অধ্যয়নকারী এবং একে আমলে বাস্তবায়ন কারী, তেমনি তাঁরা দীনের ব্যাপারে সাহাবীগণের উপলব্ধির অনুসারী।

www.pathagar.com

৫.৪.৭.১ খারিজী সম্প্রদায় এবং ঈমান না থাকা অথবা কুফর বা শিরক বলে আখ্যায়িত বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তি

৩৫ হিজরীতে খলীফা উসমানের(রা.) মৃত্যুর পর আলী(রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় শামের গভর্নর মুআবিয়া(রা.) আলীর(রা.) আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, তিনি দাবী করেন যে আগে উসমানের(রা.) হত্যার বিচার হবে, অপরপক্ষে আলীর(রা.) সিদ্ধান্ত এই ছিল যে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিচার শুরু করা ঠিক হবে না, এতে বিশৃংখলা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই মতবিরোধের পথ ধরে মুসলিমদের দুই বাহিনীর মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়। এ অবস্থায় আলীর(রা.) অনুগতদের মধ্য থেকে বেশ কিছু লোক আলীর(রা.) পক্ষ ত্যাগ করে এই অজুহাতে যে তিনি কুরআনের নির্দেশ লংঘন করে মানুষের মধ্যস্থতা গ্রহণ করেছেন। তারা আলী(রা.), মুআবিয়া(রা.) ও তাঁদের অনুগামীদেরকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করার অপরাধে কাফির বলে ঘোষণা দেয়। ইবনে আব্বাস(রা.) সহ অন্যান্য সাহাবীগণ তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকেন যে আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজীবন সহচর সাহাবীরাই আল কুরআনের অর্থ ও এর প্রয়োগ বুঝতে সবচেয়ে অধিক সক্ষম। যাহোক সাহাবীগণের নসীহতের ফলে তাদের কিছু লোক ফিরে আসলেও বাকীরা **সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরিভাষায় 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম' চালিয়ে যেতে থাকে।** খারিজীদের ভ্রান্ত আকীদার একটি অন্যতম বিষয় এই ছিল যে তারা কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারীকে কাফির ঘোষণা দিত এবং দাবী করত যে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। তাদের ভ্রান্ত আকীদার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল যালিম শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

www.pathagar.com

খারিজী সম্প্রদায়ের মত যে সমস্ত পথভ্রষ্ট দল কুরআন ও সুন্নাতকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ না করে এর একাংশকে গ্রহণ ও অপর অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কোন মাসআলায় সকল অবস্থায় কেবল একটি মতকেই সঠিক মনে করে ঢালাও ভাবে ব্যবহার করেছে, তারা উপরোক্ত হাদীসগুলোকে ব্যবহার করে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারীকে ইসলাম বহির্ভূত অমুসলিম 'কাফির' বলে ঘোষণা দিয়েছে।

খারিজীদের অনুরূপ আচরণ করেছে বর্তমান যুগে একদল লোক যারা বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলোর সকল শাসক, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ, বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদিতে কর্মরত সকলকে এবং সরকারকে সহায়তাকারী কিংবা পরামর্শদানকারী আলেমগণকে ঢালাও ভাবে, অমুসলিম, কাফির, মুশরিক বলে ঘোষণা দিয়েছে কুরআন হাদীসের কিছু দলীলকে নির্বিচারে ঢালাও ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে, যেমন, আল্লাহ পাকের এই বাণী:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।[১৩৭]

যদিও আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারীর বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে, এবং অবস্থা ভেদে তার এই কাজ বড় কুফর কিংবা ছোট কুফর হতে পারে, যা অন্যান্য দলীলের আলোকে আলেমগণ আলোচনা করেছেন - তা সত্ত্বেও কিছু লোক এই আয়াতের কেবল একটিই ব্যাখ্যা নিতেই রাজী, এর অন্য কোন প্রয়োগ থাকতে পারে, তা মানতে তারা নারাজ, আর এর মূল কারণ হচ্ছে শরীয়ত সম্পর্কে সার্বিক ধারণার অভাব। এ অবস্থায় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে চুপ থাকাই ছিল তাদের দীনী দায়িত্ব, কিন্তু এর বিপরীতে তারা এমন

---

[১৩৭] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৪৪।

www.pathagar.com

সব মাসআলায় অবলীলায় তাদের জিহ্বাকে প্রশস্ত করেছে, যা সম্পর্কে উমারের(রা.) মত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর গুরুত্বের কারণে বদরের সাহাবীদেরকে জমায়েত করতেন। তারা এমন বিষয়ে অবলীলায় ফতোয়া জারি করে যাচ্ছে যা বড় আলেমগণকে প্রশ্ন করলে তারা এর গুরুদায়িত্বের কারণে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বেন। অথচ যদি এদের জ্ঞানের উৎস খোঁজ করা যায় তবে দেখা যাবে সেগুলো কিছু পুস্তিকা, ইন্টারনেটে কিছু "মুসলিম ভাইদের গোশত খাওয়ার ফোরাম", মুখে মুখে প্রচলিত কিছু শ্লোগান ও বুলি ইত্যাদি। এ সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে কথা বলার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা যোগ্যতা তাদের নেই মোটেই।

আরও লক্ষণীয় যে তারা তাদের এই ভ্রান্ত মতবাদের কারণে আলেমগণের কাছ থেকে শিখতেও পারছে না, **কেননা তারা তো ধরেই নিয়েছে যে কোন আলেম সরকার কর্তৃক সমর্থিত হওয়া মানেই সে সরকারের দালাল।** কোন আলেম সরকারের বিরুদ্ধে ভাষণ না দেয়া মানেই সে সরকারের দালাল! তারা কুরআন হাদীস বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া এ সমস্ত 'নীতি' অনুসরণের কারণে তাদের এবং দীনশিক্ষার মাঝে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের বিশাল ব্যবধান যা তাদের নিজেদের হাতে তৈরী অতল গহ্বরের কারণেই তারা অতিক্রম করতে পারছে না।

দু:খজনক হলেও সত্য যে বড় বড় আলেম ও দাঈদের গোশত এদের অনেকেরই প্রতিদিনের খাদ্য। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিৎ ইবনু আসাকিরের(র.) সেই সতর্কবাণী:

إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة

...নিশ্চয়ই আলেমগণের গোশত বিষাক্ত, আর তাঁদেরকে [আলেমদেরকে] অবমাননাকারীদের আবরণ উন্মুক্ত করে দেয়ার যে আল্লাহ পাকের প্রথা রয়েছে তা সুবিদিত...

www.pathagar.com

মোটকথা, ঈমান, কুফর, ইসলাম, নিফাক, তাওহীদ, শিরক প্রভৃতির পরিভাষার অর্থ ব্যাপক এবং এর প্রয়োগও বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া মানুষের ওপর এ সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করার ব্যাপারে একজন মুসলিমের উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা, আর নিরাপদ সেই যাকে আল্লাহ পাক এই ফিতনা থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

৫.৪.৮ ইসলামের প্রতি দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে ব্যর্থতা এবং গুরুত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সক্ষম না হওয়া

ইসলাম সত্য ও সুন্দর, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, অবশ্য যারা সত্যকে মানতে চায় না তাদের কথা ভিন্ন। যারা ইসলামের প্রতি দাওয়াতকে কতগুলো নির্দিষ্ট পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করে ফেলার কারণে ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্য তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে ইসলাম থেকে তাড়িয়ে দেয়ার কাজটিই করছেন। ইসলামের দু-একটি দিকে তাদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা মানুষকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছে। তাদের কেউ ইসলামী আইন বাস্তবায়নের চিন্তায় নির্ঘুম রাত্রিযাপন করলেও মুসলিম ভাইকে নির্মল হাসি উপহার দেয়ার মত সুন্নাত কাজ 'বাস্তবায়ন' করতে তিনি ভুলে যান, দাওয়াতী ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বনের সুন্নাত 'বাস্তবায়ন' করতে ভুলে যান, তারা মুসলিম ভাইদের সম্মান রক্ষার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব 'বাস্তবায়ন' করতে ভুলে যান, তেমনি তাদের অনেকেই মানুষের জীবনে প্রযোজ্য ইসলামের অন্যান্য দিকগুলো তুলে ধরতে গাফিলতি করেন - অথচ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা তাদের ক্ষমতায় না থাকলেও এই অন্যান্য কাজগুলো তাদের আয়ত্তে ছিল, সেক্ষেত্রে এগুলো না করে সাধ্যের বাইরে কোন কাজ নিয়ে মেতে থাকার সপক্ষে তাদের কি অজুহাত আছে?

www.pathagar.com

মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানো একটি ধারাবাহিক কাজ। **"তোমাকে প্রথম দিন থেকেই জিহাদে নামতে হবে" - এরকম দাওয়াত দিয়ে নবী-রাসূলগণ দাওয়াত শুরু করেননি।** বরং প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে ডাকতে হবে সুন্দরভাবে, হিকমতের সাথে, সে যখন সেটা মেনে নিয়ে ইসলামের ভেতর অগ্রসর হবে, তারপর তাকে নতুন কিছু দিতে হবে, এভাবে ইসলামের দাওয়াত পর্যায়ক্রমিক হওয়া উচিৎ। **প্রথম দিনই ভ্রু-কুঁচকে ইসলামের সকল বিধানের লিস্ট তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসা দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়।** মনে রাখা দরকার যে মানুষ নিষ্পাপ ফেরেশতাও নয়, আবার সাক্ষাৎ ইবলিসও নয়, মানুষের মাঝে মিশে আছে ভাল ও মন্দ, রয়েছে গ্রহণ ও বর্জনের প্রবৃত্তি, রয়েছে আধ্যাত্মিকতা এবং প্রবৃত্তির তাড়নার সংমিশ্রণ, রয়েছে শক্তি ও দুর্বলতা, তাই দাঈর কর্তব্য যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মনমানসিকতাকে ইসলামের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত করে তাকে এমন অবস্থানে নিয়ে আসা যখন তার মনমগজ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের সকল বিধানকে গ্রহণ করার জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। আর ধৈর্য ধরে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে, কেউ কেউ ইসলামের দাওয়াত বারবার প্রত্যাখ্যান করলেও তার ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, হতে পারে সে নিজেকে পরিবর্তন করে নেবে।

৫.৪.৯ দাওয়াতী কাজে সাপে-নেউলে সম্পর্ক কাম্য নয়

যে ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে চিরশত্রু ভেবে নেয়া উচিৎ নয়, এমন ভাবা উচিৎ নয় যে সে কখনই সত্য গ্রহণ করবে না। কোন কোন দাঈকে দেখা যায় যার দাওয়াতী নীতি হল **"শত্রুকে খতম কর বাক্যবাণে"**, আহ্বানকৃত ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হোক - এর চাইতে তার কাছে বেশী প্রিয় এই যে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে হতভাগ্য হোক! ফলে সে নসীহতের ক্ষেত্রে নিয়ে আসে বাছাই করা 'বাক্যবাণ' যার আঘাতে সে শত্রুকে ক্ষতবিক্ষত করবে! অথচ নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণকারী, ইসলাম ও মুসলিমদের

www.pathagar.com

প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারীরা কি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হননি? আবু সুফিয়ান(রা.), খালিদ বিন ওয়ালিদ(রা.) এর মত সাহাবীদের কারণে মুসলিমদের কতই না অশ্রু ঝরেছে, **অথচ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের জন্য ইসলামের দরজার খিড়কি লাগিয়ে দেননি, যখনই তাঁদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন, তাদের জন্য ইসলামের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছেন,** এমনকি তাঁর অতি প্রিয় চাচা হামযাকে(রা.) হত্যাকারীরও সৌভাগ্য হয়েছে ইসলামে প্রবেশ করার, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদ(রা.) যিনি মৃত হামযার(রা.) কলিজা চর্বন করেছিলেন, তাঁকেও তো আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়েছেন ইসলামে প্রবেশ করার - এভাবে অন্তরকে জয় করার শক্তিই ছিল দাওয়াতী ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের অন্যতম সফলতা। **শত্রুতা ও বন্ধুত্ব দুটোই আল্লাহর জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়,** তাই কিছুক্ষণ পূর্বে যে ছিল আমার চরম শত্রু, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হবে আমার বন্ধুতে, আল্লাহ পাক মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

অতএব যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন গোষ্ঠীর জন্য যারা জানে।[১৩৮]

আল্লাহ পাক যেমনিভাবে মৃত্যু পর্যন্ত তওবার দরজাকে উন্মুক্ত রেখেছেন, আল্লাহ পাকের এই অনুগ্রহের সম্মানে আল্লাহর বান্দারা তাদের অন্তরের দরজাকে উন্মুক্ত রাখবে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে

[১৩৮] সূরা আত তাওবা, ৯ : ১১।

www.pathagar.com

অথবা ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসলে সে যেন তাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে, **বাড়াবাড়ি রকমের ঘৃণা যেন তাকে "আল্লাহর জন্য শত্রুতার" গণ্ডীর বাইরে নিয়ে "ব্যক্তিগত শত্রুতার" গণ্ডীতে নিক্ষেপ না করে।**

এই ধরনের বাড়াবাড়ি রকমের শত্রুতা পোষণের প্রবণতা দেখা যায় সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার কিছু ভাইদের মাঝে। যারা ওযু, সালাত, আযান, ইকামতের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপূর্ণ অনুসারী, এ সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন ত্রুটিবিচ্যুতি নেই বললেই চলে। কিন্তু মানুষের কাছে এই জ্ঞান পোঁছানোর ক্ষেত্রে তারা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতকে ভুলে যান। ফলে পাশের লোক যদি সালাতের কোন 'মুস্তাহাব' কাজও বাদ দেয় যা না করলে তার কোন গুনাহ হবে না, তাকে রাঙ্গা চোখের উত্তপ্ত চাহনীতে মুহূর্তে ভস্ম হতে হয়। উপরন্তু তারা ওযু-সালাতের সুন্নাতগুলো হুবহু আদায় করলেও দীনের অন্যান্য বহু বাধ্যতামূলক বিষয়ে তাদের অবহেলা দেখতে পাওয়া যায় - এ রকম ভারসাম্যহীন অবস্থা মোটেও কাম্য নয়। বরং নিজে ইসলাম পালন করা এবং অপরকে ইসলামের দাওয়াত পোঁছানো - এই উভয় বিষয়ে পর্যায়ক্রমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের বিষয়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে, মুস্তাহাবের পূর্বে ওয়াজিবকে প্রাধান্য দিতে হবে, মাকরূহের পূর্বে হারাম ছাড়তে হবে। গুরুত্বের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সঠিক পদ্ধতিতে হিকমতের সাথে, নম্রতার সাথে, যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার জন্য কল্যাণ-কামনা নিয়ে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের ভিত্তিতে নবী-রাসূলদের সুন্নাত অনুযায়ী দাওয়াতী কাজে অগ্রসর হলে তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়, আর সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হলেও দাঈ বা আহবানকারী আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান পেয়ে যাবেন পূর্ণমাত্রায়।

www.pathagar.com

৫.৫ ইসলামে 'জিহাদের' ধারণা এবং এর সঠিক প্রয়োগ

৫.৫.১ জিহাদের বিধান

জিহাদ ইসলামেরই অংশ, আল্লাহ পাক বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[১৩৯]

আল্লাহ পাক বলেন:

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।[১৪০]

---

[১৩৯] সূরা আল বাকারা, ২ : ২১৬।

[১৪০] সূরা আত তাওবা, ৯ : ৪১।

www.pathagar.com

৫.৫.১.১ জিহাদ ফরযে কিফায়া

সাধারণভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়া, যদি যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করে তবে বাকীরা এর দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

ওযরহীন অবস্থায় বসে থাকা মুমিনগণ আর নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকা ব্যক্তিদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা ব্যক্তিদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৪১]

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন

[১৪১] সূরা আন নিসা, ৪ : ৯৫।

www.pathagar.com

তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা [গুনাহ থেকে] বেঁচে থাকে।[১৪২]

৫.৫.১.২ কখনও জিহাদ ফরযে আইন

কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ফরযে আইন হবে, যেমন:

১) যখন শত্রু মুসলিমদের কোন অঞ্চলে আক্রমণ চালায়, তখন ঐ অঞ্চলের লোকদের সকলের জন্য আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বাধ্যতামূলক, কেননা তা না হলে সকলে ধ্বংস হবে।

২) যখন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ পাক বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় [যুদ্ধে] বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।[১৪৩]

৩) যখন মুসলিম ও কাফির বাহিনী মুখোমুখি হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১৪২] সূরা আত তাওবা, ৯ : ১২২।
[১৪৩] সূরা আত তাওবা, ৯ : ৩৮।

www.pathagar.com

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন [যুদ্ধে] কাফিরদেরকে মুখোমুখি মোকাবিলা কর, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।[১৪৪]

অর্থাৎ দুই বাহিনী মুখোমুখি হলে এ অবস্থায় জিহাদ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই, এ অবস্থায় কারও জন্য পিছু হটার অনুমতি নেই।

তবে যদি শত্রু সংখ্যায় দ্বিগুণের অধিক হয়, তবে এ অবস্থাতেও পলায়নের অনুমতি আছে, আল্লাহ পাক বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা এমন কওম যারা বুঝে না। এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে [দায়িত্বভার] হালকা করে দিয়েছেন এবং

[১৪৪] সূরা আল আনফাল, ৮ : ১৫।

www.pathagar.com

তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে, তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার জনকে পরাস্ত করবে এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[১৪৫]

৫.৫.২ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত মুসলিম দেশগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয়

যদি উপরোক্ত ১নং অবস্থায় কোন অঞ্চলের মুসলিমরা শত্রুর মোকাবিলায় যথেষ্ট না হয়, তবে অন্যদের জন্য তাদেরকে সহায়তা করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

৫.৫.২.১ শরীয়তের একটি মূলনীতি: প্রত্যেক্যের দায়িত্ব নিজ নিজ অবস্থা ও সাধ্য অনুযায়ী

এক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়িত্ব তার সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, আর এটা ইসলামের সকল ইবাদত বা দায়িত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।[১৪৬]

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর... [১৪৭]

---

[১৪৫] সূরা আল আনফাল, ৮ : ৬৫-৬৬।
[১৪৬] সূরা আল বাকারা, ২ : ২৮৬।
[১৪৭] সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

www.pathagar.com

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই তখন তা সাধ্যমত আদায় কর... [১৪৮]

তাই বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জিহাদ চলছে, তাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শরীয়তের সার্বিক শিক্ষার আলোকে এবং অবস্থা বিবেচনা করে বলতে হবে:

যার পক্ষে যেভাবে আক্রান্ত মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করা সম্ভব এবং সাধ্যের মধ্যে তার পক্ষে ততটুকু কর্তব্য। সাধ্যাতিরিক্ত বা অসম্ভব কিছু করতে শরীয়তে কখনও নির্দেশ দেয়া হয়নি।

৫.৫.২.২ কোন ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন

এক্ষেত্রে কোন মুসলিম ভূমিকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে তাদের কোন ধরনের সাহায্য প্রয়োজন। শুধুমাত্র সেখানে গিয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার দ্বারা সহায়তা হবে এমন কোন কথা নেই। এজন্য সে অঞ্চলে যারা সঠিকভাবে জিহাদ পরিচালনা করছে, তাদের সাথে নির্ভরযোগ্য পন্থায় যোগাযোগের মাধ্যমে এবং আলেমগণের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে যে কোন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সাহায্য করা হবে। এখানে লক্ষণীয় যে এরকম অঞ্চলে যতরকমের লড়াই চলছে, তার সবটাই 'জিহাদ' এমন কোন কথা নেই।

৫.৫.২.৩ জিহাদ অর্থ অসহিষ্ণু হয়ে নিজেকে ধ্বংস করা নয়

যদি জিহাদে যোগ দিয়ে আক্রান্তদেরকে সহায়তা করার সম্ভাবনার চেয়ে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয় তবে এক্ষেত্রে এই পথে পা বাড়ানো আত্মহত্যার সমতুল্য, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১৪৮] বুখারী(৭২৮৮), মুসলিম(১৩৩৭)।

www.pathagar.com

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না।[১৪৯]

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[১৫০]

যেমন বর্তমানে কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে সরাসরি সীমান্তের দিকে রওনা দিয়ে দেয় পার্শবর্তী দেশে ঢুকে পড়ে জিহাদ করবে এই আশায়, তবে তাতে মুসলিমদের সহযোগিতা তো দূরে থাক, নিজের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হবে না, উপরন্তু এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী আচরণ দেশের মুসলিম জনসাধারণের ওপরও নানাবিধ বিপদ ডেকে আনবে।

৫.৫.২.৪ যেখানে কোন লড়াই চলছে না সেখানে যথেচ্ছ অস্ত্রবাজি করা জিহাদ নয়

যেখানে কোন লড়াই চলছে না, সেখানে কোন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক নিজেদের হাতে স্ব-আরোপিত দায়িত্ব তুলে নিয়ে কিছু বোমা ফাটিয়ে মুসলিমদেরকে হত্যা করার নাম জিহাদ নয়, বরং এটা মুসলিমদেরকে স্বেচ্ছায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা, যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

[১৪৯] সূরা আন নিসা, ৪ : ২৯।
[১৫০] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৯৫।

www.pathagar.com

আর যে পরিকল্পিতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।[১৫১]

৫.৫.২.৫ জিহাদ মৌলিকভাবে একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়

শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত মুসলিমদের অঞ্চলগুলোতে আমাদের ভাইদেরকে সহায়তা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব, এর অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক মুসলিমকে ব্যক্তিগত ভাবে ফিলিস্তীন, চেচনিয়া বা অনুরূপ অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। বরং প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন প্রাথমিকভাবে এই দায়িত্ব হল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের: জিহাদের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা তাদের কাজ, তারা এই দায়িত্ব পালন না করলে সাধারণ মুসলিমদের সদিচ্ছা থাকলেও তাদের পক্ষে জিহাদে যোগ দেয়া কঠিন, কেননা জিহাদ সালাত, সাওমের মত ব্যক্তিগত কাজ নয় যা একজন মানুষ চাইলেই একাকী আদায় করতে পারে। যখন মুসলিম দেশগুলো সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছে না, তখন মুসলিম জনসাধারণ জিহাদ না করার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না।

৫.৫.২.৬ সশস্ত্র জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে মুসলিমদের কাঁধে

অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার চেয়েও আরও বড় দায়িত্ব রয়েছে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কাঁধে। গোটা বিশ্বের মুসলিমদের ভূমির চেয়েও বেশী পরিমাণে আক্রান্ত হল তাদের ঈমান এবং আকীদা। তাই মানুষের ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধকরণের কাজ এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়

---

[১৫১] সূরা আন নিসা, ৪ : ৯৩।

www.pathagar.com

জ্ঞানচর্চা ও দাওয়াতী কাজ করা জিহাদের পাশাপাশি মুদ্রার অপর পিঠ, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা [গুনাহ থেকে] বেঁচে থাকে।[১৫২]

তেমনি স্মরণ রাখা দরকার যে জিহাদে বিজয় একমাত্র আল্লাহ পাকের সাহায্যে হয়, সংখ্যাধিক্য বা শক্তিবলে নয়, আল্লাহ পাক বলেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[১৫৩]

---

[১৫২] সূরা আত তাওবা, ৯ : ১২২।
[১৫৩] সূরা আত তাওবা, ৯ : ২৫।

www.pathagar.com

৫.৫.২.৭ জিহাদে জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক: আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা

জিহাদে জয়লাভ এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের অন্যতম শর্ত হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করা। উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর রাসূলের একটি নির্দেশ অমান্য করার কারণে গোটা মুসলিম বাহিনী আক্রান্ত হয়েছিল, যার বিশ্লেষণে আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল।[১৫৪]

তাহলে কিভাবে আমরা আশা করতে পারি যে 'ক্লিন শেভড' মুসলিমরা উত্তপ্ত শ্লোগান দিয়ে 'জিহাদ' করে ইসলামের বিজয় নিয়ে

[১৫৪] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫২।

www.pathagar.com

আসবে? যদি বলা হয়, দাড়ি রাখার সাথে জিহাদের কোন সম্পর্ক আছে কি? তবে জবাব হল: দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং যে তা শেভ করছে সে আল্লাহর অবাধ্যতা করছে, **আর আমাদের প্রতিটি অবাধ্যতা জিহাদে আল্লাহর সাহায্য লাভের সম্ভাবনাকে হ্রাস করছে।** তাই জিহাদের শ্লোগান দেয়া অনেকেই অসংখ্য পাপকাজে ডুবে থেকে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই জিহাদে মুসলিমদের পরাজয়কে তরান্বিত করছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা তাদের মৌলিক আকীদা নিয়েই বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে, তারা ওযু, সালাতের মত দৈনন্দিন ইবাদতের নিয়মকানুন পর্যন্ত ঠিকমত জানে না, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ শাদীর মত দৈনন্দিন মুআমালাতের ক্ষেত্রে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে অবলীলায়, প্রতিদিন এবং ব্যপক পরিমাণে, এ অবস্থায় তারা জিহাদ করবেই বা কেন, আর তাদের সকলকে জিহাদে নামিয়ে দিলেই বা আল্লাহর সাহায্য কেন আসবে? জিহাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ত্রুটির মূল কারণ হল জিহাদকে কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে না দেখে নিজেদের মনগড়া দর্শন ও ধারণার দ্বারা মূল্যায়ন করা। আর যতক্ষণ অবস্থা এরকম থাকবে ততক্ষণ জিহাদে জয়লাভ সুদূর পরাহত।

৫.৫.২.৮ যে কোন ইবাদতের দুটি শর্ত •

জিহাদ একটি ইবাদত, অন্যান্য ইবাদতের মতই এতে দুটি শর্ত রয়েছে: নিয়তের বিশুদ্ধতা, এবং নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের অনুসরণ। তাই প্রথমত, জিহাদ হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আমাদের নিজেদেরকে যেকোন মূল্যে যুলুম ও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। উপরন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত ও শিক্ষার অনুসরণ করতে হবে। এ দুটোর অনুপস্থিতিতে জিহাদ হবে বিফল।

www.pathagar.com

৫.৫.২.৯ একটি অপপ্রচার: প্রত্যেকের ওপর জিহাদ ফরযে আইন

সশস্ত্র জিহাদ কোন কোন অবস্থায় বাধ্যতামূলক হয় তা আমরা বর্ণনা করেছি এবং এটাও ব্যাখ্যা করেছি যে মুসলিমদের আক্রান্ত দেশগুলোকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়দায়িত্ব তার অবস্থা অনুযায়ী, এক্ষেত্রে শরীয়ত কোন অসম্ভব কিংবা আত্মঘাতী দায়িত্ব মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি। তাই যারা ঢালাও ভাবে "সকলের ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে" জাতীয় বিভ্রান্তিকর শ্লোগান দিয়ে মানুষকে দ্বিধাবিভক্ত করছে, তারা মূলত শরীয়তের সার্বিক শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে কিছু আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক প্রয়োগের পথকে বেছে নিয়েছে, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করছে, তাদের জন্য নবী মুহাম্মাদের(সা.) সতর্ক বাণী:

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

আর যে পথভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানাল, তার ওপর রয়েছে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপের বোঝা, আর তা তাদের পাপ থেকে কিছুমাত্র হ্রাস করবে না।[১৫৫]

আল্লাহ পাক সকলকে হেদায়েত করুন।

[১৫৫] মুসলিম(২৬৭৪)।

www.pathagar.com

৫.৬ আমাদের দেশে দাওয়াতী ক্ষেত্রে সংঘটিত কিছু ভুলের বাস্তব নমুনা

১) আজকাল বাংলাদেশে অনেকে শিয়া হয়ে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। উল্লেখ্য যে শিয়াদের আকীদা বা বিশ্বাস বিভিন্ন প্রকারের শিরক এবং কুফরের দ্বারা পূর্ণ, যেগুলোতে বিশ্বাস করলে একজন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। দুঃখের বিষয় হল এই যে শিয়াদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার ও প্রসারের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে কিছু ইসলামী দল, যাদের মূল শ্লোগান হল 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা'। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাদের মূল শ্লোগান হওয়ার কারণে তারা এক্ষেত্রে ঈমান ও আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো ভুলে থেকে ইরানে খোমেনীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রকে একটি 'ইসলামী রাষ্ট্রের' মডেল হিসেবে প্রশংসা করেছে, সমর্থন করেছে, এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে, শিয়াদের সাথে সহযোগিতা করেছে, ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই শিয়াদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার ও প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছে। তারা প্রচার করেছে যে শিয়া-সুন্নী বিদ্বেষ কাম্য নয় এবং আমাদের উচিৎ তথাকথিত **'বৃহত্তর লক্ষ্য'** অর্জনের স্বার্থে এ ধরনের মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হওয়া। তারা ভুলে গিয়েছে যে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের **'বৃহত্তম লক্ষ্য'** ছিল আকীদার পরিশুদ্ধি। মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কাজ হল বিশুদ্ধ আকীদাকে লালন করা। সেক্ষেত্রে আকীদাকে বিসর্জন দিয়ে শিরক ও কুফরের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যদি তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র হয়ও, তাতে মুসলিমদের কি উপকার আছে? এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আসবে কি?

২) একবার এক ইসলামী দলের মুরব্বীর সাথে বের হয়েছিলাম লোকদেরকে মসজিদে বয়ান শোনার আহবান জানাতে। একজন ব্যক্তির সাথে কথা শুরু করার পর জানা গেল যে সে হিন্দু। আমার সাথের মুরব্বী তাৎক্ষণিকভাবে বলে উঠলেন যে হিন্দু মুসলমান সব একই, সবাই আল্লাহর বান্দা, কোন অসুবিধা নেই - তাকে

www.pathagar.com

তাওহীদের দাওয়াত না দিয়ে তাকে তার ধর্মের ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেন এই মুরব্বী।

৩) অনেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্বে ধর্মের অন্যান্য বিষয় জানা ও মানাকে গুরুত্বহীন মনে করেন। তারা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে এমন বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত যেগুলো ত্যাগ করার জন্য খলীফার প্রয়োজন হয় না, বরং আল্লাহর নির্দেশ জানা থাকলে আর সদিচ্ছা থাকলেই একজন মুসলিম তা পরিত্যাগ করতে পারে। খিলাফত না থাকার অজুহাতে ব্যক্তিগত ইবাদত ও দায়দায়িত্ব আদায় না করার কিন্তু কোন সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬
তাওহীদ সকল সুখের মূল

৬.১ ধর্ম কি শৃঙ্খল না মুক্তি?

আল্লাহ পাক বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

যে মুমিন অবস্থায় উত্তম আমল করবে - পুরুষ হোক বা নারী - আমি তাকে [দুনিয়ায়] উত্তম জীবন দান করব এবং [আখিরাতে] তাদেরকে প্রদান করব সর্বোত্তম যে কাজগুলো তারা করত তার প্রতিদান।[১৫৬]

ধর্মকে সঠিক হিসেবে জানার পরও যে বিষয়টি মানুষকে ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দেয় তা হল এই ধারণা যে **"ধর্মীয় অনুশাসন একপ্রকার শৃঙ্খল।"** ধর্মের প্রচলিত 'ইমেজ' হল: ধর্ম একগাদা আদেশ-নিষেধের সমষ্টি মাত্র। আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন ইসলাম, **আর এ কথা সঠিক যে ইসলাম মানুষকে আংশিকভাবে কিংবা নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী দীন পালনের অনুমতি দেয় না,** অপরপক্ষে ধরা যাক একজন খ্রীস্টান কিংবা হিন্দু কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর জীবনে ধর্মের তেমন কোন প্রভাব নেই, তাদের জন্য ধর্ম কতগুলো আনুষ্ঠানিকতা যেগুলো পালন করতে গিয়ে জীবনকে নিজের

---

[১৫৬] সূরা আন নাহল ১৬ : ৯৭।

www.pathagar.com

খেয়ালখুশীমত পরিচালনা করতে কোন সমস্যা হয় না। আর এজন্য বিশেষভাবে ইসলামের ক্ষেত্রে মানুষ আদেশ-নিষেধের কড়াকড়ির বিষয়টি আরও প্রকটভাবে অনুভব করে থাকে।

এজন্য ইসলামের 'মেসেজ' তথা তাওহীদের আহবানকে ব্যাখ্যা করার প্রারম্ভে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা পরিবর্তন হওয়া দরকার।

৬.২ আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কি চান?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য কি চান? আমরা ৫০, ৬০ বা ৭০ বছর বা এর বেশী বা কম সময় 'চাকুরী' করে তাঁকে খাওয়াবো বা তাঁর কোন উপকার করব, এটাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?

আল্লাহ পাক বলেন:

مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না; আর আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[১৫৭]

---

[১৫৭] সূরা আয যারিয়াত, ৫১ : ৫৭-৫৮।

www.pathagar.com

৬.৩ অমরত্ব

তাহলে আসুন প্রথমেই তাকাই পরিণতির দিকে: **আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার অস্তিত্বকে তিনি 'অমরত্ব' দিয়েছেন। - এই বাস্তবতা কি আমরা ভেবে দেখেছি?**

একজন মানুষ যখন চিন্তার জগতে তার জীবনের শেষপ্রান্ত দেখতে চায় সে দেখতে পায় ৬০ বা ৭০ বছরের একজন বৃদ্ধকে...কিন্তু বাস্তবতা হল জীবনের এই সময়টা 'শেষ' নয় বরং 'শুরু'। ৬০ বা ৭০ বছরের মাথায় সে একবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে যা এক 'নতুন' জীবনের শুরু ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরে আরও কিছু পর্যায় অতিক্রম করে সে তার 'অমর' জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করবে: জান্নাত অথবা জাহান্নাম...আর আল্লাহ পাক আমাদের জন্য কল্যাণ চান, এবং তিনি চান যে আমরা যেন জান্নাতে অনন্ত আনন্দ, অনিঃশেষ সুখ, যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ অর্জন করে 'অমর' জীবনে পদার্পণ করে সুখী হতে পারি...**এই অনন্ত সুখের বিনিময়ে তিনি আমাদের কাছে চেয়েছেন সহজ একটি বিষয়: তাওহীদ।**

৬.৪ একটি উপমা: একদিনে কোটিপতি

কেউ যদি আপনাকে বলে যে একদিনের জন্য তার কিছু কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে সে আপনাকে ১ কোটি টাকা দেবে, আপনার অনুভূতি কেমন হবে? ১ কোটি টাকা পাওয়ার সুখানুভূতি আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখবে, আপনি আনন্দের ঘোরে একদিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করতেও ক্লান্তি বোধ করবেন না, উপরন্তু অতি সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে এত বড় প্রতিদান যিনি আপনাকে দিচ্ছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপনার মন ভরে যাবে, আপনি নিঃসন্দেহে তাকে ভালবাসা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখবেন, এত বড় উপকার, চিন্তা করা যায়!

www.pathagar.com

তেমনি এক সপ্তাহ পরিশ্রমের বিনিময়ে কেউ যদি আপনাকে ১০ কোটি টাকা দেয়, তাকে আপনি কতটা ভালবাসবেন? কতটা আগ্রহ নিয়ে তার কাজগুলো করে দেবেন? এই এক সপ্তাহ আপনার জন্য হবে এক 'আনন্দের' সময়, যতই কাজ থাকুক।

এবারে আসুন চিন্তা করে দেখি: আল্লাহ পাক আমার কাছে চেয়েছেন যে ৫০-৬০ বছরের একটা সময়কাল আমি তাঁর আনুগত্য করব, এর বিনিময় তিনি আমাকে কি দেবেন? **চির যৌবন এবং এই চিরযৌবনকে উপভোগ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন।**

৬.৫ প্রতিশ্রুতি

আরও লক্ষ্য করি যে শুধুমাত্র স্রষ্টা হওয়ার কারণেই তিনি আমার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, অথচ তিনি এর জন্য আমাদেরকে সত্যিকার অর্থেই অকল্পনীয় বিনিময় দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা ও ভক্তি কতটা হওয়া উচিৎ?

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে জীবনকে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মধ্যে কাটানো প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দঘন' এক সময় কাটানো: যেমনিভাবে ওপরের উদাহরণের ব্যক্তিটি তাকে কোটি টাকা দানকারীর কাজগুলো করার সময়টুকু আনন্দের সাথে পার করবে, ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্য করে যে জান্নাত ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে তার জীবনটা আনন্দের মধ্যে পার করবে, আর স্বয়ং আল্লাহ পাক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

www.pathagar.com

যে মুমিন অবস্থায় উত্তম আমল করবে - পুরুষ হোক বা নারী - আমি তাকে [দুনিয়ায়] উত্তম জীবন দান করব এবং [আখিরাতে] তাদেরকে প্রদান করব সর্বোত্তম যে কাজগুলো তারা করত তার প্রতিদান।[১৫৮]

এখানে 'হায়াতুন তাইয়্যেবা' বা উত্তম জীবন বলতে জান্নাত নয়, বরং দুনিয়াতেই উত্তম জীবনের কথা বলা হচ্ছে, আর এটা কোন নশ্বর মানুষের প্রতিশ্রুতি নয়, মহাবিশ্বের স্রষ্টা সর্বশক্তিমানের ওয়াদা:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۝٩

নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[১৫৯]

আসুন অনন্ত জান্নাতের বিনিময়ে আমার পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবন আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিই:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন [এর বিনিময়ে] যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[১৬০]

অথচ আমার এই জীবন আল্লাহরই দেয়া, আবার তিনিই সেটা ক্রয় করে নিচ্ছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

---

[১৫৮] সূরা আন নাহল ১৬ : ৯৭।
[১৫৯] সূরা আলে ইমরান ৩ : ৯।
[১৬০] সূরা আত তওবা, ৯ : ১১১।

www.pathagar.com

ওপরে আমরা মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাকের একটি প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছি, এতেই কি শেষ, চলুন দেখি তিনি মুমিনদেরকে আর কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

৬.৫.১ রিযিকের প্রতিশ্রুতি

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করে না।[১৬১]

৬.৫.২ সহজতার প্রতিশ্রুতি

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ۝٤

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।[১৬২]

৬.৫.৩ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى
ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا
يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝٥٥

---

[১৬১] সূরা আত তালাক,৬৫: ২-৩।
[১৬২] সূরা আত তালাক,৬৫: ৪।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।[১৬৩]

৬.৫.৪ সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।[১৬৪]

৬.৫.৫ বিপদে মুক্তির প্রতিশ্রুতি

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।[১৬৫]

---

[১৬৩] সূরা আন নূর, ২৪ : ৫৫।

[১৬৪] সূরা আর রূম, ৩০ : ৪৭।

[১৬৫] সূরা আত তালাক, ৬৫ : ২।

www.pathagar.com

৬.৫.৬ মৃত্যুর মুহূর্তে সুসংবাদ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

নিশ্চয় যারা বলে, "আল্লাহই আমাদের রব" অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতরণ করে [এবং বলে] "তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।"[১৬৬]

৬.৫.৭ কিয়ামতের ময়দানের কষ্ট লাঘব হওয়া ও সম্মান

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

সেদিন জান্নাতবাসীরা বাসস্থান হিসেবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হিসেবে উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে।[১৬৭]

---

[১৬৬] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০-৩২।
[১৬৭] সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ২৪।

www.pathagar.com

৬.৫.৮ জান্নাতের অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

خَـٰلِدِينَ فِيهَا ﴿١٠٨﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।[১৬৮]

৬.৫.৯ জান্নাতে মনের সকল চাহিদা পূর্ণ হবে

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٧١﴾

সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী।[১৬৯]

لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।[১৭০]

لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَـٰلِدِينَ ۚ

সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে স্থায়ীভাবে...[১৭১]

---

[১৬৮] সূরা আল কাহফ, ১৮ : ১০৭-১০৮।
[১৬৯] সূরা আয যুখরুফ, ৪৩ : ৭১।
[১৭০] সূরা কাফ, ৫০ : ৩৫।
[১৭১] সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ১৬।

www.pathagar.com

৬.৫.১০ জান্নাতের আনন্দ স্থায়ী এবং এতে কারও একঘেয়েমি আসবে না

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

তারা সেখান [জান্নাত] থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।[১৭২]

৬.৬ মুমিনদের উত্তম জীবনের অর্থ

যারা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ পাকের আনুগত্যে তাদের পার্থিব জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য রয়েছে তাৎক্ষণিক পুরস্কার: উত্তম জীবন। এই উত্তম জীবনের অর্থ অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা, সন্তুষ্টি, পরিতৃপ্তি, আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েতের পথ পাওয়া, জীবনের প্রতি পদক্ষেপের করণীয় জানতে ও করতে পারার মাধ্যমে সফলভাবে জীবন অতিবাহিত করা - যদিও বা জীবনে অভাব ও দারিদ্র থেকেও থাকে। কেননা পার্থিব জীবন কখনই 'পারফেক্ট' হবে না, বরং পৃথিবীতে সুখের চাবিকাঠি হল অন্তরের পরিতৃপ্তি, বাহ্যিক কোন কিছুই মানুষকে সুখী করতে পারে না - সম্পদ, খ্যাতি, সৌন্দর্য কিছুই নয়। তাই পার্থিব জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য অর্জিত না হলেও মুমিনের অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আনন্দ দান করেন, পৃথিবীর সম্পদশালী ক্ষমতাশালীরা তার সন্ধান পেলে সেটা কেড়ে নেয়ার জন্য তাদের সাথে লড়াই করতে আসত।

---

[১৭২] সূরা আল কাহফ, ১৮ : ১০৮।

www.pathagar.com

৬.৭ প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর অবাধ্যতাকে বেছে নেয়ার পরিণতি

টাকা-পয়সা, গানবাজনা, খ্যাতি, নারীর প্রতি আকর্ষণ, সুন্দর বাড়িতে থাকা, দামী গাড়িতে চড়া - এগুলোই তো সেই সমস্ত জিনিস যার তাড়নায় আমরা এখনও আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে প্রস্তুত নই? এগুলোর বাস্তবতা কি?

একটি সুন্দর উপমা শুনেছি: কেউ যদি প্রতি বেলায় পোলাও-কোর্মা খেতে থাকে, তার কি অবস্থা হবে? দুদিনের মাথায় সে হাঁপিয়ে উঠবে এবং ডাল-ভাতে ফিরে যেতে চাইবে। কিন্তু সে যদি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে প্রতি বেলায় পোলাও খাওয়াই 'সুখের' আলামত? তাহলে তার করুণ দশা হবে, কেননা সেক্ষেত্রে সে জোর করে পোলাও-কোর্মা খেতে থাকবে শুধুমাত্র মানুষের সামনে এ কথা প্রমাণের জন্যই যে সে কত 'সুখী'!!! **এই খাবার তারই জন্য ছিল, তার পরিবর্তে সে এই খাবারের দাসে পরিণত হয়েছে।**

যারা দুনিয়াকে 'ভোগ' করে শেষ করতে চায়, তারা ঠিক এই লোকটির মত প্রতিবেলায় জোর করে পোলাও খাচ্ছে, এখন তারা না চাইলেও তাদেরকে পৃথিবীকে 'ভোগ' করার ঘানি টানতে হবে শুধুমাত্র এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে তারা কত 'সুখী'। **এভাবেই যারা তাদের প্রকৃত 'ইলাহ' আল্লাহ পাকের দাসত্বের 'বন্ধন' ছুঁড়ে ফেলতে চায়, তাদের গলায় আল্লাহ পাক অসংখ্য দাসত্বের 'বেড়ি' পরিয়ে দেন।** যদি কেউ এর বাস্তবতা বুঝতে চায়, তবে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকা কোন ধনী ব্যক্তির সাথে খোলামেলা আলাপ করে দেখুক।

৬.৮ হারানোর ভয় ও শক্তির চাবিকাঠি

ইসলাম আমাদের জন্য শৃঙ্খল নয়, বহু সত্তার দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। এটা একজন ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সে এক

www.pathagar.com

আল্লাহ ছাড়া আর কারও পরোয়া করে না। আর আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।[১৭৩]

আল-কুরআনের এই একটি আয়াতকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারলে মুহূর্তে যে কেউ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি। কি অসাধারণ প্রতিশ্রুতি: **আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।** আল্লাহ কারও জন্য যথেষ্ট হওয়ার পর সে কোন স্বৈরাচারীকে ভয় করবে? কোন সম্পদ খোয়ানোর ভয় করবে? কার 'সুনজর' থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয় করবে? কার কাছ থেকে দারিদ্রের ভয় করবে?

প্রবৃত্তির তাড়নার পাশাপাশি 'হারানোর ভয়' হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সাইকোলজিকাল ফ্যাক্টর যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, আর এর চিকিৎসা হল এই সূত্রটি: **"আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"**

কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আমাদের আস্থা না থাকায় আমরা এই মহাশক্তি অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি।

---

১৭৩ সূরা আত তালাক, ৬৫: ৩।

www.pathagar.com

৬.৯ ইসলাম অর্থ সহজ জীবন, আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণতি সংকীর্ণ জীবন

যে আল্লাহর আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাওহীদের আহবানকে গ্রহণ করে, তার জীবন সহজ হয়ে যায়, কারণ সকল ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একটিই মাপকাঠি: **"আমার রব আমার কাছে কি আশা করেন?"** আর তাই তাকে দশজনের মন যুগিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে গিয়ে হয়রান হতে হয় না। আর এটাই পৃথিবীতে তার বিশ্রামের কারণ। অপরপক্ষে আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণতি হল সংকীর্ণ জীবন, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾

যে আমার যিকর থেকে [অর্থাৎ কুরআন থেকে] মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অথচ তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনি আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। আর এভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং তার রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে না। আর নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি কঠিনতর এবং চিরস্থায়ী।[১৭৪]

[১৭৪] সূরা ত্বাহা, ২০ : ১২৪-১২৭।

www.pathagar.com

৬.১০ ইসলাম শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা

নিঃসন্দেহে ইসলাম আমাদেরকে শৃঙখলাবদ্ধ উন্নত জীবন উপহার দেয়, আর এজন্য এতে রয়েছে আদেশ ও নিষেধ, সেটা আমাদের কল্যাণের জন্যই। পৃথিবীতে শৃঙখলাবদ্ধ জীবনই প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি। যে প্রতিদিন নিয়মিত ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে এবং সময় মত সব কাজ সম্পাদন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে, প্রকৃতপক্ষে সেই সুখী হয়। অপরপক্ষে যে ইচ্ছেমত রাত জেগে গান শুনে, মুভি দেখে কাটায়, দিনের বেলায় ঝিমুতে ঝিমুতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অফিসে সময় কাটায়, বিশৃঙখল জীবন-যাপন করে, সে কখনই সুখী নয় - এ কথা মানুষ অভিজ্ঞতা থেকেই জানে। আর তাই ইসলাম মানুষের জন্য কোন শৃংখল নয় বরং শৃংখলা। আর ইসলাম হল শৃংখলার সর্বোচ্চ মান, আর সে কারণেও ইসলাম মানুষের পার্থিব সুখের চাবিকাঠি।

আমি আশা করি এ কথাগুলো পড়ার পর পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে অন্তর থেকে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ
ٱلشَّيْطَـٰنِ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।[১৭৫]

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ
وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

---

[১৭৫] সূরা আল বাকারা, ২ : ২০৮।

www.pathagar.com

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[১৭৬]

৬.১১ তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীর জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতে হেদায়েত ও নিরাপত্তা

আল্লাহ পাক বলেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।[১৭৭]

এই আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ঠিকানা:

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"

সুতরাং নিরাপত্তা ও হেদায়েত অর্জিত হবে তাদের জন্য যারা ঈমানের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত করেনি। আরবীতে যুলুম শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, যার অর্থ কোন বস্তুকে যথাস্থানে না রাখা। এই ব্যাপক অর্থে নিলে ছোট-বড় সকল অনুচিত এবং অন্যায় কাজ যুলমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতে বিশেষভাবে যুলুমের দ্বারা উদ্দেশ্য হল শিরক, আর তা আমরা জানতে পারি নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত হাদীস থেকে:

---

[১৭৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩।
[১৭৭] সূরা আল আনআম, ৬ : ৮২।

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ (يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

আব্দুল্লাহ [ইবনে মাসুদ] (রা.) বর্ণনা করেন: যখন নাযিল হল: "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি" এটা আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণের কাছে কষ্টকর মনে হল এবং তাঁরা বললেন: "আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের প্রতি অন্যায় করে না?" ফলে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা যেমনটি ভাবছ বিষয়টি তা নয়, বরং তা সেরকম যেমনটি লুকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন: "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয়ই শিরক এক বড় যুলুম।"[১৭৮]

অতএব যারা শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে লাভ করবে নিরাপত্তা, এবং তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

---

[১৭৮] বুখারী(৪৭৭৬), মুসলিম(১২৪)।

www.pathagar.com

৬.১১.১ নিরাপত্তা ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে মানুষের তিনটি শ্রেণী

১) যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেছে এবং সকল প্রকার বড় ও ছোট শিরক, বিদাত ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাওহীদকে পূর্ণতা দিয়েছে, যাদের দ্বারা কখনও অন্যায় সংঘটিত হলেও তারা দ্রুততার সাথে সেই পাপকাজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ পাকের নিকট খাঁটিভাবে তওবা করে নেয়, তাদের জন্য রয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পূর্ণ হেদায়েত।

২) যারা তাওহীদের মূলকে প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু [ছোট] শিরক, বিদাত কিংবা পাপকাজের দ্বারা এর পূর্ণতাকে বিনষ্ট করেছে, তাদের জন্যও নিরাপত্তা ও হেদায়েত রয়েছে, কিন্তু তাদের এই নিরাপত্তা ও হেদায়েত পূর্ণ নয়। সুতরাং ভয় আছে যে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে, ফলে আংশিকভাবে তাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে, তাদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত হবে তাদের পাপকাজ অনুপাতে। যার পাপাচার যত বেশী, তার নিরাপত্তা তত বেশী পরিমাণে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা, যদি সে তওবা করে ফিরে না আসে। তবে এই শ্রেণীর লোকেদের জন্য সর্বশেষ পরিণতি ভাল, অর্থাৎ তারা তাওহীদের মূল অংশ প্রতিষ্ঠা করার কারণে কবরে কিংবা জাহান্নামে তাদের পাপের ফলশ্রুতিতে শাস্তি ভোগ করলেও অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা লাভ করবে।

৩) আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হল যারা তাদের মূল তাওহীদকেই বিনষ্ট করেছে, তারা মুশরিক হওয়ার কারণে তাদের জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়েতের কোন অংশ নেই। বরং তারা পৃথিবীতেও অশান্তি, অস্থিরতা, ভয়ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করবে এবং আখিরাতে জাহান্নাম হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

মোটকথা এই আয়াত থেকে তাওহীদের এক বড় সুফল জানা যায়, আর তা হল নিরাপত্তা অর্জন ও হেদায়েত লাভ তথা সকল বিষয়ে

www.pathagar.com

সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া। **এই নিরাপত্তা ও সঠিকতার খোঁজে গোটা বিশ্ব আজ দিশেহারা, অথচ এর চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাঝে,** আর এটাই সেই উদ্দেশ্যে, যে কারণে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬.১২ তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায়

নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »

যার সর্বশেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭৯]

এই হাদীসের দ্বারা তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারার বিরাট ও অতুলনীয় সুফল সম্পর্কে জানা যায়: তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করা জান্নাতের নিশ্চয়তা।

৬.১২.১ একটি ভুল ধারণা: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে বলাই জান্নাতের গ্যারান্টি

উপরোক্ত হাদীস থেকে ধারণা করা ঠিক হবে না যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শুধু মুখের বাণী বা একে শুধু মুখে একবার উচ্চারণ করলেই তা জান্নাতের গ্যারান্টি, যেমনটি অনেকে ধারণা করে থাকে। বরং হাদীসটিকে বুঝতে হবে অন্যান্য হাদীস ও কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে। শরীয়তের যে কোন দলীলের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। কেউ যদি কোন একটি আয়াত বা কোন একটি হাদীসকে অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করে এককভাবে বুঝতে চেষ্টা করে,

[১৭৯] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

তবে সে অবশ্যই ভুল বুঝবে, আর এটা ইসলাম সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুল ধারণার অন্যতম মূল উৎস। বরং সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসগুলোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে একত্রে সেগুলোকে অধ্যয়ন করে প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা। এজন্য উপরোক্ত হাদীসটির সাথে এ সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অন্য হাদীসে এসেছে:

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ »

যে একথা জেনে মৃত্যুবরণ করল যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮০]

এই দ্বিতীয় হাদীসটি থেকে স্পষ্ট হল যে শুধুমাত্র মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে এ সম্পর্কে জ্ঞানও থাকতে হবে। অপর হাদীসে বর্ণিত:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে তার অন্তর থেকে সত্যবাদী হয়ে এই সাক্ষ্য দেয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮১]

এই হাদীস থেকে তৃতীয় আরেকটি বিষয় প্রকাশ পেল, তা হচ্ছে সত্যবাদিতা, অর্থাৎ জ্ঞানের ভিত্তিতে জেনেবুঝে সততার সাথে এই সাক্ষ্য দিতে হবে, শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। অপর হাদীসে বর্ণিত:

---

[১৮০] মুসলিম(২৬)।
[১৮১] আহমদ, নাসাঈ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَـاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »

নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, "হে আল্লাহর রাসূল, সে দুটো জিনিস কি যা [জান্নাত বা জাহান্নামকে] অবধারিত করে?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১৮২]

এই হাদীসটি থেকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্যের বাস্তবায়ন তথা কর্মের প্রমাণ মিলল, **কেননা এতে শিরক 'করা' বা 'না করা'র কথা এসেছে,** আর শিরক 'করা' বা 'না করার' প্রশ্ন তখনই আসবে যখন আল্লাহর ইবাদত 'করা' হবে।

সুতরাং এই সকল হাদীস একত্র করে বলা যায়: **যে জেনেবুঝে খাঁটি মনে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া ও শিরকমুক্ত ইবাদতের মাধ্যমে একে বাস্তবায়ন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।** এটা নিঃসন্দেহে তাওহীদের বিরাট সুফল। আর এর বিপরীতে শিরকের অন্যতম কুফল এই যে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।

৬.১২.২ তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু...

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে **"জান্নাতে প্রবেশ করবে"** বলা হয়েছে, বিনা শাস্তিতে বা বিনা কষ্টে বা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে - একথা বলা

---

[১৮২] মুসলিম(৯৩)।

www.pathagar.com

হয়নি। এই হাদীসগুলোর অর্থ এই যে কেউ যদি তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কোন না কোন দিন জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু তার পাপের কারণে এবং পাপকাজের অনুপাতে তাকে কবরে কিংবা বিচারের ময়দানে কিংবা জাহান্নামে কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে, অর্থাৎ সে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন নয়, বরং এর অর্থ এই যে সে একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেই। কিন্তু জান্নাতে তার প্রবেশ করার সময় এবং জান্নাতে তার স্থান বা মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার আমল অনুপাতে, যেমনটি অন্য হাদীসে এসেছে:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

যে সাক্ষ্য দিয়েছে যে শরীকবিহীন এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর বাণী যাকে তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর [সৃষ্ট রূহসমূহের মধ্যে] এক রূহ এবং জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য আল্লাহ পাক তার আমল অনুযায়ী তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৮৩]

অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু এর পূর্বে সে শাস্তি ভোগ করবে কিনা এবং জান্নাতে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান কোথায় হবে, তা নির্ধারিত হবে তার আমল অনুযায়ী।

সুতরাং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললেই জান্নাতের পথ পরিষ্কার - এই ধারণা সঠিক নয়। বরং জান্নাতের নিশ্চয়তা রয়েছে কেবল তার জন্য যে জেনেবুঝে এই ঘোষণা দিয়েছে এবং শিরকমুক্তভাবে এক আল্লাহর

---

[১৮৩] বুখারী(৩৪৩৫), মুসলিম(২৮)।

www.pathagar.com

ইবাদত করার মাধ্যমে এই সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করেছে, নতুবা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি নেই বরং জাহান্নাম অবধারিত।

এরপর আরও লক্ষণীয় যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যারা জান্নাতের নিশ্চয়তা লাভ করল, তারাও সকলেই বিনা হিসাবে কিংবা বিনা শাস্তি তে জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন নয়, বরং তাওহীদের মূল বাস্তবায়নের পরও পাপাচারের কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে **"একদিন তো জান্নাতে যাবোই"** এ কথা ভেবে পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে পাপকাজ করতে থাকার কোন সুযোগ নেই, কেননা জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। জাহান্নামে মুহূর্তের শাস্তিও পৃথিবীর দীর্ঘ কষ্টের চেয়ে অনেক কঠিন। **তাই যারা মনে করছে যে দুনিয়াতে আনন্দ করে নেই, জাহান্নামে না হয় কটা দিন থাকলামই, তারা অনেক বড় ভ্রান্তির মধ্যে আছে,** প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং আল্লাহর ভয় না থাকাই এ ধরনের বেপরোয়া মনোভাবের কারণ। জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ কেউ জানলে এবং বিশ্বাস করলে কখনই এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৬.১৩ তাওহীদ ক্ষমাপ্রাপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ

হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: قَــالَ اللهُ تَعَالَى:

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيــك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنــي لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

www.pathagar.com

আনাস বিন মালিক(রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার আশা করতে থাকবে আমি তোমার যা কিছু [অন্যায় কাজ] আছে তা ক্ষমা করতে থাকব, আর আমি [পাপের পরিমাণ কত বেশী তা] পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান যদি তোমার পাপরাশি আকাশের দৃষ্টিসীমা পর্যন্তও পৌঁছায় আর এরপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করব আর আমি পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, যদি তুমি পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে আস এবং তারপর আমার সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করা অবস্থায় সাক্ষাৎ কর, তবে আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব।"[১৮৪]

এই মর্মস্পর্শী হাদীসটি থেকে বোঝা যায় যে তাওহীদ পাপমোচনের অন্যতম কারণ। তবে এই হাদীস যেন কাউকে পাপকাজ করতে উদ্বুদ্ধ না করে, কেননা অবিরাম পাপকাজ করতে থাকা একজন মানুষকে শিরকের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ ছোট ছোট পাপকাজে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে এরপর বড় পাপ করা তার জন্য সহজ হয়, আর বড় বড় পাপকাজে অভ্যস্থ হয়ে পড়ার পর শিরকে লিপ্ত হওয়া তার জন্য সহজ, আর মৃত্যুর আগে সে শিরক থেকে ফিরে এসে তওবা করতে পারবে, এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? আবার হতে পারে যে ক্রমাগত পাপকাজ করতে থাকার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাকে হেদায়েত প্রাপ্তি এবং তওবা করার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করবেন, যেমনটি আল্লাহ পাক করে থাকেন:

[১৮৪] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝٥

অতঃপর তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[১৮৫]

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١١٠

আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব।[১৮৬]

উপরন্তু ওপরের হাদীসের অর্থ এই নয় যে তাওহীদের ওপর মৃত্যুবরণ করলেই বিনা শাস্তিতে জান্নাত পাওয়া যাবে, বরং এই হাদীসে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তা কবরে কিংবা জাহান্নামে কিছু সময় শাস্তি ভোগের পরও হতে পারে।

৬.১৪ বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভের উপায়

বিনা শাস্তিতে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা তারই রয়েছে যে সকল প্রকার বড় ও ছোট শিরক, বিদাত এবং পাপকাজ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ পাকের ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে। তার দ্বারা কোন পাপকাজ হয়ে গেলেও সে দ্রুত তওবার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করে নেয়।

---

[১৮৫] সূরা আস সফ, ৬১ : ৫।
[১৮৬] সূরা আল আনআম, ৬ : ১১০।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭
তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

৭.১ পুনরালোচনা

তাওহীদের সংজ্ঞায় ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে তাওহীদ হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষত্বের ক্ষেত্রে তাঁকে এককভাবে বাছাই করা। তাঁকে এককভাবে বাছাই করার দুটি দিক রয়েছে: ১) জানার দিক ২) মানার দিক।

৭.২ তাওহীদের দুটি প্রকার

৭.২.১ জানা, বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাওহীদ

এর অর্থ আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলাকে তাঁর সত্তা, কর্ম, নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' হিসেবে জানা।

সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ পাক একক সত্তা: তাঁর অনুরূপ কোন সত্তা নেই, তাঁর কোন পুত্র নেই, তাঁর দ্বিতীয় কোন নমুনা নেই।

তেমনি সৃষ্টি, মালিকানা, পরিচালনা, রিযিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু সংঘটন, কল্যাণ ও অকল্যাণ সংঘটন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়, শরীকবিহীন, এগুলো আল্লাহ পাকের কর্ম এবং এ সকল কর্মে আল্লাহ পাকের কোন অংশীদার নেই কিংবা তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, এমনকি কেউ আগ বেড়ে তাঁর নিকট সুপারিশ পর্যন্ত করতে পারে না যে: আপনি এমনভাবে সৃষ্টি করুন অথবা

www.pathagar.com

আপনি অমুককে রিযিক দিন অথবা আপনি অমুককে ক্ষমা করুন। এক্ষেত্রে সৃষ্টি বড়জোর এতটুকু করতে পারে যে সে কোন বিষয়ের জন্য দুআ করতে পারে, আবার তার এই দুআ করাও আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ীই সম্ভব হয়েছে।

কর্মের পাশাপাশি আল্লাহ পাক তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক, তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই, সৃষ্টির মাঝে অনুরূপ নামের যে গুণাবলী পাওয়া যায়, সেগুলোর সাথে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর মিল রয়েছে শুধুমাত্র মূল অর্থের ক্ষেত্রে, এছাড়া উভয়ের গুণাবলীতে কোন সাদৃশ্য নেই, প্রকৃতির দিক থেকেও নয়, মাত্রার দিক থেকেও নয়।

যেমন আল্লাহ পাক জানেন, সৃষ্টিকেও তিনি জ্ঞান দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাকের জ্ঞান সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে আর সৃষ্টির জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আল্লাহ পাক যতটুকু চান সৃষ্টি কেবল ততটুকু জানতে পারে। তেমনি প্রকৃতি বা ধরনের দিক থেকেও স্রষ্টার জ্ঞান সৃষ্টির জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং স্রষ্টার জ্ঞানের ধরন বা প্রকৃতি কেমন তা তিনি সৃষ্টিকে জানান নি। তেমনি আল্লাহ পাকের অন্যান্য সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। মোটকথা জানা ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাওহীদ বলতে বোঝায় এ কথা জানা ও বিশ্বাস করা যে আল্লাহ পাক তাঁর সত্তা, তাঁর কর্ম, তাঁর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক, অদ্বিতীয়। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ, শরীক, সাহায্যকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে মুক্ত।

৭.২.২ মানার ক্ষেত্রে তথা ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে তাওহীদ

এর অর্থ এই যে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এককভাবে বাছাই করতে হবে। অর্থাৎ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে, এর সামান্যতম কোন অংশও অন্য কারও প্রাপ্য নয়। দৈহিক, মৌখিক, আন্তরিক - ইবাদতের এই

www.pathagar.com

সকল প্রকারের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, যবেহ, মানত, দুআ, যিকর, ভালবাসা, ভয়, তাওয়াক্কুল এই সবকিছু এক আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে হবে।

জানা ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাওহীদ একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করাতে পারে না যতক্ষণ না সে ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে আল্লাহ সুবাহানাহ ওয়া তাআলাকে ইবাদতের জন্য এককভাবে বাছাই করে এবং আর সকল মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।

৭.৩ তাওহীদকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ

তাওহীদকে শ্রেণীবিন্যস্ত করার জন্য প্রচলিত অপর একটি পদ্ধতি হল একে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা: ১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। ২) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। ৩) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

৭.৩.১ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদের অর্থ হল আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলাকে রব হিসেবে তাঁর সকল কর্মের ক্ষেত্রে একক বলে জানা ও বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টি, মালিকানা, পরিচালনা, রিযিক দেয়া, জীবন ও মৃত্যু দান করা, কল্যাণ ও অকল্যাণ সংঘটন, সম্মানিত করা ও লাঞ্ছিত করা এ সকল ক্ষেত্রে একক, অদ্বিতীয়, শরীকবিহীন, কোন সাহায্যকারীর সাহায্য গ্রহণ করা থেকে অমুখাপেক্ষী।

৭.৩.২ তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তিনি একক, এক্ষেত্রে তাঁর অনুরূপ কোন নমুনা নেই।

www.pathagar.com

৭.৩.৩ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ

অর্থাৎ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে এককভাবে বাছাই করতে হবে এবং সকল প্রকার দৈহিক, মৌখিক ও আন্তরিক ইবাদত এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে।

এই তিন প্রকার তাওহীদ একত্রিত হয়েছে আল্লাহ পাকের এই বাণীতে:

رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এই দুয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান কি?[১৮৭]

ইতিপূর্বে বর্ণিত দ্বৈত শ্রেণীবিভাগের সাথে তাওহীদের এই তিনটি শ্রেণী সাংঘর্ষিক নয়, বরং "জানা ও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাওহীদ"কে ভেঙেই পাওয়া গেল রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তথা আল্লাহ পাকের কর্মের ক্ষেত্রে তাওহীদ এবং আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে তথা আল্লাহ পাকের সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ। আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ-ই হল ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে তাওহীদ।

---

[১৮৭] সূরা মরিয়ম, ১৯ : ৬৫।

www.pathagar.com

৭.৪ তাওহীদুল হাকিমিয়্যা কি তাওহীদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী?

তাওহীদুল হাকিমিয়্যা বলতে বোঝায় হুকুমদানকারী হিসেবে আল্লাহ পাকের একত্বকে। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই বান্দাদের জন্য হুকুম বা বিধান দেয়ার অধিকারী, এক্ষেত্রে অন্য কোন সত্তা তাঁর সাথে শরীক নয়, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ পাকের পাশাপাশি মানুষের জন্য বিধানদাতা হতে পারে না, বরং মানুষের কাজ হল আল্লাহ পাকের দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্রে মীমাংসা, বিচার-ফয়সালা করা। প্রকৃত পক্ষে তাওহীদুল হাকিমিয়্যা ওপরে বর্ণিত তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাওহীদুর রুবুবিয়্যার অন্তর্গত, অপর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ এর অন্তর্গত। বিধান প্রণয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা তাওহীদুর রুবুবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত, কেননা যে আল্লাহর পাশাপাশি নিজেকে বিধানদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল, সে আল্লাহ পাকের রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নিজেকে শরীক করল, কেননা রব; তথা স্রষ্টা, মালিক এবং পরিচালনাকারী হওয়ার কারণে একমাত্র আল্লাহ পাকই মৌলিকভাবে বিধান প্রণয়নের অধিকার রাখেন, তাঁর পাশাপাশি সৃষ্টিজগতে আদেশ-নিষেধ করার মৌলিক অধিকার আর কারও নেই - এদিক থেকে চিন্তা করলে আল্লাহর বিধানের বাইরে বিধানদাতা যে সমস্ত সত্তা আছে, তারা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। অপর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাওহীদুল হাকিমিয়্যা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ - এর অংশ, কেননা যে বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট যায় কিংবা এক্ষেত্রে অন্য কোন সত্তার আনুগত্য করে, সে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিল, কেননা আনুগত্য ইবাদতের অন্তর্গত। **তবে কোন অবস্থায় এই আনুগত্য একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডীর বাইরে নিয়ে যাবে, সে সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে ষোড়শ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।**

www.pathagar.com

মোটকথা তাওহীদুল হাকিমিয়্যা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর অন্তর্গত একটি বিষয় এবং একে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে একে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। একে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হলেও বাস্তবে একে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করে কেউ কেউ এর অপব্যবহার করেছে। একে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করে তারা ঢালাওভাবে শাসক এবং তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে কাফির-মুশরিক হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। তাই বলা যায় যে তাওহীদুল হাকিমিয়্যা অনস্বীকার্য এবং তা ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে পৃথক শ্রেণীতে শ্রেণীবিভক্ত করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়া ঠিক নয়। এজন্য তাওহীদকে ২টি কিংবা ৩টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনার যে পদ্ধতি, যা যুগ যুগ ধরে আলেমগণ ব্যবহার করে এসেছেন, সেটাকে ব্যবহার করে তাওহীদ শিক্ষা করাই অধিকতর নিরাপদ।

৭.৫ শিরকের শ্রেণীবিভাগ

শিরক হল আল্লাহ পাকের বিশেষত্বের ক্ষেত্রে অন্য কোন সত্তাকে তাঁর 'সমান' বা সমকক্ষ করা। জাহান্নামে মুশরিক এবং তাদের মাবুদদের কথোপকথন উদ্ধৃত করে আল্লাহ পাক আল কুরআনে বলেন:

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾

"আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম।"[১৮৮]

[১৮৮] সূরা আশ শুআরা, ২৬ : ৯৭-৯৮।

www.pathagar.com

তাওহীদ যেমন মৌলিকভাবে দুভাগে বিভক্ত, তেমনি শিরককেও দুভাগে বিভক্ত করা যায়: ১) জানার ক্ষেত্রে শিরক ২) মানার ক্ষেত্রে শিরক।

তেমনি তাওহীদের ত্রিমাত্রিক শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি রেখে শিরককেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১) রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক। ২) আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক। ৩) ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক।

৭.৫.১ শিরকের কতিপয় উদাহরণ

ওপরে বর্ণিত তাওহীদের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা পড়লে শিরকের এই শ্রেণীবিভাগগুলো বোঝাও সহজ, তাই এখানে এই শ্রেণীগুলোর বিবরণ না দিয়ে কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

- কাউকে গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী মনে করা আল্লাহ পাকের সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক।

- পীর সাহেব আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন মনে করলে তা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক।

- কবরবাসীর কাছে কোন কিছু চাইলে তা উলুহিয়্যা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক।

৭.৫.২ বিধানের দিক থেকে শিরকের প্রকারভেদ

বিধানের দিক থেকে বিবেচনা করলে শিরককে দুভাগে ভাগ করা যায়: ১) শিরক আকবার বা বড় শিরক। ২) শিরক আসগর বা ছোট শিরক।

www.pathagar.com

৭.৫.২.১ শিরক আকবার বা বড় শিরক

এর অর্থ আল্লাহ পাকের সমকক্ষ দাঁড় করানো, যার কারণে একজন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। এর উদাহরণ হল: কবরবাসীর কাছে দুআ করা, আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে সেজদা করা, শরীয়তকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা, কোন ব্যক্তি গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। শিরক আকবার বা বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি অমুসলিম এবং সে বড় শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, কখনও জাহান্নাম থেকে বের হবে না। শিরক আকবার বা বড় শিরক বিশ্বাস, কথা বা কর্মের দ্বারা হতে পারে।

৭.৫.২.২ শিরক আসগর বা ছোট শিরক

এটা এমন কোন কিছু যাকে কুরআন বা সুন্নাহতে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাতের অন্যান্য দলীল থেকে বোঝা যায় যে এর সম্পাদনকারী ব্যক্তি অমুসলিম নয়, সে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নয়। এর অর্থ এই নয় যে এই অপরাধ 'ছোট' বরং ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী বড় শিরকের তুলনায় একে 'ছোট' বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা অনেক বড় অপরাধ। বরং আলেমগণ ছোট শিরককে কবীরা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং কারও কারও মতে ছোট শিরক থেকে তওবা না করলে ছোট শিরকের অপরাধও আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ ছোট শিরক সম্পাদনকারী তার এই কাজ থেকে তওবা ছাড়াই যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তাকে এই কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতেই হবে, যদিও সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। অপরপক্ষে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আবার কারও মতে ছোট শিরকও কবীরা গুনাহের মতই, আল্লাহ পাক চাইলে তা ক্ষমা করতে পারেন। ছোট শিরকের উদাহরণ হল রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য কোন

www.pathagar.com

ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা, কোন বিশেষ সময়কে অশুভ মনে করা ইত্যাদি।

৭.৫.৩ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হওয়ার ভিত্তিতে শিরক

প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হওয়ার ভিত্তিতে শিরককে দুভাগে বিভক্ত করা যায়:

১) শিরক যাহির বা প্রকাশ্য শিরক: যেমন মূর্তিপূজা করা।

২) শিরক খফী বা অপ্রকাশ্য শিরক: যেমন রিয়া।

৭.৫.৪ শিরকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত কতিপয় উদাহরণ

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বড় শিরক: যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বিশ্বজগতে সৃষ্টি করে, নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা রিযিক দিতে পারে বলে মনে করা। আল্লাহ পাক ছাড়া আর কাউকে নিঃশর্ত, স্বাধীন আনুগত্যের প্রাপক স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করা, কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

কথার দ্বারা বড় শিরক: আল্লাহ ছাড়া আরও কাউকে ডেকে সাহায্য চাওয়া, যেমন নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা বড়পীর গাউসুল আযমকে ডেকে সাহায্য চাওয়া।

কাজের দ্বারা সংঘটিত বড় শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য যবেহ করা, সেজদা করা ইত্যাদি।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছোট শিরক: কোন কিছুকে অশুভ মনে করা, যেমন প্যাঁচাকে অশুভ কিছুর লক্ষণ মনে করা।

www.pathagar.com

কথার দ্বারা ছোট শিরক: কোন সৃষ্টির শপথ করা।

কাজের দ্বারা সংঘটিত ছোট শিরক: তাবিজ পরিধান করা।

প্রকাশ্য বড় শিরক: মাজারের উদ্দেশ্যে সেজদা করা।

প্রকাশ্য ছোট শিরক: তাবিজ ব্যবহার করা, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে তা বড় শিরক হতে পারে।

অপ্রকাশ্য বড় শিরক: সকল ইবাদত লোক দেখানোর জন্য করা, যেমন মুনাফিকের আমল। সে বাহ্যত মুসলিম কিন্তু অন্তরে সে ইসলামের শত্রু।

অপ্রকাশ্য ছোট শিরক: অল্প পরিমাণ রিয়া, অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ আমলে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্য মিশ্রিত হওয়া।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮
দুআর ক্ষেত্রে তাওহীদ

৮.১ পুনরালোচনা

আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে তাওহীদের অর্থ হল আল্লাহ তাআলাকে সকল ইবাদতের জন্য এককভাবে বাছাই করা এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য সকল মিথ্যা ইলাহ বা মাবুদকে অস্বীকার করা।

আমরা আরও জানতে পেরেছি যে তাওহীদের বিপরীত হল শিরক, অর্থাৎ ইবাদতের যত প্রকার ও প্রকরণ হতে পারে, তার মধ্যে কোন একটির কিছুমাত্র যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদের জন্য নিবেদন করা হয়, তবে তা হবে শিরক এবং এর সম্পাদনকারী মুশরিক।

তাওহীদ এবং শিরকের সংজ্ঞা জানার পর আমাদের লক্ষ্য হবে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে কিভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা জানা, এবং সেই সাথে জানা যে কিভাবে বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক সংঘটিত হতে পারে। শিরকের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে তবেই একজন ব্যক্তির পক্ষে শিরক থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব, যে শিরক সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن
يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর চেয়ে ছোট কোন পাপ যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।[১৮৯]

৮.২ দুআ ইবাদত

ইবাদতের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল দুআ। দুআ সম্পর্কে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }

নুমান বিন বশীর(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "দুআই হল ইবাদত" এরপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া -সাল্লাম) পাঠ করলেন: "তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তোমাদের [ডাকে] সাড়া দেব।"[১৯০]

এই হাদীসের বাচনভঙ্গী এমন যার বাহ্যিক অর্থ হল: একমাত্র দুআই ইবাদত, অর্থাৎ যেন গোটা ইবাদত দুআর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এ ধরনের বাচনভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে **দুআ ইবাদতের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকার।**

৮.৩ দুআর প্রকারভেদ

এই দুআ দুই প্রকার:
১) ইবাদতের দুআ এবং ২) চাওয়ার দুআ।

---

[১৮৯] সূরা আন নিসা, ৪ : ৪৮।
[১৯০] আহমদ, আবু দাউদ এবং অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

১) ইবাদতের দুআ দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ইবাদত। সকল প্রকার ইবাদতকেই দুআ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, কারণ যে আল্লাহর ইবাদত করে, সে এর দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমত, করুণা, ক্ষমা, পুরস্কার, শাস্তি থেকে রেহাই - এসবের আশা করে, আর তাই সে মুখে না চাইলেও ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর কাছে যেন প্রার্থনাই করছে। এজন্য সালাত, সাওম প্রভৃতি ইবাদতকেও দুআ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

২) চাওয়ার দুআ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর কাছে মৌখিকভাবে যা চাওয়া হয়।

এই দুই প্রকারে বিভক্ত করলে দেখা যাচ্ছে যে সকল প্রকার ইবাদতই দুআর অন্তর্ভুক্ত।

তবে এই অধ্যায়ে আমরা দুআ বলতে বুঝব চাওয়ার দুআকে, যা মৌখিকভাবে করা হয়।

যাহোক, দুআ হল ইবাদতের অন্যতম একটি প্রকার। দুআ যে ইবাদতের অন্তর্গত তার প্রমাণ হিসেবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরোক্ত হাদীসে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন, তা হল:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

আর তোমাদের রব বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের [ডাকে] সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১১১]

[১১১] সূরা গাফির, ৪০ : ৬০।

www.pathagar.com

এখানে আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নিকট দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা এই নির্দেশ অমান্য করে, তাদের বিবরণ দিয়েছেন এই বলে যে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের **'ইবাদত'** থেকে বিমুখ হয়েছে, সুতরাং আয়াতের শেষাংশে ইবাদত দ্বারা দুআকে বোঝানো হচ্ছে, এর দ্বারা বোঝা গেল যে দুআ প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার ইবাদত।

এই দুআকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। যেমন সাহায্য প্রার্থনা করা একপ্রকার দুআ, একে বলা হয় 'ইসতিআনা' (اسْـــتِعَانَة)। কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করাও একপ্রকার দুআ যাকে বলা হয় 'ইসতিআযা'(اسْـــتِعَاذَة)। এবং কঠিন বিপদের মুহূর্তে পরিত্রাণের প্রার্থনাও এক প্রকার দুআ যাকে বলা হয় 'ইসতিগাসা'(اسْتِغَاثَة)।

৮.৪ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে

এই সকল প্রকার ও প্রকরণ সহ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে, যদি এর কোন অংশ বা প্রকার আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা হবে শিরক আকবার বা বড় শিরক, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়, যে এই কাজ করে সে অমুসলিম, মুশরিক। আল কুরআনের বহু আয়াতে এবং হাদীসের দ্বারা দুআকে একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৮.৪.১ দু'আ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ১

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

আর আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুকে ডাকবেন না [হে নবী], কেননা তা আপনার কোন উপকার করতে পারে না এবং আপনার কোন ক্ষতিও করতে পারে না। যদি আপনি তা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর আল্লাহ যদি আপনার ওপর কোন ক্ষতি আপতিত করতে চান, তবে তিনি ছাড়া তা তুলে নেয়ার কেউ নেই। আর তিনি যদি আপনার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিহতকারী কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা [ক্ষতি কিংবা অনুগ্রহ] দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[১৯২]

এই আয়াতগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে:

১) এখানে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে মানুষের ওপর বিপদ-আপদ, ক্ষতি, মুসিবত কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিয়ামত ইত্যাদি যা কিছু আপতিত হয় তা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে, যেমনিভাবে আল্লাহই এগুলো দান করেন, তেমনি এর কোন অংশকে তুলে নেয়া বা অবিরত থাকতে দেয়াও সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, আর তাই বিপদ দূর করার জন্য কিংবা কোন কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং বোকামি, কেননা তারা কেউই

---

[১৯২] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৬-১০৭।

www.pathagar.com

লাভক্ষতির মালিক নয়, কারও ওপর কোন বিপদ আসলে তারা যেমন তা অপসারণ করতে সক্ষম নয়, তেমনি কারও ওপর আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করতে চাইলে তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে একে প্রতিহত করবে। আর এ কথা বিশ্বাস করা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাওহীদের অন্ত র্গত।

২) এই আয়াতে সরাসরি নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা এবং রাসূলদের মাঝে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী, যাঁর ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না যে তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকবেন, কিন্তু তারপরেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে তাঁর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ডাকার বিষয়টি ঘটতে পারে, তবে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিচ্ছেন: **"যদি আপনি তা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"** যদি স্বয়ং নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হয়, তবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য।

৩) এই আয়াতগুলোতে খুব সুন্দরভাবে আরও একটি বিষয় ফুটে উঠেছে, তা হল: **কল্যাণ ও অকল্যাণ বয়ে আনা কিংবা দূর করার ক্ষেত্রে স্বয়ং নবী মুহাম্মাদেরও(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ক্ষমতা নেই,** বরং তা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, আর তাই এই আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে যদি স্বয়ং নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর কোন ক্ষতি আপতিত হয়, তবে তিনি নিজের ওপর থেকে ক্ষতি অপসারণ করতেও অক্ষম, সেক্ষেত্রে কিভাবে তিনি অন্যের ওপর থেকে বিপদ দূর করবেন? তাই যারা বিপদে-আপদে নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাকে, তারা কতই না পথভ্রষ্ট! নিজের জীবদ্দশায় যিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ওপর থেকে ক্ষতি অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন না, মৃত্যুর পরে তিনি কিভাবে উম্মাতের কোন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেবেন?

www.pathagar.com

৮.৪.২ দু'আ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ২

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ
عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

বল, "তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে [উপাস্য] মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দুর করার কিংবা [কোন কিছু] পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।" তারা যাদেরকে ডাকে, তাঁরা নিজেরাই তো তাঁদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান করে যে, তাঁদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর। আর তাঁরা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর।[১৯৩]

এই আয়াতগুলো থেকে শিক্ষণীয়:

১) এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ধমক দিচেছন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ বানিয়েছে এবং বলছেন যে তোমরা তাদেরকে ডাক, দেখ তারা তোমাদের কোন উপকারে আসে কিনা। এটি মিথ্যা মাবুদগুলোকে ডাকার অনুমতি নয় বরং তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার বাচনভঙ্গী, এ কথা বোঝানোর জন্য যে আল্লাহর পাশাপাশি মুশরিকরা যাদেরকে ডাকে তারা কতটাই অক্ষম।

---

[১৯৩] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৫৬-৫৭।

www.pathagar.com

২) আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ডাকা হয়, তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে তারা কারও দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে কিংবা অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাবে, সে যে-ই হোক না কেন, হোক কোন নবী কিংবা কোন ওলী কিংবা কোন ফেরেশতা, তার মর্যাদা যতই উর্দ্ধে হোক।

৩) আল্লাহ ছাড়া মানুষ যে সমস্ত নবী, সৎকর্মশীল ওলী কিংবা ফেরেশতাকে ডাকে, তাঁরা কতটাই অক্ষম এ কথা স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যে: **"তারা যাদেরকে ডাকে, তাঁরা নিজেরাই তো তাঁদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান করে।"** অর্থাৎ মানুষ তাদেরকে ডাকে এ কথা মনে করে যে তারা আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে নৈকট্যের মাধ্যম বা ওসীলা, কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভুল, কেননা যেসমস্ত নবী, ওলীদেরকে ডাকা হয়, তাঁরা নিজেরই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা খুঁজতে থাকে। প্রশ্ন হল, তাহলে কি এই ওসীলা? **এই ওসীলা হল সৎকর্ম।** মানুষের সৎকর্ম মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কিংবা আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য কিংবা আল্লাহর ইবাদত করার জন্য কোন ওসীলা বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, বরং যে ওসীলার উল্লেখ আল কুরআনে এসেছে, তা হল মানুষের সৎকর্ম। **যদি নবী-রাসুল, ওলী-আউলিয়া, পীর-দরবেশ, ফেরেশতা এরা ওসীলা হতেন, তবে তারা নিজেরাও ওসীলা তালাশ করতেন না।** তাই নবী হোক, ওলী হোক, সাধারণ মুসলিম হোক, প্রত্যেকেই যে ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়, তা হল সৎকর্ম।

www.pathagar.com

৮.৪.৩ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৩

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۖ ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

বলুন [হে নবী], "তোমরা আমাকে বল তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে উদাসীন। আর যখন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন এ উপাস্যগুলো তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।[১৯৪]

এই আয়াতগুলোতে লক্ষণীয়:

১) আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মানুষ ডাকে, আসমান কিংবা যমীনের সৃষ্টির কোন অংশে তাদের কোনই অংশীদারিত্ব নেই, সুতরাং কিভাবে তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া যেতে পারে, যা তারা সৃষ্টিও করেনি, যার তারা মালিকও নয়?

[১৯৪] সূরা আল আহকাফ, ৪৬ : ৪-৬।

www.pathagar.com

২) এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মুশরিকরা ডাকে, তারা কখনোই তাদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়, বরং তারা তো তাদের ডাক শুনতেই পাচ্ছে না, তারা তো তাদের দুআ সম্পর্কে উদাসীন। যারা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করে, অথবা দূরের কোন স্থানে অবস্থিত কোন পীর-ওলীকে ডেকে সাহায্য চায়, অথবা যারা কোন পাথরের মূর্তির কাছে প্রার্থনা করে, তাদের এই দুআ এবং ডাকাডাকি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ - এই আয়াতগুলোতে সেটা তুলে ধরা হয়েছে।

৩) কিয়ামতের দিন এই মাবুদরা তাদের ইবাদতকারীদের শত্রুতে পরিণত হবে, তাদের ইবাদতের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে, এর ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তাদেরকে লানত দেবে।

৮.৪.৩.১ একটি সংশয় ও জবাব: যদি বলা হয় যে যারা কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির কাছে অথবা মাজারে অথবা পীর-ওলী-দরবেশের কাছে চায়, তাদের মনোবাঞ্ছা তো পূরণ হতে দেখা যায়?

এর জবাব হল: এটা মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা, এজন্য মুশরিকরা যখন তাদের মিথ্যা মাবুদের কাছে কিছু চায়, আল্লাহ পাক অনেক সময় তাদের চাওয়াকে পূরণ করে দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন যে তারা সত্যিই এ সমস্ত মিথ্যা মাবুদকে কোন ক্ষমতার অধিকারী মনে করে কিনা। কবর, মাজার, পীর-ওলীদের কাছে প্রার্থনাকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেক সময় তাকে আরও পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেন। কেননা শিরক করার পর সে যখন তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে দেখে, তখন সে ভেবে বসে যে সে সত্যের ওপর আছে, সে সঠিক কাজ করছে, ফলে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসা তার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে, এটা তার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকার শাস্তি। কেননা যে সত্যকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য পথভ্রষ্টতাকে বেছে নেয়, আল্লাহ পাক তাকে সাময়িকভাবে পৃথিবীতে বাহ্যিক সাফল্য দান করেন যেন সে ভাবতে থাকে যে সে

www.pathagar.com

সঠিক পথে আছে, ফলে সে তার পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করে না, আর যখন সে তার ভ্রান্তিতে সম্পূর্ণ ডুবন্ত অবস্থায় থাকে, তখন আল্লাহ পাক হঠাৎ তাকে পাকড়াও করেন এবং সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার শাস্তি শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তাকে যে ছাড় দিলেন বা অবকাশ দিলেন, অথবা আল্লাহ পাক তাকে যে দুনিয়াবী অনুগ্রহ দান করলেন অথবা তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন, সেটা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই, তা তাদের নিজেদের জন্য উত্তম। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তাদের পাপ বাড়তে থাকে। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব।[১১৫]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}

নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে ছাড় দেন, শেষ পর্যন্ত যখন তাকে পাকড়াও করেন, [তার শাস্তি পূর্ণ না করা পর্যন্ত] তাকে ছাড়েন না। এরপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন: "আর এরূপই হয় তোমার রবের পাকড়াও যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর।"[১১৬]

---

[১১৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৮।
[১১৬] বুখারী(৪৬৮৬), মুসলিম(২৫৮৩)।

www.pathagar.com

৮.৪.৪ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৪

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর: কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ।" বল: "তোমরা কি ভেবে দেখেছ – আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহম করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে?" বল: "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করে।[১৯৭]

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মত এই আয়াতেও এ কথাই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ডাকে, যাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে তাদের কোন ক্ষমতাই নেই, আল্লাহ পাক কারও ক্ষতি করতে চাইলে তারা সেই ক্ষতিকে প্রতিহত করতে সক্ষম নয়, আল্লাহ পাক কাউকে রহম করতে চাইলে এ সমস্ত মিথ্যা মাবুদ সেই রহমতকে বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম নয়, সুতরাং মানুষের উচিৎ এক আল্লাহকেই ডাকা এবং একমাত্র তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করা।

[১৯৭] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৩৮।

www.pathagar.com

৮.৪.৫ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৫

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তাঁর পরবর্তীতে তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।[১১৮]

যেহেতু আল্লাহ পাক কারও রহমত চাইলে কেউ তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না আর তিনি কাউকে রহম করা থেকে বিরত থাকলে কেউ তার জন্য রহমতের ব্যবস্থা করতে পারে না, অতএব এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে রহমতের প্রার্থনা করা অর্থহীন।

৮.৪.৬ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৬

وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾

---

[১১৮] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২।

www.pathagar.com

আর [স্মরণ কর] ইব্রাহীমকে, যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে [মিথ্যা] মাবুদ[১৯৯] গুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা কর তারা তোমাদের জন্য রিযিক এর মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আর তোমরা যদি মিথ্যারোপ কর, তবে তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি মিথ্যারোপ করেছিল। আর রাসূলের উপর দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো।[২০০]

৮.৪.৭ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৭

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ
ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

[তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক কর, তাদের ইবাদত উত্তম?] নাকি তাঁর, যিনি নিরুপায়কে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে [যে তোমাদের ওপর এ সমস্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করেন]? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।[২০১]

---

১৯৯ আরবী ওয়াসান(وَثَن) শব্দের অনুবাদ অনেক সময় মূর্তি করা হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকতর উত্তম অনুবাদ হল 'মাবুদ', কেননা যেকোন উপাস্যকেই আরবীতে ওয়াসান বলা হয়, তা মূর্তি না হয়ে হতে পারে ব্যক্তি, কবর, গাছ, পাথর ইত্যাদি যেকোন কিছু।

২০০ সূরা আল আনকাবুত, ২৯ : ১৬-১৮।

২০১ সূরা আন নমল, ২৭ : ৬২।

www.pathagar.com

এই আয়াতে আল্লাহ পাক পূর্বযুগীয় মুশরিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তা হল এই যে তারা একান্ত নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় এবং কঠিন বিপদের মুখে এক আল্লাহকেই ডাকত এবং এ অবস্থায় তাঁর সাথে আর কাউকে ডাকত না, অর্থাৎ এ অবস্থায় তারা একত্ববাদী হয়ে এক আল্লাহকেই ডাকত এবং অন্যান্য মিথ্যা মাবুদের প্রতি তাদের আস্থা উবে যেত, যেমনটি আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন:

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

আর যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা [তোমাদের মন থেকে] হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ।[২০২]

এরপর যখন আল্লাহ পাক তাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বিপদ দূর করতেন, তারা তাদের শিরকের দিকে ফিরে যেত, অর্থাৎ নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় তারা পুনরায় আল্লাহর পাশাপাশি মিথ্যা মাবুদগুলোর ইবাদত শুরু করে দিত। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে তাদের এই অকৃতজ্ঞ ও দ্বিমুখী আচরণের নিন্দা করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে কঠিন বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহই উদ্ধার করেন, একমাত্র আল্লাহ পাকই অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, নিরুপায়কে সাহায্য করেন, তার বিপদ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দান করেন, অতএব কঠিন বিপদের মুখে যেমন এক আল্লাহর কাছেই সাহায্য, আশ্রয় ও বিপদ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করতে হবে, তেমনি

---

[২০২] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৬৭।

www.pathagar.com

স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থাতেও এক আল্লাহকেই ডাকা, এক আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দুআ করা মানুষের কর্তব্য। তাই দুআ করা, সাহায্য প্রার্থনা, কঠিন বিপদের পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধারের প্রার্থনা হতে হবে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

লক্ষণীয় যে পূর্বযুগীয় মুশরিকরা অন্তত কঠিন বিপদের মুখে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোকে ভুলে গিয়ে এক আল্লাহকেই ডাকত, এক আল্লাহকে ডেকে বিপদ থেকে মুক্তির দুআ করত। কিন্তু বর্তমান যুগে অনেকেই কঠিন বিপদের মুখে পড়ে আরও শক্তভাবে শিরককে আঁকড়ে ধরে, ফলে দেখা যায় কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে সে সকলকে বাদ দিয়ে বড়পীরকে ডাকে কিংবা অমুক পীরকে কিংবা দরবেশ কিংবা ওলীকে ডাকতে থাকে, এবং তাদের এই শিরকের মধ্যে আরও শক্ত হয়ে গেড়ে বসে, অথচ পূর্বের মুশরিকরা অন্তত পক্ষে এই সঙ্গীন অবস্থায় এক আল্লাহকেই ডাকত।

সুতরাং একমাত্র আল্লাহর কাছেই দুআ করতে হবে, আর কারও কাছে নয়, একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে, আর কারও কাছে নয়, একমাত্র আল্লাহর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে, আর কারও নিকট নয়, একমাত্র আল্লাহর কাছেই বিপদে মুক্তির ফরিয়াদ জানাতে হবে, আর কারও কাছে নয়। আল্লাহ পাক মানুষকে দুআ শিখিয়েছেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

একমাত্র আপনারই আমরা ইবাদত করি আর একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই।[২০৩]

আল্লাহ পাক বলেন:

---

২০৩ সূরা আল ফাতিহা, ১ : ৪।

www.pathagar.com

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।[২০৪]

৮.৪.৮ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: আয়াত - ৮

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

বলুন [হে নবী], "নিশ্চয় আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না।" বলুন [হে নবী], "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য না কোন অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোন কল্যাণ করার।" বলুন [হে নবী], "নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।"[২০৫]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতেও পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য আয়াতের মত স্বয়ং নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে উম্মাতকে নির্দেশ দেয়ার বিষয়টি উপস্থিত। এ ধরনের বাচনভঙ্গীর মাঝে বেশকিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যেমন:

---

[২০৪] সূরা আল জিন্ন, ৭২ : ১৮।
[২০৫] সূরা আল জিন্ন, ৭২ : ২০-২২।

www.pathagar.com

১) স্বয়ং নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেয়া থেকে এই উপলব্ধি আসে যে যদি উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, তবে বাকীদের জন্য এই নির্দেশ কতটাই না প্রযোজ্য।

২) যদি স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের লক্ষ্য হয়ে থাকেন এবং শরীয়ত মানতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তবে তাঁর পরে আর কে দাবী করতে পারে যে সে শরীয়তের উর্দ্ধে? এ থেকে ঐসব ভণ্ড লোকদের ভণ্ডামি স্পষ্ট বোঝা যায়, যারা বলতে চায় যে অমুক পীরসাহেবের নামায না পড়লেও চলে, ইবাদত না করলেও চলে, কেননা তিনি একজন কামেল মানুষ ইত্যাদি।

৩) **স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ দিয়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেয়াচ্ছেন যে: তিনি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম**, আল্লাহ পাকের ইচ্ছার নিকট তিনি সম্পূর্ণ অসহায়, আল্লাহ পাকের শাস্তি প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। এর দ্বারা খুব স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একচ্ছত্র রাজত্বে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন অংশ নেই, এদিক থেকে তিনি আল্লাহর একজন বান্দা, দাস। সুতরাং যারা নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডেকে কোন কল্যাণ চায়, অথবা অকল্যাণ বা বিপদে মুক্তি প্রার্থনা করে, তারা কত বড় পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত। স্বয়ং নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাক এই ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকা যাবে না, আর কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না, কল্যাণ চাওয়া কিংবা অকল্যাণ থেকে মুক্তি চাওয়া যাবে না, নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছেও নয়, আর বাকী যারা আছে, যাদের মর্যাদা তাঁর অনেক নীচে, তাদের কাছে তো কোন কিছু চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

www.pathagar.com

এজন্য মানুষ সরাসরি এবং একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করবে, এটাই তাওহীদের দাবী, আর আল্লাহ পাক নিকটেই, এবং তিনি মানুষের ডাকে সাড়া দেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, [বল:] আমি তো কাছেই। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।[২০৬]

৮.৪.৯ দুআ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে: হাদীসের দলীল

একমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়ার বিষয়টি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও স্পষ্ট করেছেন হাদীসের মাধ্যমে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، " إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ "

---

[২০৬] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৬।

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে ছিলাম, এ অবস্থায় তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হে তরুন, আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দেব: আল্লাহ পাকের হেফাযত কর, তিনি তোমার হেফাযত করবেন, আল্লাহ পাকের হেফাযত কর, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহর নিকটেই কর। আর জেনে রাখ, সমগ্র মানুষ কোন কিছুর দ্বারা তোমার উপকার করার ব্যাপারে একত্র হলেও আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছুর দ্বারা তোমার কল্যাণ তারা করতে পারবে না, আর যদি তারা কোন কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি করতে একতাবদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি তারা করতে পারবে না, কলমসমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গেছে"[২০৭]

মানবজাতির মহান শিক্ষক শিখিয়ে দিচ্ছেন: **"চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাও, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহর নিকটেই কর।"**

তিনি একথা বলেননি যে আমার কাছে চাও। তিনি বলেননি যে আমার মাধ্যমে চাও। তিনি বলেননি যে আমার ওসীলা দিয়ে চাও। তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন: "কেবল আল্লাহর কাছেই চাও।" নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন: "চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাও, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে কেবল আল্লাহর নিকটেই কর।"

[২০৭] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

৮.৫ মানুষের কাছে সাহায্য, আশ্রয় কিংবা বিপদমুক্তির জন্য আবেদন করা বা সহযোগিতা চাওয়া কি নিষিদ্ধ?

জীবিত, উপস্থিত এবং সক্ষম ব্যক্তির কাছে সাহায্য, আশ্রয় কিংবা বিপদে সহায়তা চাওয়া বৈধ। উপরের আলোচনায় আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট দুআ, সাহায্য, আশ্রয় কিংবা বিপদে মুক্তি প্রার্থনা করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচনা হল, তা প্রযোজ্য হবে কোন **মৃত** কিংবা **দূরবর্তী** কিংবা **অক্ষম** কোন ব্যক্তির কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে।

উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি কোন কবরবাসীর কাছে দুআ করে বা সাহায্য চায়, তবে সেটা শিরক আকবার বা বড় শিরক। সে এজন্যই এই মৃতের কাছে সাহায্য চেয়েছে যে সে বিশ্বাস করে যে এই মৃত ব্যক্তি কবরে শুয়েও তার ডাক শুনতে পারছে এবং সে জগতের ঘটনাবলীর কলকাঠি নাড়তে সক্ষম, অর্থাৎ মহাবিশ্বের বা এর কোন অংশের পরিচালনায় সে এই মৃতকে আল্লাহর সাথে 'অংশীদার' মনে করে, আর এজন্য তার এই কাজটি শিরক আকবার বা বড় শিরক হিসেবে বিবেচিত হবে যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়, মুশরিকে পরিণত করে। সেই সাথে সে একটি ইবাদত - সাহায্য প্রার্থনাকে - এই মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার কারণে ইবাদতের ক্ষেত্রেও শিরকে লিপ্ত হল।

দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক কেউ যদি বাংলাদেশে বসে দূরবর্তী কোন ব্যক্তির নিকট সাহায্য চায়, যেমন সে ধরা যাক ভারতে অবস্থিত কোন পীর বা ওলীকে ডেকে বলল: "হে অমুক! আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।" অথচ সে বাংলাদেশে আর যাকে সে ডাকল সে ভারতে রয়েছে, এ অবস্থায় তার এই সাহায্য প্রার্থনা হবে শিরক আকবার বা বড় শিরক, কেননা সে এই দূরের ব্যক্তিকে ডেকেছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে এই ব্যক্তি এত দূরে থেকেও তার ডাক শুনতে সক্ষম এবং দূরে বসেই সে তাকে সাহায্য করতে বা উদ্ধার করতেও সক্ষম। এক্ষেত্রেও পূর্বের উদাহরণের মতই সে এই ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার বানালো, আর তাই তার এ কাজটিও শিরক। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন জীবিত ব্যক্তিকে ডাকার কারণেও শিরক সংঘটিত হতে পারে।

তৃতীয় উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কেউ তার সামনে উপস্থিত ও জীবিত কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল: "হে অমুক! আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" এটাও শিরক আকবার বা বড় শিরক, কেননা একমাত্র আল্লাহ পাকই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে সক্ষম, আর তাই এই ব্যক্তির কাছে বৃষ্টি বর্ষণের অনুরোধ করার মাধ্যমে অনুরোধকারী এই ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলল, আর এটাও শিরক আকবার বা বড় শিরক যা একজন মানুষকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়, এ কাজ করলে একজন ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হয়।

৮.৬ মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার শর্ত ও বিধান

একজন মানুষ মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে পারে কেবল এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে:

১) যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, তাকে জীবিত হতে হবে।
২) তাকে উপস্থিত থাকতে হবে।[২০৮]
৩) যে বিষয়ে তার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তা মানুষের সাধ্যের মধ্যে থাকতে হবে।

এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে সাহায্য বা আশ্রয় চাওয়া কিংবা বিপদে মুক্তি চাওয়া শিরক হবে না। তবে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে তা হতে হবে ভাল কিংবা বৈধ কাজে। নিষিদ্ধ বা অন্যায় কাজে সাহায্য চাওয়াও নিষিদ্ধ, সাহায্য করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ পাক বলেন:

---

[২০৮] টেলিফোনের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বাধা নেই, কেননা এক্ষেত্রে যার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে, সে সামনে উপস্থিত থাকার মতই, এবং এক্ষেত্রে তার কোন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয় না।

www.pathagar.com

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালংঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।[২০৯]

যাহোক মানবসমাজে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা, আশ্রয় চাওয়া, বিপদে সহযোগিতা চাওয়া এগুলো শিরক নয়, এবং বৈধ ও ভাল কাজের ক্ষেত্রে তা বৈধ, অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে হলে তা নিষিদ্ধ, আর এক্ষেত্রে মাপকাঠি এই যে যার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তাকে জীবিত, উপস্থিত হতে হবে এবং যে বিষয়ে সাহায্য চাওয়া হবে, তা এমন হতে হবে যা মানবীয় ক্ষমতার আওতাধীন, এমন বিষয়ে সাহায্য চাওয়া যাবে না যা সংঘটনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাক রাখেন।

৮.৭ দুআর ক্ষেত্রে শিরকের কিছু নমুনা

১) কবরবাসীর কাছে দুআ করা কিংবা মাজারে শায়িত ব্যক্তির নিকট চাওয়া বাংলাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বহুল প্রচলিত এক প্রকার শিরক। এই শিরকী কাজ করার জন্য মানুষ বহু টাকা খরচ করে দূরদূরান্তে মাজারে ভ্রমণ করে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়। তেমনি হাজ্জে অনেকের মূল লক্ষ্য থাকে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে গিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করা। অনেকে আরাফাতের ময়দানে - যা কিনা হাজীদের জন্য একান্তভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাওয়ার এক বিরল সুযোগ - সেখানেও কোন পীর বা দরবেশ বা

[২০৯] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ২।

www.pathagar.com

ওলীকে ডাকতে থাকে। এছাড়াও মানুষ শাহজালাল, শাহপরান, বায়েজীদ বোস্তামী, খাজা মুইনুদ্দীন চিশতী, আলী(রা.) সহ সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নামে গড়ে ওঠা অসংখ্য মাজারে গিয়ে ধরনা দেয়। এদেরকে ডেকে তারা কোন উপকার তো পায়ই না, বরং একদিকে তাদের কষ্টার্জিত টাকাপয়সা ঢেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরদিকে তাদের ঈমান খুইয়ে আখিরাতেও সর্বস্বান্ত হয়।

২) কোন মৃত ব্যক্তিকে ডেকে সাহায্য চাওয়া। যেমন এ কথা বলা: "আমাকে সাহায্য করুন হে আল্লাহর রাসূল" অথবা এ কথা বলা: "আমাকে রক্ষা কর হে বড়পীর", "আমাকে বাঁচাও হে গাউসুল আযম।"

৩) শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আলী(রা.), হাসান(রা.), হোসাইনকে(রা.) ডেকে প্রার্থনা করে থাকে। আলীকে(রা.) ডাকার ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত একটি দুআ হল 'ইয়ালি' যা অসতর্কভাবে অনেক সুন্নী মুসলিমরাও বলে থাকে।

৪) বিপদে আপদে কোন জীবিত পীর কিংবা ওলীকে ডেকে সাহায্য চাওয়া: "রক্ষা কর হে অমুক পীর।"

৫) খাজা বাবার কাছে চাওয়া।

৬) ঝড়তুফানের সময় বদর পীরকে ডাকা, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এর প্রচলন রয়েছে।

৭) জনৈক কবির কবিতার একটি পংক্তিতে রোগ নিরাময়ের আশায় রুগ্ন শিশুর মায়ের একটি শিরকপূর্ণ প্রার্থনা এভাবে ফুটে উঠেছে-

"ভাল কর আল্লাহ-রাসূল ভাল কর পীর।"

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯
তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক, তাবাররুক

৯.১ ভূমিকা

তাবিজ-কবচ বলতে এখানে উদ্দেশ্য হল কল্যাণের আশায় কিংবা কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কিংবা রোগমুক্তির জন্য, অথবা বদনজর থেকে বাঁচার জন্য - ইত্যাদি কারণে যা কিছু ঝুলানো, লটকানো বা পরিধান করা হয়। একে আরবীতে **'তামীমাহ'**(تَمِيْمَــةٌ) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।

আর ঝাড়ফুঁক দ্বারা উদ্দেশ্য হল কোন মন্ত্র, কথা বা দুআ যা কল্যাণের আশায় কিংবা কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিংবা রোগমুক্তির জন্য পাঠ করা হয় এবং পাঠ করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দেয়া হয়। একে আরবীতে **'রুকইয়া'**(رُقْيَةٌ) বলা হয়।

'তাবাররুক'(تَبَــرُّكٌ) অর্থ বরকত তালাশ করা, অর্থাৎ কোন কিছুর মাঝে কল্যাণ তালাশ করা।

তাবিজ-কবচ, ঝাড়ফুঁক এবং তাবাররুক সমাজে শিরকের অন্যতম উপকরণ।

www.pathagar.com

৯.২ তাবিজ-কবচ

প্রথমে আসা যাক তাবিজ-কবচের আলোচনায়। তাবিজ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে যেমন হাতে, বাহুতে, গলায়, কোমরে তাবিজ দেখতে পাওয়া যায়, তথাকথিত 'ধার্মিক' লোকেরা, যেমন হুজুর, মৌলবী, ইমাম সাহেবরা এগুলো মানুষকে দিয়ে থাকেন অর্থের বিনিময়ে। আবার কখনও মানুষ কোন সুতা, বালা, ব্রেসলেট কিংবা চুড়ি ইত্যাদি পরিধান করে কল্যাণের আশায় কিংবা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আবার কেউ কেউ যানবাহনে, ঘরবাড়িতে, দোকানে এ সমস্ত তাবিজ ঝুলিয়ে থাকে, আবার কেউ কেউ জুতা-স্যান্ডেল জাতীয় অদ্ভুত জিনিসও ঝুলিয়ে থাকে।

মোটকথা মানুষ কল্যাণ লাভের আশায় এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কিংবা রোগ ও দুর্বলতা থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকারের জিনিস লটকিয়ে থাকে বা পরিধান করে। কখনও এগুলো তারা মৌলবী, হুজুর, পীর-দরবেশ নামধারী লোকদের কাছ থেকে নেয়, আবার কখনও এগুলো তারা লোকমুখে জানতে পারে, কখনও এগুলো বাক্সবন্দী বিভিন্ন মন্ত্র লেখা কাগজ হতে পারে, আবার কখনও তা হতে পারে সুতা, বালা, চুড়ি কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের মত কিছু, যা ঝুলিয়ে বা লটকে রেখে আশা করা হয় যে এর দ্বারা কল্যাণ আসবে কিংবা অকল্যাণ দূর হবে। আর এগুলো কখনও মানুষ নিজে পরিধান করে, কখনও শিশুদেরকে পরায়, কখনও ক্ষেতখামারে লটকিয়ে দেয়, কিংবা ফলের গাছে লটকে রাখে, কখনও বাড়িতে, যানবাহনে, দোকানে, প্রতিষ্ঠানে ঝুলিয়ে রাখে।

এ সমস্ত জিনিস পরা, ঝুলানো বা লটকানো তাওহীদের পরিপন্থী, কখনও তা শিরক আকবার বা বড় শিরক হতে পারে, কখনও তা শিরক আসগর বা ছোট শিরক হতে পারে।

www.pathagar.com

৯.২.১ তাবিজ-কবচের ব্যবহার শিরক

প্রশ্ন হল এগুলো পরিধান করা বা লটকানো শিরক কেন? কেননা যারা এগুলোকে লটকায়, তারা ধারণা করে যে এগুলো মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে, অথচ কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছ থেকেই আসে, আর কারও জন্য কোন ক্ষতি নির্ধারিত হলে সেটাও একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে, আল্লাহর সাথে এতে কোন অংশীদার নেই। এজন্য যারা এই ঝুলন্ত বস্তুগুলোকে কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করল, তারা মূলত এগুলোকে লাভক্ষতির মালিক মনে করে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরকে আপতিত হল।

অপর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বলা যায়, যারা এগুলো ব্যবহার করল, তারা তাদের অন্তরকে, অর্থাৎ তাদের আশা-ভরসাকে আল্লাহর পরিবর্তে এই বস্তুগুলোর সার্থে সম্পৃক্ত করল, তাদের হৃদয়কে এই বস্তুগুলোর সাথে যুক্ত করল, অথচ তাদের অন্তরকে যুক্ত রাখা উচিৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে, তাঁকেই বানানো উচিৎ আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের এই কাজ শিরক, কেননা তারা তাদের আশা-ভরসা, তাওয়াক্কুল, নির্ভরতা - যা কিনা অন্তরের ইবাদত - এগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্য বস্তুর সাথে যুক্ত করল।

মানুষের উপকার করা, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা, কারও কোন কল্যাণ সাধন করা - এ সবই এক আল্লাহর ইচ্ছাধীন, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতও একমাত্র আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তাঁর যেমন কোন অংশীদার নেই, তেমনি তিনি যা নির্ধারণ করেন, সেটাও কেউ প্রতিহত করতে পারে না, আল্লাহ পাক বলেন:

www.pathagar.com

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর: কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ।" বল: "তোমরা কি ভেবে দেখেছ – আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহম করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে?" বল: "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করে।[২১০]

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

বল, "তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে [উপাস্য] মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না।" তারা যাঁদেরকে ডাকে, তাঁরা নিজেরাই তো তাঁদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান করে যে, তাঁদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তাঁরা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর।[২১১]

---

[২১০] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৩৮।
[২১১] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৫৬-৫৭।

www.pathagar.com

وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝١٠٦ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝١٠٧

আর আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুকে ডাকবেন না [হে নবী], কেননা তা আপনার কোন উপকার করতে পারে না এবং আপনার কোন ক্ষতিও করতে পারে না। যদি আপনি তা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর আল্লাহ যদি আপনার ওপর কোন ক্ষতি আপতিত করতে চান, তবে তিনি ছাড়া তা তুলে নেয়ার কেউ নেই। আর তিনি যদি আপনার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহকে প্রতিহতকারী কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা [ক্ষতি কিংবা অনুগ্রহ] দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[২১২]

مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٢

আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তার পরবর্তীতে তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২১৩]

এই আয়াতগুলোতে খুব স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনা কিংবা ক্ষতি নির্ধারণ করার বিষয়টি একমাত্র

---

[২১২] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৬-১০৭।
[২১৩] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে, একমাত্র তাঁরই ইচ্ছাধীন, সুতরাং বান্দার উচিৎ তার সমস্ত আশা-ভরসা, তাওয়াক্কুল, নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহ পাকের ওপর কেন্দ্রীভূত করা, আর কোন কিছুর ওপর নয়।

৯.২.২ তাবিজ-কবচের ব্যবহার কখনও বড় শিরক কখনও ছোট শিরক হতে পারে

নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ »

ঝাড়ফুঁক, তাবিজ এবং তিওয়ালা[২১৪] শিরক[২১৫]

এক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের মধ্যে সবগুলোই শিরক নয়, এর বিবরণ সামনে আসবে। আর তাবিজের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার তাবিজই শিরক এবং নিষিদ্ধ, তবে একমাত্র কুরআনের তাবিজের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে, তবে সেক্ষেত্রেও তা নিষিদ্ধ হওয়াই সঠিক।

যাহোক এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কল্যাণের আশায় কিংবা ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য কিংবা রোগমুক্তির জন্য কিংবা বদনজর থেকে বাঁচার জন্য - যে কারণেই হোক না কেন তাবিজ পরিধান করা বা লটকানো শিরক, তবে অবস্থাভেদে কখনও তা শিরক আকবার বা বড় শিরক হবে, কখনও তা শিরক আসগর বা ছোট শিরক হবে।

কেউ যদি মনে করে যে এই তাবিজ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ ঘটাতে সক্ষম, তবে তা হবে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক আকবার বা বড় শিরক, **কেননা এক্ষেত্রে সে এই তাবিজকে আল্লাহর পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তায় পরিণত করল।**

---

[২১৪] এক প্রকার যাদু, যা স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটায় বলে দাবী করা হয়।

[২১৫] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

কিন্তু সে যদি বিশ্বাস করে যে কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহর কাছ থেকেই আসে কিন্তু এসমস্ত তাবিজ কল্যাণ বয়ে আনার বা অকল্যাণ দূর করার উপকরণ বা আসবাব (أَسْـبَاب) তবে সে শিরক আসগর বা ছোট শিরকে লিপ্ত হল, কেননা আল্লাহ পাক যাকে উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেননি, সেটাকে উপকরণ বা সাবাব[২১৩] (سَـبَب) বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে ছোট শিরক, কেননা সেক্ষেত্রে এই বিশ্বাস পোষণকারী আল্লাহর হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অংশীদার হল, কেননা সে এমন বিষয়কে উপকরণ বা সাবাব বলে মনে করল যাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ নেই।

এজন্য কোন কিছু যদি প্রাকৃতিক নিয়মে উপকরণ বা সাবাব হিসেবে প্রমাণিত না হয়, আর শরীয়তেও একে উপকরণ বা সাবাব হিসেবে নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে, তবে তাকে উপকরণ বা সাবাব বলে দাবী করা শিরক আসগর বা ছোট শিরক।

অপরপক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে অথবা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যা কিছুকে উপকরণ বা সাবাব হিসেবে নির্ধারণ করা যায়, তা গ্রহণ করা এবং ব্যবহার করা বৈধ। যেমন অসুস্থতার জন্য ওষুধপথ্য সেবন করা - এর উপকারিতা যেমন অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত, তেমনি শরীয়তেও ওষুধপথ্য সেবনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ».

---

[২১৩] আসবাব এর একবচন হল সাবাব। সাবাব হল কোন কিছু সংঘটনের কারণ বা উপকরণ। যেমন ঔষধ সেবনে রোগ ভাল হয়: এক্ষেত্রে ঔষধ হল রোগের উপশমের সাবাব।

www.pathagar.com

তোমরা ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা কর কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ তিনি রাখেননি, তবে একটি রোগ ছাড়া, তা হল বার্ধক্য।[২১৭]

তাবিজ জাতীয় বস্তু সম্পর্কে আরও বর্ণিত:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

উকবা বিন আমির আল-জুহানী(রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট একটি দল আসলে তিনি নয় জনের বায়াত গ্রহণ করলেন এবং একজন থেকে বিরত থাকলেন, ফলে তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নয়জনের বায়াত নিলেন আর একে বাদ দিলেন?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তার দেহে তামীমা [তাবিজ] রয়েছে।" তিনি তার হাত ঢুকিয়ে একে ছিঁড়ে ফেললেন, অতঃপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বায়াত নিলেন এবং বললেন: "যে তাবিজ লটকালো, সে শিরক করল।"[২১৮]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণিত:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ

---

[২১৭] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

[২১৮] আহমদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

আবু বশীর আল আনসারী(রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার্তাবাহক পাঠালেন যে: কোন পশুর গলায় যেন ধনুকের বাঁধন দ্বারা তৈরী মালা কিংবা মালা অকর্তিত অবস্থায় না থাকে।[২১৯]

কেননা জাহিলী যুগে লোকেরা বদনজর থেকে বাঁচার জন্য পশুর গলায় ধনুকের বাঁধনের রশি ঝুলিয়ে রাখত। এখানে মালার দ্বারা উদ্দেশ্য এমনকিছু যা তাবিজ হিসেবে ঝুলানো হয়। কুরবানীর পশুকে সাজানোর জন্য ব্যবহৃত মালা এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

যে কোন কিছু লটকাবে [অথবা যে কোন কিছুর ওপর ভরসা করবে], তাকে ঐ বস্তুর ওপর ন্যস্ত করে দেয়া হবে।[২২০]

অর্থাৎ যে কল্যাণের আশায় কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কোন তাবিজ ঝুলাবে, অথবা যে তার অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে যুক্ত করবে অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা না করে অন্য কিছুর ওপর ভরসা করবে, আল্লাহ পাক তাকে ঐ বস্তুর ওপর ন্যস্ত করে দেবেন, ঐ বস্তুর ওপর ছেড়ে দেবেন, অর্থাৎ তার উপকার করা কিংবা ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচানোর বিষয়টি ন্যস্ত হবে ঐ বস্তুর ওপর, আর সে কতই না হতভাগা যার দায়দায়িত্ব ন্যস্ত হয়ে যায় একটি সুতার ওপর, কিংবা একটুকরো কাগজের ওপর কিংবা কোন চুড়ি-বালা, জুতা-স্যান্ডেলের ওপর! অপরপক্ষে যে এসমস্ত তাবিজ-কবচ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ওপর সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল করবে, তার দায়দায়িত্ব আল্লাহ পাকের এবং আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন:

---

[২১৯] বুখারী(৩০০৫), মুসলিম(২১১৫)।

[২২০] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

www.pathagar.com

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?[২২১]

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।[২২২]

৯.২.৩ আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর সাথে অন্তরকে সংযুক্ত করার বিধান

১) যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর পাশাপাশি শরীক বলে বিশ্বাস করার কারণে এই ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি অন্তরের ঝোঁক, ভরসা, নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল সৃষ্টি হয়, তবে তা শিরক আকবার বা বড় শিরক যা মূল তাওহীদকে বিনষ্ট করে দেয়। যেমন: কোন কবর বা কোন মাজারের প্রতি অন্তরের নির্ভরতা; কল্যাণ আনয়নের জন্য কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পীর, ওলী, গাউস, কুতুবের প্রতি তাওয়াক্কুল; কোন তাবিজকে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীনভাবে কল্যাণের সংঘটক মনে করার কারণে এর প্রতি নির্ভরতা; কোন ঔষধকে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীনভাবে রোগ সারাতে সক্ষম বলে মনে করার কারণে এর প্রতি নির্ভরতা ইত্যাদি।

২) যদি কোন বস্তুকে কোন কল্যাণ লাভের উপকরণ বা সাবাব বলে বিশ্বাস করার কারণে এর প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও নির্ভরতা তৈরী হয়, তবে এক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে:

---

[২২১] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৩৬।
[২২২] সূরা আত তালাক, ৬৫ : ৩।

www.pathagar.com

প্রথম অবস্থা: বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ লাভের উপকরণ বা সাবাব নয়, বৈজ্ঞানিকভাবেও নয়, শরীয়তের বিধানেও নয়। এক্ষেত্রে এই বস্তুর ওপর নির্ভরতা হবে ছোট শিরক। এর উদাহরণ হল তাবিজের প্রতি এর ব্যবহারকারীর ভরসা।

দ্বিতীয় অবস্থা: বস্তুটি বৈজ্ঞানিকভাবে কিংবা শরীয়তসম্মতভাবে কল্যাণ লাভের উপকরণ বা সাবাব হিসেবে প্রমাণিত, যেমন ঔষধ। এক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন এবং ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই - এ কথা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফিল থেকে এই উপকরণের ওপর অন্তরের পূর্ণ নির্ভরতা তৈরী হয়, তবে তা হবে ছোট শিরক।

তৃতীয় অবস্থা: যে অন্তরকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা ও নির্ভরতা সহ শরীয়তে অনুমোদিত কোন উপকরণ বা সাবাব এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এজন্য যে সেটা তার কার্যসিদ্ধির জন্য একটি উপকরণ অথচ তার অন্তরে এই বিশ্বাস উপস্থিত থাকে যে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই এই উপকরণ কার্যকর হবে, নতুবা তা কার্যকর হবে না, তবে এক্ষেত্রে অন্তরের এ ধরনের সংযুক্তি শিরক নয় কিংবা দূষণীয় নয়। যেমন: কেউ যদি তার বেতনকে বেঁচে থাকার জন্য একটি উপকরণ মনে করে এবং অন্তরে এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, কিন্তু সে বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই এটা তার জন্য উপকারী হবে, আবার আল্লাহ চাইলে বেতন ছাড়াই তাকে রিযিক দিতে সক্ষম, এবং তার নির্ভরতা ও ভরসা তথা তাওয়াক্কুল কেন্দ্রীভূত থাকে আল্লাহর ওপর, তবে তাতে অসুবিধা নেই।

৯.২.৪ কুরআন লেখা তাবিজের বিধান

তাবিজ-কবচ শ্রেণীর সকলকিছুর মাঝে শুধুমাত্র কুরআনের কোন আয়াত লিখে তাকে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করার বৈধতার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন

www.pathagar.com

আমর বিন আল-আস(রা.) এবং আয়শা(রা.) প্রমুখ কুরআনের আয়াত লিখে একে তাবিজ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে আল কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম এবং আল্লাহ পাকের কালামের দ্বারা চিকিৎসা বৈধ, এতে শিরকের কোন প্রশ্ন নেই। যাঁরা এর অনুমোদন দিয়েছেন, তাঁরা শর্ত আরোপ করেছেন যে এই তাবিজ আরবী ভাষায় লিখিত কুরআন হতে হবে এবং যে তা ব্যবহার করবে, তাকে অবশ্যই এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে উপকার করার বা ক্ষতি প্রতিহত করার কোন নিজস্ব ক্ষমতা এই তাবিজের নেই, বরং তা এর উপকরণ বা সাবাব মাত্র।

অপরপক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ(রা.) প্রমুখ এর অনুমতি দেননি এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল প্রকার তাবিজকে নিষিদ্ধ মনে করেছেন। **এই মতটিই সঠিক এবং নিরাপদ নিম্নোক্ত কারণে:**

১) তাবিজ নিষিদ্ধকারী হাদীসগুলোর বক্তব্য 'আম'(عَامٌّ) বা সাধারণ, যা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল প্রকার তাবিজকে অন্তর্ভুক্ত করে।
২) নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেছেন এবং করিয়েছেন, কিন্তু তিনি একে তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং কুরআনের পাঠের দ্বারা তিনি চিকিৎসা করতে শিখিয়েছেন।
৩) কুরআনের তাবিজের ব্যবহারের ফলে অন্যান্য তাবিজের ব্যবহারের পথ সহজ ও উন্মুক্ত হয়, ফলে এ ধরনের তাবিজ ব্যবহারের অনুমোদন শিরকের পথকে উন্মুক্ত করবে।
৪) কুরআনের তাবিজ তৈরী করা হলে কুরআনের অমর্যাদা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন এটা পরিধান করা অবস্থায় শৌচাগারে যাওয়া হলে, কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদেরকে এগুলো পরানো হলে এগুলোতে ময়লা-নাপাকী লাগার কিংবা তা পদদলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.pathagar.com

৯.৩ রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক

রুকইয়া(رُقْيَة) বা ঝাড়ফুঁক বলতে বোঝায় অসুস্থ, যাদুগ্রস্ত বা আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর কোন কিছু পড়া এবং ফুঁ দেয়া।

আল-কুরআনের দ্বারা অথবা বৈধ দুআর দ্বারা রুকইয়া করা তথা ঝাড়ফুঁক করা বৈধ। নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ »

তোমাদের রুকইয়াগুলো আমার কাছে প্রকাশ কর, রুকইয়াতে সমস্যা নেই যদি না তাতে শিরক থাকে।[২২৩]

অর্থাৎ শিরকপূর্ণ কথার দ্বারা না হয়ে আল-কুরআন কিংবা শরীয়তসম্মত দুআ কিংবা বৈধ কোন দুআর দ্বারা রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক করা হলে তা বৈধ। কিন্তু এছাড়া অন্য ঝাড়ফুঁক শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ »

ঝাড়ফুঁক, তাবিজ এবং তিওয়ালা[২২৪] শিরক[২২৫]

৯.৩.১ শরীয়তসম্মত রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক

আল-কুরআন কিংবা শরীয়তসম্মত দুআর দ্বারা ঝাড়ফুঁক চিকিৎসার অন্যতম উপকরণ, এটি নিষিদ্ধ নয়, বরং নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিজে করেছেন, অন্যকে করেছেন, অনুমোদন

[২২৩] মুসলিম(২২০০)।
[২২৪] এক প্রকার যাদু যা স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল ঘটায় বলে দাবী করা হয়।
[২২৫] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

দিয়েছেন এবং তাঁকেও করা হয়েছে। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে যাকে রুকইয়া করা হয় এবং যিনি করেন, তাদের দুজনের ঈমান, আকীদা, আল্লাহর ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল কতটা মজবুত তার ওপর। একজন অতি দুর্বল ঈমানের পাপাচারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের রুকইয়া কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম । শরীয়ত সম্মত রুকইয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:

১) সূরা আল ফাতিহা: এ সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস রয়েছে যাতে একদল সাহাবী(রা.) কোন এক গোত্রের প্রধানকে সাপ বা বিছা দংশন করলে এর বিষক্রিয়া দূর করার জন্য সূরা ফাতিহা পড়ে চিকিৎসা করেন এবং এর বিনিময় গ্রহণ করেন, পরবর্তী নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি এর অনুমোদন দিয়ে বললেন:

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

কি তোমাকে জানাল যে তা [সূরা আল ফাতিহা] রুকইয়া?[২২৬]

২) সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস: হাদীসে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسه بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْه وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ হলে নিজের ওপর মুআওউইযাত[২২৭] পাঠ করতেন ও ফুঁ দিতেন, অতঃপর যখন তাঁর যন্ত্রণা বেড়ে গেল, আমি তাঁর ওপর পাঠ করতাম এবং তাঁর নিজের হাত [তাঁর দেহে] বুলিয়ে দিতাম এর বরকতের আশায়।[২২৮]

---

[২২৬] বুখারী(২২৭৬)।
[২২৭] সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।
[২২৮] বুখারী(৪৪৩৯), মুসলিম(২১৯২)।

www.pathagar.com

মুসলিমের এক বর্ণনায়:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِى.

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে মুআওউইযাত এর মাধ্যমে তার ওপর ফুঁ দিতেন, অতঃপর তিনি যখন তাঁর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হলেন, আমি তাঁকে ফুঁ দেয়া শুরু করলাম এবং তাঁর নিজের হাতেই তাঁকে বুলিয়ে দিতাম কেননা তা আমার হাতের থেকে অধিক বরকতময়।

অপর বর্ণনায়:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তাঁর দুই হাত একত্র করতে অতঃপর সে দুটিতে ফুঁ দিতেন এবং উভয়ের মাঝে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস পাঠ করতেন এরপর দুই হাতে মাথা, মুখ ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করে দেহের যতটুকু পারা যায় মাসেহ করতেন, এমনটি তিনবার করতেন।[২২৯]

---

[২২৯] বুখারী(৫০১৭)।

www.pathagar.com

৩) সূরা বাকারা: নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ »

তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর, কেননা একে আঁকড়ে ধরা বরকতের কারণ, একে পরিত্যাগ করা ক্ষতির কারণ আর যাদুকরেরা এর মোকাবেলায় সক্ষম নয়।[২৩০]

অন্য হাদীসে এসেছে:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

নিশ্চয়ই যে গৃহে সূরা বাকারা পঠিত হয়, সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে।[২৩১]

৪) হাদীসের দুআ - ১:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِى عَيْنٍ

নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রী আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রোগাক্রান্ত হতেন জিবরীল(আ.) তাকে রুকইয়া করতেন: "বিসমিল্লাহ, তিনিই আপনাকে উপশম করুন, সকল রোগ থেকে সুস্থ করুন, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে এবং সকল কুদৃষ্টির অধিকারীর অনিষ্ট থেকে।"[২৩২]

---

[২৩০] মুসলিম(৮০৪)।
[২৩১] মুসলিম(৭৮০)।
[২৩২] মুসলিম(২১৮৫)।

www.pathagar.com

৫) হাদীসের দুআ - ২ :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَعًا يَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ. ثَلاَثًا. وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

উসমান বিন আবিল আস আস-সাকাফী থেকে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর রাসুলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে ব্যথার কথা উল্লেখ করেন যা ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে নিয়ে তিনি দেহে অনুভব করতেন, আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: "তোমার দেহের যে স্থানে ব্যাথা হয় তার ওপর তোমার হাত রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বল এবং সাতবার বল: 'আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে আশংকা করছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'"[২৩৩]

৬) হাদীসের দুআ - ৩ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ : « أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ». ثُمَّ يَقُولُ : « كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ»

ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান এবং হুসাইনকে [আল্লাহর আশ্রয়ে] সমর্পণ করতেন [এই বলে যে]: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের

---

[২৩৩] মুসলিম(২২০২)।

www.pathagar.com

দ্বারা তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, সকল শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং অনিষ্টকারী দৃষ্টি থেকে।" এরপর তিনি বলতেন: "তোমাদের পিতা [ইব্রাহীম(আ.)] ইসমাঈল ও ইসহাককে এর দ্বারা আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করতেন।"[২৩৪]

৭) হাদীসের দুআ - ৪ :

নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থের জন্য নিম্নোক্ত দুআটি করতেন এবং তার দেহে ডানহাত বুলাতেন এবং এটি পাঠ করে রুকইয়া করতেন:

« أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا »

হে মানুষের রব, আপনি কষ্ট-বেদনা দূর করে দিন এবং সুস্থ করে দিন, আপনিই সুস্থতা দানকারী, আপনার উপশম ছাড়া আর কোন উপশম নেই, এমন উপশম যা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না।[২৩৫]

৯.৪ তাবাররুক(تَبَرُّكٌ) বা বরকত তালাশ করা

তাবিজ-কবচ এবং ঝাড়ফুঁকের আলোচনায় আমরা যে মূলনীতি আলোচনা করেছি তা এই যে সকল প্রকার লাভ ও ক্ষতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সমস্ত কল্যাণ তাঁর হাতে এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে এবং তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীন।

---

[২৩৪] আহমদ, বুখারী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[২৩৫] বুখারী(৫৬৭৫), মুসলিম(২১৯১)।

www.pathagar.com

অতএব যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন উৎসের নিকট কল্যাণ তালাশ করবে কিংবা ক্ষতি থেকে রক্ষার আশা করবে, সে শিরকে লিপ্ত হবে।

এই শিরক কখনও বড় শিরক হতে পারে, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়, উদাহরণস্বরূপ কোন কবরে শায়িত ব্যক্তি কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন বলে ধারণা করা।

কখনও তা ছোট শিরক হতে পারে, যেমন আল্লাহ পাক তাবিজ-কবচের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন মনে করে এগুলোর ব্যবহার, কেননা এক্ষেত্রে এগুলোকে কল্যাণের উপকরণ বা সাবাব মনে করা হল, অথচ আল্লাহ পাক এগুলোকে কল্যাণের উপকরণ বা সাবাব হিসেবে নির্ধারণ করেননি।

এই একই মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয় হচ্ছে কোন কিছুর মাঝে বরকত তালাশ করা। **বরকত অর্থ কল্যাণ এবং এর স্থিতি, প্রাচুর্য ও বৃদ্ধি।** এক্ষেত্রেও ইতিপূর্বে সংজ্ঞায়িত মূলনীতি অনুযায়ী বলা যায় যে সকল কল্যাণ আল্লাহ পাকের হাতে এবং কল্যাণ অকল্যাণ আল্লাহ পাকের সৃষ্টির অন্তর্গত, সুতরাং কল্যাণ তালাশ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে এবং কল্যাণের তালাশ করতে গিয়ে কল্যাণ লাভের উপকরণ বা সাবাব হিসেবে শুধুমাত্র সেগুলোকে ব্যবহার করা যাবে যেগুলো শরীয়তে প্রমাণিত এবং অনুমোদিত। এজন্য এমন কোন কিছু থেকে বরকত তালাশ করা যাবে না যাকে আল্লাহ পাক বরকত লাভের উপকরণ বা সাবাব হিসেবে নির্ধারণ করেননি।

উদাহরণস্বরূপ: কোন গাছ, পাথর, কবর থেকে বরকতের আশা করা, মাজারের দেয়াল মাসেহ করে বরকত হাসিল, কাবা ঘরের দেয়াল মাসেহ করে কিংবা মাকামে ইব্রাহীম থেকে বরকত নেয়া, হাজ্জের সময় মক্কা বা মদীনার বিভিন্ন স্থানের বরকত তালাশ করা, যেমন:

www.pathagar.com

হেরা গুহা। কোন ব্যক্তির সাথে হাত মেলানোর মাধ্যমে কিংবা কোন পোশাকের টুকরো থেকে বরকত হাসিল ইত্যাদি। এ ধরনের বস্তু থেকে বরকত হাসিলের চেষ্টা বা বিশ্বাস শিরক, অবস্থাভেদে কখনও তা বড় শিরক আবার কখনও তা ছোট শিরক হতে পারে। হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ قَالَ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ }

আবু ওয়াকিদ আল লাইসী থেকে বর্ণিত যে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের সাথে মক্কা থেকে হুনায়েনের দিকে [সেনা অভিযানে] বের হয়েছিলেন, অবিশ্বাসীদের 'যাতু আনওয়াত' নামে একটি বড়ই গাছ ছিল যার নিকট তারা অবস্থান করত এবং তাতে তাদের অস্ত্রগুলো লটকে রাখত, তিনি(রা.) বলেন, আমরা একটি বড় সবুজ বড়ই গাছের নিকট উপনীত হলাম এবং বললাম: হে আল্লাহর রাসূল আমাদের জন্যও একটি 'যাতু আনওয়াত' ঠিক করে দিন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ তোমরা ঠিক তেমনটি বলেছ যেমনটি মূসার জাতি বলেছিল: "আমাদের জন্য একটি মাবুদ ঠিক করুন যেমন তাদের অনেক মাবুদ রয়েছে, তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমরা অজ্ঞ।"[২৩৬]

অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা এই গাছের নিকট অবস্থান করা এবং এতে তাদের অস্ত্রগুলো লটকে রাখার মাধ্যমে বরকতের আশা করত, মুসলিমদের কেউ কেউ এ ধরনের একটি গাছ নির্ধারণ করার জন্য আল্লাহর

[২৩৬] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আবেদন করলেন। হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে:

وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ

আমরা ছিলাম নও মুসলিম।

আর নও মুসলিম হওয়ার কারণে ইসলাম সম্পর্কে তখনও তাঁদের পরিপূর্ণ ধারণা তৈরী হয়নি। যাহোক তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে তাঁরা নিজেরাই এরকম কোন গাছ নির্ধারণ না করে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আবেদন করলেন, কেননা কোন কাজ শরীয়তের অংশ হতে হলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অর্থাৎ গাছে অস্ত্র ঝুলানোর এই কাজটি তাঁদের কাছে শোভনীয় মনে হলেও তাঁরা নিজেরাই সেটা শুরু করে দেননি, বরং তাঁরা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন অনুমোদনের জন্য। ঠিক তেমনি আজকের যুগেও কারও কাছে কোন বিষয় সুন্দর বা শোভনীয় বলে মনে হলে তাকে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে একথা যাচাই করার জন্য যে বাস্তবিকই শরীয়তে এর অনুমোদন রয়েছে কিনা।

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এই আবেদনকে তুলনা করলেন আল কুরআনে মূসা(আ.) ও বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে উল্লিখিত বনী ইসরাইলের বক্তব্যের সাথে:

وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

www.pathagar.com

আর বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা আসল এমন এক কওমের কাছে যারা নিজদের মূর্তিগুলোর পূজায় রত ছিল। তারা বলল, "হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও।" সে বলল, "নিশ্চয় তোমরা এক মূর্খ জাতি।"[২৩৭]

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা অন্য জাতিদেরকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে মূসার(আ.) কাছে আবেদন জানিয়েছিল যে তিনি যেন তাদের জন্য আল্লাহর পাশাপাশি আরও অন্য মাবুদ তৈরী করে দেন যেমনটি অন্যান্য জাতিদের রয়েছে বিভিন্ন মাবুদ। আর নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের আবেদনকে বনী ইসরাঈলের এই আবেদনের সাথে তুলনা করলেন। এতে বোঝা যায় যে, একটি গাছ থেকে বরকত হাসিলের চেষ্টা বা বিশ্বাস মূলত এক প্রকার শিরক, যা প্রাথমিক অবস্থায় ছোট শিরক, কিন্তু যা কালক্রমে বড় শিরকে রূপান্তরিত হতে পারে। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে এই গাছ থেকে আল্লাহ প্রদত্ত বরকত লাভের আশা থাকলেও এই চর্চা চালু থাকলে পরবর্তী এই গাছকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করা হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এর উদ্দেশ্যে রুকু, সিজদা প্রভৃতিও করা হবে যা কিনা শিরক আকবার বা বড় শিরক।

সারকথা হল যে কোন গাছ কিংবা পাথর কিংবা স্থান কিংবা ব্যক্তি থেকে বরকত তালাশ করা এক প্রকার শিরক।

---

[২৩৭] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৩৮।

www.pathagar.com

৯.৪.১ আল্লাহ পাক কিছু বস্তু ও কোন ব্যক্তি, কাজ, স্থান বা সময়ের মাঝে বরকত রেখেছেন

আল্লাহ পাক যদি কোন বস্তু, ব্যক্তি বা কাজের মধ্যে বরকত বা কল্যাণ রেখে থাকেন, তবে শরীয়তে অনুমোদিত উপায়ে এর বরকতের আশা করা যেতে পারে। এর কতিপয় উদাহরণ:

বস্তু: যেমন যমযমের পানির মাঝে বরকত রয়েছে, আর তা এই যে:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা পূরণ হবে।[২৩৮]

কারও কারও মতে এখানে শারীরিক রোগের চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে, সকল মনোবাঞ্ছা পূরণের কথা নয়। সুতরাং কেউ যদি সুস্থতার আশায় যমযমের পানি পান করে এবং আশা করে যে এর বরকতে তাঁর অসুস্থতা দূর হবে, তবে তা বৈধ, কেননা এর বরকত শরীয়ত দ্বারা নির্ধারিত ও প্রমাণিত।

ব্যক্তি: নবী-রাসূল, জ্ঞানী, সৎকর্মশীল ব্যক্তিরাও বরকতের কারণ। তাঁদের বরকত রয়েছে তাঁদের প্রচারিত শিক্ষার মধ্যে। অর্থাৎ তাঁরা যে ওহীর জ্ঞান প্রচার করে থাকেন, সেই জ্ঞান শিক্ষা করা এবং তদানুযায়ী আমল করার মধ্যে রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ, আর এটাই হল তাঁদের বরকত। তেমনি তাঁরা কোন স্থানে উপস্থিত হলে তাঁদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়, তাঁদের কাজকর্ম দেখে মানুষ শরীয়তের বিধান শিখতে পারে - এ সবকিছুই তাঁদের বরকতের উদাহরণ। এর অর্থ এই নয় যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদেরকে স্পর্শ করলে, তাঁদের সাথে হাত মিলালে কিংবা তাদের পোশাক স্পর্শ করলে কোন কল্যাণ হবে, কেননা এরকম কিছু শরীয়তে প্রমাণিত নয়। তবে হ্যাঁ,

---

[২৩৮] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর দেহ থেকে বরকত হাসিল করার বিষয়টি প্রমাণিত, যেমন: সাহাবীগণ তাঁর ওযুর পানির অবশিষ্টাংশ, দেহ, ঘাম, লালা, চুল, পোশাক থেকে বরকত তালাশ করতেন। কিন্তু তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত নয়, এমনকি তাঁর পরবর্তীতে উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকরের(রা.) কাছ থেকেও কেউ বরকত তালাশ করেনি।

স্থান: যেমন আল-মাসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা, এ সমস্ত মসজিদে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বর্ধিত হয়ে থাকে।

সময়: যেমন রামাদান, লাইলাতুল কদর, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন, জুমুআর দিন, প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। এই সময়গুলোর বরকত হল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমা অর্জিত হওয়া, আমলের সওয়াব বর্ধিত পরিমাণে পাওয়া, দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা ইত্যাদি। এ সময়গুলোতেও বরকতের তালাশ করতে হবে সেভাবে, যেভাবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিখিয়েছেন।

মোটকথা বরকত তালাশ করার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের মুখাপেক্ষী। দলীল ছাড়া কেউ কোন কিছু থেকে বরকত তালাশ করলে তা হবে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের শ্রেণীভুক্ত।

৯.৫ তাবিজ-কবচের ব্যবহার, ঝাড়ফুঁক ও বরকতের তালাশের ক্ষেত্রে শিরক ও পথভ্রষ্টতার কিছু বাস্তব নমুনা

(**দ্রষ্টব্য:** লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

www.pathagar.com

১) সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের তাবিজের মাঝে রয়েছে কুরআনের বিভিন্ন সূরার 'নকশা' দ্বারা তৈরী তাবিজ। এই ধরনের তাবিজ এই অধ্যায় বর্ণিত শিরকের অন্তর্ভুক্ত তো বটেই বরং এই নকশাগুলো কোন ধরনের যাদুটোনা এবং শয়তানী মন্ত্র হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে কোন কোন লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনের কপির শুরুতে এই সমস্ত নকশা লিখিত পাওয়া যায়।

২) জ্যোতিষী, গণকদের দেয়া বিভিন্ন ধরনের পাথর, আংটি, নবরত্ন জাতীয় জিনিসও নিঃসন্দেহে এই অধ্যায়ে বর্ণিত শিরকের অন্তর্গত।

৩) কড়ি, মুদ্রা, গাছের শিকড়ের তাবিজ, নজর থেকে বাঁচার জন্য মাছের হাড়, শামুকের তাবিজ।

৪) বিভিন্ন আয়াত, সূরা কিংবা আল্লাহর নাম লিখিত চুড়ি, ব্রেসলেট কিংবা লকেট পরিধান করা।

৫) লাল সুতা, আজমিরি সুতা, কিংবা কোন মাজার থেকে প্রাপ্ত বিশেষ ধরনের কোন সুতা বা রাবার ব্যান্ড।

৬) সুরক্ষা কিংবা বরকতের আশায় দেয়ালে সূরা, আয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইয়াসীন, সূরা রহমান বা আল্লাহর নাম লিখিত কোন কিছু ঝুলানো।

৭) তামা বা অন্য ধাতুর তৈরী ব্রেসলেট যাকে বাতের চিকিৎসা বলে দাবী করা হয়। যদি এর দ্বারা বাতের চিকিৎসার বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত না হয়, তবে এর ব্যবহারের বিধান তাবিজের অনুরূপ। আর যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিতও হয়, তা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করাই উত্তম, কেননা তা শিরকের পথ উন্মুক্ত করে এবং ঐ বস্তুর সাথে অন্তরের সম্পৃক্ততা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বরং

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে নিরাপদ হল ডাক্তারী ও শরীয়তসম্মত অন্যান্য ঔষধ ও চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের ওপর তাওয়াক্কুল করা। সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত 'বায়োডিস্ক' ও 'Chi Pendant' নামক পরিধেয় বস্তুর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

৮) বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে খ্রীস্টানদের অনুসরণে ক্রুশওয়ালা মালা, লকেট কিংবা শয়তান-পূজারীদের অনুসরণে শয়তানের প্রতিকৃতি সম্বলিত লকেট, চেন, ব্রেসলেট ইত্যাদি পরিধানের দুঃখজনক এবং সর্বনাশা প্রথা চালু হয়েছে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসীদের অনুকরণের নিকৃষ্টতম রূপগুলোর একটি। এগুলো যদি মানুষ 'তাবিজ' হিসেবে অর্থাৎ কল্যাণ বয়ে আনা বা অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার নাও করে, তা সত্ত্বেও এগুলো নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ, বরং খ্রীস্টান বা শয়তানপূজারীদের ধর্মের প্রতি ভালবাসা থেকে তা উদ্ভূত হলে তা কুফর পর্যায়ের অপরাধ, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়।

৯) কুরআনের আয়াত ধুয়ে পানি পান করা।

১০) পীরসাহেবের পা ধুয়ে পানি পান করা।

১১) বরকতের আশায় মাজারের পুকুরের মাছ কিংবা কচ্ছপকে খাবার খাওয়ানো।

১২) দুআ মাহফিল, মিলাদ মাহফিল, শবে বরাত অনুষ্ঠানের পর 'তবারক' বিতরণ, 'তবারক' নামক এই মিষ্টি বা খাবারে বিশেষ বরকত আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

১৩) মাজারের 'তবারক'। তথাকথিত পীর, আউলিয়া, মাজার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিশেষ 'বরকতপূর্ণ' খাবার, বিস্কুট ইত্যাদি কেনা।

www.pathagar.com

১৪) ৭৮৬, ৩১৩ (বদরের সাহাবীদের সংখ্যা), ৪০, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাকে বরকতপূর্ণ মনে করা।

১৫) হাদীস 'তিলাওয়াত' বা হাদীস গ্রন্থ 'খতম' করে বরকত তালাশ করা, যেমন বুখারী 'তিলাওয়াত' করা বা 'খতম' করা। হাদীসের বরকত রয়েছে একে শিক্ষা করে তদানুযায়ী আমল করার মাঝে, হাদীসকে না বুঝে শুধুমাত্র 'তিলাওয়াত' বা 'খতম' করার মাঝে কোন বরকত নেই।

দ্রষ্টব্য: পুরুষদের জন্য মালা, কানের দুল কিংবা হাতের চুড়ি জাতীয় সকল প্রকার অলংকার পরিধান নিষিদ্ধ ও কবীরা গুনাহ, কেননা এগুলো পরিধান করা মানে নারীর বেশ ধারণ করা, হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের মধ্যে নারীদের অনুকরণকারী এবং নারীদের মধ্যে পুরুষদের অনুকরণকারীদেরকে লানত দিয়েছেন।[২৩৯]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

আবু হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীর পরিধেয় পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পরিধেয় পরিধানকারী নারীকে লানত দিয়েছেন।[২৪০]

---

[২৩৯] বুখারী(৫৮৮৫)।

[২৪০] আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১০
যবেহ ও মানত

১০.১ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ কিংবা মানত করা

যবেহ এবং মানত ইবাদত, আর কোন ইবাদতই আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়।

এজন্য কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে যবেহ করে কিংবা মানত করে, তবে সে মুশরিক, অমুসলিম। কেউ যদি কোন কবর, মাজার, দরগা, পীর, ওলী, দরবেশের উদ্দেশ্যে যবেহ করে বা কোন কিছু মানত করে তবে তা শিরক আকবার, তাওহীদকে বিনষ্টকারী শিরক যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়।

১০.২ যবেহ করা ইবাদত

যবেহ করা এক প্রকার ইবাদত, আল্লাহ পাক বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

www.pathagar.com

বল, "নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমিই [এই উম্মাতের] আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।"[২৪১]

আল্লাহ পাক বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।[২৪২]

এ আয়াতগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে সালাতের মত কুরবানীও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এবং সালাত যেমন হবে এক আল্লাহর জন্য, তেমনি কুরবানীও করতে হবে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

এ আয়াতগুলোতে সালাতের মত অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈহিক ইবাদতের পাশাপাশি কুরবানীর উল্লেখ করায় কুরবানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার উদ্দেশ্যে যবেহ করা শিরক এবং যে এই কাজ করে, আল্লাহ পাক তাকে লানত করেছেন, হাদীসে বর্ণিত:

« لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ »

---

[২৪১] সূরা আল আনআম, ৬ : ১৬২-১৬৩।
[২৪২] সূরা আল কাওসার, ১০৮ : ২।

www.pathagar.com

যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে যবেহ করে তাকে আল্লাহ পাক লানত করেছেন, এবং আল্লাহ পাক লানত করেছেন যে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিল তাকে[২৪৩], এবং আল্লাহ পাক তাকে লানত করেছেন যে তার পিতামাতাকে লানত দেয়[২৪৪] এবং আল্লাহ পাক তাকে লানত দিয়েছেন যে চিহ্ন পরিবর্তন করে[২৪৫]।[২৪৬]

১০.২.১ নতুন গৃহ ক্রয় করা কিংবা এতে প্রবেশ উপলক্ষে যবেহ

কোন কোন অঞ্চলে নতুন গৃহে প্রবেশের সময় গৃহের প্রবেশদ্বারে পশু যবেহ করে এর রক্ত ছিটিয়ে দেয়ার প্রথা চালু আছে, বলা হয় যে এর দ্বারা ঐ গৃহ বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। মূলত এই ধরনের যবেহ অতীতের মূর্খতাপূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি এবং এ ধরনের যবেহ করা হয়ে থাকে দুষ্ট জিনদের উদ্দেশ্যে, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য। যদি এই বিশ্বাস নিয়ে কেউ জিনদের উদ্দেশ্যে যবেহ করে যে এতে সন্তুষ্ট হয়ে দুষ্ট জিনেরা তাকে বা তার গৃহকে রক্ষা করবে কিংবা অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে তবে তা শিরক আকবার বা বড় শিরক।

---

[২৪৩] অর্থাৎ শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি জারি হওয়ার পর আসামীকে যে শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

[২৪৪] কখনও তা সরাসরি হতে পারে, আবার কখনও পরোক্ষভাবে হতে পারে, যেমন কেউ অপর ব্যক্তির পিতামাতাকে লানত দিল, ফলে ঐ ব্যক্তি পাল্টা তার পিতামাতাকে লানত দিল।

[২৪৫] এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যে জমির চিহ্ন পরিবর্তন করে অপরের জমি নিজের সীমানায় ঢুকিয়ে নেয়। অথবা এর অর্থ হতে পারে যে রাস্তা চেনার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন বা আলামত পরিবর্তন করে, ফলে লোকেরা পথ হারায়। এর তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা হল: এর দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কার যে হারাম বা অলঙ্ঘনীয় অঞ্চল, তার সীমানা, যে সীমানার ভেতর বন্য পশু শিকার, গাছ ও ঘাস কাটা, মুশরিকের প্রবেশ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

[২৪৬] মুসলিম(১৯৭৮)।

www.pathagar.com

যদি কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যবেহ করে কিন্তু ধারণা করে যে গৃহপ্রবেশের মুহূর্তে এই যবেহ তাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে, তবে তা ছোট শিরক হবে, কেননা সে কল্যাণ লাভের উপকরণ হিসেবে এমন একটি কাজ করল যাকে আল্লাহ পাক কল্যাণ লাভের উপকরণ বা সাবাব করেননি।

তবে কেউ যদি মনের আনন্দে আত্মীয় বন্ধুদেরকে খাওয়ানোর জন্য যবেহ করে, তবে তা বৈধ, যেমনটি পরের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

১০.২.২ অতিথি আপ্যায়নের জন্য যবেহ করা

অতিথির সম্মানার্থে তাঁকে খাওয়ানোর জন্য যদি পশু যবেহ করা হয়, তবে তা শিরক কিংবা নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তা আতিথেয়তা এবং বৈধ।

১০.২.৩ যে স্থানে মিথ্যা মাবুদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়

যে স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর জন্য যবেহ করাও নিষিদ্ধ, যেন শিরকের পথ উন্মুক্ত না হয়। এছাড়া এর মাঝে ইবাদতের ক্ষেত্রে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয় যা কিনা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর এতে করে মুশরিকদের এই শিরকপূর্ণ কাজে সমর্থনও যোগানো হয়। এ সমস্ত কারণে মুশরিকরা যেখানে তাদের মাবুদদের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, সে স্থানে আল্লাহর জন্যও কোন পশু যবেহ করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

www.pathagar.com

عن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- : « هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ : « هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ »

সাবিত বিন আদ-দাহহাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূলের যুগে এক ব্যক্তি মানত করেছিল যে বুওয়ানাহ নামক স্থানে উঁট কুরবানী করবে, অতঃপর সে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসল এবং বলল: আমি বুওয়ানায় উঁট কুরবানী করার মানত করেছি। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেখানে কি জাহিলী যুগের উপাস্যগুলোর মাঝে কোন উপাস্য ছিল যার উপাসনা করা হত?" তারা বললেন: না। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেখানে কি তাদের উৎসবসমূহের মাঝে কোন উৎসব পালিত হত?" তারা বললেন: না। আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমার মানত পূরণ কর, কেননা আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোন মানত নেই এবং আদম সন্তান যার মালিক নয়, তাতেও কোন মানত নেই।"[২৪৭]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে যেখানে মুশরিকদের শিরকপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আল্লাহর ইবাদত করাও বৈধ নয়।

[২৪৭] আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

১০.৩ মানত ও এর বিধান

মানত, যাকে আরবীতে নযর(نَذْر) বলা হয়, এক প্রকার ইবাদত। এর প্রমাণ হল, আল্লাহ পাক আল কুরআনে মানত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানত পূরণকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন:

وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ

এবং তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূরণ করে...। [২৪৮]

يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۝٧

তারা মানত পূরণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত। [২৪৯]

হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

আয়েশা(রা.) নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে আল্লাহর আনুগত্যের মানত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে আর যে মানত করেছে যে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।" [২৫০]

---

[২৪৮] সূরা আল হাজ্জ, ২২ : ২৯।
[২৪৯] সূরা আল ইনসান, ৭৬ : ৭।
[২৫০] বুখারী(৬৬৯৬)।

www.pathagar.com

মোটকথা মানত করা ইবাদতের অন্তর্গত, যার উদ্দেশ্যে মানত করা হল, তাকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করা হল, আর তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য মানত করা বৈধ নয়। এমনকি আল্লাহর জন্য মানত করার ব্যাপারেও শরীয়তে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কেননা মানত অর্থ হল নিজের ওপর কোন কাজকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া যা শরীয়ত বাধ্যতামূলক করেনি। যেমন ধরা যাক কেউ মানত করল যে পরীক্ষায় পাশ করলে আমি এক হাজার টাকা দান করব। এই এক হাজার টাকা দান করা তার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না, কিন্তু মানত করার ফলে এখন যদি সে পরীক্ষায় পাশ করে, তবে এই মানত পূর্ণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। মানুষ প্রয়োজনের সময় মানত করে থাকে এবং পরবর্তীতে যখন তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তখন এই মানত পূর্ণ করা তার কাছে কষ্টকর ঠেকে এবং সে তার করণীয় থেকে বাঁচার চেষ্টায় গড়িমসি করতে থাকে, এমনিভাবে সে গুনাহগার হয়ে পড়ে, অথচ মানত করা তার জন্য জরুরী ছিল না। এছাড়া মানতকারী যেন এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মানত ছাড়া আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করবেন না। এ সমস্ত কারণে মানত করা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়, কিন্তু মানত করলে তা পূরণ করা বাধ্যতামূলক। হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমরা মানত কোর না, কেননা নিশ্চয়ই মানত তাকদীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না, বরং এর দ্বারা কেবল কৃপণের কাছ থেকে খরচের ব্যবস্থা হয়।"[২৫১]

অর্থাৎ যে কৃপণ, দান করতে চায় না, সে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য মানত করে থাকে, ফলে তার কিছু সম্পদ ব্যয় হয়, নতুবা তাকদীরে

[২৫১] মুসলিম(১৬৪০)।

www.pathagar.com

নির্ধারিত থাকলে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবেই, সে যদি মানত নাও করে, তাও তা পূরণ হবে।

মোটকথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক আকবার বা বড় শিরক, আর তা পূরণ করার তো প্রশ্নই আসে না।

নিষিদ্ধ কাজের মানতও পূরণ করা নিষেধ। যেমন কেউ যদি মানত করে যে সে কারও সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তবে এই মানত পূরণ করা তার জন্য বৈধ নয়।

আল্লাহর জন্য বৈধ কোন কাজের মানত করলে তা পূরণ করা বাধ্যতামূলক, তবে এ ধরনের মানত করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, এজন্য কারও মতে তা মাকরূহ, কারও মতে হারাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১১
শাফায়াত, ওসীলা

১১.১ শাফায়াতের অর্থ

শাফায়াত অর্থ কারও প্রয়োজন পূরণের জন্য সুপারিশ করা কিংবা মধ্যস্থতা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

যে ভাল সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে এবং যে মন্দ সুপারিশ করবে তার জন্যও তা থেকে একটি অংশ থাকবে। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সংরক্ষণকারী।[২৫২]

কেউ যদি কোন ভাল কাজের জন্য কিংবা কারও প্রয়োজন মেটানোর জন্য শাসক, সম্পদশালী কিংবা ক্ষমতাশালী অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করে, তবে তা ভাল কাজ, হাদীসে বর্ণিত:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ

---

[২৫২] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৮৫।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট কোন যাঞ্চাকারী আসলে কিংবা তার কাছে কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন করা হলে বলতেন: "তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে আর আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা মীমাংসা করেন।"[২৫৩]

অর্থাৎ তার প্রয়োজন পূরণ হবে কি হবে না সেটা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত যা তিনি তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে প্রকাশ করবেন, কিন্তু তোমরা সুপারিশ কর, কেননা তার প্রয়োজন পূরণ হোক বা না হোক তোমরা তোমাদের সুপারিশের সওয়াব লাভ করবে।

কিন্তু নিষিদ্ধ কোন বিষয়ে সুপারিশ বৈধ নয়, কিংবা বিচারক কর্তৃক শরীয়তের বিধান জারি হয়ে যাওয়ার পর শাস্তিপ্রাপ্তকে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ নিষিদ্ধ।

১১.২ শিরকপূর্ণ শাফায়াত, যাকে অনেকে ওসীলাও বলে থাকে

মুশরিকদের শাফায়াত হল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার ইবাদত করা এই আশায় যে সেই সত্তা তাকে আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী করবে। আল্লাহ পাক বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

[২৫৩] বুখারী(১৪৩২), মুসলিম(২৬২৭)।

www.pathagar.com

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের শাফায়াতকারী।" বল, "তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন?" তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।[২৫৪]

এক্ষেত্রে মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করত যে এই সমস্ত কল্পিত মধ্যস্থতাকারী আল্লাহরই সৃষ্টি, এরা আল্লাহ পাকের রাজত্বেরই অধীন, এরা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, তবে আল্লাহর নিকট তাদের বিশেষ মর্যাদা থাকায় তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা শাফায়াতকারী বা 'ওসীলা' ফলে এদের ইবাদত করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে, আল্লাহ পাক তাদের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলেন:

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, "আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"[২৫৫]

যারা ধারণা করে যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম হিসেবে নবী-রাসূল কিংবা পীর, ওলী, দরবেশ কিংবা কবরে শায়িত ব্যক্তি কিংবা মাজার, দরগা, মুরশিদের ইবাদত করতে হবে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মর্যাদাকে খাটো করে তাঁকে নামিয়ে আনে পৃথিবীর রাজা-বাদশা-মন্ত্রীদের পর্যায়ে। পৃথিবীতে মানুষ রাজা-

---

[২৫৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮।
[২৫৫] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৩।

www.pathagar.com

বাদশা-মন্ত্রীদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মাধ্যম ধরে থাকে, মাধ্যম ছাড়া পৃথিবীর এই সমস্ত ক্ষমতাসীনদের কাছে যাওয়া যায় না, তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাই যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অন্য কোন সত্তার ইবাদত করল, তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সমস্তরে নামিয়ে আনল। অথচ আল্লাহ পাক তার বান্দাদের নিকটে, তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার দ্বারা তিনি সকলকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনি সরাসরি বান্দাদের ডাকে সাড়া দেন, আল্লাহ পাক বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, [তাদেরকে বলুন হে নবী:] আমি তো কাছেই। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।[২৫৩]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

---

[২৫৩] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৬।

www.pathagar.com

আমাদের কল্যাণময় ও সুউচ্চ রব, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, বলতে থাকেন: কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দেব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যে আমি তাকে ক্ষমা করব?[২৫৭]

এছাড়া আল্লাহ পাক বান্দার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত, অতএব তাঁর কাছে নিজের আবেদন পেশ করতে কিংবা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কোন মধ্যস্থতাকারী, শাফায়াতকারী কিংবা ওসীলার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ পাক বলেন:

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

বল, "আল্লাহই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা।"[২৫৮]

মোটকথা, যারা ধারণা করেছে যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য কিংবা আল্লাহর নিকট প্রয়োজন পূরণের জন্য কিংবা নাজাতের জন্য মধ্যবর্তী কিছু সত্তা বা শাফায়াতকারী বা ওসীলার ইবাদত করতে হবে, এদের নিকট দুআ করতে হবে, তারা মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করল এবং সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনল। আর যারা এই কাজ করল তারা মুশরিক, তারা শিরক আকবার বা বড় শিরকে লিপ্ত যা একজন ব্যক্তির মূল তাওহীদকে বিনষ্ট করে দেয়। এ ধরনের শাফায়াতকারী বা ওসীলা ধরা শিরক, আখিরাতে মুশরিকদেরকে যা বলা হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

---

[২৫৭] বুখারী(১১৪৫), মুসলিম(৭৫৮)।

[২৫৮] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৯৬।

www.pathagar.com

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

আর নিশ্চয় তোমরা এসেছ আমার কাছে একা একা, যেরূপ সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদেরকে প্রথমবার এবং আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা তোমরা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের শাফায়াতকারীদের দেখছি না, যাদের তোমরা মনে করেছ যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের মধ্যে [আল্লাহর] অংশীদার। অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে।[২৫৯]

অতএব যারা তাদের পার্থিব কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য, কিংবা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের আশায় কিংবা আখিরাতে মুক্তির আশায় কোন নবী কিংবা ওলীকে ডাকে অথবা কোন নবী বা ওলী বা অন্য কোন কিছুর ইবাদত করে বা তার কাছে দুআ করে, সে মূলত জাহিলী যুগের মক্কার মুশরিকদের মতই, যাদের কাছে আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের দাওয়াত সহ পাঠিয়েছিলেন।

অতএব যারা কবরের নিকট প্রার্থনা করে থাকে, মাজারে চায় কিংবা কোন নবী বা ওলীকে ডাকে, এই বিষয়টি যে শিরক, তা জানার সাথে সাথে তাদের কর্তব্য তওবা করে ইসলামে ফিরে আসা এবং তাওহীদকে বাস্তবায়ন করা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তওবাকারী অনুতপ্ত বান্দার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন:

---

[২৫৯] সূরা আল আনআম, ৬ : ৯৪।

www.pathagar.com

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বল, "হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৫০]

১১.৩ শাফায়াতের শর্ত

১১.৩.১ শাফায়াতের জন্য আল্লাহ পাকের অনুমতি আবশ্যক

শাফায়াত আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বের অংশ, এতে কারও কোন অংশীদারিত্ব নেই, এমনকি আল্লাহর নিকট আগ বেড়ে সুপারিশ করার অধিকারও কারও নেই। আল্লাহ পাক বলেন:

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

আর এ দ্বারা তুমি তাদেরকে সতর্ক কর, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের দিকে সমবেত করা হবে, [এ অবস্থায় যে] <u>তিনি ছাড়া তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী আর না শাফায়াতকারী।</u> হয়ত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[২৫১]

[২৫০] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৫৩।
[২৫১] সূরা আন আনআম, ৬ : ৫১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ

বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যাররা[২৬৭] পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোন শাফায়াত কারো উপকার করবে না। ...[২৬৮]

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে শাফায়াত আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, কেবল তিনি অনুমতি দিলে এবং রাজী হলেই শাফায়াত হতে পারে, আল্লাহ পাক যাকে অনুমতি দেবেন সে শাফায়াত করতে পারবে, উপরন্তু সে কার জন্য শাফায়াত করবে সেটাও আল্লাহ পাকের অনুমোদন-সাপেক্ষ। অতএব শাফায়াত আল্লাহ ছাড়া আর কারও অধিকারে নেই এবং শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাওয়া যাবে।

১১.৩.২ শাফায়াতের দ্বারা কাফির, মুশরিকরা উপকৃত হবে না

কাফির, মুশরিকদের জন্য কোন শাফায়াত হবে না, তাই শাফায়াতের দ্বারা উপকৃত হতে হলে অবশ্যই একত্ববাদী মুসলিম হতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন:

---

[২৬৭] পিঁপড়ার ওজন পরিমাণ, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র কিছু।

[২৬৮] সূরা সাবা, ৩৪ : ২২-২৩।

www.pathagar.com

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْـَٔازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ

مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

আর তুমি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখকষ্ট চেপে রাখা অবস্থায়। যালিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন শাফায়াতকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে।[২৬৯]

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌ

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।[২৭০]

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّـٰتٍ

يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ

مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا

تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾

---

[২৬৯] সূরা গাফির, ৪০ : ১৮।
[২৭০] সূরা আল বাকারা, ২ : ৪৮।

www.pathagar.com

প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়, বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, "আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না। আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে [বেহুদা আলাপে] মগ্ন থাকতাম। আর আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে।" <u>অতএব শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের কোন উপকার করবে না।</u>[২৭১]

হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

আবু হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হল: "হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে?" আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি ধারণা করেছিলাম হে আবু হুরায়রা যে তোমার আগে কেউ আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না, তোমার মধ্যে আমি হাদীসের প্রতি যে আগ্রহ দেখেছি সে কারণে। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে হবে যে তার অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।"[২৭২]

---

[২৭১] সূরা আল মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩৮-৪৮।
[২৭২] বুখারী(৯৯)।

www.pathagar.com

অতএব শাফায়াত লাভ করবে একমাত্র একত্ববাদী মুসলিমরা, কাফির-মুশরিকদের জন্য কোন শাফায়াত নেই। এছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে শাফায়াতের দুটি শর্ত:

১) শাফায়াতকারীর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অনুমতি, তিনি যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সে শাফায়াত করতে পারবে।

২) যার জন্য শাফায়াত করা হবে, তার জন্য শাফায়াতের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি।

এজন্য বলা যায় যে শাফায়াত যথেচ্ছ হবে না, যেমনটি মানুষ ধারণা করে থাকে। বরং শাফায়াতের উদ্দেশ্য হল শাফায়াতকারীর সম্মান বৃদ্ধি এবং যার জন্য শাফায়াত করা হবে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন।

১১.৪ আখিরাতের শাফায়াত

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে শাফায়াত আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, এতে কারও অংশীদারিত্ব নেই, এবং আল্লাহ পাকের সামনে আগ বেড়ে শাফায়াত করতে পারে এমন কোন সত্তা নেই। আর আল্লাহ পাক শাফায়াতের অনুমতি দিলে তবেই কেবল শাফায়াত হতে পারে, আল্লাহ পাক যাঁদেরকে অনুমতি দেবেন, কেবল তারাই কিয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবে, আর যাদের জন্য শাফায়াত করা হবে, তাদের শাফায়াতের ব্যাপারেও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি থাকতে হবে, আর কাফির-মুশরিকদের জন্য শাফায়াতের কোন অংশ নেই।

আখিরাতে শাফায়াত কয়েক প্রকার:

১) বড় শাফায়াত: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামতের দিন মানুষের বিচারকার্য শুরু হওয়ার জন্য শাফায়াত। কিয়ামতের দিন মানুষ বিচারের অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, যখন তাদের অপেক্ষার

www.pathagar.com

কষ্ট চূড়ান্ত হবে, তারা একে একে আদম(আ.), নূহ(আ.), ইব্রাহীম(আ.), মূসা(আ.), ঈসার(আ.) কাছে যাবে, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে শাফায়াত করতে অস্বীকার করবেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে যাবে, তিনি বলবেন:

أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

আমিই এর উপযুক্ত, অতঃপর আমি আমার রবের অনুমতি চাইব এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে. এরপর তিনি আমাকে প্রশংসাসূচক স্তুতি শিখিয়ে দেবেন যা বলে আমি তাঁর প্রশংসা করব, যা এখন আমি জানি না, অতঃপর আমি সেসব স্তুতির দ্বারা তাঁর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ব, অতঃপর তিনি বলবেন, হে মুহাম্মাদ, তোমার মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে, এবং চাও তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফায়াত কর তোমার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে।[২৭৩]

আর এটাই হল আল-মাকাম আল-মাহমুদ কিংবা প্রশংসিত মর্যাদার আসন যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক দিয়েছেন নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এখানে লক্ষণীয় যে স্বয়ং নবী মুহাম্মাদও(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে থেকেই শাফায়াত শুরু করবেন না, বরং তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করবেন, তাঁর স্তুতি বর্ণনা করবেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে অনুমতি দিলে তবেই কেবল তিনি শাফায়াত করবেন।

---

[২৭৩] বুখারী(৭৪৪০, ৭৫১০), মুসলিম(৪৪)।

www.pathagar.com

২) জান্নাতবাসীরা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য শাফায়াত: নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ

আমি জান্নাতের ব্যাপারে প্রথম শাফায়াতকারী।[২৭৪]

৩) জাহান্নামের যোগ্য লোকদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার শাফায়াত, যেমনটি জানাযার সালাত সম্পর্কে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ »

এমন কোন মুসলিম নেই যে মৃত্যুবরণ করে এবং তার জানাযায় এমন ৪০ জন শরীক হয় যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করে না, অথচ আল্লাহ তাদের শাফায়াত গ্রহণ করবেন না।[২৭৫]

এটা জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই শাফায়াত।

৪) জাহান্নামে প্রবিষ্টকে সেখান থেকে বের করার শাফায়াত। এ বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে, মুতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায় এই শাফায়াতকে অস্বীকার করে থাকে।

৫) জান্নাতের মুমিনদের মধ্যে কারও কারও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত। মুমিনদের পরস্পরের জন্য দুআর দ্বারা এটি অর্জিত হয়, যেমনটি আবু সালামার(রা.) মৃত্যুতে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ:

---

[২৭৪] মুসলিম(১৯৬)।
[২৭৫] মুসলিম(৯৪৮)।

www.pathagar.com

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ »

হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর মর্যাদা হেদায়েতপ্রাপ্তদের স্তরে সমুন্নত করুন, তাঁর পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করুন, আমাদেরকে এবং তাঁকে ক্ষমা করুন হে জগতসমূহের রব, তাঁর কবরে তাঁর জন্য প্রশস্ততা দান করুন, এবং একে তাঁর জন্য আলোকিত করুন।[২৭৬]

উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়াত শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য নির্দিষ্ট আর বাকী তিনটি প্রকারে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অন্যরাও শরীক।

বিশেষ শাফায়াত: ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে অবিশ্বাসী, অমুসলিম, মুশরিক, কাফিরদের জন্য কোন শাফায়াত নেই। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচা আবু তালিব, সে জাহান্নামী হবে, কিন্তু নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাফায়াতের দ্বারা জাহান্নামে তার শাস্তি লাঘব করা হবে।[২৭৭]

অতএব উপরে বর্ণিত শাফায়াতগুলো বাস্তব এবং এগুলো ঘটবে। তবে এই সকল শাফায়াত একমাত্র আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন, এবং তা ঘটবে একমাত্র তাঁর অনুমতি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী, যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, এই সকল শাফায়াত নির্ধারিত একমাত্র তাওহীদপন্থীদের জন্য, মুশরিকদের জন্য কোন শাফায়াত নেই, আর

---

[২৭৬] মুসলিম(৯২০)।
[২৭৭] বুখারী(৩৮৮৩), মুসলিম(২০৯)।

www.pathagar.com

যেহেতু শাফায়াত একমাত্র আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন, সুতরাং একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারও কাছে শাফায়াত চাওয়া যাবে না।

১১.৫ তাওয়াস্সুল অর্থাৎ ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বন

তাওয়াসসুল অর্থ ওসীলা কিংবা মাধ্যম অবলম্বন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম অবলম্বন করা, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যলাভের ওসীলা অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।[২৭৮]

কিন্তু এই ওসীলার অর্থ কি, সেটা বোঝা অত্যন্ত জরুরী। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে সকল প্রকার মাধ্যম অবলম্বন করাই জায়েয। বরং এই আয়াতে যে ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তা কি এবং কিভাবে সেটাও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিতে হবে, নিজেরা তৈরী করলে চলবে না।

তাই তাওয়াসসুল কিংবা ওসীলা কিংবা মাধ্যম অবলম্বনের বিষয়টি কখনও বৈধ, কখনও তা অবৈধ। অবৈধ ওসীলার মাঝে আবার কতগুলো আছে শিরক পর্যায়ের। অতএব মুসলিম মাত্রেরই এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

---

[২৭৮] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩৫।

www.pathagar.com

১১.৫.১ বৈধ তাওয়াসসুল

১) ঈমান ও আমলে সালিহের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইলে অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে ঈমান আনতে হবে এবং সৎকর্ম করতে হবে, আর এই অর্থেই আল্লাহ পাক ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝٣٥

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যলাভের ওসীলা অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।[২৭৯]

আর স্বয়ং নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল এবং ফেরেশতাগণও আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য এই ওসীলা গ্রহণ করে থাকেন:

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ۝٥٧

তারা যাঁদেরকে ডাকে, তাঁরা নিজেরাই তো তাঁদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান করে যে, তাঁদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তাঁরা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর।[২৮০]

---

[২৭৯] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩৫।
[২৮০] সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৫৭।

www.pathagar.com

অতএব উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে বর্ণিত তাওয়াসসুল আর কিছুই নয়, ঈমান ও সৎকর্ম। যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা [জান্নাতের] সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।[২৮১]

২) আল্লাহ পাকের সুন্দরতম নামসমূহ ধরে তাঁকে ডেকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভে এবং তাঁর নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণে সচেষ্ট হওয়া, আল্লাহ পাক বলেন:

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

আর সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।[২৮২]

---

[২৮১] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৭।
[২৮২] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৮০।

www.pathagar.com

৩) নিজের ঈমান ও সৎকর্মের ওসীলায় আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছু চাওয়া, যেমনটি আল্লাহ পাক আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾

হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।[২৮৩]

এবং যেমনটি দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত: তিনজন ব্যক্তি একটি গুহায় আটকা পড়ার পর তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে সালিহের মাঝে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে সম্পাদিত একটি আমলের ওসীলায় আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করল যে তিনি যেন তাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, ফলে একজন পিতামাতার প্রতি তার যত্নের ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, একজন আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার থেকে ফিরে আসার ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, তৃতীয়জন তার অধীন এক কর্মচারীর পাওনা সম্পদ উত্তমরূপে হেফাযত করা এবং তা পূর্ণ ও বর্ধিত মাত্রায় তাকে ফিরিয়ে দেয়ার ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, প্রত্যেকের দুআয় গুহার মুখে চেপে বসা পাথর একটু করে ফাঁক হতে লাগল, অবশেষে তারা বের হয়ে আসতে সক্ষম হল।[২৮৪]

৪) নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর নিকট দুআ চাওয়া এবং জীবিত মুমিনদের কাছে দুআ চাওয়া। মুমিনরা পরস্পরের জন্য দুআর দ্বারা উপকৃত হয়, হাদীসে বর্ণিত:

---

[২৮৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৫৩।
[২৮৪] বুখারী(২২১৫), মুসলিম(২৭৪৩)।

www.pathagar.com

« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ »

এমন কোন মুসলিম নেই যে মৃত্যুবরণ করে এবং তার জানাযায় এমন ৪০ জন শরীক হয় যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করে না, অথচ আল্লাহ তাদের শাফায়াত গ্রহণ করবেন না।[২৮৫]

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।[২৮৬]

১১.৫.২ নিষিদ্ধ তাওয়াসসুল

১) কোন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর নিকট চাওয়া বা দুআ করা। যেমন অনেকে বলে থাকে যে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসীলায় আমার দুআ কবুল করুন হে আল্লাহ! এ ধরনের তাওয়াসসুল দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন বা বিদাত, নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর সাহাবীগণের থেকে এর সপক্ষে কোন দলীল নেই, বরং নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবীগণের আমল থেকে বোঝা যায় যে এ ধরনের তাওয়াসসুল নিষিদ্ধ, কেননা সাহাবীগণ নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে দুআ চাইতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা তাঁর ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করেননি। বরং

---

[২৮৫] মুসলিম(৯৪৮)।
[২৮৬] মুসলিম(১৬৩১)।

www.pathagar.com

উমার(রা.) এর যুগে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময় তাঁরা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচা আব্বাসকে দুআ করতে বলতেন, হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

আনাস ইবনে মালিক(রা.) থেকে বর্ণিত যে অনাবৃষ্টির সময় উমার(রা.) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বৃষ্টিপাতের দুআ করতে বলতেন এবং বলতেন: হে আল্লাহ, আমরা আমাদের নবীর [দুআর] মাধ্যমে আপনার নিকট আবেদন করতাম ফলে আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করতেন, আর [এখন] আমরা আমাদের নবীর চাচার [দুআর] মাধ্যমে আপনার নিকট আবেদন করছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, ফলে তাদের ওপর বৃষ্টিপাত হত।[২৮৭]

আব্দুর রাযযাকের মুসান্নাফে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের(রা.) বর্ণনা পাঠে উপরোক্ত হাদীসটির অর্থ আরও স্পষ্ট হয়:

عن ابن عباس أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس قم فاستسق

ইবনে আব্বাস(রা.) বর্ণনা করেন যে উমার সালাতের ময়দানে ইসতিসকার সালাত আদায় করতেন এবং আব্বাসকে(রা.) বলতেন উঠুন, আপনি বৃষ্টির জন্য দুআ করুন...

এখানে লক্ষণীয় যে উমার(রা.) নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পর নবীর ওসিলায় বৃষ্টিপাত প্রার্থনা না করে তাঁর চাচা আব্বাসকে(রা.) বলতেন বৃষ্টিপাতের জন্য দুআ করার জন্য,

---

[২৮৭] বুখারী(১০১০)।

www.pathagar.com

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন ব্যক্তির সম্মান বা মর্যাদার ওসীলা দিয়ে দুআ করা বৈধ নয়, যদি তা হত তবে উমার(রা.) সেটাই করতেন।

নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসীলা দিয়ে কিছু চাওয়াই যখন শরীয়তসম্মত নয়, তখন তাদের অবস্থা কি যারা অন্য কোন সৎকর্মশীল, পীর-দরবেশ, ওলীর ওসীলায় কিছু চায়? অথবা তাদের অবস্থা কি যারা বলে যে "**হাজির লোকদের মধ্যে যারা হাতখানা তোমার পছন্দ, তার ওসীলায় আমাদের দুআ কবুল কর**"।?

১১.৫.৩ শিরকপূর্ণ তাওয়াসসুল

নবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া, পীর-দরবেশ, কবর, মাজার, দরগার কাছে দুআ করার মাধ্যমে, তাদের কাছে আশ্রয় কিংবা পরিত্রাণ কিংবা মুক্তি চাওয়ার মাধ্যমে কিংবা তাদের ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিংবা আল্লাহর নিকট উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস - এটি শিরক আকবার বা বড় শিরক, কুরআন কিংবা সুন্নাতে যে ওসীলার কথা এসেছে, এটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১২
সৎকর্মশীলদের মর্যাদায় সীমালঙ্ঘন, কবরপূজা

১২.১ নবী-রাসূল, সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শিরকের অন্যতম মাধ্যম

সৎকর্মশীলদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হল তাদের প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা এবং ইবাদতের কোন অংশ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা।

সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পূর্ববর্তী জাতিদের পথভ্রষ্টতার কারণ। যেমন: খ্রিস্টানরা নবী ঈসাকে(আ.) তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাঁকে ইলাহ বানিয়েছে এবং শিরকের অতলে পতিত হয়েছে, আল্লাহ পাক বলেন:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ
إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ
وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ
إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴿١٧١﴾

www.pathagar.com

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালেমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, এবং তাঁর [সৃষ্ট রূহসমূহের মধ্যে] এক রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, "তিন।" তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[২৮৮]

এর পূর্বে নূহের(আ.) জাতির লোকেরা যে শিরকে লিপ্ত ছিল, সেই শিরকের জন্মও হয়েছিল সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে। আল্লাহ পাক আল কুরআনে নূহের(আ.) জাতির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

আর তারা বলে, "তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে।"[২৮৯]

এখানে নূহের(আ.) জাতির যে মাবুদগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তাদের পূর্ববর্তী যুগের সৎকর্মশীলদের নাম, এঁরা মৃত্যুবরণ করার পর তৎকালীন মানুষেরা প্রথমে এদের মূর্তি তৈরী করেছিল এই যুক্তিতে যে তাদের মূর্তিগুলো দেখলে তাঁদের কথা মনে পড়বে এবং তাঁদের ইবাদতের কথা স্মরণ হলে পরবর্তী প্রজন্মে ইবাদতের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে শয়তানের প্ররোচনায় পরবর্তী প্রজন্মের

[২৮৮] সূরা আন নিসা, ৪ : ১৭১।
[২৮৯] সূরা নূহ, ৭১ : ২৩।

www.pathagar.com

লোকেরা ভাবতে শুরু করল যে এই মূর্তিগুলো এজন্যই তৈরী হয়েছে যে এগুলোর ইবাদত করা হবে। এমনিভাবে সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তাঁদের প্রতিকৃতি নির্মাণ থেকেই মূর্তিপূজা ও শিরকের সূচনা।[২৯০]

এই বর্ণনা থেকে আরও বোঝা যায় যে জীবন্ত বস্তুর চিত্র, মূর্তি প্রতিকৃতি ইত্যাদি আঁকা কিংবা নির্মাণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার একটি কারণ এই যে এর দ্বারা শিরকের পথ উন্মোচিত হয়। এজন্য কোন ব্যক্তির চিত্রকর্ম কিংবা ছবি ঝুলানো বা টানানো কিংবা তার মূর্তি নির্মাণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কেননা এ সবই শিরকের দরজা।

তেমনি মৃতদের স্মরণে ভাস্কর্য, সৌধ, মিনার নির্মাণেরও একই বিধান হবে - এ সবই প্রশংসা ও স্মরণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং শিরকের দরজা।

১২.২ নবী-রাসুল কিংবা সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্কবাণী

সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্নভাবে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

[২৯০] বুখারী(৪৯২০), তাফসীর ইবনে কাসীর(১৪/১৪২-১৪৪)।

www.pathagar.com

তোমার আমার প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা মরিয়মের পুত্রের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, কেননা নিশ্চয়ই আমি কেবলই তাঁর বান্দা, সুতরাং বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।[২৯১]

এই হাদীসে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সৃষ্টিগত দিক থেকে তিনি আল্লাহ পাকের অন্যান্য বান্দাদের মতই একজন বান্দা। যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

বলুন [হে নবী:], "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[২৯২]

অপর এক ঘটনায় একবার একটি ছোট মেয়ে ছড়া বলতে গিয়ে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশংসায় বলে ফেলে:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

এবং আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যিনি আগামীর সংবাদ জানেন।

---

[২৯১] বুখারী(৩৪৪৫)।
[২৯২] সূরা আল কাহফ, ১৮ : ১১০।

www.pathagar.com

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করে দেন এবং এ কথা বলতে নিষেধ করেন।[২৯৩]

১২.২.১ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল

নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাকের অন্যান্য বান্দাদের মতই মাটির তৈরী এক বান্দা, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী এবং তাঁর কর্তৃত্ব, কর্ম, দেখা, শোনা, জ্ঞান ইত্যাদিতে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনই অংশ নেই, এবং ইবাদতের কোন অংশই নবীর প্রাপ্য নয়, কেননা তিনি একজন বান্দা, ইবাদতকারী, কিন্তু মাবুদ নন। সুতরাং যারা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে দাবী করে যে তিনি নূরের তৈরী, কিংবা তিনি গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী কিংবা তিনি কবরে থেকে মানুষের দুআ কিংবা সাহায্যের আহ্বান বা ডাক শুনতে পান, তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হত না ইত্যাদি, তারা সকলেই তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে এবং উপরে বর্ণিত নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ অমান্য করে নবীর অবাধ্য হয়েছে। উপরন্তু তারা বিভিন্নভাবে শিরকে পতিত হয়ে নিজেদের জন্য জাহান্নামের চির আবাস নিশ্চিত করেছে, আল্লাহ পাক সকলকে হেদায়েত দান করুন।

সৃষ্টিগত দিক থেকে তাই নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ পাকের অন্যান্য বান্দাদের মতই একজন বান্দা যা কুরআনের বহু আয়াত এবং নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তিনি আল্লাহর রাসূলও বটে। ফলে শরীয়তের ব্যাপারে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তাঁর দেখানো পথেই আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে

---

[২৯৩] বুখারী(৪০০১)।

www.pathagar.com

হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধকে আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধ মনে করতে হবে, তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতাকে আল্লাহর অবাধ্যতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, তিনি যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও ভালবাসা তাঁকে দিতে হবে।

তাই যারা তাঁকে একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর পর্যায়ে উন্নীত করেছে কিংবা তাঁকে নূরের তৈরী দাবী করেছে কিংবা তিনি মানুষের ডাক শুনতে পান, কবরে থেকেও মানুষকে সাহায্য করেন ইত্যাদি দাবীর মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে, তারা তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে সীমালঙ্ঘন করেছে।

অপরপক্ষে যারা রাসূল হিসেবে তাঁর প্রাপ্য আনুগত্য তাঁকে দেয়নি, তাঁর অবাধ্যতা করেছে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর শেখানো পথ বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া পথে আল্লাহর ইবাদত করেছে, তাঁকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়নি, তারা তাঁর ব্যাপারে অবহেলা করেছে এবং তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি।

সুতরাং একজন মুসলিমের যথার্থ অবস্থান এই বাড়াবাড়ি এবং অবহেলার মাঝামাঝি। একদিকে সে নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির তৈরী একজন মানুষ মনে করে, যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর কর্তৃত্ব ও নির্দেশের অধীন, আল্লাহ পাকের রাজত্বে, কর্তৃত্বে, জ্ঞানে যার কোন অংশীদারিত্ব নেই, যিনি আল্লাহর বান্দাদের কোন কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখেন না, যাঁর কাছে মৃত্যুর পর আর কিছু চাওয়া যাবে না, যাঁর উদ্দেশ্যে ইবাদতের কোন অংশ নিবেদন করলে একজন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যাবে এবং মুশরিকে পরিণত হবে। অপরপক্ষে সে তাঁকে রাসূল হিসেবে তাঁর মর্যাদা প্রদান করে, তাঁর নির্দেশকে মাথা পেতে নেয়, তাঁর অবাধ্যতা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সর্বক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণীয় আদর্শ

www.pathagar.com

হিসেবে গ্রহণ করে, একমাত্র তাঁর শেখানো পথে ও পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করে, তিনি যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাঁকে ভালবাসে এবং সম্মান করে। এই হচ্ছে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে একজন মুসলিমের সঠিক অবস্থান।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ স্বয়ং নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষেত্রেও যদি সব ধরনের বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ হয়, তবে তাঁর তুলনায় মর্যাদায় কম যে সমস্ত সৎকর্মশীল ব্যক্তি আছেন, তাদের ক্ষেত্রে তা কতটা নিষিদ্ধ হবে সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর ভণ্ড, নোংরা, জটাধারী, উলঙ্গ পীর-ফকির জাতীয় লোকদের ক্ষেত্রে কি বলা যাবে?

যাহোক নবী-রাসূল, সৎকর্মশীলদের প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি শিরকের পথ উন্মুক্ত করে, ফলে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন যেমনিভাবে খ্রীস্টানরা ঈসার(আ.) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে।

খ্রীস্টানরা নবী ঈসাকে(আ.) আল্লাহর পুত্র দাবী করে শিরকের অতলে পতিত হয়েছে। অপরপক্ষে একদল মুসলিম নামধারী নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর দ্বারা তৈরী বলে দাবী করেছে।

খ্রীস্টানরা যেমন নবী ঈসার(আ.) জন্মদিনকে তাদের ধর্মীয় উৎসব বানিয়েছে, তেমনি মুসলিমরা নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মদিন তথা 'মিলাদ' কে তাদের ধর্মীয় উৎসব বানিয়ে খ্রীস্টানদের অনুকরণে নবীর ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, যেমনটি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

www.pathagar.com

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে, প্রতি হাতের ব্যবধানে, প্রতি গজের ব্যবধানে, এমনকি তারা গিরগিটির গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা [সাহাবীগণ] বললাম হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদী এবং খ্রীস্টানদের? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আর কে?[২৯৪]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক হও কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়েছে।[২৯৫]

অন্য হাদীসে বর্ণিত:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ». قَالَهَا ثَلاَثًا

আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" তিনি তিনবার তা বললেন।[২৯৬]

এখানে অতিরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত 'তানাত্তু' শব্দের অর্থ হল বক্তব্য প্রদান, যুক্তিতর্ক কিংবা দীন পালনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। অর্থাৎ বক্তব্যের ক্ষেত্রে কঠিন শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করা যা শ্রোতাদের

---

[২৯৪] বুখারী(৩৪৫৬), মুসলিম(২৬৬৯)।
[২৯৫] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।
[২৯৬] মুসলিম(২৬৭০)।

www.pathagar.com

নিকট বোধগম্য নয়। তেমনি কুরআন ও সুন্নাহকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র যুক্তির ব্যবহার হল দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। আর দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হল ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীয়তে বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করা।

মোটকথা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। তেমনি সৎকর্মশীলদের প্রশংসা করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ এবং তা শিরকের পথে পরিচালিত করে। পূববর্তী জাতিরা তাদের নবী কিংবা সৎকর্মশীলদের নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে শিরকের অতলে পতিত হয়েছে। আর মুসলিম সমাজে যে শিরকের উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছে, তার একটা বড় অংশ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকেই উদ্ভূত।

১২.২.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত, তিনি তাঁর কবরে অবস্থিত এবং তিনি কারও ডাক শুনতে পান না

আল-কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু বরণ করবেন, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।[২৯৭]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

[২৯৭] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৩০।

www.pathagar.com

আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অমর হবে? প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।[২৯৮]

তাই নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পর সাহাবীদের মধ্যে উদ্ভূত অস্থিরতাকে প্রশমিত করতে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর(রা.) বললেন:

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وَقَالَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}

যে মুহাম্মাদের পূজা করত, তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ জীবিত, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। এবং তিনি পাঠ করলেন: " **নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।**" এবং পাঠ করলেন: " **আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।**"[২৯৯]

---

[২৯৮] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩৪-৩৫।

[২৯৯] বুখারী(৩৬৬৮)।

www.pathagar.com

এগুলো হল দিবালোকের মত স্পষ্ট দলীল যা প্রমাণ করে যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। এই স্পষ্ট দলীল বাদ দিয়ে যারা নিজেদের বিভ্রান্তির প্রমাণ খুঁজতে সংশয়ের অন্ধকার গলিতে হাতড়ে বেড়ায়, তাদের জন্য আপসোস! স্পষ্ট দলীল বাদ দিয়ে অস্পষ্ট বিষয় থেকে নিজের মনের খোরাক অনুযায়ী অপযুক্তি বের করা - এটাই যুগে যুগে পথভ্রষ্টদের পদ্ধতি, আল্লাহ পাক এদের সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আল কুরআনে:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ

তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ফলে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে...[৩০০]

সুতরাং বক্রতা অন্বেষণকারীরা স্পষ্টকে রেখে অস্পষ্টের পেছনে ছুটতে থাকে নিজেদের মনমত ব্যাখ্যা বের করে আনার জন্য। তাই উপরোক্ত স্পষ্ট আয়াতগুলোকে বাদ দিয়ে নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপাসনাকারী এবং তার প্রশংসার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী যে সমস্ত লোক তাঁকে জীবিত বলে দাবী করে, তাদের যুক্তি হল: "জীবিত না থাকলে তিনি মানুষের ওপর সাক্ষী হবেন কিভাবে, অথচ তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে: "**হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে**" [সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪৫]। অর্থাৎ তাদের যুক্তি হল "সাক্ষ্য দিতে হলে তাঁকে কিয়ামত

[৩০০] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭।

www.pathagar.com

পর্যন্ত জীবিত থাকতে হবে এবং উম্মাতের সমস্ত কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করতে হবে।" এই যুক্তির ভ্রান্তি খুব সহজেই বোঝা যায়, আল্লাহ পাক বলেন:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ
ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ

এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দীন। তিনিই [আল্লাহই] তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে [পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে] এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও।[৩০১]

সুতরাং নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাহ হবে মানুষের জন্য সাক্ষী। **তাহলে তো তাদেরকেও অতীতে জীবিত থাকতে হয়, নতুবা তারা পূর্ববর্তী জাতি, যেমন নূহের জাতি, মূসার জাতি, ঈসার জাতির ওপর সাক্ষ্য দেবে কিভাবে?**

বরং সঠিক কথা হল সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপস্থিত থাকা বা দেখা জরুরী নয়। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের ওপর সাক্ষ্য দেবেন, যেমনিভাবে আল কুরআনে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর উম্মাত অপরাপর উম্মাতের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করবে। এজন্য সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না জীবিত থাকতে হবে, না সবকিছু জানতে হবে, না সবকিছু শুনতে হবে। বরং চিরজীবন, সবকিছু শোনা ও সবকিছু দেখা, সবকিছু জানা - এগুলোতে রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য, যারা নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছে, তারা মূলত তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছে।

---

[৩০১] সূরা আল হাজ্জ, ২২ : ৭৮।

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীদের অপর 'দলীল' হল:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»

যে কেউ আমার ওপর সালাম পেশ করলেই, আল্লাহ আমার মধ্যে আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন যেন আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।[৩০২]

এ থেকে তারা বলতে চায় যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত এবং তিনি কবরে শুয়ে সব শুনতে পান। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই হাদীসটি তাদের মিথ্যা দাবীর বিপক্ষেই দলীল, পক্ষে নয়।

প্রথমত, এই হাদীসে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূহকে তাঁর দেহে ফিরিয়ে দেন, এর দ্বারা বোঝা গেল যে তাঁর রূহ সর্বদা তাঁর দেহে থাকে না, সুতরাং তিনি পৃথিবীর জীবনের মত জীবিত নন - এই হাদীসটি এটাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, এই হাদীসে শুধু সালামের কথা বলা হচ্ছে, সুতরাং নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব কথাই শুনতে পান, সেটার দলীল তারা কোথায় পেল?

তৃতীয়ত, অপর হাদীসে বর্ণিত:

إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বিচরণকারী আল্লাহর ফেরেশতারা আছেন যারা আমার উম্মাতের কাছ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছে দেয়।[৩০৩]

---

[৩০২] আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান।

[৩০৩] আহমদ, নাসাঈ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে উম্মাতের সালাম পৌঁছানোর জন্য ফেরেশতাদেরকে প্রয়োজন হয়, **অর্থাৎ তিনি নিজে থেকে তা শুনতে পান না, বরং নিযুক্ত ফেরেশতাগণ তাঁকে জানালে তখন তিনি তা জানতে পারেন।** তারপরও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ছাড়াই উম্মাতের সালাম শুনতে পান, তবে তা থেকে কিভাবে এই সিদ্ধান্ত আসে যে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'সবকিছু' অথবা 'সব ডাক' শুনতে পান? অথচ আল্লাহ পাক বলছেন:

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না।[৩০৪]

আর নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে গায়েব জানেন না, সেটাও আল্লাহ পাক স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক বলেন:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

বলুন [হে নবী], "আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।"[৩০৫]

---

[৩০৪] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২২।
[৩০৫] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৮৮।

www.pathagar.com

১২.৩ সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকেই কবরপুজার উদ্ভব

মুসলিম বিশ্বে যে শিরকের বহিপ্রকাশ অত্যন্ত প্রকট, তা হল কবর, মাজার, দরগা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত শিরক। এর মধ্যে রয়েছে: কবরের কাছে দুআ করা, কবরবাসীর উদ্দেশ্যে কবরকে তাওয়াফ করা, মাজারের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, মানত করা, কবরের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা, সেজদা করা সহ আরও বহুবিধ শিরকী ও বিদাতী কর্মকাণ্ড।

এই সমস্ত কবরে শায়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা এবং তাঁদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হল কবরকে ঘিরে উদ্ভাবিত শিরকের একটি কারণ। আর এর দ্বিতীয় কারণ হল কবরস্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে বেছে নেয়া। কেননা কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো হল কবরকেন্দ্রিক শিরকের প্রথম ধাপ। কবরস্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত দিয়ে এর শুরু, আর এর পরিসমাপ্তি হল আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ কবরের ইবাদতের মধ্যে। এজন্য কবরকেন্দ্রিক শিরকের পথ বন্ধ করার জন্য ইসলাম যেমন একদিকে সৎকর্মশীলদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, অপরদিকে কবরকে সজ্জিত করা কিংবা কবরে ইবাদত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

১২.৪ কবরকে সজ্জিত করা এবং কবরে ইবাদত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

প্রথমত, কবরকে উঁচু করা কিংবা একে সজ্জিত করা কিংবা এর ওপর কোন কিছু নির্মাণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

আবুল হাইয়াজ আল আসাদী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী বিন আবি তালিব(রা.) আমাকে বললেন: "আমি কি তোমাকে সে কাজে প্রেরণ করব না, যে কাজে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন - তা এই যে তুমি কোন মূর্তি নির্মূল না হওয়া অবস্থায় ছেড়ে আসবে না এবং উঁচু কোন কবরকে সমান না করে ছেড়ে আসবে না।"[৩০৬]

দ্বিতীয়ত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানকে ইবাদতের স্থান বানানোর ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অন্তিম রোগের অবস্থায় বলে গিয়েছেন: "ইহুদী ও নাসারার ওপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।" তিনি [আয়েশা] বলেন: তা না হলে তাঁর কবর উন্মুক্ত স্থানে হত, কিন্তু এই আশংকা করা হল যে একে ইবাদতের স্থান বানানো হবে।[৩০৭]

---

[৩০৬] মুসলিম(৯৬৮)।

[৩০৭] বুখারী(৪৩৫, ১৩৯০), মুসলিম(৫২৯)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর প্রকাশ্যে উন্মুক্ত স্থানে কিংবা সাধারণ কবরস্থানে না হয়ে আয়েশার(রা.) ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়েছে এই আশংকায় যে পাছে না পরবর্তী যুগের লোকেরা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের নিকট ইবাদত বন্দেগী শুরু করে দেয়, যেমনিভাবে ইহুদী নাসারা তাদের নবীদের কবরে ইবাদতের কারণে অভিশপ্ত হয়েছে। অপর হাদীসে বর্ণিত:

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »

লক্ষ্য কর, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীলদের কবরসমূহকে ইবাদতের স্থান বানাত, লক্ষ্য করো, তোমরা কবরসমূহকে ইবাদতের স্থান বানিও না, আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।[৩০৮]

আরও বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু হাবীবা(রা.) এবং উম্মু সালামা(রা.) হাবাশায় দেখা গির্জার কথা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উল্লেখ করলেন যাতে চিত্র ছিল, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যখন ওদের মধ্যে কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত তারা তার কবরের ওপর ইবাদতের স্থান বানাত এবং সেখানে এসব চিত্র অঙ্কিত করত, তাই ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩০৯]

---

[৩০৮] মুসলিম(৫৩২)।

[৩০৯] বুখারী(৪২৭), মুসলিম(৫২৮)।

www.pathagar.com

অন্য ভাষ্যে:

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান বানায়, তারা নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।[৩১০]

অতএব কবরস্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণকারী ব্যক্তিরা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্টতমদের অন্তর্গত, কেননা তারা গোটা সমাজকে শিরকের অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যায়, যেমনটি আমরা বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখতে পাচ্ছি। হাদীসে আরও বর্ণিত:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ »

আবু হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না আর আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিও না, আর আমার ওপর সালাত পেশ কর কেননা নিশ্চয়ই তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছায়।[৩১১]

[৩১০] আহমদ। আলবানীর মতে সহীহ।
[৩১১] আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ »

আবু হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না, যে ঘরে সূরা বাকারা পঠিত হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে"[৩১২]

অর্থাৎ তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না, ঘরে তোমরা নফল সালাত আদায় কর এবং কুরআন তিলাওয়াত কর। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কবরস্থান সালাত আদায় কিংবা কুরআন তিলাওয়াতের স্থান নয়। হাদীসে আরও বর্ণিত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

আবু হুরায়রা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, [নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:] হে আল্লাহ, আমার কবরকে মাবুদ বানাবেন না, এমন জাতির ওপর আল্লাহর লানত যারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানায়।[৩১৩]

এমনকি কেবলমাত্র কবরের দিকে মুখ করে সালাত পর্যন্ত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও বা সেই সালাত আল্লাহর জন্যও হয়, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৩১২] মুসলিম(৭৮০)।
[৩১৩] আহমদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

« لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا »

তোমরা কবরসমূহের দিকে সালাত আদায় করবে না এবং সেগুলোর ওপর বসবে না।[৩১৪]

১২.৪.১ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণের বিধান এবং মসজিদে নববীর ভেতরে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর

কবরস্থানে কিংবা সেখানে নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় নিষিদ্ধ এবং সালাত আদায় করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ »

সমস্ত যমীনই সালাতের স্থান [হিসেবে ব্যবহারযোগ্য] কবর ও গোসলখানা ছাড়া।[৩১৫]

তেমনি কবরের দিকেও সালাত বিশুদ্ধ নয়, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا »

তোমরা কবরসমূহের দিকে সালাত আদায় করবে না এবং সেগুলোর ওপর বসবে না।[৩১৬]

অনেকে প্রশ্ন তোলে: **তবে মদীনার মসজিদের ভেতর নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর কেন?**

---

[৩১৪] মুসলিম(৯৭২)।

[৩১৫] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[৩১৬] মুসলিম(৯৭২)।

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদকে(সা) মসজিদে নববীতে দাফন করা হয়নি, তাঁকে দাফন করা হয়েছে আয়েশার(রা.) ঘরে, যা সে সময় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে খলীফা আল-ওয়ালিদ বিন আব্দিল মালিকের যুগে মসজিদ বড় করার সময় আয়শার(রা.) ঘর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেটা অনুচিত ছিল। কোন কোন আলেম এ ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু খলীফা ধারণা করেছিলেন যে এতে অসুবিধা নেই। এজন্য বলতে হয় যে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া ঠিক হয়নি আর এ থেকে কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণের সপক্ষে কোন দলীলও নেয়া যাবে না, কেননা এ কাজ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবীগণের অনুমতিক্রমে হয়নি। তেমনি নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের ওপর সবুজ গম্বুজ নির্মাণও অনুচিত হয়েছে এবং এটা ঘটেছিল হিজরী ৭ম শতকে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর সাহাবীগণের(রা.) যুগে নয়।

১২.৫ কারামাতুল আউলিয়া (كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاء)

কারামাতুল আউলিয়া বলতে বোঝায় সৎকর্মশীলদের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাকে। অর্থাৎ সৎকর্মশীলদের জীবনে যদি এমন ঘটনা ঘটে যাকে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে তাকে কারামাত (كَرَامَةً) বলা হয়। অপরপক্ষে নবীদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা তাঁদের নবুওয়্যতের প্রমাণস্বরূপ সংঘটিত অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভুত ঘটনাকে বলা হয় মুজিযা। অবশ্য মুজিযা একটি পারিভাষিক শব্দ। নবীগণ তাঁদের উম্মাতসমূহের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন সেগুলোকে আল-কুরআনে বাইয়্যেনাত, আয়াত, বুরহান ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাহোক নবীদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে যখন কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে, তাকে পারিভাষিকভাবে কারামাত বলা হয়। এই কারামাতের প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে,

www.pathagar.com

যেমন অলৌকিকভাবে কোন বিপদ থেকে মুক্তি কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে কিংবা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমে ইত্যাদি।

কারামাতুল আউলিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা পথভ্রষ্টতার একটি অন্যতম উৎস। কেননা যাদুটোনা এবং শয়তান জিনদের সাথে যোগসূত্রের মাধ্যমেও কোন কোন ভণ্ড অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে, যেমন: শূন্যে ভাসা, পানির ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যাওয়া কিংবা পাথরের টুকরোকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি, এগুলো কারামাতুল আউলিয়া অর্থাৎ সৎকর্মশীলদের জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং এগুলো শয়তানী কর্মকাণ্ড, মানুষকে ধোঁকায় ফেলে জাগতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এ সমস্ত শয়তানী কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়। তাই একজন মুসলিমের কর্তব্য এ সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী জানা।

১২.৫.১ ওলী কে?

কারামাতুল আউলিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা আবশ্যক, তা হচ্ছে ওলী কে? আউলিয়া শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। ওলী শব্দটির আভিধানিক অর্থ: **অভিভাবক, রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক, কর্মবিধায়ক, সাহায্যকারী, বন্ধু, ভালবাসার পাত্র, নিকট কেউ।**

ওলী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর নৈকট্যশীল ওলী হতে হলে তার দ্বারা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটতে হবে। অনেকে মনে করেন যে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ফর্মুলা আছে কিংবা বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ড কিংবা তরীকা আছে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। কিন্তু বিষয়টি মোটেও এরকম নয়। বরং আল-কুরআনে স্পষ্টত ওলীর সংজ্ঞা দেয়া আছে, এ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হল:

www.pathagar.com

أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٦٢﴾

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

লক্ষ্য কর, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই, আর তারা আপসোসও করবে না। যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।[৩১৭]

সুতরাং যে ঈমানদার এবং মুত্তাকী সে-ই আল্লাহর ওলী। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এরপর তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সেই ওলী। আর মুত্তাকী বা তাকওয়া অবলম্বনকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধ করা বিষয় থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করেছে। অতএব ওলী হওয়ার শর্ত হল ঈমান এবং সৎকর্ম। যার ঈমান যত মজবুত, যার ইবাদত যত সুন্দর, সে আল্লাহ পাকের তত বড় ওলী। সুতরাং ওলী হওয়ার জন্য কোন গোপন সূত্র নেই, ওলী হওয়ার জন্য কোন অস্বাভাবিক কাজ করতে হয় না, ওলী হওয়ার জন্য কোন পীর সাহেবের মুরিদ হতে হয় না, ওলী হওয়ার জন্য কোন তরীকা ধরতে হয় না, বরং কুরআন ও সুন্নাতের প্রতি ঈমান রেখে যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে, সে-ই আল্লাহর ওলী। আর আল্লাহ পাকও মুমিনদের ওলী:

وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٨﴾

আর আল্লাহ মুমিনদের ওলী।[৩১৮]

---

[৩১৭] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২-৬৩।

[৩১৮] সূরা আল ইমরান, ৩ : ৬৮।

www.pathagar.com

অতএব ওলী হওয়ার মাপকাঠি অত্যন্ত স্পষ্ট: ঈমান ও তাকওয়া। প্রত্যেক মুমিনের ঈমান অনুপাতে আল্লাহর সাথে তার নৈকট্যের অংশ রয়েছে। সুতরাং কে প্রকৃতই ওলী আর কে ভণ্ড সেটা আমরা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি তার অবস্থা দেখে। যেমন কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় না করে, তবে সে যতই কেরামতী দেখাক সে কখনই আল্লাহর ওলী হতে পারে না, ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে যে ধ্বংস করল, সে মুত্তাকী নয়, আর তাই সে ওলীও নয়। এমনিভাবে কেউ যদি ইসলাম বিরোধী, তথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তবে সে আল্লাহর নৈকট্যশীল ওলী হতে পারে না।

১২.৫.২ কারামাতুল আউলিয়া কি সত্য?

ওলী কে, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল কারামাতুল আউলিয়া বলে বাস্তবিকই কিছু আছে কিনা? অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ওলী তথা ঈমানদার, সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে কিনা? এর জবাব হল: কারামাতুল আউলিয়া সত্য। কুরআন ও হাদীস এর স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং এ কথা সত্য যে আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল সৎকর্মশীল মুমিন মুত্তাকী বান্দাদের জীবনে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ আল কুরআনে আল্লাহ পাক মরিয়মের(আ.) গর্ভে ঈসার(আ.) অলৌকিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটা মরিয়মের(আ.) জীবনে সংঘটিত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক অসাধারণ কারামাত।

তেমনি আল কুরআনে সূরা আল কাহফে আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যার সারমর্ম এই যে কতিপয় ঈমানদার যুবক দেশের শাসকের দ্বারা শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য হওয়ার ভয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে সৌর বছরের হিসেবে ৩০০ বছর এবং চাঁদের হিসেবে ৩০৯ বছর ঘুম পাড়িয়ে

www.pathagar.com

রেখেছিলেন, এত দীর্ঘ সময় তারা পানাহার ছাড়াই বেঁচে ছিল আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়। এটাও কারামাতের উদাহরণ।

তেমনি হাদীসে বর্ণিত: একবার তিনজন ব্যক্তি একটি গুহায় আটকা পড়ার পর তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে সালিহের মাঝে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে সম্পাদিত একটি আমলের ওসীলায় আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করল যে তিনি যেন তাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, ফলে একজন পিতামাতার প্রতি তার যত্নের ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, একজন আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার থেকে ফিরে আসার ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, তৃতীয়জন তার অধীন এক কর্মচারীর পাওনা সম্পদ উত্তমরূপে হেফাযত করা এবং তা পূর্ণ ও বর্ধিত মাত্রায় তাকে ফিরিয়ে দেয়ার ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করল, প্রত্যেকের দুআয় গুহার মুখে চেপে বসা পাথর একটু করে ফাঁক হতে লাগল, অবশেষে তারা বের হয়ে আসতে সক্ষম হল।[৩১৯] এটিও কারামাতের উদাহরণ।

১২.৫.৩ শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে কারামাতুল আউলিয়ার পার্থক্য

যাদুটোনা এবং জিনদের সহায়তায় সংঘটিত শিরকপূর্ণ শয়তানী কর্মকাণ্ডের দ্বারাও বাহ্যিকভাবে কারামাতের অনুরূপ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে শয়তানী কর্মকাণ্ডের সাথে কারামাতের পার্থক্য করার জন্য দেখতে হবে: যে ব্যক্তির মধ্যে এর প্রকাশ ঘটেছে, সে ঈমানদার, মুত্তাকী, সৎকর্মশীল কিনা। যদি কোন অসৎ, বদচরিত্রের লোকের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ পায়, তবে বোঝা যাবে যে এটা শয়তানী কর্মকাণ্ড। কেউ যদি শূন্যে ভেসে থাকে, কিংবা পানির ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যায় অথবা একখন্ড পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করে ইত্যাদি তবে তাকে ওলী মনে করার কোন কারণ নেই, আর এই ঘটনাকে কারামাত মনে করার কোন কারণ

[৩১৯] বুখারী(২২১৫), মুসলিম(২৭৪৩)।

www.pathagar.com

নেই, কেননা জিনদের সহায়তায় এগুলো ঘটানো সম্ভব, আর যারা জিনদের সহায়তায় এগুলো ঘটায়, তারা জিনদেরকে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নানাপ্রকার শিরকী ও কুফরী কাজ করে থাকে।

তাই বলা যায় যে পাপাচারী, বদচরিত্রের লোকদের দ্বারা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটলে সেটাকে শয়তানী কর্মকাণ্ডের অংশ ও ভণ্ডামি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তেমনি কেউ যদি কোন অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় এবং তাদের আনুগত্য দাবী করে, তবে সেটাও ভণ্ডামি হওয়ারই সম্ভাবনা, কেননা কোন প্রকৃত সৎকর্মশীল ব্যক্তির জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটলে সে নিজে এর প্রশংসা করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিংবা প্রশংসা কুড়াতে চাইবে না, বরং সে তা লুকাতে চাইবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ব্যক্তি এক আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করতে চায়, তাই এমন ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নিজের আমলগুলোকে বিনষ্ট করার ঝুঁকি নিতে চাইবে না।

তেমনি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনের মাধ্যমে যদি ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কোন কিছুর প্রতি আহবান করা হয় কিংবা শরীয়তবিরোধী কোন বিষয়ের সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করা হয়, তবে সেটাকে শয়তানী কর্মকাণ্ড ও ভণ্ডামির অংশ মনে করতে হবে। যেমন ধরা যাক কোন তথাকথিত পীর সাহেব যদি তার মুরিদদেরকে ইসলাম বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মের নির্দেশ দেয় [যেমন তাকে সেজদা করতে বলে, অথবা নারীদেরকে তার সান্নিধ্যে আসতে নির্দেশ দেয়] এবং অতঃপর তার কাজকর্মের বৈধতা প্রমাণের জন্য কোন অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটায়, তবে নিশ্চিতভাবেই সে শয়তানী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, কেননা শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কারামাত দান করবেন, এটা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

১২.৫.৪ কারামাতের তাৎপর্য

আউলিয়াদের কারামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল: কারামাতের তাৎপর্য কি? অর্থাৎ কেন আল্লাহ পাক কতিপয় সৎকর্মশীলদের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন?

এর একটি কারণ হল সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করা - এ সবই তাদের সৎকর্মের প্রতিদান ও পুরস্কারের অংশ।

দ্বিতীয়ত, এটি ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ এবং ভাল লক্ষণ এবং সম্মান। তবে এক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক হতে হবে যে তিনি যেন এর প্রচার করে মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর চেষ্টা না করেন, কেননা সেক্ষেত্রে এই বিরাট নিয়ামত তার জন্য ফিতনা এবং শাস্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, তিনি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় না করে যখন মানুষের মাঝে নিজের প্রচার চাইবেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ থেকে সরে আসলেন এবং তাঁর আমলগুলোকে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন করে দিলেন। বরং এ ধরনের ঘটনা কারও জীবনে ঘটলে তার কর্তব্য একে গোপন রাখা, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা এবং আরও বেশী করে তাঁর দিকে ঝুঁকে পরা, আরও উত্তমরূপে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করা।

তৃতীয়ত এটি এই ব্যক্তির দ্বীনের সত্যতার প্রমাণ, এবং তিনি যে নবীর অনুসারী, সেই নবীর নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ। তাই উম্মাতে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের মাঝে যে সমস্ত কারামাত প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো মূলত এ কথাই প্রমাণ করে যে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নবী, তাঁর প্রচারিত বার্তা সত্য, সঠিক এবং দ্বীন ইসলাম সত্য।

www.pathagar.com

১২.৫.৫ কারও দ্বারা কারামত প্রকাশ পাওয়া প্রমাণিত হলে তাকে আমরা কি চোখে দেখব, এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা কি হবে?

এটি কারামাতে আউলিয়া সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। অর্থাৎ আল্লাহর কোন ওলী, মুমিন, মুত্তাকী, সৎকর্মশীল ব্যক্তির জীবনে অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটলে এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা কি হবে, এবং এই ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের আচরণ কি হবে?

১২.৫.৫.১ কারামত সংক্রান্ত সকল বর্ণনাই সঠিক নয়

প্রথমত, কারামত সংক্রান্ত সকল বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির জীবনে অমুক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে - এরকম বর্ণনা প্রচলিত থাকলেই তা সত্য হবে কিংবা গ্রহণ করা যাবে এমন নয়, বরং যাচাই করতে হবে এমনটি সত্যিই ঘটেছে কিনা। যাচাই না করে এগুলো বর্ণনা করা যাবে না। বরং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অনেক ঘটনাই প্রকৃতপক্ষে বানোয়াট এবং অতিরঞ্জিত গালগল্প।

১২.৫.৫.২ কারামত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি

দ্বিতীয়ত, এরকম কোন ঘটনা প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা আল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত, এতে ঐ ব্যক্তির কোন হাত নেই, তিনি নিজে এই ঘটনা ঘটাতে সক্ষম নন, এটা তার নিয়ন্ত্রণেও নেই যে তিনি চাইলেই যখন খুশী তা সম্পাদন করতে পারেন। বরং যখন আল্লাহ চেয়েছেন, তখনই ঐ ব্যক্তির জীবনে ঐ ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে। আর তাই আল্লাহ পাকের ক্ষমতার কোন অংশ এই ব্যক্তির ওপর আরোপ করা যাবে না, কিংবা এই ব্যক্তিকে আল্লাহর পাশাপাশি বিশ্বজগতের কলকাঠি নাড়তে সক্ষম বলে মনে করা যাবে না, যদি এরকম ধারণা পোষণ করা হয় তবে তা হবে শিরক বা আল্লাহর অংশীদার বানানো।

www.pathagar.com

১২.৫.৫.৩ কারামত প্রকাশ পাওয়া অর্থ এই নয় যে এই ব্যক্তি শরীয়তের উৎস

তৃতীয়ত, এ কথা জানা আবশ্যক যে কোন ব্যক্তির মাঝে কারামাত প্রকাশ পাওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি শরীয়তের উৎস। বরং শরীয়তের উৎস হল কুরআন এবং সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাতের পাশাপাশি এই ব্যক্তির কোন কথা, কাজ, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আদেশ কিংবা নিষেধকে শরীয়তের উৎস কিংবা শিরোধার্য মনে করা যাবে না, বরং তার কথা, কাজ, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আদেশ কিংবা নিষেধকে কুরআন এবং সুন্নাতের মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখতে হবে: যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে, যদি তা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী হয়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তার কারামাত প্রকাশ পাওয়ার আগেও যেমন তার কথা, কাজ, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আদেশ ও নিষেধগুলো কুরআন ও সুন্নাতের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী, তেমনি কারামাত প্রকাশ পাওয়ার পরও তাঁর কথা, কাজ, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আদেশ কিংবা নিষেধ কুরআন ও সুন্নাতের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি যদি এমন কোন নির্দেশ দেন যা শরীয়তের বিরোধী, তবে তার নির্দেশ অমান্য করে শরীয়ত পালন করতে হবে। **যেহেতু তিনি আল্লাহর ওলী, যেহেতু তার মাঝে কারামাত প্রকাশ পেয়েছে, অতএব তার কথা মানতে হবে - এ কথা বলা যাবে না।** তিনি কোন বিষয়ে কোন মত কিংবা সিদ্ধান্ত দিলে সেটা গ্রহণ করা যাবে যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, নতুবা তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তার মাঝে কারামতের প্রকাশ ঘটুক বা না ঘটুক। মোটকথা কারামাত প্রকাশ পাক বা না পাক শরীয়তের উৎস সবসময়ই কুরআন ও সুন্নাহ, এর বাইরে অন্য কোন ব্যক্তির কথা, কাজ, আচরণ, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আদেশ কিংবা নিষেধ - এর কোনটিই শরীয়তের উৎস নয়, এগুলো থেকে শরীয়তের কোন বিধান নেয়া যাবে না, বরং এগুলোকে কুরআন ও সুন্নাতের মাপকাঠিতে পরখ করে দেখতে হবে, যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় তবে তা গ্রহণ করা হবে, যদি তা কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী হয় তবে তা বর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

১২.৫.৬ কারামাতের সারমর্ম

কারামাত সংক্রান্ত এই আলোচনার পর যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট এ সংক্রান্ত পথভ্রষ্টতাগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সমাজে বহু ভণ্ড লোককে মানুষ আল্লাহর ওলী মনে করে শুধুমাত্র এ কারণে যে তারা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু আমরা জানলাম যে এ ধরনের ঘটনা শয়তানী কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা দেখে কাউকে আল্লাহর ওলী মনে করা যাবে না। বরং সে যদি শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ দেয় কিংবা মানুষের কাছে টাকাপয়সা চায়, তবে বুঝতে হবে যে সে ভণ্ড, প্রতারক, শয়তানের সঙ্গী।

দীনের নামে প্রচলিত অনেক বিধানের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে অমুক ওলী এই আমল করেছেন, তাই আমাদেরকে এই আমল করতে হবে, কিংবা অমুক ইমাম এই আমল করেছেন, তাই আমাদেরকেও তা করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম যে এ কথাগুলো ঠিক নয়। ঐ ওলী বা ঐ ইমামের মাঝে কারামাত প্রকাশ পেলেও তার অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই। বরং তাঁর শেখানো কোন আমলের পক্ষে যদি কুরআন এবং সুন্নাতের দলীল থাকে, কেবলমাত্র তখনই তা গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা তা বর্জনীয়, তিনি যত বড় ওলী বা ইমামই হোন না কেন।

www.pathagar.com

১২.৬ সৎকর্মশীলদের স্বপ্ন

১২.৬.১ দীন পূর্ণাঙ্গ, এবং এর উৎস আল কুরআন ও সুন্নাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, এবং দীনের জ্ঞানের উৎসকে করেছেন সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ

...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।...[৩২০]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

যা কিছু কাউকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে অথবা আগুন থেকে দূরবর্তী করে তার এমন কিছুই নেই যা কিনা তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি।[৩২১]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট [পথের] ওপর রেখে গেলাম যার রাত্রি এর দিবসের ন্যায় [উজ্জ্বল] আমার পরে এ থেকে কেবল সেই বিচ্যুত হবে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত।[৩২২]

---

[৩২০] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩।

[৩২১] তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।

www.pathagar.com

অতএব আমাদের দীনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, শরীয়ত সুস্পষ্ট, আর এর উৎস দুটি: আল কিতাব এবং সুন্নাহ, আল্লাহ পাক বলেন:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"[৩২৩]

আল্লাহ পাক বলেন:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"...আর আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়।"[৩২৪]

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

---

[৩২২] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।
[৩২৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪।
[৩২৪] সূরা আন নিসা, ৪ : ১১৩।

www.pathagar.com

وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٣١﴾

"...আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত এবং তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"[৩২৫]

এই আয়াতগুলোতে উল্লিখিত 'হিকমত' অর্থ সুন্নাহ। হাদীস বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা কখনই বিপথগামী হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।[৩২৬]

সুতরাং দীনের মাঝে কোন অস্পষ্টতা নেই, দীনের জ্ঞানকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত করা হয়নি, দীনের বিধানকে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঝোঁক, পছন্দ, দর্শন কিংবা মতবাদের মুখাপেক্ষী করা হয় নি। আর তাই শরীয়তের বিধান হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যেকোন বিষয় কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের মুখাপেক্ষী। **এজন্য কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তির স্বপ্ন, ইলহাম, কাশফ, মনের ঝোঁক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীয়তের কোন বিধান লাভ করা যায় না।**

---

[৩২৫] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ২৩১।

[৩২৬] মালিক, হাকিম, বায়হাকী। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।

www.pathagar.com

১২.৬.২ স্বপ্নের প্রকারভেদ

মানুষের স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়ে থাকে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ

স্বপ্ন তিনপ্রকার: সত্য স্বপ্ন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সুসংবাদ, এমন স্বপ্ন যা শয়তানের পক্ষ থেকে মনঃকষ্ট, এবং এমন স্বপ্ন যা ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।[৩২৭]

সত্য স্বপ্ন হল যা হুবহু ফলে যায় অথবা যাতে উত্তম কিছু দেখা হয়, যেমন: ধরা যাক কেউ দেখল যে সে আল-কুরআন হিফয করেছে। এক্ষেত্রে আশা করা যায় যে এটা তার কুরআন হিফয করার সুসংবাদ। এজন্য হাদীসে সত্য বা উত্তম স্বপ্নকে নবুওয়্যাতের ৪৬ ভাগের একাংশ ও সুসংবাদদানকারী বলা হয়েছে:

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

সৎকর্মশীল ব্যক্তির সুন্দর স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ।[৩২৮]

لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

নবুওয়্যাতের মাঝে অবশিষ্ট আছে কেবল সুসংবাদদানকারী, তাঁরা [সাহাবীরা] বললেন: সুসংবাদদানকারী কি? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সত্য স্বপ্ন।[৩২৯]

---

[৩২৭] মুসলিম(২২৬৩)।
[৩২৮] বুখারী(৬৯৮৩), মুসলিম(২২৬৪)।

www.pathagar.com

সত্যস্বপ্নকে নবুওয়্যতের একাংশ বলার কারণ এই যে এই স্বপ্ন বাস্তবে ফলে যায় যেমনিভাবে নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

১২.৬.৩ স্বপ্ন শরীয়তের কোন বিধানের উৎস নয়

গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞাতব্য হল: **নবীদের স্বপ্ন ওহী কিন্তু অন্যদের স্বপ্ন ওহী নয়, আর শরীয়তে নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যদের স্বপ্নকে কোন বিধানের উৎসও করা হয়নি।** এজন্য কেউ যদি স্বপ্নে কোন কাজের দিকনির্দেশনা পায়, তবে তা তার জন্য করা বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত বিধানের আলোকে যাচাই করে দেখে যে এই কাজটি সঠিক কিনা। যেমন কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে সে 'মিলাদ' করছে, এর অর্থ এই নয় যে 'মিলাদ' বৈধ, আর এক্ষেত্রে এই স্বপ্ন তার কাছে খুব পছন্দ হলেও বুঝতে হবে যে এটা শয়তানের কারসাজি কিংবা নফসের চিন্তাভাবনার ফল। **শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন কাজের ব্যাপারে কোন স্বপ্ন অনুযায়ী আমল করা কিছুতেই বৈধ নয়, সে স্বপ্ন যত বড় 'পীর' বা 'ওলী'ই দেখুক না কেন।**

এজন্য স্বপ্নের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় যাচাই করতে হবে: ১) স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থা এবং ২) স্বপ্নের বিষয়বস্তু। যদি স্বপ্নদ্রষ্টা মুমিন, মুত্তাকী সৎকর্মশীল হয় এবং তার স্বপ্নের বিষয়বস্তু শরীয়তের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেটা তার জন্য সুসংবাদ, তাকে দীনের পথে দৃঢ় রাখতে সহায়তাকারী।

---

[৩২৯] বুখারী(৬৯৯০)।

www.pathagar.com

১২.৬.৪ উত্তম স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের ক্ষেত্রে করণীয়

উত্তম অথবা দু:স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি তা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

যদি তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তবে সে যেন এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যদি এছাড়া যা সে অপছন্দ করে এমন অন্যকিছু দেখে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে, সেক্ষেত্রে সে যেন এর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে এর কথা না বলে, আর তা তার কোন ক্ষতি করবে না।[৩৩০]

মুসলিমের এক ভাষ্যে:

فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلاَ يُخْبِرْ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ

যদি সে সুন্দর স্বপ্ন দেখে তবে সে আনন্দিত হোক এবং যাকে সে ভালবাসে সে ছাড়া আর কাউকে যেন না জানায়।[৩৩১]

দু:স্বপ্নের ক্ষেত্রে কোন কোন ভাষ্যে এসেছে:

فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হালকা থুতু মিশ্রিত ফুঁ দেয় এবং এর [স্বপ্নের] অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়।[৩৩২]

---

৩৩০ বুখারী(৬৯৮৫)।
৩৩১ মুসলিম(২২৬১)।
৩৩২ মুসলিম(২২৬১)।

www.pathagar.com

অন্য ভাষ্যে এসেছে:

وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا

...এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং এর [স্বপ্নের] অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়।[৩৩৩]

অন্য বর্ণনায়:

« وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ »

সে যেন যে পাশে ছিল তা পরিবর্তন করে নেয়।[৩৩৪]

কোন কোন ভাষ্যে:

فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ

সে যেন উঠে সালাত আদায় করে।[৩৩৫]

অতএব উত্তম স্বপ্নের ক্ষেত্রে করণীয়:

১) আল্লাহর প্রশংসা করা।

২) পছন্দের লোকদেরকে জানানো যেতে পারে।

দু:স্বপ্নের ক্ষেত্রে:

১) বাম দিকে তিন বার হালকা থুতুর ছিটা মিশ্রিত ফুঁ দেবে।

২) আল্লাহর কাছে শয়তানের ক্ষতি ও এই স্বপ্নের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাইবে।

৩) পাশ পরিবর্তন করে নেবে।

৪) চাইলে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে।

৫) এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।

---

[৩৩৩] মুসলিম(২২৬১)।

[৩৩৪] মুসলিম(২২৬১)।

[৩৩৫] মুসলিম(২২৬৩)।

www.pathagar.com

মোটকথা স্বপ্ন কখনই শরীয়তের বিধানের উৎস নয়। ধর্মের নামে প্রচলিত অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে বলা হয় যে অমুক ওলী এটা স্বপ্নে পেয়েছেন, এক্ষেত্রে আমরা জানতে পারলাম যে তিনি যত বড় ওলীই হোন না কেন কিংবা তার মাঝে যত কারামাতই প্রকাশ পাক না কেন, তাঁর স্বপ্ন আমাদের জন্য শরীয়তের কোন দলীল নয়। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের স্বপ্নের অনুসরণ করার নির্দেশ দেননি। বরং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করার। সুতরাং যে বিশ্বাস কিংবা যে কাজ কিংবা যে ইবাদতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের দলীল আছে, সেটা গ্রহণযোগ্য, আর যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের সমর্থন নেই তা বর্জনীয়।

১২.৬.৫ নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নে দেখা

হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى »

যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে বাস্তবিকই আমাকেই দেখল কেননা নিশ্চয়ই শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।[৩৩৬]

অর্থাৎ কেউ যদি নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃত চেহারা দর্শন করে, তবে সেটা সত্য স্বপ্ন। **কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে স্বপ্নে সে কাউকে দেখল সে বলছে "আমি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" আর সেটা সঠিক হবে,** কেননা শয়তান অন্য কোন চেহারা ধরে এসে বলতে পারে যে আমি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এজন্য কেউ সত্যিই নবীকে দেখল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া সাহাবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল যারা জীবদ্দশায় নবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তার পরবর্তীতে কেউ স্বপ্নে যদি কোন ব্যক্তিকে দেখে

[৩৩৬] বুখারী(৬৯৯৩), মুসলিম(২২৬৬)।

www.pathagar.com

যে সে বলছে "আমি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)", তবে দেখতে হবে নবীর চেহারার বর্ণনার সাথে তার মিল আছে কিনা, যদি সত্যিই মিল থাকে, তবে আশা করা যায় যে এটা স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য অগ্রিম সুসংবাদ। তবে এক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত মূলনীতি প্রয়োগ করতে হবে: সে স্বপ্নে যা দেখল তা শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। **কেননা এটা সম্ভব নয় যে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত অবস্থায় মানুষকে এক নির্দেশ দেবেন, আর এরপর স্বপ্নে এসে কোন 'বিশেষ' ব্যক্তিকে এর বিপরীত নির্দেশ দেবেন!** - খুব সাধারণ বোধসম্পন্ন একজন মানুষও এটা উপলব্ধি করতে পারে, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর দীনকে 'রূপকথা-খোয়াব' এর কৌটার মধ্যে ভরে দেননি যে একে উদ্ধার করতে বিশেষ পীর-দরবেশ-ওলীদেরকে দরকার হয়। বরং দীন এবং এর মূলনীতিগুলো দিবালোকের মত স্পষ্ট। স্বপ্নের দ্বারা এর কোন অংশকে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগই নেই, যদিও বা দাবী করা হয় যে স্বপ্নে স্বয়ং নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখা গিয়েছে! **এটা সম্ভব নয় যে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেবেন, আর এরপর চুপিসারে কারও স্বপ্নে এসে তাকে বলবেন যে "তুমি অমুক তরীকা ধর" অথবা "অমুক পীরের মুরিদ হও" বা "অমুক ফকিরের তাবিজ নিয়ে এস"।**

তাই যেসব ব্যক্তি 'স্বপ্নের' দলীলে ইসলামের নামে নতুন নতুন পথভ্রষ্টতা চালু করে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের সাবধান হওয়া উচিৎ এবং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক জ্ঞানের হাতিয়ারে অস্ত্রসজ্জিত হওয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

১২.৭ ইলহাম

ইলহাম হল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শরীয়তের কোন বিষয়ে দিকনির্দেশনা লাভ করা, অর্থাৎ কোন বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে পারা। এক্ষেত্রে স্বপ্নের মতই ব্যক্তির অবস্থা এবং তার উপলব্ধির অবস্থা দেখতে হবে। অর্থাৎ একজন সৎকর্মশীল এবং শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি যদি শরীয়তের এমন কোন মাসআলায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যা অনেকের নিকট অস্পষ্ট ছিল, এবং তার উপলব্ধি যদি কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেটা ইলহাম হতে পারে। ইলহামও মূলত শরীয়তের বিধানের কোন উৎস নয়, বরং এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একপ্রকার তাওফীক যার দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান বোঝা কিংবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা হয়ে থাকে।

এজন্য কেউ যদি দাবী করে যে আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে যে আমাকে অমুক মাজার পরিদর্শন করতে হবে, তবে জবাবে বলতে হবে যে: "ইলহাম হয়েছে ঠিকই, তবে শয়তান ইলহাম করেছে।"

১২.৮ যে কোন ধরনের বাতেনী (গোপন) জ্ঞানের দাবী সম্পর্কে মুসলিমের সতর্কতা

ইসলামের নামে পথভ্রষ্টতার একটি অন্যতম হাতিয়ার হল 'বাতেনী' বা গোপন জ্ঞানের দাবী। শিয়া, সুফী সহ অন্যান্য পথভ্রষ্ট দল তাদের পথভ্রষ্টতার সপক্ষে 'দলীল' হিসেবে দাবী করে এসেছে যে তারা বাতেন বা গোপন জ্ঞানের ভিত্তিতে এগুলো জানতে পেরেছে।

যদি প্রশ্ন করা হয়: **এই বাতেন জ্ঞান তারা কোথায় পেল?**

এর জবাবে বলা হয়: নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা গোপনে কাউকে শিখিয়েছেন, যেমন আলী(রা.), ফলে অন্য কারও সেটা জানা নেই, বরং বংশপরম্পরায় একজন থেকে আরেকজন এই

www.pathagar.com

গোপন তথ্য জেনে আসছে, ফলে সাধারণ মুসলিমদের এটা জানার কোন উপায় নেই যতক্ষণ না তারা ঐ 'বিশেষ' ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়, যারা এই সিলসিলায় এই বাতেন বা গোপন জ্ঞান লাভ করেছে! সুতরাং এই জ্ঞান কুরআন, হাদীসে পাওয়া যাবে না। এই জ্ঞান ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে হস্তান্তরিত হয়, ফলে পীর না ধরলে এই জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই!

কেউ বা দাবী করে যে: কুরআনের যে ৩০ পারা আমাদের সামনে আছে, সেটাই সব নয়! বরং কুরআনের আরও অন্য সূরা বা আয়াত আছে যা 'বিশেষ' ব্যক্তিরা জানে, সুতরাং দুনিয়ার সাফল্য ও আখিরাতের নাজাতের জন্য এই সমস্ত 'বিশেষ' বাতেন জ্ঞানের অধিকারীদের শরণাপন্ন হতে হবে।

কেউ বা দাবী করে যে: এসব বাতেন জ্ঞানের উৎস হল ইলহাম, স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি।

বাতেন বা গোপন জ্ঞান সংক্রান্ত এইসব গালভরা কথার সমাধান সামান্যতম বিবেক বা চিন্তাশক্তির অধিকারী মুসলিমের নিকটও খুব স্পষ্ট। যারা এই 'বাতেন' বা গোপন জ্ঞানের দাবী করছে, তারা মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলতে চাচ্ছে! কেননা আল্লাহ পাক বলছেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

...আমি তোমার কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে একখানি কিতাব নাযিল করেছি...[৩৩৭]

---

[৩৩৭] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৮৯।

www.pathagar.com

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

এবং আমি আপনার প্রতি আয-যিকর [আল-কুরআন] নাযিল করেছি এজন্য যে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন...[৩৩৮]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে থাকলে তোমরা কখনোই বিপথগামী হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।[৩৩৯]

আল্লাহ পাক বলেন:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।...[৩৪০]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

[৩৩৮] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৪৪।
[৩৩৯] মালিক, হাকিম, বায়হাকী। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।
[৩৪০] সূরা আল মায়েদা, ৫: ৩।

www.pathagar.com

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

যা কিছু কাউকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে অথবা আগুন থেকে দূরবর্তী করে তার এমন কিছুই নেই যা কিনা তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি।[৩৪১]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট [পথের] ওপর রেখে গেলাম যার রাত্রি এর দিবসের ন্যায় [উজ্জ্বল] আমার পরে এ থেকে কেবল সেই বিচ্যুত হবে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত।[৩৪২]

এই সকল আয়াত ও হাদীস সহ অন্যান্য দলীলগুলো এ কথাই বলছে যে আল্লাহ পাক তার দীনকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দায়িত্ব প্রকাশ করা, গোপন করা নয়। **সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেদায়েতের কোন গোপন রাস্তা কোন ব্যক্তিবিশেষকে শেখাবেন আর বাকীরা বঞ্চিত হবে?** যারা এই দাবী করে, তারা কোন ইলাহের উপাসনা করছে? এমন ইলাহ যিনি হেদায়েত গোপন করে কুক্ষিগত করে দিয়েছেন গুটি কয়েক লোকের হাতে? নিশ্চয়ই তাদের এই মাবুদ আল্লাহ নয়, অন্য কিছু! আল্লাহ পাক তো কখনই হেদায়েতকে গোপন করবেন না, বরং স্পষ্ট করে দেবেন। নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো পাঠানোই হয়েছে সকল কিছুকে স্পষ্ট করার জন্য, গোপন করার জন্য তো নয়!

---

[৩৪১] তাবারানীর আল মুজাম আল কাবীর। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।

[৩৪২] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর(র.) মতে সহীহ।

www.pathagar.com

হেদায়েত যদি এক বা দুইজন ব্যক্তির কাছেই গোপন রাখা হয়, তবে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে সব সাহাবী হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামী হয়েছে? কি আশ্চর্য কথা! অথচ কুরআন হাদীসের পাতায় পাতায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে এই সাহাবীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বড়!

এই গোপন জ্ঞানের অস্তিত্ব তারা জানল কিভাবে যদি তা গোপনই হয়? কে প্রথম এই গোপন জ্ঞানের দাবী করল? নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো এমন কোন গোপন জ্ঞানের কথা বলে যাননি? যে প্রথম এই গোপন জ্ঞানের দাবী করল, সে যে একটা আস্ত শয়তান নয়, সেটা কিভাবে বোঝা গেল? তার চেহারা দেখে? নিশ্চয়ই তাই! কেননা শয়তান বড় সুন্দর সুন্দর চেহারা ধারণ করতে পারে!

অতএব মুসলিমদের কর্তব্য এই সমস্ত 'বাতেনী' শয়তানদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা! জেনে রাখা ভাল যে এই সমস্ত বাতেনীদের কাছে সত্যিই 'ওহী' নাযিল হয়! তবে তা আল্লাহর ওহী নয়, শয়তানদের ওহী:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَـٰذِبُونَ ﴿٢٢٢﴾ ﴿٢٢٣﴾

আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা নাযিল হয়? তারা নাযিল হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।[৩৪৩]

[৩৪৩] সূরা আশ শুআরা, ২৬ : ২২১-২২৩।

www.pathagar.com

১২.৯ এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক পথভ্রষ্টতার কিছু বাস্তব উদাহরণ

(দ্রষ্টব্য: লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

১) বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের তাদের ইমামদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি - এই সমস্ত ইমামদেরকে তারা ভুলত্রুটির উর্দ্ধে মনে করে, এদের উদ্দেশ্যে তারা দুআ, যবেহ, তাওয়াফ প্রভৃতি ইবাদত নিবেদন করে, এদেরকে গায়েবের জ্ঞানের অধিকারী এবং মহাবিশ্বের কলকাঠি নাড়তে সক্ষম বলে ধারণা করে।

২) মাজারে, দরগায় মানত করা, টাকাপয়সা, মোমবাতি, আগরবাতি, আতর দেয়া, কবর পাকা করা, রং করা, উঁচু করা, মাজারের দেয়ালে কিংবা গাছে দুআ লিখিত কাগজ ঝুলানো, মাজারের পুকুরের মাছ, কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদিকে খাওয়ানো।

৩) মাজার বা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

৪) নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা কোন ওলী গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা।

৫) আল্লাহ নিজেই রাসূল হয়ে আবির্ভূত হন বলে বিশ্বাস করা।

৬) মাজারের খাদেমের হাতে লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলা যে সে যেন আল্লাহর কাছে জিনিসগুলো চেয়ে দেয়।

৭) মাজারে কিংবা পীরের 'দরবারে' গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, টাকাপয়সা, খাদ্য দান করা।

www.pathagar.com

৮) মাজারের কাছে কুরআন তিলাওয়াত বা অন্যান্য ইবাদত করা, মাজারে অবস্থান করা।

৯) মাজারের উদ্দেশ্যে রুকু সেজদা করা।

১০) মাজারের বিশেষ স্থানে হাত রাখা, চুমু খাওয়া।

১১) কবরের ওপরে কিংবা পাশে লাগানো গাছের শিকড়, ফুল ও পাতার মাধ্যমে বরকত হাসিল।

১২) মাজারে ফুল দেয়া, নিরবতা পালন করা, দুআ ও মিলাদ মাহফিল করা, মাজারে মৃত ব্যক্তির ছবি টানানো, মাজারে গানবাজনা করা।

১৩) কবরবাসীকে জীবিত কিংবা সর্বত্র উপস্থিত মনে করা।

১৪) মাজারের সম্মানে মাজারের দিকে পিঠ না দেয়া।

১৫) উরস অনুষ্ঠান।

১৬) কোন ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন।

১৭) নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, মিলাদুন্নবী উদযাপন।

১৮) মিনার, সৌধতে ফুল দেয়া, নিরবতা পালন।

১৯) পীর সাহেবের সামনে না বসা।

www.pathagar.com

২০) পীর সাহেবের সামনে গড়াগড়ি দিতে থাকা সহ অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ড। পীর সাহেবকে কদমবুসি করা।

২১) এই বানোয়াট গল্প যে এক 'বুজুর্গ' নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতে গেলে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর থেকে হাত বাড়িয়ে তার সাথে মুসাফা করেছেন। [যদি এটা সত্যিই ঘটে থাকে, তবে নির্ঘাত কোন শয়তান জিন তার সাথে মুসাফা করেছে।]

২২) আউলিয়াদেরকে সদা জীবিত, সর্বত্র বিরাজমান, মহাবিশ্বের পরিচালনাকারী মনে করা।

২৩) বাউল, মাইজভান্ডারী, ফকিরদের সাথে সংশ্লিষ্ট ভ্রান্ত আকীদা ও বিভিন্ন বিকৃত কর্মকাণ্ডের চর্চা।

২৪) সুফীবাদ: সুফীবাদ এর যে বিভিন্ন তরীকা রয়েছে সেগুলো বিদাত ও শিরকে পূর্ণ। এগুলো আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য উদ্ভাবিত মনগড়া পদ্ধতি। সুফীরা মৃতদের উদ্দেশ্যে দুআ ও তাদের তথাকথিত 'ওয়াতাদ', 'বাদাল', 'কুতুব', 'গাওস' **[সুফীদের বদ আকীদা অনুযায়ী এরা হল আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা যারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের এই ধারণা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শিরক]** এর কাছে সাহায্য, আশ্রয় প্রার্থনা করার শিরকে লিপ্ত এবং এদের সম্পর্কে তাদের ধারণা হল এই যে এরা গায়েবের খবর রাখে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি। এমনিভাবে এরা রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরকে লিপ্ত।

এছাড়া ইবাদতের ক্ষেত্রে এদের রয়েছে শরীয়ত বহির্ভূত স্বরচিত যিকির, আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান ইত্যাদি, এই সবকিছুই দীনের মধ্যে নবোদ্ভাবন যাকে বিদাত বলা হয়।

www.pathagar.com

মুসলিমদের কর্তব্য সযত্নে এদেরকে এড়িয়ে চলা এবং পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসার জন্য এদেরকে নসীহত করা।

দ্রষ্টব্য: বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতির মেডিটেশনে সুফী তরীকার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মুসলিমদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

২৫) আমাদের দেশে বিভিন্ন পীরসাহেবদের প্রচারিত কিছু পথভ্রষ্টতা:

ক) সকল ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মে থেকেই আল্লাহকে পেতে পারে, যদি পীর সাহেবের মুরিদ হয়। [মূলত অমুসলিম 'কাস্টোমার'দেরকে ধরার জন্যই তারা এই শিরকী ও কুফরী আকীদা প্রচার করে]

খ) কুরআন হাদীস পড়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না, মুরশিদের কাছে সাধনা করলেই কেবল তা সম্ভব, এমনকি এই দুনিয়াতেই আল্লাহকে দেখাও সম্ভব!

গ) মৃত্যুর পর কবরের জীবনে থাকা অবস্থায় এবং হাশরের আগেই পীর সাহেব হাশরের ময়দানে নাজাত কিভাবে পাওয়া যাবে সেই ট্রেনিং দেবেন।

ঘ) বুজুর্গদের ইবাদত করা লাগে না।

ঙ) কোন কোন পীর হিন্দুদের অনুরূপ পূণর্জন্মে বিশ্বাসী।

চ) আল্লাহ ও রাসূলের কোন পার্থক্য নাই।

ছ) পীরের চেহারা দর্শন করাই জান্নাতের গ্যারান্টী।

জ) পীরকে সেজদা করা বাধ্যতামূলক।

ঝ) পীরের নির্দেশে গান-বাজনা ও যাবতীয় অশালীন কাজ জায়েয হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৩
যাদুটোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাগ্যগণনা

১৩.১ যাদুটোনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাগ্যগণনা তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়

এই বিষয়গুলো প্রকৃতি ও বিধানের দিক থেকে সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে একটি মিল এই যে এগুলোতে গোপন বা অপ্রকাশ্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও এ ধরনের কাজে দুষ্ট জিনদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। যারা এগুলো চর্চা করে, তারা কিছু শিরকপূর্ণ ও কুফরী কাজ করলে দুষ্ট ও শয়তান জিনেরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয় এবং তাদেরকে এ বিষয়ে সহায়তা করে থাকে। এজন্য এই কাজগুলোকে শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত এবং তাওহীদের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ পাক বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ
أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا
ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, "হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে" এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের সঙ্গীরা বলবে, "হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা পৌঁছে গিয়েছি সেই সময়ে, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ

www.pathagar.com

করে দিয়েছেন।" তিনি বলবেন, "আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত।" নিশ্চয় তোমার রব বিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।[৩৪৪]

এখানে মানুষ ও জিনের পরস্পরের মাঝে যে সম্পর্ক এবং একে অপরের সহযোগিতা ও স্বার্থসিদ্ধির যে বিবরণ এসেছে, তা এই যে মানুষের মাঝে একদল লোক যাদুটোনা, ভাগ্যগণনা জাতীয় বাতিল ও নিষিদ্ধ বিষয় চর্চার জন্য জিনদের সাহায্য নেয়, তারা শয়তান জিনদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার শিরকী ও কুফরী কাজ করে, জিনদের ইবাদত করে, ফলে শয়তান জিনেরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে এই সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় চর্চায় সাহায্য করে, আর এগুলোর চর্চার মাধ্যমে এই সমস্ত ভণ্ডরা মানুষের দুর্বল ঈমান ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকাপয়সা হাতিয়ে নেয়, এভাবে মানুষের একদল জিনদের একদলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করে নেয়। তবে এ সবকিছুর পরিণতি হল জাহান্নাম।

১৩.২ যাদুটোনা ও এর বাস্তবতা

যাদুটোনা হল শয়তান জিনদের সহায়তায় অর্জিত একপ্রকার অপকর্ম যার প্রভাবে মানুষের মাঝে রোগ, মানসিক বিকৃতি, স্বামী কিংবা স্ত্রীর প্রতি বিরূপ মনোভাব, ভুল দেখা বা শোনা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। যাদুটোনা চর্চাকারীরা এগুলো অর্জনের জন্য শয়তান জিনদের সাহায্য চায় এবং তাদের ইবাদত করে এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিরকী ও কুফরী কাজ করে, ফলে এই শয়তান জিনেরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে সহায়তা করে থাকে।

[৩৪৪] সূরা আল আনআম, ৬ : ১২৮।

www.pathagar.com

১৩.২.১ যাদুটোনার প্রভাব

যাদুটোনার এই প্রভাব সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা, বিপদ-আপদ রেখেছেন, মানুষকে একে অপরের ক্ষতি করার ক্ষমতা দিয়েছেন, এসবের দ্বারা তিনি মানুষের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করে থাকেন। তেমনি তিনি এসমস্ত বিপদ-আপদ রোগশোক থেকে মুক্তির ব্যবস্থাও রেখেছেন। একইভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষার জন্য যাদুটোনা নামক শয়তানী বিদ্যার অস্তিত্বকে অনুমোদন করেছেন। আল্লাহ যাকে চান এর দ্বারা পরীক্ষা করেন, ফলে সে যাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর আল্লাহ পাক না চাইলে যতই যাদুটোনা করা হোক বান্দার কোন ক্ষতি হবে না। আর শরীয়তের মধ্যেই যাদুটোনার প্রতিকারও রয়েছে, যার বিবরণ সামনে আসবে। মোটকথা যাদুর প্রভাব সত্য এবং এটা দুনিয়ার জীবনে মানুষের পরীক্ষার অংশ। যাদুটোনা মূলত জিনদের জগতের সাথে জড়িত শয়তানী কর্মকাণ্ড, যারা এগুলো চর্চা করে, তারা শিরক ও কুফরে লিপ্ত। আল্লাহ পাকের অনুমতি না থাকলে যাদু কারও ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যেমন যাদুটোনার অস্তিত্বকে অনুমোদন করেছেন, তেমনি তিনি এর প্রতিকারও শিখিয়েছেন।

১৩.২.২ যাদুটোনার বিধান

যাদুটোনা শেখা কিংবা চর্চা করা কুফর, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়, সে অমুসলিম, কাফির, মুশরিকে পরিণত হয়, পৃথিবীর জীবনে যাদুটোনা চর্চাকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর আখিরাতে সে তার কুফর ও শিরকে কারণে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। যাদুটোনা যে কুফর বা অবিশ্বাস, তা আল্লাহ পাক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় খোদ আল কুরআনে ব্যাখ্যা করেছেন:

www.pathagar.com

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ
وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى
ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ
وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ
خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা মানুষকে যাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরী করেছে। আর [তারা অনুসরণ করেছে] যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, "আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা [আমাদের কাছ থেকে যাদু শেখার মাধ্যমে] কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা বুঝত। আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে [তাদের জন্য] প্রতিদান উত্তম হত। যদি তারা জানত।[৩৪৫]

এই দুই আয়াতে উল্লিখিত যাদুটোনা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি দলীল রয়েছে:

১) **বরং শয়তানরা মানুষকে যাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরী করেছে** - এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাদুটোনা শিক্ষা দেয়া কুফর।

২) **আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, "আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা [আমাদের কাছ থেকে যাদু শেখার মাধ্যমে] কুফরী করো না।** - এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাদুটোনা শেখা কুফর।

৩) **এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না।** - আর আখিরাতে যার কোন অংশই নেই সে হচ্ছে অমুসলিম, কাফির।

৪) **যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত** - অর্থাৎ তাদের ঈমান ছিল না।

১৩.২.৩ যাদুটোনার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য যাদুটোনার ব্যবহার

এমনকি যাদুটোনার প্রভাব থেকে মুক্তির জন্যও যাদুটোনার ব্যবহার বৈধ নয়। যাদুটোনার দ্বারা যাদুটোনার প্রভাব নষ্ট করার ক্ষেত্রে আরবীতে ব্যবহৃত একটি শব্দ হল নুশরাহ(نُشْرَة), এ সম্পর্কে নবীকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

« هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ »

সেটা শয়তানী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[৩৪৬]

---

[৩৪৫] সূরা আল বাকারা, ২ : ১০২-১০৩।

[৩৪৬] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

যেহেতু যাদুটোনা শিরক এবং কুফর, অতএব কোন অবস্থাতেই এ সমস্ত শয়তানী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেয়া বৈধ নয়, বরং যাদুটোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত দুআর মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে, এবং আল্লাহ পাকের ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখতে হবে যে এই বিপদ থেকে মুক্তি সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একমাত্র তিনি চাইলেই এ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে, অতএব যাদুটোনার প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করা যাবে না। বরং এটা মানুষের জন্য পরীক্ষা: যাদুটোনায় আক্রান্ত হয়ে তারা কি ধৈর্য সহকারে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে শরীয়তসম্মত চিকিৎসা গ্রহণ করে, নাকি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাওয়াক্কুল হারিয়ে যাদুটোনা, তাবিজ-কবচ, পীর-ফকীর এর পেছনে ছুটোছুটি করে। শরীয়তসম্মত পদ্ধতি বাদ দিয়ে বিপদ মুক্তির জন্য যাদুটোনা চর্চাকারী, তাবিজ-কবচের ব্যবসায়ী, ভণ্ড হুজুর-মৌলবীদের পেছনে ছোটাছুটি করা ঈমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহ পাকের ওপর তাওয়াক্কুলের অভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ এবং তা তাওহীদ পরিপন্থী।

১৩.২.৪ যাদুটোনার শরীয়তসম্মত চিকিৎসা

আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যেমন যাদুটোনার অস্তিত্বকে অনুমোদন করেছেন, তেমনি এর প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য শরীয়তসম্মত চিকিৎসাও রেখেছেন। বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁকে সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়েছে, ফলে উম্মাত জানতে পেরেছে এ ধরনের বিপদের সময় করণীয় কি।[৩৪৭]

[৩৪৭] এ সংক্রান্ত হাদীস তাবারানী, হাকিম, নাসাঈ, ইবনু আবী শায়বা, আহমদ, আবদ বিন হুমায়দ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং তা আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

যাদুটোনায় আক্রান্ত হলে করণীয় সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

প্রথমত, এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে একমাত্র আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমেই যাদুটোনা কার্যকর হয়, যাদুটোনার দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অন্যান্য বিপদ-আপদের মতই আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের অংশ, আর একমাত্র তিনি ইচ্ছা করলেই এ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে, তাই জীবনের অন্যান্য পরীক্ষার মত এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করে ধৈর্যের সাথে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে এর মোকাবিলা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যাদুটোনার প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কিছুতেই যাদুটোনার আশ্রয় নেয়া যাবে না। তেমনি অস্থির হয়ে ভণ্ড মৌলবী, হুজুর, তাবিজ-কবচ ওয়ালা, যাদুটোনা চর্চাকারীদের কাছে ছুটাছুটি করা যাবে না। যারা যাদুটোনায় আক্রান্ত হয়ে এই সমস্ত ভণ্ডদের কাছে ছুটোছুটি করল, তারা দুনিয়ায় সামান্য বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঈমান হারিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি নিল।

তৃতীয়ত, বিপদ আপতিত হয় আমাদের পাপের কারণে, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন।[৩৪৮]

---

[৩৪৮] সূরা আশ শূরা, ৪২ : ৩০।

www.pathagar.com

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৩৪৯]

অতএব যাদুটোনা সহ সকল বিপদ-আপদে বান্দার কর্তব্য নিজের কাজকর্মকে পুনরায় মূল্যায়ন করা, পাপ কাজ থেকে ফিরে আসা, তওবা করা এবং আল্লাহ পাকের আদেশগুলো পালন করার মাধ্যমে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা। কেননা ঈমান ও সৎকর্মের দ্বারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ ধরনের বিপদ-আপদ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরণের কোন পথ নেই।

চতুর্থত, আল কুরআনের আয়াত, হাদীসে বর্ণিত দুআ পাঠের মাধ্যমে যাদুটোনা ও শয়তানী কর্মকাণ্ডের প্রভাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস। এছাড়া রয়েছে হাদীসে বর্ণিত দুআ যার কতগুলো ইতিমধ্যেই ঝাড়ফুঁকের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চমত, সর্বোপরি একজন মুসলিম যাদুটোনা সহ যাবতীয় শয়তানী কর্মকাণ্ড থেকে নিজের ঘরকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করবে, আর তা করতে হলে তার কর্তব্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা:

---

[৩৪৯] সূরা আর রূম, ৩০ : ৪১।

www.pathagar.com

ক) নিজে এবং পরিবারের লোকেরা সবাই দীন পালন করছে কি না সেটা নিশ্চিত করা। সুতরাং ঈমান আনয়নের পর ঘরের সকলে সালাত আদায় করবে, নারীরা পর্দার ভেতরে থাকবে।

খ) প্রতিটি ঘরে যেন সঠিক দীনের জ্ঞানের চর্চা হয় সেই ব্যবস্থা রাখা গৃহকর্তার কর্তব্য। যে গৃহে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক জ্ঞানের চর্চা হয়, সেখানে পাপকাজ ও শয়তানী কর্মকাণ্ড স্থান পায় না, ফেরেশতাগণ সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখানে সুখ-শান্তি বিরাজ করে।

গ) ঘর থেকে টেলিভিশন, চিত্রকর্ম, মূর্তি, কুকুর, অশালীন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন সহ যাবতীয় শয়তানী উপকরণ দূর করা জরুরী।

ঘ) গৃহকর্তা সর্বদা হালাল রুজি করার ব্যাপারে সংগ্রাম করে যাবেন, হারাম উপার্জনের অর্থ দিয়ে লালিত হওয়ার চেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে থাকাও উত্তম।

ঙ) ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়া, খাওয়া, ঘুমানো, শৌচাগারে যাওয়াসহ সকল অবস্থায় শরীয়তে শেখানো দুআগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, এতে শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষা হবে এবং বরকত অর্জিত হবে।

চ) ঘরে বেশী বেশী করে নফল সালাত ও কুরআন পাঠ করতে হবে।

ছ) সর্বোপরি আল্লাহ পাকের সকল প্রকার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে, এবং পরিবারের সকলকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখতে হবে।

এই কাজগুলো প্রতিটি পরিবারে জারি রাখলে আল্লাহর ইচ্ছায় যাদুটোনা ও অন্যান্য শয়তানী কর্মকাণ্ডের প্রভাব থেকে সুরক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

১৩.২.৫ যাদুটোনা চর্চাকারীর শাস্তি

জমহুরের মতে যাদুটোনা চর্চাকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। উমার, উসমান, ইবনে উমার, হাফসা, আবু মুসা আল আশআরী ও জুনদুব(রা.) থেকে এই শাস্তি বর্ণিত এবং শরীয়তের মূলনীতির সাথেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা যাদুটোনা চর্চাকারী ব্যক্তি কাফির, মুশরিক এবং সমাজে সবচেয়ে বড় ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, আর ইসলামী শরীয়ত ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা আযাব।[৩৫০]

যাদুটোনা চর্চাকারী মূলত শিরক ও কুফরের চর্চাকারী, সে মানুষের ঈমান ও আকীদা ধ্বংসকারী, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার ধ্বংসকারী, কখনও সে তার যাদুকে ব্যবহার করে হত্যা, ব্যভিচার জাতীয় কাজও করে থাকে, সে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে

---

[৩৫০] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৩৩।

www.pathagar.com

হাতিয়ে নেয়, সমাজের জন্য তার চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কি হতে পারে! এজন্য মৃত্যুদণ্ডই তার যথার্থ শাস্তি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাদুটোনা চর্চাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সমাজকে এই বীভৎস ব্যাধি থেকে মুক্ত করা।

১৩.২.৩ হাত সাফাই ও ভেলকিবাজীর যাদু

হাত-সাফাই কিংবা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে যে সমস্ত ভেলকিবাজীর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা মানুষ টিকেট কেটে সশরীরে হাজির হয়ে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় অবলোকন করে থাকে, সেটাও নিষিদ্ধ। তবে এতে জিনদের সহায়তা না থেকে যদি শুধুই কৌশল ও ভেলকিবাজীর কারসাজি থাকে, এবং তা সকল প্রকার শিরকী বা কুফরী কথা ও কাজ থেকে মুক্ত হয়, তবে তা কুফরের পর্যায়ে উন্নীত হবে না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এগুলো বৈধ। বরং এগুলো মানুষের ঈমান-আকীদার জন্য ঝুঁকি, কেননা দুর্বল চিত্তের কোন মানুষ এই ভেলকিবাজ যাদুকরকে কোন অতেন্দ্রিয় কিংবা গায়েবী ক্ষমতার অধিকারী ভেবে বসতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে এ সমস্ত ভেলকিবাজেরা হয়তো কখনও জিনদের সহায়তা এবং শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডের সহায়তাও নিয়ে থাকে, যা বোঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং এরূপ যাদুবিদ্যাকে 'নির্দোষ আনন্দের খোরাক' ও 'নির্মল বিনোদন' মনে করার কোন কারণ নেই, বরং এগুলোও শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

১৩.৩ গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন এবং হাদীসে দিনের আলোর মত স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে গায়েবের জ্ঞান বা অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য, এতে কারও কোন অংশীদারিত্ব নেই। আল্লাহ পাক বলেন:

www.pathagar.com

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

বল, "আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।"[৩৫১]

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানী; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু।[৩৫২]

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের ভান্ডারসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।[৩৫৩]

---

[৩৫১] সূরা আল নমল, ২৭ : ৬৫।
[৩৫২] সূরা আল হাশর, ৫৯ : ২২।
[৩৫৩] সূরা আল মায়েদা, ৬ : ৫৯।

www.pathagar.com

১৩.৩.১ ফেরেশতা, জিন কিংবা নবী-রাসূলদের নিকট গায়েবের জ্ঞান নেই

১৩.৩.১.১ জিনরা গায়েব জানে না

জিনরা গায়েব জানে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾

তারপর যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যুর ফয়সালা করলাম তখন মাটির পোকা জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে পড়ে গেল তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি গায়েব জানত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক আযাবে থাকত না।[৩৫৪]

১৩.৩.১.২ নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন না

এমনকি স্বয়ং নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন না, আল্লাহ পাক বলেন:

---

[৩৫৪] সূরা সাবা, ৩৪ : ১৪।

www.pathagar.com

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

বলুন [হে নবী], "তোমাদেরকে আমি বলি না: আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। এবং আমি গায়েব জানি না। এবং তোমাদেরকে বলি না: আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী করা হয়।" বলুন [হে নবী] "অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না?"[৩৫৫]

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

বলুন [হে নবী], "আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।"[৩৫৬]

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ﴿٢٧﴾

---

[৩৫৫] সূরা আল আনআম, ৬ : ৫০।

[৩৫৬] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৮৮।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খ) যদি কেউ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা বা অবস্থান থেকে ভবিষ্যত বা গায়েব জানার দাবী করে, তবে সেটাও শিরক আকবার এবং কুফর আকবার যা ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়।

গ) কেউ যদি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাকই মহাবিশ্বের সকল ঘটনার সৃষ্টিকর্তা তবে তিনি বিভিন্ন ঘটনা সংঘটনের কারণ, উপকরণ বা সাবাব হিসেবে এ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, অস্ত বা উদয়কে নির্ধারণ করেছেন, এবং কোন ঘটনা ঘটার পরে তাকে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করে, তবে সে শিরক আসগর বা ছোট শিরকে লিপ্ত হল। কেননা এক্ষেত্রে সে কোন ঘটনার উপকরণ বা সাবাব হিসেবে এমন কিছুকে নির্ধারণ করল যাকে আল্লাহ পাক উপকরণ বা সাবাব হিসেবে নির্ধারণ করেননি এবং সে এই সমস্ত ঘটনাকে আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত না করে গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করল। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ».

যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়ায় রাত্রিতে বৃষ্টিপাতের পর আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন, তিনি শেষ করে লোকেদের দিকে মুখ করলেন এবং বললেন: "তোমরা কি জান যে তোমাদের রব কি বলেছেন?" তাঁরা বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম) বললেন: তিনি [আল্লাহ পাক] বলেছেন: আজ ভোরে আমার বান্দাদের মাঝে একজন আমার প্রতি মুমিন ও একজন কাফিরে পরিণত হয়েছে, যে বলেছে যে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের ওপর বৃষ্টিপাত হল, সে আমার প্রতি মুমিন এবং নক্ষত্রের প্রতি কাফির, আর যে বলেছে যে অমুক নক্ষত্রের বদৌলতে বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি কাফির এবং নক্ষত্রের প্রতি মুমিন।[৩৫৮]

অপর হাদীসে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ
وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ »

আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াতের চারটি আচরণ থাকবে যা তারা পরিত্যাগ করবে না, পূর্বপুরুষদের বড়াই, বংশ তুলে গালাগালি করা, বৃষ্টিপাতকে নক্ষত্ররাজির সাথে সংশ্লিষ্ট করা এবং বিলাপ।[৩৫৯]

১৩.৫ ভাগ্যগণনা

ভাগ্যগণনার বিবিধ প্রকার ও প্রকরণ আছে যা গণকরা ব্যবহার করে থাকে। গণকদের ভাগ্য ও ভবিষ্যতগণনার একটি অন্যতম অংশ হল জিনদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে ভবিষ্যত জানার চেষ্টা। আর এক্ষেত্রেও যাদুটোনার মতই শয়তান জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য গণকরা বিভিন্ন শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এছাড়াও রয়েছে ভাগ্যগণনার বিভিন্ন ও বিবিধ পদ্ধতি: হস্তরেখার মাধ্যমে, টিয়াপাখির সাহায্যে, বানরের মাধ্যমে, বিশেষ ধরনের বলের সাহায্যে ইত্যাদি।

---

[৩৫৮] বুখারী(৮৪৬), মুসলিম(৭১)।
[৩৫৯] মুসলিম(৯৩৪)।

www.pathagar.com

ভাগ্যগণনা করা মানে গায়েবের জ্ঞান দাবী করা। যারা জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে এগুলো করে, তারা মূলত নক্ষত্রপূজারী। আর যারা এ কাজে জিনদের সহায়তা নেয়, তারা জিনদের উপাসনা সহ বিবিধ শিরকী ও কুফরী কাজে লিপ্ত হয়। যারা এগুলো চর্চা করে, তারা একদিকে যেমন গায়েবের খবর রাখার দাবী করার কারণে নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়, অপরদিকে শয়তান জিনদের সাথে যোগযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে থাকে, আর এজন্যই এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে তাওহীদের পরিপন্থী।

সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্র অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান থেকে ভাগ্য কিংবা ভবিষ্যত নির্ণয়ের চেষ্টা, রাশিচক্র, ভাগ্য ও ভবিষ্যত গণনার অন্যান্য প্রক্রিয়া - এ সবগুলোই শিরক এবং কুফর, তা যে পদ্ধতিতেই করা হোক না কেন: হোক তা হাতদেখার মাধ্যমে, হোক তা রাশিফলের মাধ্যমে, হোক তা টিয়াপাখির সাহায্যে, হোক তা বানরের সাহায্যে, হোক তা অক্টোপাসের সাহায্যে, হোক তা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে, হোক তা কোন কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিংবা রাশিফল থেকে কিংবা জ্যোতিষীর কাছ থেকে - যেভাবেই হোক না কেন।

১৩.৫.১ গণকদের কিছু কথা ফলে যায় কেন

জ্যোতিষী, গণক জাতীয় ভণ্ডদের কোন কোন কথা কখনও ফলে যায়, ফলে দুর্বল চিত্ত ও দুর্বল ঈমানের মানুষ তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাখ্যা করেছেন যে এটা শয়তানের চুরি করা 'খবর' যার সাথে এই ভণ্ড জ্যোতিষী বা গণক বহু মিথ্যা কথা মিশিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

www.pathagar.com

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছেন: "ফেরেশতারা আকাশের সীমানায় নেমে আসমানে মীমাংসা হওয়া বিষয়ের উল্লেখ করেন, ফলে শয়তানরা তা চুরি করে শোনে এবং গণকদের কাছে গোপনে পৌঁছে দেয়, অতঃপর তারা এর সাথে নিজেরা একশটি মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে।[৩৬০]

অপর বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّىْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ « تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيَقْذِفُهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ » في بعض الروايات: "أكثر من مائة كذبة"

আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, গণকরা আমাদেরকে কোন বিষয়ে বলত আর তা আমরা সঠিক হিসেবে পেতাম। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এই সঠিক কথাটি জিন চুরি করে তার সঙ্গীর কানে ঢুকিয়ে দেয় আর সে এতে একশটি মিথ্যা কথা বাড়িয়ে নেয়।"[৩৬১]

যাহোক এজন্য গণকদের দুএকটি কথা কখনও সঠিক হতে পারে, কিন্তু মূলত এরা মহামিথ্যাবাদী, ভণ্ড।

---

[৩৬০] বুখারী(৩২১০)।
[৩৬১] মুসলিম(২২২৮)।

www.pathagar.com

১৩.৫.২ গণকদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কঠোর বিধিনিষেধ

ইসলাম মানুষের সামনে দিয়েছে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত প্রশস্ত রাজপথ। আল্লাহ পাক চান না যে তাঁর বান্দারা এই সুবিশাল রাজপথ ত্যাগ করে ভণ্ড, নোংরা, রহস্যময়, বিকৃত রুচির যাদুকর, গণকদের অন্ধকার গলি-ঘুপচিতে ঘোরাঘুরি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মসম্মান, কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ: ঈমানকে বিসর্জন দিক। এজন্য শরীয়ত এই শ্রেণীর লোকদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর বিধান আরোপ করার মাধ্যমে মানুষের দীন, জীবন, বিবেকবুদ্ধি, সম্মান ও সম্পদকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

যে গণকের কাছে এসে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল হয় না।[৩৩২]

অপর বর্ণনায় এসেছে:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যে গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আসে এবং সে যা বলে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, সে মুহাম্মাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি কুফরী করল।[৩৩৩]

---

[৩৩২] মুসলিম(২২৩০)।

[৩৩৩] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

এই হাদীসগুলো থেকে আমরা জ্যোতিষী, গণক বা যেকোন ধরনের ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কঠোরতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

জ্যোতিষী বা গণককে শুধুমাত্র প্রশ্ন করার কারণে একজন ব্যক্তির ৪০ দিনের সালাত কবুল হয় না, অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে তাকে ৪০ দিন কোন সালাত আদায় করতে হবে না, বরং ফরয আদায়ের জন্য তাকে অবশ্যই সালাত আদায় করে যেতে হবে, কিন্তু সেই সালাতের প্রতিদান সে আল্লাহ পাকের নিকট পাবে না। যেহেতু জ্যোতিষী কিংবা গণকের কাছে যাওয়ার ফলে শিরক এবং কুফরের পথ উন্মুক্ত হয়, এজন্য এ ব্যাপারে শরীয়ত এতটা কঠোর। কেননা এই ভণ্ডদের কাছে যাওয়ার পর তাদের কোন কথা যদি ফলে যায়, তবে তাদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস তৈরী হবে যে তারা গায়েব জানে, আর এই বিশ্বাস তৈরী হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে, যেহেতু একজন মুসলিমের জীবনে ঈমানের চেয়ে দামী আর কিছুই নেই, তাই এই ঈমানকে সুরক্ষার জন্য শরীয়ত এই সকল ভণ্ডদের কাছে যাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার শাস্তিস্বরূপ নির্ধারণ করেছে ৪০ দিনের সালাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিধান ।

আর যে জ্যোতিষী কিংবা গণকের বক্তব্যকে স্বীকৃতি দেয়, সত্য বলে স্বীকার করে, সে কুরআনকে অস্বীকার করে কুফরে পতিত হল, কেননা আল-কুরআন বলছে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের খবর রাখে না, অথচ এই ব্যক্তি এই গণককে গায়েবের খবরের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিল। তাই কেউ জ্যোতিষী বা গণককে গায়েবের খবরের অধিকারী বলে ধারণা করলে সে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যাবে।

www.pathagar.com

১৩.৫.৩ ভাগ্যগণনার আধুনিক উপায়-উপকরণ

উপরোক্ত বিধান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফল ও ভাগ্যগণনা সংক্রান্ত রচনা পড়া, টেলিভিশনে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান দেখা কিংবা এ সংক্রান্ত কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি এগুলো পাঠ করে কিংবা অনুষ্ঠান থেকে জানতে চায় যে গণকরা কি বলল, তবে তার সালাত ৪০ দিন কবুল হবে না। আর কেউ যদি এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে সে কুফরী করল।

১৩.৫.৪ যে গণকদের শরণাপন্ন হয় তার বিধান

জ্যোতিষী, গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার বিধান হল:

প্রথমত, যে শুধুমাত্র কৌতূহলবশত এদের কাছে কিছু জানতে চায়, তার ৪০ দিনের সালাতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। এই জানতে চাওয়া হতে পারে এদের কাছে সরাসরি যাওয়ার মাধ্যমে, অথবা এদেরকে ফোনে কিংবা চিঠির মাধ্যমে প্রশ্ন করার মাধ্যমে, অথবা টেলিভিশনে এদের অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে, অথবা পত্রিকায় এদের নিবন্ধ পড়ার মাধ্যমে, অথবা এদের তৈরী কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, যদি এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদকে কেউ সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে কুফরীতে লিপ্ত হল। এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে:

<u>প্রথম অবস্থা:</u> যদি এমন কোন বিষয়ের সংবাদের ব্যাপারে এদেরকে সত্য বলে স্বীকার করা হয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, যেমন: আগামীকাল কি ঘটবে ইত্যাদি, তবে সেটা হবে বড় কুফর যা ইসলামকে বিনষ্ট করে দেয় এবং ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি এমন বিষয়ে সংবাদের ব্যাপারে এদেরকে সত্য বলে স্বীকার করা হয় যা প্রশ্নকারীর নিকট অদৃশ্য কিন্তু অন্যদের পক্ষে জানা সম্ভব, তবে সেটা হবে ছোট কুফর যা অনেক বড় গুনাহ, কিন্তু এর সম্পাদনকারী ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায় না, বরং মুসলিম থাকে। যেমন: যদি জিনদের চুরি করা আসমানী সংবাদ অথবা জিনরা মানুষের জন্য দুর্গম স্থান থেকে কোন কিছু সম্পর্কে জেনে এসে যে সংবাদ দেয়, তাকে সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এটা ছোট কুফর হবে, কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও গায়েব জানার বিশ্বাস পোষণ করা হয় না, বরং জিনদের ক্ষমতা ও চৌর্যবৃত্তির ওপর নির্ভর করা হয়, আর জিনদের এই ক্ষমতা এবং আসমানী সংবাদ চুরি করার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের দ্বারাই স্বীকৃত।

মোটকথা জ্যোতিষী বা গণককে কেউ সত্য বলে স্বীকার করলে সে কুফরীতে লিপ্ত হল এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে কখনও তা ছোট কুফর হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও এটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় গুনাহের কাজ এবং তার ৪০ দিনের সালাতের সওয়াব বিনষ্ট হওয়ার কারণ।

সর্বশেষ একটি ক্ষেত্র বাকী রইল: যদি কোন জ্যোতিষী বা গণকের ভণ্ডামি ফাঁস করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে সেটা জায়েয এবং কখনও সেটা সওয়াবের কাজ হবে, তবে সুযোগ্য আলেম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য সেটা করা উচিৎ হবে না।

www.pathagar.com

১৩.৬ যাদুটোনা ও ভাগ্যগণনার কিছু বাস্তব নমুনা

(দ্রষ্টব্য: লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

১) বাণ মারা, বাণ ফিরানো।

২) আয়না পরা, লাঠি পড়া, চাল পড়া, বাটি চালান, নখ পড়ার মাধ্যমে হারানো বস্তু খুঁজে বের করা, চোর ধরা ইত্যাদি।

৩) জিনকে বশে আনা এবং এ সংক্রান্ত আমল।

৪) তথাকথিত 'জিন হুজুর' এর কাছে গমন।

৫) হিপনোটিজম নামক বিদ্যাও মূলত জিনদের সহায়তায় সম্পাদিত এক প্রকার যাদুবিদ্যা।

৬) জিন ব্যবহার করে জিন তাড়ানো।

৭) ভাগ্যগণনার বিভিন্ন নিত্যনতুন পদ্ধতি: অক্টোপাসের মাধ্যমে ভাগ্যগণনা, ফেসবুকে রাশিফল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৪
শুভ ও অশুভ লক্ষণ

১৪.১ ভূমিকা

কোন ঘটনা থেকে শুভ বা অশুভ লক্ষণ নেয়াকে আরবীতে তাতাইয়ুর(تَطَيُّر) বা তিয়ারা(طِيَرَة) বলা হয়। এর আদিরূপ হল পাখির গতিবিধি থেকে লক্ষণ গ্রহণ করা। অর্থাৎ যারা এর চর্চা করত, তারা পাখিকে ধাওয়া করত এবং সে কোন পথে উঁড়ে যায় তা দেখে কোন কাজ কিংবা সফর ইত্যাদিতে অগ্রগামী হওয়া বা বিরত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। তবে তা পাখির গতিবিধির থেকে লক্ষণ গ্রহণ করার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যুগে যুগে একেক সমাজের মানুষ একেক ধরনের বস্তু থেকে শুভ বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান যুগে প্রচলিত এর কতিপয় উঁদাহরণ:

সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন ৭কে শুভ, ১৩কে অশুভ মনে করা।

সময়ের ক্ষেত্রে, যেমন কোন বিশেষ মাসকে বিয়ের জন্য অশুভ মনে করা।

কোন প্রাণীকে অশুভ মনে করা যেমন: প্যাঁচা বা প্যাঁচার ডাক।

আল কুরআনে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যে ফিরআউনের জাতি নবী. মূসা(আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে অশুভ ও তাদের জন্য অকল্যাণকর বলে দাবী করত:

www.pathagar.com

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟
بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, “এটা তো আমাদের প্রাপ্য।” আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছাত তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে কুলক্ষুণে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।[৩৬৪]

তেমনি নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে অবিশ্বাসীরা নবী মুহাম্মাদকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অশুভ বলে দাবী করত:

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

আর যদি তাদের কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে তবে বলে, “এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে।” আর যদি কোন অকল্যাণ পৌঁছে, তখন বলে, “এটি তোমার পক্ষ থেকে।” বল, “সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে।” সুতরাং এই কওমের কী হল, তারা কোন কথা বুঝতে চায় না।[৩৬৫]

---

[৩৬৪] সূরা আল আ'রাফ, ৭ : ১৩১।
[৩৬৫] সূরা আন নিসা, ৪ : ৭৮।

www.pathagar.com

১৪.২ ইসলাম শুভ কিংবা অশুভ লক্ষণকে প্রত্যাখ্যান করেছে

ইসলামী শরীয়ত এই ধরনের যাবতীয় ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে, নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ...

[আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরের বাইরে] কোন ছোঁয়াচে রোগ কার্যকরী নয়, তিয়ারা [শুভ বা অশুভ লক্ষণ] বলে কিছু নেই, প্যাঁচার মধ্যে অকল্যাণ বলে কিছু নেই, সফর মাসে অকল্যাণ বলে কিছু নেই...[৩৩৩]

এই হাদীসে কুলক্ষণ কিংবা অশুভ সম্পর্কে মানুষের কুসংস্কারকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অন্য হাদীসে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

যদি অশুভ কোন কিছুতে থাকত, তবে তা থাকত ঘর, নারী এবং ঘোড়ার মাঝে।[৩৩৭]

অর্থাৎ কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ বলে বাস্তবিকপক্ষে কিছু নেই।

১৪.৩ শুভ বা অশুভ লক্ষণ নেয়ার বিধান

হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا

---

[৩৩৩] বুখারী(৫৭০৭)।

[৩৩৭] বুখারী(৫০৯৪), মুসলিম(২২২৫)।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ(রা.) আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বললেন: "তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শিরক।"

এরপর ইবনে মাসুদ(রা.) বলেন:

« وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ »

আর আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই এর কিছু অংশ আছে, কিন্তু তাওয়াক্কুলের দ্বারা আল্লাহ পাক তা দূর করেন।[৩৩৮]

এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস থেকে জানা যায় যে কোন কিছুকে শুভ বা অশুভ লক্ষণ বলে বিশ্বাস করা শিরক, তা অবস্থা ভেদে বড় শিরক আবার অবস্থা ভেদে ছোট শিরক হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: যদি কেউ কোন বস্তুকে আল্লাহ তাআলা থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণের সংঘটক কিংবা স্রষ্টা মনে করে, তবে সে একে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করালো এবং শিরক আকবার বা বড় শিরকে লিপ্ত হল।

দ্বিতীয় অবস্থা: আর কেউ যদি বিশ্বাস করে যে ভালমন্দ সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, আর আল্লাহ পাকই এই বস্তুকে শুভ বা অশুভ লক্ষণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তবে তা হবে ছোট শিরক, কেননা এক্ষেত্রে সে প্রকৃতপক্ষে এমন বস্তুকে লক্ষণ হিসেবে নির্ধারণ করল যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক নির্ধারণ করেননি।

অপর দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করলে শুভ বা অশুভ লক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহর পরিবর্তে এই বস্তুর সাথে যুক্ত করল, আর এ কারণেও সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল। কেননা ভয়, নির্ভরতা, আস্থা, আশা-ভরসা, তাওয়াক্কুল - এগুলো অন্তরের ইবাদত, যা একমাত্র

---

[৩৩৮] আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

আল্লাহরই প্রাপ্য, সুতরাং এই ব্যক্তির কর্তব্য ছিল এই বস্তু থেকে কোন লক্ষণ না নিয়ে তার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ পাকের সাথে যুক্ত রাখা, আল্লাহ পাকের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে শরীয়তের সীমারেখা মেনে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করে যাওয়া এবং এ সমস্ত কুসংস্কারের প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করা। কিন্তু তা না করে সে তার ধারণায় এই সুলক্ষণ বা কুলক্ষণের বস্তুটির সাথে তার অন্তরকে যুক্ত করল।

এই হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে কারও মনে এরকম কিছু উদয় হলে এর চিকিৎসা হল তাওয়াক্কুল, অর্থাৎ সে তার এই চিন্তাকে কোন আমল না দিয়ে আল্লাহ পাকের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে তার কাজে ও লক্ষ্যে অগ্রসর হবে এবং এই লক্ষণের কারণে তার কাজ থেকে বিরত হবে না। অপর হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

আব্দুল্লাহ বিন আমর(রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন যে আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: অশুভ লক্ষণ গ্রহণ যাকে তার লক্ষ্য থেকে বিরত রাখল সে শিরক করল। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফফারা [ক্ষতিপূরণ] কি? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সে যেন বলে: হে আল্লাহ আপনি ছাড়া কেউ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না আর আপনার অনুমতি ছাড়া কোন অকল্যাণ ঘটে না, আর আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।[৩৩৯]

---

৩৩৯ আহমদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

এই হাদীসে অন্তরের এই রোগের আরও একটি চিকিৎসা পাওয়া গেল, তা হল উল্লিখিত দুআটি।

অতএব আল্লাহ ছাড়া কেউ কোন কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে না - আল্লাহ পাকের রুবুবিয়্যাতের তাওহীদের প্রতি এই ঈমান থেকে উৎসারিত পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলই হল এই শিরক থেকে বাঁচার উপায় এবং সমাধান, আর তাওয়াক্কুলের বাস্তবায়ন তাওহীদেরই বাস্তবায়ন কেননা তাওয়াক্কুল প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার ইবাদত, আর এদিকেই যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে উপরোক্ত হাদীসের শেষবাক্যে: "আর আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।"

১৪.৪ ফা'ল

হাদীসে বর্ণিত:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

[আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরের বাইরে] কোন ছোঁয়াচে রোগ কার্যকরী নয়, তিয়ারা [শুভ বা অশুভ লক্ষণ] বলে কিছু নেই, আর 'ফা'ল' আমাকে চমৎকৃত করে। তাঁরা [সাহাবীরা] বললেন: 'ফা'ল' কি? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: উত্তম কথা।[৩৭০]

এই হাদীসে উল্লিখিত 'ফা'ল' অর্থ হচ্ছে এমন কিছু যা আশার সঞ্চার করে। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে ব্যাখ্যা করেছেন 'উত্তম কথা' হিসেবে। অর্থাৎ কোন উত্তম কথা শোনার কারণে আশাবাদী হয়ে ওঠা পছন্দনীয়, কেননা আশাবাদ প্রশংসনীয়, যে আশাবাদী হয়, কল্যাণের আশা করে, সে আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করল। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত 'তিয়ারা' অর্থাৎ শুভ ও অশুভ লক্ষণ গ্রহণের সাথে ফা'ল এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল:

---

[৩৭০] বুখারী(৫৭৭৬), মুসলিম(২২২৪)।

www.pathagar.com

শুভ বা অশুভ লক্ষণের ক্ষেত্রে এই লক্ষণের দ্বারাই নির্ধারণ করা হয় যে কোন কাজ করা হবে কি হবে না। কিন্তু ফা'ল এর ক্ষেত্রে বিষয়টি তা নয়, বরং ফা'ল হল কাজটি শুরু করে দেয়ার পর কোন উত্তম কথা শুনে আনন্দিত ও আশাবাদী হওয়া। সুতরাং এর অর্থ এই নয় যে এরকম কিছু না শুনলে সেটা খারাপ বা অশুভ কিছু।

তেমনি এর অর্থ এও নয় যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই উত্তম কথার ওপর ভরসা করা হবে। বরং এ অবস্থায়ও সমস্ত আশা-ভরসা, তাওয়াক্কুল একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকবে।

১৪.৫ শুভ বা অশুভ লক্ষণের কিছু বাস্তব নমুনা

১) কোন বিশেষ কলমকে কারও জন্য শুভ বা কোন পোশাককে শুভ মনে করা।

২) কালো বেড়ালকে অশুভ মনে করা।

৩) বাইরে যাওয়ার সময় ঝাড়ু দেখাকে অশুভ মনে করা। ঝাড়ুর সাথে স্পর্শ লাগাকে অশুভ মনে করা।

৪) খাওয়া শেষ করে পাত্র শুকনো রাখাকে অকল্যাণকর মনে করা।

৫) প্যাঁচাকে অলক্ষুণে মনে করা।

৬) বিধবা, বন্ধ্যা মহিলাদেরকে অলক্ষুণে মনে করে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে বাধা দেয়া।

৭) ৭ সংখ্যাকে শুভ, ১৩কে অশুভ ভাবা।

৮) এক শালিক, দুই শালিক ইত্যাদিকে শুভ, অশুভ ভাবা।

www.pathagar.com

৯) হাত থেকে চিরুনী পড়া, আয়না ভাঙ্গা এগুলোকে লক্ষণ মনে করা।

১০) কুরআন বা অন্য কোন বইয়ের কোন পৃষ্ঠা খুলে কোন একটি শব্দের ওপর হাত রেখে সেই শব্দের ইঙ্গিত অনুযায়ী শুভ-অশুভ যাচাইয়ের চেষ্টা।

১১) একবার আমাকে রিকশায় উঠানোর পর এক রিকশাওয়ালার বারবার "চেন পড়তে থাকে"। কিছুক্ষণ পর সে বলল যে এর জন্য আমিই দায়ী।

১২) এক দোকানে একটি সিডি নিয়ে গিয়েছিলাম প্রিন্ট করার জন্য। আমার সিডি কম্পিউটারে ঢোকানোর পর সিডিরম আটকে গেল। অনেক কষ্টের পর সিডি বের হলে দোকানদার আমাকে নিষেধ করে দিল এই 'কুফা' সিডি নিয়ে আর না আসতে। একটু পরে জানতে পারলাম যে এই দোকানদার কুরআনের হাফিজ। 'কুফা' যে সত্য সেটা তিনি প্রমাণ করবেন বলে আলোচনার টেবিলে আমাকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন, পরে আর যাওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৫

অন্তরের আমল

১৫.১ ভূমিকা

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে ইবাদত হল এমন সকল গোপন ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ পাক ভালবাসেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা যেমন ইবাদত হয় তেমনি অন্তরের দ্বারাও ইবাদত হয়, বরং এ কথা বললে অতিরঞ্জন হয় না যে অন্তরের ইবাদত থেকেই উৎসারিত হয় অঙ্গপ্রতঙ্গের ইবাদত। অন্তরের ইবাদতের মধ্যে রয়েছে ভালবাসা, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল, ধৈর্য, শোকর ইত্যাদি। সাধারণভাবে ইবাদতের কথা বললে মানুষের মনে সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ এগুলোর দৃশ্য ভেসে ওঠে। কিন্তু ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদ হল অন্তরের ইবাদত, আর এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ অন্তরের দ্বারা ছোট ও বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্য একজন মুসলিমের কর্তব্য অন্তরের ইবাদতসমূহের পরিচিতি লাভ করা।

১৫.২ ভালবাসা: ইবাদতের সারবস্তু

অন্তরের যে কয়েকটি অবস্থা বা আমলের ওপর ভিত্তি করে ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল ভালবাসা। অর্থাৎ ইবাদতকারী তার মাবুদকে ভালবাসে বলেই সে তার ইবাদত করে। ইবাদতকারী মাবুদকে ভালবাসে, মাবুদের কাছে সে যে পুরস্কারের আশা করে, সেই পুরস্কারকে সে ভালবাসে, আর এই ভালবাসাই তাকে ইবাদতের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এজন্য ভালবাসা ইবাদতের সারবস্তু।

www.pathagar.com

ভালবাসা মৌলিকভাবে দুই প্রকার: ১) ইবাদতের ভালবাসা। ২) সাধারণ ভালবাসা।

১৫.২.১ ইবাদতের ভালবাসা এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক

ইবাদতের ভালবাসা হল মাবুদের প্রতি ইবাদতকারীর ভালবাসা, যে ভালবাসা তাকে মাবুদের ইবাদতের দিকে পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ করে এবং যার কারণে অন্তরে বিনয়, আনুগত্যের ইচ্ছা, দাসত্বের অনুভূতি এবং মনিবের প্রতি ভক্তির সৃষ্টি হয়। এই ভালবাসা হল ঈমান এবং তাওহীদের মূল। এই ভালবাসা সম্পূর্ণটাই আল্লাহ পাকের প্রাপ্য, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে দাসত্বের অনুভূতি ও চূড়ান্ত ভক্তি সহকারে ভালবাসে, তবে সে শিরক আকবার বা বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে গেল, কেননা এই ভালবাসা পুরোটাই ইবাদত এবং এজন্য এর কোন অংশ আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক। ভালবাসার এই প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ
ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি যালিমগণ জানত – যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে যে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দানে কঠোর [- তবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করত না]।[৩৭১]

[৩৭১] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৬৫।

www.pathagar.com

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে মুশরিকরা আল্লাহকে যেমন ভালবাসে, তেমনিভাবে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোকেও ভালবাসে, আর ভালবাসার ক্ষেত্রে তারা এই মাবুদগুলোকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর ফলে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। অপর পক্ষে মুমিনদের আল্লাহর প্রতি ভালবাসা অধিকতর শক্তিশালী, কেননা তা শিরকমুক্ত, অন্য কোন মাবুদের জন্য এতে কোন অংশ নেই।

ইবাদতের ভালবাসা এবং এক্ষেত্রে শিরককে বোঝার জন্য একটি নমুনা দেয়া যেতে পারে: কেউ যদি কোন কবরবাসীকে কল্যাণ বয়ে আনতে কিংবা অকল্যান ঠেকাতে সক্ষম বলে মনে করার কারণে এই কবরবাসীকে ভালবাসতে শুরু করে এবং তার ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তার এই ভালবাসা হবে ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক। অপরপক্ষে কেউ যদি কোন কবরবাসীকে এজন্য ভালবাসে যে তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, তবে তার এই ভালবাসা শিরক নয়, বরং সেটা প্রশংসনীয় এবং সেটা আল্লাহর জন্য ভালবাসা, যার বিবরণ সামনে আসছে। লক্ষণীয় যে এ রকম ভালবাসার কারণে কবরবাসীর ইবাদত করা হয় না, বরং তার জন্য দুআ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়: যে ভালবাসার কারণে মানুষ কবরবাসীর **'কাছে'** দুআ করে, সেটা শিরকপূর্ণ ভালবাসা, আর যে ভালবাসার কারণে মানুষ কোন মুসলিম কবরবাসীর *'জন্য'* দুআ করে, সেটা শিরকমুক্ত ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত।

১৫.২.২ সাধারণ ভালবাসা ও তার প্রকারভেদ

ইবাদতের ভালবাসা ছাড়া অন্যান্য ভালবাসা, যাকে আমরা সাধারণ ভালবাসা বলছি, তাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১) আল্লাহর ভালবাসা থেকে উদ্ভূত ভালবাসা। ২) স্বাভাবিক জৈবিক ভালবাসা।

www.pathagar.com

১৫.২.২.১ আল্লাহর প্রতি ভালবাসা থেকে উদ্ভূত ভালবাসা

এর উদাহরণ হল আল্লাহর রাসূলকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালবাসা, নবী-রাসূলদেরকে ভালবাসা, মুমিনদেরকে ভালবাসা, ফেরেশতাদেরকে ভালবাসা, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ প্রভৃতি ইবাদতকে ভালবাসা, রামাদান মাসকে ভালবাসা, কাবা ঘরকে ভালবাসা, নবীর মসজিদকে ভালবাসা ইত্যাদি - এক কথায় একে আমরা বলতে পারি আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে বা কোন কিছুকে ভালবাসা। এই সকল ভালবাসা আল্লাহ পাকের ভালবাসা থেকে উদ্ভূত এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে পূর্ণতা দানকারী, এই শ্রেণীর ভালবাসার দ্বারা বান্দার ঈমান এবং তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়, যেমনটি নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ [পরিপূর্ণ] মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সকল ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।[৩৭২]

এজন্য নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ভালবাসা থাকা ঈমানের শর্ত, আর এই ভালবাসাকে সকল সৃষ্টির ভালবাসার ওপর প্রাধান্য দেয়া ঈমানের পূর্ণতার জন্য জরুরী। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালবাসার অনিবার্য পরিণতি ও দাবী হল নবীর অনুসরণ, আল্লাহ পাক বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

---

৩৭২ বুখারী(১৫), মুসলিম(৪৪)।

www.pathagar.com

বলুন [হে নবী:], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৭৩]

সুতরাং নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ না করে কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালবাসার দাবীদার হয়, তবে তার এ দাবী মিথ্যা।

১৫.২.২.১.১ আল ওয়ালা ওয়াল বারা(الوَلاَء وَالبَرَاء):

আল্লাহর প্রতি ভালবাসার অনিবার্য দাবী হল: আল্লাহর জন্য ভালবাসা। অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছু ভালবাসেন, সেগুলোকে ভালবাসা, আল্লাহ পাক যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকে ভালবাসা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দাবী এই যে একজন মুমিন অপর মুমিনদেরকে ভালবাসবে, সে সৎকর্মকে ভালবাসবে এবং মুমিনদের সাথে তার সম্পর্ক হবে ভালবাসা, সাহায্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

এর পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি ভালবাসার অনিবার্য দাবী হল: আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছুকে অপছন্দ করেন, সেগুলোকে অপছন্দ করা, আল্লাহ পাক যাদেরকে অপছন্দ করেন, তাদেরকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দাবী অনুযায়ী একজন মুমিন অবিশ্বাসীদেরকে অপছন্দ করবে, সকল কুফর, শিরক, নিফাক, বিদাত, কবীরা ও সগীরা গুনাহকে ঘৃণা করবে এবং মুশরিক, কাফির, মুনাফিকদের সাথে তার সম্পর্ক হবে ঘৃণা ও শত্রুতার সম্পর্ক। আর মুসলিমদের মধ্যে যারা পাপাচারী, তারা মুসলিম হওয়ার কারণে তাদের প্রতি ভালবাসা থাকবে, কিন্তু তাদের পাপ অনুপাতে তাদের

[৩৭৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১।

www.pathagar.com

প্রতি অপছন্দের অনুভূতিও থাকবে, অর্থাৎ অবস্থা অনুযায়ী মুসলিম পাপাচারীদের প্রতি অনুভূতি হবে মিশ্র, তার ঈমানের জন্য এবং ভালকাজের জন্য তার প্রতি ভালবাসা থাকবে, আর তার পাপাচার অনুপাতে তার প্রতি অপছন্দের অনুভূতিও থাকবে।

সুতরাং আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের প্রতি ভালবাসা, সাহায্য, বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা বাধ্যতামূলক, তেমনি আল্লাহ এবং মুমিনদের শত্রু কাফির-মুশরিকদের সাথে ঘৃণা ও শত্রুতার সম্পর্ক রাখা বাধ্যতামূলক, এটি ইসলামী আক্বীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যাকে বলা হয় "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" (الوَلاَء وَالبَرَاء)। আল্লাহ পাক বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ
إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي
وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ
أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثۡقَفُوكُمۡ
يَكُونُواْ لَكُمۡ أَعۡدَآءٗ وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ وَأَلۡسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ
وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡۚ يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ يَفۡصِلُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿٣﴾ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ
أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ
مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ

www.pathagar.com

ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হয়ে থাক [তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না] তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তারা যদি তোমাদেরকে বাগে পায় তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও যবান বাড়াবে; তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে! কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, "তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: "আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।" হে আমাদের

www.pathagar.com

প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।[৩৭৪]

আল্লাহ পাক বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥١﴾

হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের মিত্র। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করবে, নিশ্চয় সে তাদেরই একজন [হিসেবে গণ্য হবে]। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।[৩৭৫]

আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।[৩৭৬]

---

[৩৭৪] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১-৪।
[৩৭৫] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৫১।
[৩৭৬] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৫৫।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ
ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম।[৩৭৭]

আল্লাহ পাক বলেন:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ
أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟
عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমানদার কোন জাতিকে পাবে না যে তারা এমন কারও সাথে মিত্রতা করে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও বা তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীও হয়। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে লেখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহের [ওহী ও সাহায্যের] দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।

---

[৩৭৭] সূরা আত তওবা, ৯ : ২৩।

www.pathagar.com

তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফল।[৩৭৮]

আল্লাহ পাক বলেন:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ

تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى

وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى

ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ

سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির কামনায় রুকুকারী, সেজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে, তাদের চেহারায় সেজদার লক্ষণ তাদের আলামত। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।[৩৭৯]

---

[৩৭৮] সূরা আল মুজাদিলা, ৫৮ : ২২।

[৩৭৯] সূরা আল ফাতহ, ৪৮ : ২৯।

www.pathagar.com

১৫.২.২.১.২ আল ওয়ালা ওয়াল বারা(الوَلَاء وَالبَرَاء) উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটো চরম অবস্থান

উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলো ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" (الــوَلَاء وَالبَــرَاء) এর অন্যতম দলীল। আকীদার গুরুত্বপূর্ণ এই মূলনীতিটি বোঝা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে অনেকেই দুটো চরম অবস্থানের একটিতে চলে গিয়েছে: ১) অবহেলা এবং ২) চরমপন্থা। এজন্য "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" এর সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমত, "আল-ওয়ালা" (الوَلَاء) অর্থ ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সাহায্য, এবং "আল বারা" (البَــرَاء) অর্থ ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ - অর্থাৎ আল্লাহকে এবং তাঁর আউলিয়াদেরকে [আউলিয়া: ওলী শব্দের বহুবচন, যার অর্থ ভালবাসার পাত্র, বন্ধু, সাহায্যকারী, নিকট কেউ, অভিভাবক ইত্যাদি] ভালবাসা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, তাদের শত্রুতা এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

দ্বিতীয়ত, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার এই মূলনীতি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্যের অন্যতম দাবী। এটি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর তাওহীদের মূল শিক্ষা থেকে উদ্ভূত, এটি তাওহীদের অন্যতম দাবী। কেননা মাবুদ হিসেবে আল্লাহকে এককভাবে বাছাই করা ও তাঁকে ভালবাসার দাবী হল তাঁর বন্ধুদেরকে ভালবাসা এবং তাঁর শত্রুদেরকে ঘৃণা করা, আর এই ভালবাসা বাহ্যিক রূপ লাভ করবে আল্লাহর বন্ধুদের পক্ষে কাজ করা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজ করার মাধ্যমে। ঈমানের সাথে "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" এর এই সরাসরি সম্পর্কে কারণে একে ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা হিসেবে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করা হয়েছে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله

ঈমানের হাতলসমূহের মাঝে সবচেয়ে মজবুত হল আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।

অন্য বর্ণনায়:

أوثق عري الإيمان الموالاة في الله و المعاداة في الله و الحب في الله و البغض في الله

ঈমানের হাতলসমূহের মাঝে সবচেয়ে মজবুত হল আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।[৩৮০]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ »

যে আল্লাহর জন্য ভালবাসল এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করল এবং আল্লাহর জন্য দান করল এবং আল্লাহর জন্য ফিরিয়ে দিল সে ঈমানকে পূর্ণ করল।[৩৮১]

তৃতীয়ত, এটি দীনের অন্যান্য মূলনীতির মত একটি মূলনীতি, যার শাখা প্রশাখা আছে এবং প্রতিটির স্বতন্ত্র বিধান আছে। ফলে ঢালাও ভাবে সকল ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য হবে না, বরং শরীয়তের

---

[৩৮০] বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন: আত-তাবারনী, বাগাউই, তায়ালিসী, আহমদ, ইবনু আবী শায়বা, হাকিম প্রমুখ। আলবানীর মতে হাসান।

[৩৮১] আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

অন্যান্য দলীল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মুসলিম এবং অমুসলিমদের সাথে কোন পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করা কর্তব্য।

১৫.২.২.১.৩ আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা

এই মূলনীতিতে যে শত্রুতার কথা বলা হচ্ছে, সেই শত্রুতার প্রকাশ হতে হবে শরীয়ত অনুযায়ী, যথেচ্ছ নয়। যেমন জিহাদের ময়দানে অমুসলিমের প্রতি শত্রুতার যে ধরনের প্রকাশ ঘটবে, দাওয়াতের ময়দানে শত্রুতার সে ধরনের প্রকাশ না ঘটে ভিন্ন রকমের প্রকাশ ঘটবে। দাওয়াতের স্বার্থে এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য, অমুসলিমদের প্রতি উত্তম আচরণ এবং নম্রতার উল্লেখ ও নমুনা রয়েছে অন্যান্য দলীলে, সেগুলোকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। যেমন সূরা মুমতাহিনা - যাতে "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" এর কথা এসেছে - সেই একই সূরায় আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে দিচ্ছেন:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।[৩৮২]

তেমনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে ফিরআউনের মত নিকৃষ্ট লোকের ক্ষেত্রেও মূসা(আ.) এবং হারুনকে(আ.) নম্রতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا

তোমরা দুজনে তাকে নরম কথা বল...[৩৮৩]

এক্ষেত্রে নম্র আচরণ আল ওয়ালা ওয়াল বারা - এর মূলনীতির বিরোধী নয়।

তেমনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদেরকে অসুস্থ অবস্থায় পরিদর্শনও করেছেন। যেমন তিনি একবার এক ইহুদীর সন্তানকে মৃত্যুশয্যায় পরিদর্শন করলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করল এবং নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِى مِنَ النَّارِ »

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার দ্বারা তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন।[৩৮৪]

অপর হাদীসে এসেছে:

---

[৩৮২] সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০ : ৮-৯।
[৩৮৩] সূরা তাহা, ২০ : ৪৪।
[৩৮৪] আহমদ, বুখারী(১৩৫৬) ও অন্যান্য।

www.pathagar.com

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রী আয়েশা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "ইহুদীদের একটি দল আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট আসল এবং বলল "আস সামু আলাইকুম" [অর্থাৎ তোমাদের ওপর মৃত্যু] আয়েশা বললেন: আমি তা [তাদের কথার খেলা] বুঝতে পারলাম এবং বললাম: "আর তোমাদের ওপরও মৃত্যু ও লানত।" তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "ধীরে, হে আয়েশা! আল্লাহ পাক সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন" আমি বললাম "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে?" আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি বলেছি: আর তোমাদের ওপরও তাই [যা তোমরা আমার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেছ]।"[৩৮৫]

হাদীসের কোন কোন ভাষ্যে এসেছে:

عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ

নম্রতা অবলম্বন কর এবং কর্কশতা ও অশালীন ভাষা পরিহার কর।

এই হাদীসে মুসলিমদের অন্যতম শত্রু ইহুদীদের সাথে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিকমতপূর্ণ আচরণ লক্ষণীয়।

[৩৮৫] বুখারী(৬০২৪), মুসলিম(২১৬৫)।

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ »

কোন কিছুতে নম্রতা প্রবেশ করলে তা তাকে কেবল সৌন্দর্যমণ্ডিতই করে থাকে আর কোন কিছু থেকে তাকে উঠিয়ে নেয়া হলে তা কেবল তাকে কলুষিতই করে থাকে।[৩৮৬]

অন্য বর্ণনায়:

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ »

হে আয়েশা নিশ্চয়ই আল্লাহ 'রফীক'[৩৮৭], নম্রতা ভালবাসেন এবং নম্রতার[৩৮৮] কারণে এমন বিষয় দান করে থাকেন যা কঠোরতার দ্বারা কিংবা অন্য কিছুর দ্বারা দান করেন না।[৩৮৯]

সুতরাং অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা এবং ইসলামের প্রতি তাদেকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে নম্রতা, উত্তম ভাষণ এবং হিকমতের ব্যবহার "আল ওয়ালা ওয়াল বারা" এর বিরোধী নয়, বরং সেটা নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে দাওয়াতী ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের প্রতি

---

[৩৮৬] মুসলিম(২৫৯৪)।

[৩৮৭] আল্লাহ পাকের 'রফীক' হওয়ার অর্থ এই যে: তিনি সকল কিছু যথাযথ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান, হিকমত ও দয়ার সাথে পর্যায়ক্রমে এবং কোন তাড়াহুড়ো ছাড়াই যথাসময়ে সম্পাদন করেন।

[৩৮৮] এই হাদীসগুলোতে যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে আরবী 'রিফক'(رِفْــق) শব্দের অনুবাদ 'নম্রতা' করা হয়েছে, তবে এর নিকটতর অর্থ এরকম: কর্কশতার বিপরীত সৌজন্যমূলক, কৌশলপূর্ণ সহজ ও সূক্ষ্ম আচরণ যার দ্বারা কোন ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

[৩৮৯] মুসলিম(২৫৯৩)।

www.pathagar.com

আচরণ যেন নতজানু না হয়, বরং ইসলাম এবং মুসলিমদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে হবে। তেমনি অমুসলিমদের প্রতি শত্রুতার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে গালাগালি বা প্রহার করতে হবে, যেমনটি আমরা ওপরের হাদীসে দেখলাম।

সুতরাং 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' তথা বন্ধুত্ব ও শত্রুতার এই নীতি ইসলামী আকীদার একটি মূলনীতি, তবে এই মূলনীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে সব মাসআলা ও পরিস্থিতিকে একই চশমা দিয়ে দেখতে গেলে ভুল হবে, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আচরণ থেকে এবং শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতির সাথে মিলিয়ে শরীয়তের সার্বিক শিক্ষার আলোকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে হবে। আর এই কাজটি করতে গেলে অবশ্যই আলেমগণের পরামর্শ প্রয়োজন, কেননা সাধারণ মানুষ মূলনীতি জানলেও সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বুঝতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক।

উদাহরণস্বরূপ অবিশ্বাসীদেরকে কোন বিষয়ে সাহায্য করা অবস্থাভেদে জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে।

তেমনি অবিশ্বাসীদের অধীনে কোন কাজ করা অবস্থাভেদে জায়েয বা নাজায়েয হতে পারে।

তেমনি অবিশ্বাসীদের দাওয়াত গ্রহণ করা অবস্থাভেদে কখনও জায়েয কখনও নাজায়েয।

তেমনি অবিশ্বাসীদের ভূমিতে বসবাস বা অবস্থান কখনও জায়েয কখনও নাজায়েয।

তেমনি অবিশ্বাসীদের অনরূপ আচরণ কখনও জায়েয কখনও নাজায়েয হতে পারে।

www.pathagar.com

উপরের বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলার বিধান অবস্থাভেদে কখনও কুফর, কখনও পাপকাজ, কখনও জায়েয, কখনও উত্তম, আবার কখনও বাধ্যতামূলক হতে পারে।

এজন্য কেউ 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' এর মূলনীতিকে ব্যবহার করে সকলক্ষেত্রে ঢালাওভাবে যথেচ্ছ সিদ্ধান্ত নিলে অতিরিক্ত নম্রতা কিংবা অতিরিক্ত কঠোরতার মত প্রান্তিক অবস্থানে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিৎ প্রতিটি মাসআলায় আলেমগণকে প্রশ্ন করা এবং না বুঝে কোন বিষয়ে ফতোয়া না দেয়া।

১৫.২.২.২ স্বাভাবিক জৈবিক ভালবাসা ও এর বিধান

সাধারণ ভালবাসার দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে স্বাভাবিক জৈবিক ভালবাসা যেমন পিতাপুত্রের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, কোন খাদ্যের প্রতি ভালবাসা, কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা, কোন কাজের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি। এ ধরনের ভালবাসা মৌলিক ভাবে 'বৈধ' পর্যায়ের, তবে কখনও তা অন্য কোন কারণে কাম্য অথবা নিষিদ্ধ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: কারও পিতামাতা যদি মুমিন হয় আর পিতামাতার প্রতি তার স্বাভাবিক ভালবাসাকে সে তাঁদের প্রতি তার কর্তব্য পালনের দীনী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে, তবে এই ভালবাসাও ইবাদত হবে, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। এর বিপরীত উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক কারও প্রতি ভালবাসা যদি আল্লাহর আদেশ পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই ভালবাসা তার জন্য গুনাহের কারণ হবে। যেমন কেউ যদি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কারণে তাকে পর্দার নির্দেশ না দেয়, কিংবা সম্পদের প্রতি ভালবাসার কারণে হারাম পথে উপার্জন ত্যাগ করতে না পারে ইত্যাদি। আর এই অর্থেই আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন:

www.pathagar.com

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَـٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَـٰكِنُ
تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ
فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

বলুন [হে নবী], "তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ [অর্থাৎ শাস্তি] নিয়ে আসা পর্যন্ত।" আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[৩১০]

সুতরাং যে ভালবাসা মানুষকে আল্লাহর কোন আদেশ পালন থেকে বিরত রাখে কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই ভালবাসা নিন্দনীয়।

১৫.৩ ভয়

অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হল ভয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে অন্তরের অন্যতম আমল হল ভালবাসা এবং মাবুদের প্রতি ভালবাসা থেকেই অন্যান্য ইবাদত উৎসারিত হয়। তবে এককভাবে শুধুমাত্র ভালবাসার দ্বারা আল্লাহ পাকের ইবাদত সম্ভব নয়, বরং এর সাথে ভয় এবং আশা মিশ্রিত থাকা চাই, ভয় বান্দাকে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখে, আর আশার কারণে

---

[৩১০] সূরা আত তাওবা, ৯ : ২৪।

www.pathagar.com

বান্দা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে না। ইবাদতের জন্য অন্তরের এই সবগুলো অবস্থাই জরুরী।

যাহোক ভয় একপ্রকার ইবাদত। এই ভয় দুই প্রকার:
১) ইবাদতের ভয় বা গোপন ভয়। ২) স্বাভাবিক ভয়।

১৫.৩.১ ইবাদতের ভয়(خَوْفُ العِبَادَةِ) বা গোপন ভয়(خَوْفُ السِّرِّ)

ইবাদতের ভয় বা গোপন ভয় হল মাবুদের প্রতি ইবাদতকারীর ভয়, যে ভয়ের কারণে সে মাবুদের প্রতি বিনত ও অনুগত হয়ে ভক্তি সহকারে মাবুদের ইবাদত করে, মাবুদকে ডাকে, মাবুদের কাছে সাহায্য চায়, মাবুদের অবাধ্যতার কারণে ক্ষতির আশংকা করে এবং মাবুদের আনুগত্যের দ্বারা কল্যাণের আশা করে। এই ভয় একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট, এবং কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে এই ভয় করে, তবে সে বড় শিরক বা শিরক আকবারে লিপ্ত হল। কেউ যদি কোন কবরবাসী, মাজার, দরগা, পীর সাহেবকে ভয় করে যে তাদের দ্বারা গায়েবী উপায়ে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে তার কোন ক্ষতি হতে পারে, ফলে এদের উদ্দেশ্যে ইবাদতের কোন অংশ নিবেদন করার মাধ্যমে এদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে চায়, তবে এ ধরনের ভয় শিরক আকবার বা বড় শিরক। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের জাতিরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোর ভয় দেখিয়েছে যে তিনি যেহেতু এদের ইবাদতের বিরোধিতা করছেন, সুতরাং এরা তাঁর ক্ষতি করবে, আর এর বিপরীতে নবী-রাসূলগণ নিঃসঙ্কোচে এসব মাবুদকে উপেক্ষা করেছেন এবং চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেমন ইব্রাহীম(আ.):

وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ

www.pathagar.com

عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

আর তার জাতি তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, "তোমরা কি বাদানুবাদ করছ আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক কর, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমরা যা শরীক করেছ কীভাবে আমি তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা শরীক করেছ আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব কোন্ দল নিরাপত্তার বেশি হকদার, যদি তোমরা জান?" যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।[৩১১]

তেমনি হূদ(আ.):

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا
بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

---

[৩১১] সূরা আল আনআম, ৬ : ৮০-৮২।

www.pathagar.com

رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ

صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

তারা বলল, "হে হূদ, তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই। আমরা নিশ্চিত বলছি যে, আমাদের কোন কোন উপাস্য তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করেছে।" সে বলল, "নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর তারপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি অবশ্যই তাওয়াক্কুল করেছি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর, প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। নিশ্চয় আমার রব সরল পথে আছেন।"[৩৯২]

যেমন নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম):

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ

فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ

لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ

يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ

وَلِـِّۧىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَٱلَّذِينَ

تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ

[৩৯২] সূরা হূদ, ১১ : ৫৩-৫৬।

www.pathagar.com

يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا۟ ۖ وَتَرَىٰهُمْ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা চলে? বা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? বলুন [হে নবী], তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক। তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর তাঁকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। তোমরা যদি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান কর, তারা শুনবে না। আর তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা দেখছে না।[৩৯৩]

তেমনি কোন সৃষ্টিকে এমন কোন বিষয়ে ভয় করা যা সংঘটনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের রয়েছে, সেটাও এই ধরনের ভয়ের পর্যায়ভুক্ত হবে যা শিরক আকবার বা বড় শিরক। যেমন কোন ব্যক্তিকে ভয় করা যে সে কারও মধ্যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তার রিযিক বন্ধ করে দিতে পারে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এ ধরনের ভয়ের নমুনা দেখা যায় বিভিন্ন মাজারকে ঘিরে। লোকেরা ধারণা করে যে কোন এলাকায় গিয়ে ঐ এলাকার মাজার পরিদর্শন না করলে অথবা মাজারের

---

[৩৯৩] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৯৪-১৯৮।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে কিছু দান না করলে তার কোন ক্ষতি হতে পারে। অথবা গাড়ি নিয়ে মাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে মাজারকে সালাম না দিলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তেমনি পীরসাহেবের অবাধ্যতা করলে মুরিদের ওপর কিংবা তার সন্তান সন্ততির ওপর পীরের পক্ষ থেকে বিপদ নেমে আসতে পারে। এ সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাকে এ ধরনের ভয় করা শিরকপূর্ণ আকীদা বা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়। এই সমস্ত কবর, মাজার, দরগা, পীর জাতীয় মিথ্যা মাবুদদের মহাবিশ্বের পরিচালনায় অংশ আছে, কিংবা কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ সংঘটনের ক্ষমতা আছে, কিংবা এরা মানুষের কাজকর্মের খবর রাখে - এ ধরনের শিরকপূর্ণ বিশ্বাসের কারণেই লোকেরা এদেরকে ভয় করে থাকে।

১৫.৩.২ স্বাভাবিক ভয়

ভয়ের দ্বিতীয় প্রকার হল স্বাভাবিক ভয়। ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কোন সত্তার কাছ থেকে ক্ষতির আশংকা স্বাভাবিক ভয়ের অন্তর্ভুক্ত যা মৌলিকভাবে দূষণীয় নয়। যেমন বাঘের ভয়, শত্রুর কাছ থেকে ক্ষতির ভয়, অস্ত্রধারীর কাছ থেকে আঘাতের ভয়, ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব হারানোর ভয়, দ্রুতগামী বাহনে থাকলে দুর্ঘটনার ভয়, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চাকুরিচ্যুত হওয়ার ভয় ইত্যাদি।

১৫.৩.২.১ স্বাভাবিক ভয় কখনও গুনাহের কারণ হয়

এই দ্বিতীয় প্রকারের ভয় বা স্বাভাবিক ভয় মৌলিকভাবে দূষণীয় না হলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা কখনও গুনাহের কারণ হতে পারে। যদি এই ভয় কাউকে কোন ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক কাজ থেকে বিরত রাখে অথবা কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তা গুনাহের কারণ হবে। এরকম ক্ষেত্রে বান্দার কর্তব্য এক আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং

www.pathagar.com

আর কাউকে ভয় না করা, কেননা সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

নিশ্চয়ই [তোমাদেরকে দুর্বলকারী] তো কেবল শয়তান, যে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।[৩৯৪]

এ ধরনের দূষণীয় ভয়ের মধ্যে পড়বে দারিদ্রের ভয়ে হারাম উপার্জন করা কিংবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কাজ করা, তিরস্কারের ভয়ে ইসলামের কোন অংশ পালন থেকে বিরত থাকা, মানুষের ভয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এবং সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

এ ধরনের ভয় যদি অন্তরে জাগ্রত হয়, যা মানুষকে অন্যায় কাজ করতে কিংবা আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা থেকে বিরত থাকে, তবে তার কর্তব্য আল্লাহকে আরও বেশী ভয় করা, আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণরূপে তাওয়াক্কুল করা এবং জানা যে:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

---

[৩৯৪] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৫।

www.pathagar.com

আর জেনে রাখ, সমগ্র মানুষ কোন কিছুর দ্বারা তোমার উপকার করার ব্যাপারে একত্র হলেও আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছুর দ্বারা তোমার কল্যাণ তারা করতে পারবে না, আর যদি তারা কোন কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি করতে একতাবদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে যা লিখে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশী কিছুর দ্বারা তোমার ক্ষতি তারা করতে পারবে না[৩৯৫]

১৫.৩.২.২ জবরদস্তির আশংকা বা ভয়

একমাত্র জবরদস্তির আশংকায় নিষিদ্ধ কাজ করা বৈধ হতে পারে। তবে জবরদস্তি বলতে বোঝায় হত্যার আশংকা কিংবা বড় ধরনের ক্ষতির আশংকা। আর এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে ঐ আশংকার বাস্তবতা থাকতে হবে, যদি সেটা নিছক সন্দেহ হয়, তবে সে কারণে নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হবে না। আর এরকম ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজটুকু শুধুমাত্র ততটুকু পরিমাণে করা বৈধ হবে যতটুকু করলে জবরদস্তি থেকে বাঁচা যায়, এর বেশী নয়। আল্লাহ পাক বলেন:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরীর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় [কুফরী করতে] অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল।"[৩৯৬]

---

[৩৯৫] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

[৩৯৬] সূরা আন নাহল, ১৬ : ১০৬।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إن الله تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان وما استكرهوا عليه

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, ভুল ও অনিচ্ছা সত্বেও তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে - তা ক্ষমা করেছেন।[৩৯৭]

১৫.৪ তাওয়াক্কুল

অন্তরের ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অপর ইবাদত হল তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল অর্থ: কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিহত কিংবা দূর করার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা। সকল কিছুর সৃষ্টি, পরিচালনা, কার্যকারিতা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও অনুমোদনের অধীন, এই বিশ্বাস থেকে তাওয়াক্কুলের জন্ম। তাওয়াক্কুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর করা যাবে না। কেউ কেউ বলেছেন তাওয়াক্কুল দীনের অর্ধেক, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই।[৩৯৮]

এই আয়াতে যে 'ইসতিআনা' বা সাহায্য চাওয়ার কথা এসেছে, তা হল তাওয়াক্কুল। আর আল্লাহ পাকের ওপর তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া ইবাদত করাও বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য এই

---

[৩৯৭] ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। হাদীসটি দুর্বল, তবে আল-কুরআন ও সুন্নাতে এর বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

[৩৯৮] সূরা আল ফাতিহা, ১ : ৪।

www.pathagar.com

আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে ইবাদতের সাথে তাওয়াক্কুলকে যুক্ত করা হয়েছে যেমন:

وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।[৩৯৯]

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে তোমার রব গাফেল নন।[৪০০]

১৫.৪.১ একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তাওহীদ ও ঈমানের দাবী

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ পাকের তাওহীদ রক্ষা করার ব্যাপারে আদিষ্ট, অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকের ওপর তাওয়াক্কুল করা তাওহীদের দাবী, আল্লাহ পাক বলেন:

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও।[৪০১]

---

[৩৯৯] সূরা হূদ, ১১ : ৮৮।
[৪০০] সূরা হূদ, ১১ : ১২৩।
[৪০১] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ২৩।

www.pathagar.com

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ

عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা একমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে।[৪০২]

১৫.৪.২ তাওয়াক্কুলের অর্থ জাগতিক উপায়-উপকরণ বা আসবাব(أَسْبَاب) অস্বীকার করা নয়

তাওয়াক্কুলের অর্থ এই নয় যে বান্দা জাগতিক পন্থা ও উপকরণ তথা সাবাব(سَـبَب) গ্রহণ করবে না। বরং উপকরণ বা সাবাব গ্রহণ করা অবশ্য-কর্তব্য। কেউ যদি সাবাবকে অস্বীকার করে, তবে সে আল্লাহ পাকের হিকমতকে অস্বীকার করল, কেননা আল্লাহ পাক তাঁর হিকমতের কারণে ঘটনাসমূহকে কারণের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত করেছেন, এটা আল্লাহ পাকের হিকমত এবং বিধান, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, বিবাহ করলে সন্তান হবে, কাজ করলে উপার্জন করা যাবে, বীজ বপন করলে গাছ হবে, পাপকাজ করলে শাস্তি পেতে হবে, সৎকাজ করলে সওয়াব অর্জিত হবে, ঔষধ সেবনে রোগ ভাল হবে - এগুলো আল্লাহ পাকের সৃষ্ট নিয়ম এবং এর মাঝে তাঁর হিকমতের প্রকাশ ঘটেছে, এগুলোকে অস্বীকার করা তাওয়াক্কুল নয়, বরং এগুলোকে অস্বীকার করা মূর্খতা ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও হিকমতকে অস্বীকার করা। এজন্য যারা উপায়-উপকরণ বা আসবাব অস্বীকার করাকে তাওয়াক্কুল মনে করেন, তারা গভীর ভ্রান্তিতে নিপতিত। এজন্য নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি তাওয়াক্কুলের মূর্ত প্রতীক, এবং সকল

---

[৪০২] সূরা আল আনফাল, ৮ : ২।

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুলকারীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি যেকোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণ করতেন, পরিকল্পনা করতেন, সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতেন, সেই সাথে তিনি উপায় উপকরণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন তিনি রোগের কারণে ঔষধ সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন:

« تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ ».

তোমরা ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা কর কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ তিনি রাখেননি, তবে একটি রোগ ছাড়া, তা হল বার্ধক্য।[৪০৩]

সুতরাং বিবাহ না করে সন্তানের আশা করা, কাজ না করে রিযিকের আশা করা, বীজ বপন না করেই ফলের আশা করা - এগুলো তাওয়াক্কুল নয়, মূর্খতা। তাওয়াক্কুল অর্থ সকল উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণের পাশাপাশি অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সাথে যুক্ত রাখা, এই বিশ্বাস করা যে এই সমস্ত উপায় উপকরণ বা আসবাব স্বাধীন নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই তা কার্যকরী হয়, এবং অন্তরের ভরসা, নির্ভরতা, আস্থা, আশা ও ভয়কে একমাত্র আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখা - এটাই তাওয়াক্কুল। আর যে এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে সক্ষম হয়, আল্লাহ পাকই তার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।[৪০৪]

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৪০৩] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।

[৪০৪] সূরা আত তালাক, ৬৫ : ৩।

www.pathagar.com

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

যদি তোমরা আল্লাহর ওপর সত্যিকার তাওয়াক্কুল কর তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিযিক দেবেন যেভাবে তিনি পাখিদেরকে রিযিক দেন, তারা প্রভাতে খালি পেটে বের হয়, সাঁঝে পূর্ণ উদর নিয়ে ফিরে আসে।[৪০৫]

এখানে লক্ষণীয় যে পাখি খাবারের আশায় ঘরে বসে থাকে না, বরং খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। সুতরাং এই হাদীস থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণ এবং চেষ্টা-চরিত্র ছাড়াই আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকাই তাওয়াক্কুল।

১৫.৪.৩ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শিরক

কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তার ওপর এমন কোন ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করে যা সংঘটনের ক্ষমতা তার নেই, তবে তা শিরক আকবার বা বড় শিরক হবে যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়। এর উদাহরণ হল: কল্যাণ আনয়ন কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন মৃতের ওপর ভরসা করা, কবরবাসীর ওপর ভরসা করা ইত্যাদি। কেননা মহাবিশ্বের পরিচালনায় এই কবরবাসীর নিয়ন্ত্রণ আছে - এই বিশ্বাস থেকেই এই ভরসার উৎপত্তি। অথচ এই মৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অক্ষম, মহাবিশ্বের কোন ক্ষুদ্র অংশেও তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, নিজের দেহকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতেও সে সক্ষম নয়, মানুষের ডাকও সে শুনতে পায় না, মানুষের অবস্থাও সে জানে না, বরং সে নিজেই জীবিতদের দুআর মুখাপেক্ষী। তাই যে এই অক্ষম মৃতের ওপর

---

[৪০৫] আহমদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুল করে, সে যে মুশরিক শুধু তাই নয়, বরং সে চরম অজ্ঞতা ও বোকামীর মধ্যে রয়েছে।

মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণ করে থাকে, সেটা গ্রহণ করা জরুরী যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু সেই সাথে অন্তরকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের সাথে যুক্ত রাখতে হবে, এই উপায়-উপকরণের সাথে নয়। যদি কারও অন্তর এই উপায়-উপকরণ বা আসবাবের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে আসবাবের কার্যকারিতার সংঘটক আল্লাহকে ভুলে থাকে, তবে আলেমগণ একে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে যদি মনে করে যে এই উপায় উপকরণ বা আসবাব স্বাধীন ভাবেই ভালমন্দ সৃষ্টি করতে পারে, তবে এই ধারণা হবে শিরক আকবার বা বড় শিরক। কিন্তু সে যদি একথা বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহ পাক চাইলেই এই সমস্ত উপায়-উপকরণ বা আসবাব কার্যকর হয়, কিন্তু এটা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তার অন্তর আল্লাহর সাথে যুক্ত না থেকে এই সমস্ত উপায়-উপকরণের সাথে যুক্ত থাকে এবং এগুলোর ওপর তাওয়াক্কুল করে তবে আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে এটা এক প্রকার ছোট শিরক। যেমন: কেউ যদি অসুস্থতার ক্ষেত্রে ঔষধের সাথেই নিজের অন্তরকে বেঁধে ফেলে অথবা কেউ যদি উপার্জনের ক্ষেত্রে তার বেতনদাতার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে বসে থাকে তবে সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল। এ সকল ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণ বা আসবাবের সাথে তাঁর অন্তরের গভীর সম্পৃক্ততা ও তাওয়াক্কুল তৈরী হওয়ার কারণে একে একপ্রকার শিরক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মোটকথা একজন মুমিনের কর্তব্য এই যে সে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল বৈধ উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণ করবে, কিন্তু এগুলোর ওপর নির্ভর করবে না কিংবা ভরসা করবে না, বরং তার অন্তর সংযুক্ত থাকবে আল্লাহ পাকের সাথে, অন্তরের সমস্ত নির্ভরতা, আস্থা, ভরসা, ভয় ও আশা থাকবে আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাসের কারণে যে একমাত্র আল্লাহ পাকের নির্দেশেই সকল উপায়-উপকরণ

www.pathagar.com

কার্যকর হয়, তিনি না চাইলে সকল উপায়-উপকরণ বা আসবাব গ্রহণ করা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, আর তিনি চাইলে কোন উপায়-উপকরণ ছাড়াই উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে।

১৫.৫ অন্তরের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু পথভ্রষ্টতার নমুনা

(**দ্রষ্টব্য:** লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

১) পতাকা কিংবা আগুনের শিখার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো, এগুলোকে স্যালুট করা। এগুলো জড় বস্তুর প্রতি ভক্তির প্রকাশ এবং এগুলো শিরকের পথকে উন্মুক্ত করে।

২) মাজারকে ভয় করা, মাজারের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মাজারকে সালাম না দিলে, কিংবা টাকা-পয়সা না দিলে কিংবা মাজারের সামনে গাড়ির গতি না কমালে ক্ষতির আশংকা।

৩) প্রচলিত বিভিন্ন মেডিটেশন পদ্ধতিতে নিজের ওপর 'তাওয়াক্কুল' ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার শিক্ষা দেয়া হয়, বলা হয়: তুমি চাইলেই সব করতে পার।

৪) নায়ক-নায়িকা, খেলোয়াড়, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, 'সেলিব্রিটি', তথাকথিত বিখ্যাত লোকদের প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসার বিষয়টি মানবসমাজের একটি অন্যতম ব্যাধি। একজন মুসলিমের জন্য কোন অবিশ্বাসীকে ভালবাসা কিংবা কোন পাপাচারীকে তার পাপের জন্য ভালবাসা কিংবা তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা বৈধ নয়। এজন্য রাহুল, বেকহ্যাম, ডায়নার মত চুলের কাট নেয়া, আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের জার্সি পরিধান করা, চে গুয়েভারার ছবি সম্বলিত জামা পরিধান করা, নিউটন-আইনস্টাইনের প্রশংসা

www.pathagar.com

করা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসা এবং তাদেরকে ভক্তি করা - এই সবকিছুই ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কেননা এরা অবিশ্বাসী, পাপাচারী। আর যখন শোনা যায় যে অমুক নায়কের মৃত্যুর শোকে তার অমুক ভক্ত আত্মহত্যা করেছে, তখন নশ্বর এক সৃষ্টির প্রতি অপর সৃষ্টির ভালবাসার মাত্রাধিক্য দেখে শিউরে উঠতে হয়! এজন্যই মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার ক্ষেত্রে 'পূজা' বা 'worship' জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৬

আনুগত্য, বিচার-ফয়সালা করা ও চাওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক

১৬.১ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নিষিদ্ধ

আনুগত্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইবাদত অর্থ হল আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা। এজন্য ইসলামের একটি মূলনীতি হল:

« لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ »

আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল উত্তম বিষয়ের ক্ষেত্রে।[৪০৬]

কোন কোন ভাষ্যে:

لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى

আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার অবাধ্যতায় কারও আনুগত্য বৈধ নয়।[৪০৭]

---

[৪০৬] বুখারী(৭২৫৭) ও মুসলিম(১৮৪০)।

[৪০৭] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

এবং কোন কোন ভাষ্যে:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।[৪০৮]

অপর ভাষ্যে:

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة

মুসলিম ব্যক্তির ওপর সে যা পছন্দ করে ও অপছন্দ করে, উভয়ের ক্ষেত্রেই শোনা এবং আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না তাকে অন্যায়ের নির্দেশ দেয়া হয়, সুতরাং যদি অন্যায়ের নির্দেশ দেয়া হয় তবে শোনা ও আনুগত্য করা বৈধ নয়।[৪০৯]

অতএব কেউ যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তবে তার আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে ঐ নির্দেশদাতার আনুগত্য করে, তাবে সে গুনাহগার হবে।

১৬.২ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করাই শিরক বা কুফর নয়

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে কিংবা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে কারও আনুগত্য করাই 'শিরক' বা 'কুফর' নয়। অন্য কথায়: **সকল আনুগত্যই ইবাদত নয়।** যদি তাই হত, তবে প্রত্যেক পাপকাজ সম্পাদনকারী মুশরিক এবং কাফির হয়ে যেত, কেননা পাপী যখন পাপকাজ করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে শয়তানের আনুগত্য করে, নিজের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির আনুগত্য করে। কিন্তু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই যে পাপকাজ সম্পাদনকারী অর্থাৎ ফাসিক, অবাধ্য কিংবা অন্যায়কারী

---

[৪০৮] আলবানীর মতে সহীহ।

[৪০৯] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

পাপকাজের কারণে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে বের হয়ে যায় না, মুশরিক কিংবা কাফির হয়ে যায় না। এমনকি কেউ যদি চুরি, হত্যা, ব্যভিচারের মত মহাপাপও করে, তা সত্ত্বেও সে মুসলিম থাকে, অমুসলিম হয় না। কিন্তু এই সমস্ত পাপকাজ নিঃসন্দেহে শয়তানের আনুগত্য, নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য এবং কখনও অন্য কোন ব্যক্তিরও আনুগত্য হতে পারে।

যেমন ধরা যাক এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল: এস আমরা মদ্যপান করি। যদি এই ব্যক্তি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে মদ্যপান করে, তবে সে স্পষ্টত আল্লাহর অবাধ্যতা করে ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করল, কিন্তু এর দ্বারা সে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায় না, এর দ্বারা সে মুশরিক কিংবা কাফির হয় না, এবং যে তাকে এই অন্যায় কাজে আহবান করেছে, সেও এই নিষিদ্ধ কাজের আহবান অথবা নির্দেশ দেয়ার কারণে অমুসলিম, মুশরিক, কাফির কিংবা তাগূত হয় না, যদিও উভয়েই মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে। তার কারণ হল মদ্যপান একটি কবীরা গুনাহ, কিন্তু তা শিরক বা কুফর নয়।

এতটুকু আলোচনায় আমরা যা প্রতিষ্ঠা করলাম, তা এই যে কেউ যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়ার কারণে সে অমুসলিম, মুশরিক, কাফির বা তাগূতে পরিণত হয় না, আর কেউ যদি আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করে, তবে শুধুমাত্র তার আনুগত্য করার কারণে সে অমুসলিম, মুশরিক কিংবা কাফির হয় না অথবা নির্দেশ প্রদানকারীর 'ইবাদতকারী'তে পরিণত হয় না, যদি তাই হত, তবে সাহাবীগণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল মানুষই মুহূর্তে মুহূর্তে অমুসলিম, মুশরিক, কাফির হিসেবে বিবেচিত হত, কেননা প্রত্যেকেই পাপকাজ করে থাকে, আর প্রত্যেক পাপীই মূলত আল্লাহর অবাধ্যতা করে শয়তানের আনুগত্য করে থাকে, নিজের নফসের আনুগত্য করে থাকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির আনুগত্য করে থাকে, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে শুধুমাত্র পাপকাজ করার কারণে কেউ অমুসলিম, মুশরিক বা কাফির

www.pathagar.com

হয় না, যদিও বা তা মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচারের মত বড় পাপকাজও হয়, আর এটি কুরআন হাদীস দ্বারা স্বীকৃত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি। আমরা এই মূলনীতির সপক্ষে যে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করব না, কেননা মুতাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায়ের মত পথভ্রষ্ট দলগুলো ছাড়া মুসলিম উম্মাত এই মূলনীতির ব্যাপারে একমত যে: শুধুমাত্র গুনাহের কারণে কেউ অমুসলিম, কাফির কিংবা মুশরিক হয় না।

সুতরাং সারমর্ম এই যে যদিও আনুগত্য ইবাদতেরই অন্তর্গত, এবং যদিও আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে কারও আনুগত্য করা নিষিদ্ধ, তা সত্ত্বেও আল্লাহর অবাধ্যতা করে কারও আনুগত্য করা মাত্রই একজন ব্যক্তি অমুসলিম, মুশরিক বা কাফির হয় না। যদি তাই হত, তবে প্রত্যেক পাপীই অমুসলিম হয়ে যেত, মুশরিক হয়ে যেত।

১৬.৩ আনুগত্য কখন শিরকে পরিণত হয়

তাহলে প্রশ্ন হল কখন কারও আনুগত্য শিরক হিসেবে বিবেচিত হবে? কখন কারও আনুগত্যকারী তার ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে? কখন আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার নির্দেশদাতা তাগূত বা মাবুদ হিসেবে গণ্য হবে?

আনুগত্য কখন শিরকে পরিণত হয়, এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হল:

عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

www.pathagar.com

আদী ইবনে হাতিম(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার গলায় ঝুলানো স্বর্ণের ক্রুশ পরিহিত অবস্থায়[৪১০] নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে আসলে তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হে আদী, তুমি তোমার থেকে এই মাবুদকে [অর্থাৎ ক্রুশ] ছুঁড়ে ফেলে দাও। আর আমি তাকে সূরা বারাআ [অর্থাৎ সূরা আত তাওবা] থেকে পড়তে শুনলাম: "তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি রব হিসেবে গ্রহণ করেছে" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তারা কিন্তু তাদের পূজা করত না বরং তারা যখন কোন কিছু হালাল করত তারা একে হালাল মনে করত এবং তারা যখন কোন কিছুকে হারাম করত, তারা একে হারাম করে দিত।"[৪১১]

হাদীসের কোন কোন ভাষ্যে:

فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ:"أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟"قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:"فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ"

আমি বললাম: আমরা তাদের পূজা তো করি না। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এমনকি নয় যে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা তাকে হারাম করে ফলে তোমরাও তাকে হারাম করে থাক আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তাকে হালাল করে ফলে তোমরাও তাকে হালাল মনে কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এটাই তাদের ইবাদত।[৪১২]

এই হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে এই লোকেরা কোন কিছুকে হালাল বা হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও দরবেশদের অনুসারী

---

[৪১০] আদী(রা.) খ্রীস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

[৪১১] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

[৪১২] এটা তাবারানীর বর্ণিত ভাষ্য।

www.pathagar.com

ছিল, অর্থাৎ এরা যা কিছু হালাল করত, তারাও সেটাকে হালাল গণ্য করত, আর এরা যা কিছু হারাম করত, তারাও সেগুলো হারাম গণ্য করত। এর ফলে তারা দুধরনের শিরকে লিপ্ত হত:

প্রথমত, শরীয়তের কোন বিধান প্রণয়ন তথা কোন কিছুকে হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা দেয়া রব হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একচ্ছত্র অধিকার, সুতরাং এই অধিকার আর কাউকে দেয়া বা এই অধিকার আর কারও আছে বলে মনে করা অর্থ তাকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমকক্ষ করে দেয়া, সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্য কোন সত্তা শরীয়তের বিপরীতে হালাল ও হারাম ঘোষণা দিলে যারা তাদের অনুসরণে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধকে হালাল ও আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিতকে হারাম বলে গণ্য করবে, তারা হালাল ও হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার কারণে ইবাদতের মধ্যে শিরকে লিপ্ত হল।

তাই কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বতন্ত্রভাবে হালাল কিংবা হারামের বিধান দেয়ার যোগ্য মনে করে কিংবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে হালাল কিংবা হারাম ঘোষণাকারীর আনুগত্যকে বৈধ মনে করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া কেউ কোন কিছুকে হালাল ঘোষণা দিলে তাকে হালাল এবং হারাম ঘোষণা দিলে তাকে হারাম বলে গণ্য করে তবে সে শিরক আকবার বা বড় শিরকে লিপ্ত হল।

কিন্তু সে যদি এক্ষেত্রে তার আনুগত্য করাকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়না, ভয় কিংবা জাগতিক কোন স্বার্থে তার আনুগত্য করে, তবে এই ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডীর বাইরে যাবে না, তবে সে পাপকাজ করল। কোন কোন আলেম একে ছোট শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

www.pathagar.com

তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার অনুসরণে শরীয়তকে বদলে দেয়া বড় শিরক, আর শরীয়তকে বদলে না দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজ করা মহাপাপ এবং কারও মতে ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

অবশ্য শিরক, কুফর ও পাপকাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতও এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মুশরিক, কাফির বা অমুসলিম বলার পূর্বে দেখতে হবে যে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ ও বাধা দূর হয়েছে কিনা, যেমন সে অজ্ঞ কিনা, কিংবা সে কোন আলেমের জ্ঞান ও যোগ্যতার প্রতি আস্থার কারণে এ কাজ করেছে কিনা ইত্যাদি।

১৬.৪ 'উলুল আমর' এর আনুগত্য

১৬.৪.১ শরীয়তে বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে 'উলুল আমর' এর আনুগত্য বাধ্যতামূলক

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা [সিদ্ধান্তের জন্য] আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও – যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৪১৩]

---

[৪১৩] সূরা আন নিসা, ৪ : ৫৯।

www.pathagar.com

এই আয়াত "উলুল আমর" বা কর্তৃত্বকারীদের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করেছে, আর তারা হলেন আলেমগণ এবং শাসকগণ। নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতেও উলুল আমরদের আনুগত্যের ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে, এবং তাতে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে আনুগত্য বাধ্যতামূলক হবে বৈধ নির্দেশের ক্ষেত্রে, শরীয়ত বিরোধী নির্দেশের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং তারা যখন শরীয়তবিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেবেন, তখন তাদের আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَوْف بْنِ مَالك عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ «خِيَـارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُـونَكُمْ» قِيـلَ يَـا رَسُولَ اللَّه أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الـصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُـوا يَـدًا مِـنْ طَاعَةٍ»

আওফ বিন মালিক(রা.) আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: "তোমাদের নেতাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা তোমাদের জন্য দুআ করেন আর তোমরাও তাদের জন্য দুআ কর, আর তোমাদের নেতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হল তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি তাদেরকে তরবারির দ্বারা উৎখাত করব না, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখে, আর যদি তোমরা তোমাদের

www.pathagar.com

কর্তৃত্বশীলদের মাঝে এমন কিছু দেখতে পাও যা তোমরা অপছন্দ কর, তবে তার আমলকে অপছন্দ কর কিন্তু আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ কোর না।[৪১৪]

এক বর্ণনায়:

مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

যার ওপর কোন কর্তৃত্বশীল কর্তৃত্ব নেয় অতঃপর সে তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার কোন কাজ করতে দেখে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতায় সে যে কাজটি করল তাকে [সেই কাজকে] অপছন্দ করে কিন্তু আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ না করে।[৪১৫]

অপর বর্ণনায়:

« مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »

যে আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে তার কোন অজুহাত থাকবে না, আর যে তার ঘাড়ে বাইয়াত ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।[৪১৬]

অপর বর্ণনায়:

مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ

যে আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করল অথবা জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।[৪১৭]

---

৪১৪ মুসলিম(১৮৫৫)।
৪১৫ মুসলিম(১৮৫৫)।
৪১৬ মুসলিম(১৮৫১)।
৪১৭ আহমদ। আরনাউতের মতে সহীহ।

www.pathagar.com

১৬.৪.২ 'উলুল আমর' এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার শর্ত

হাদীসে বর্ণিত:

عن عبادة بن الصامت: بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

উবাদা বিন আস সামিত(রা.) বলেন: আমরা শোনা ও মান্য করার ব্যাপারে আনুগত্যের শপথ দিয়েছি - আমাদের পছন্দ ও অপছন্দ, কাঠিন্য ও সহজতার ক্ষেত্রে এবং আমাদের অধিকার অন্যায়ভাবে করায়ত্ত রাখার ক্ষেত্রেও আর [শপথ করেছি] কর্তৃত্বকারীদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা না করার [তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:] তবে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে ছাড়া যদি তোমরা এমন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে।[৪১৮]

অর্থাৎ শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তবেই কেবল তাকে উৎখাত করা যেতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্টভাবে ঐ শাসককে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিতে হলে তার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অবিশ্বাসী হওয়ার শর্ত পূরণ হতে হবে এবং বাধা দূর করতে হবে: দেখতে হবে সে এ সংক্রান্ত ইসলামের বিধান জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় এই কাজে লিপ্ত হয়েছে কিনা। এজন্য যেকোন একজন সাধারণ মুসলিম তাকে 'অবিশ্বাসী' ঘোষণা দেয়ার যোগ্যতা রাখে না। বরং সেটা শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

[৪১৮] বুখারী(৭০৫৬), মুসলিম(১৭০৯)।

www.pathagar.com

১৬.৪.৩ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুলনীতি: কোন মন্দকে অধিকতর মন্দের দ্বারা অপসারণ করা বৈধ নয়

উপরোক্ত হাদীসটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এখানে বলা হয়নি যে শাসক স্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে তাকে উৎখাত করতেই হবে কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নামতেই হবে, বরং এ অবস্থায় দেখতে হবে যে আরও বড় কোন অকল্যাণ সৃষ্টি না করে তাকে উৎখাত করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে নিয়ে আসা সম্ভব কিনা।

কেননা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুলনীতি, যার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, তা হল: কোন মন্দকে এর চেয়ে অধিক মন্দের দ্বারা অপসারণ করা বৈধ নয়, বরং মন্দকে প্রতিহত করতে হবে এমন কিছুর দ্বারা যা একে দূরীভূত করবে অথবা হ্রাস করবে। এজন্য শাসকের আচরণে স্পষ্ট কুফরের প্রকাশ ঘটলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা তাকে অপসারণের চেষ্টার ফলে যদি বৃহত্তর ফাসাদ সৃষ্টি হয়, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, যুলুম হয়, অন্যায় হত্যা সংঘটিত হয়, তবে এ অবস্থাতেও বিদ্রোহ করা কিংবা শাসককে অপসারণের চেষ্টা করা বৈধ নয়, বরং এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে, শরীয়তসম্মত নির্দেশ শ্রবণ করতে ও মান্য করতে হবে, ক্ষমতাসীনদেরকে নসীহত করতে হবে, তাদের জন্য কল্যাণের দুআ করতে হবে, মন্দকে সাধ্যমত কমানোর এবং উত্তম বিষয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যেতে হবে, কেননা এর মধ্যেই রয়েছে মুসলিমদের সার্বজনীন কল্যাণ, রয়েছে অধিকতর মন্দ থেকে তাদের নিরাপত্তা।

১৬.৫ আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরকের আলোচনার সারমর্ম

কর্তৃত্বশীল তথা আলেম এবং আমীরগণের আনুগত্য করা ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং তা মৌলিকভাবে বাধ্যতামূলক। তবে যদি তারা শরীয়ত বিরোধী কোন নির্দেশ দেন তবে সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু শরীয়তসম্মত আদেশের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করে যেতে হবে, এটা তাদের ক্ষমতার ভয়ে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে।

যদি তারা হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল করে, এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য দুই প্রকার হতে পারে:

প্রথম প্রকার: তাদের অনুসরণে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল গণ্য করার মাধ্যমে শরীয়তকে বদলে দেয়া অথবা এ অবস্থায়ও তাদের আনুগত্যতে বৈধ মনে করা অথবা শরীয়তের বিপরীতে তাদের হালাল বা হারাম ঘোষণা দেয়ার অধিকার আছে বলে মনে করা। এক্ষেত্রে তা শিরক আকবার বা বড় শিরক হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: তাদের এই কাজকে অবৈধ জেনেও প্রবৃত্তির তাড়না, ভয় কিংবা অন্য কোন জাগতিক স্বার্থে তাদের আনুগত্য করা। এক্ষেত্রে এটি মহাপাপ এবং কারও মতে শিরক আসগর বা ছোট শিরক তবে এর কারণে একজন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডীর বাইরে যায় না।

শাসককে অপসারণের জন্য তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কিংবা লড়াই করা কেবল একটি ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে - যদি সে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় - যে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেটাও করা যাবে না যদি তা করতে গিয়ে বৃহত্তর কোন অকল্যাণের আশংকা থাকে, যেমন ফাসাদ, গণহত্যা ইত্যাদি। আর শাসককে অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা দিয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাথে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের গুরুতর বিষয় জড়িত, তাই কখনই কোন ব্যক্তি বা দল একার উদ্যোগে এ ধরনের সার্বজনীন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেবে না, বরং দেশের আলেমগণের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক যা করার করতে হবে এবং করণীয় নির্ধারণ করার ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, একজন সাধারণ মুসলিম বা কোন নির্দিষ্ট দলের নিজস্ব মতামতের কারণে মুসলিম জনগণের দীন, জীবন, সম্পদ, সম্মানকে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

অতএব যারা তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র প্রস্তুতি নিয়ে দেশের শাসকদেরকে কাফির ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে বোমাবাজি করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের তথাকথিত আন্দোলনে নেমেছে, তারা মহাভ্রান্তির মাঝে রয়েছে, বরং তাদের ঘাড়ে রয়েছে মুসলিমদেরকে হত্যা করা, মুসলিমদেরকে যথেচ্ছ কাফির ঘোষণা দেয়া, ইসলামের শত্রুদেরকে ইসলামের ক্ষতি সাধনের সুযোগ করে দেয়া, দীন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা, আত্মহত্যা করার মত বড় বড় মহাপাপের বোঝা, তারা কিভাবে আল্লাহর সামনে এর জবাবদিহিতা করবে? কেউ এ ধরনের কাজে জড়িত হয়ে থাকলে তার কর্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ পাকের নিকট অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি তওবা করা যেন অন্ততপক্ষে আখিরাতে তার মুক্তির একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

১৬.৬ বাইয়াত কাকে দেয়া হবে?

উপরের হাদীসে যে বাইয়াত ও আনুগত্যের শপথের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলা হয়েছে সেই বাইয়াত হল মুসলিমদের যিনি শরীয়তসম্মত ইমাম বা শাসক, তাঁর আনুগত্যের শপথ। এই বাইয়াত দ্বারা বিভিন্ন ইসলামী দলের আমীর বা নেতার আনুগত্যের শপথ উদ্দেশ্য নয়।

১৬.৭ বিধান প্রণয়ন ও বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক

তাওহীদ ইসলামের মূল শিক্ষা। আর এর মূল কথা হল এই যে সকল প্রকার ইবাদত এক আল্লাহ পাকের প্রাপ্য।

তাওহীদের মূলনীতির মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই সৃষ্টির জন্য বিধান দেয়ার, আদেশ করার এবং নিষেধ করার অধিকার রাখেন, কেননা তিনিই সৃষ্টির রব, অর্থাৎ একমাত্র তিনিই স্রষ্টা, মালিক এবং পরিচালনাকারী, আর তাই বিধানও হবে একমাত্র তাঁর, আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা বলেন:

www.pathagar.com

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।[৪১৯]

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

বিধান একমাত্র আল্লাহরই।[৪২০]

এদিক থেকে চিন্তা করলে এই বিশ্বাস বা জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ পাকই বিধান দেয়ার অধিকার রাখেন - এটা তাওহীদুর রুবুবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত।

অপর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহকে এককভাবে বাছাই করার বাস্তবায়ন যেহেতু বান্দার কর্ম ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে তা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ এর অন্তর্ভুক্ত, কেননা কর্ম ও আনুগত্য ইবাদতের শ্রেণীভুক্ত।

১৬.৭.১ তাওহীদুল হাকিমিয়্যা কি তাওহীদের কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী?

বিধানের ক্ষেত্রে তাওহীদকে সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ 'তাওহীদুল হাকিমিয়্যা' নামে নামকরণ করেছে এবং একে তাওহীদের একটি স্বতন্ত্র ও চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেছে। আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে দেখলাম যে তাওহীদুল হাকিমিয়্যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এবং অপর দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদুল ইবাদাহ এর অন্তর্ভুক্ত, তাই একে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণী বানানো অপ্রয়োজনীয়। বরং বলা যায় যে একে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী বানানো হলে পথভ্রষ্টতার পথ উন্মুক্ত হতে পারে, কেননা সেক্ষেত্রে কেউ কেউ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে

---

[৪১৯] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৫৪।
[৪২০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪০।

www.pathagar.com

একে একটি স্বতন্ত্র 'লেবেল' হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে যথেচ্ছ 'কাফির-মুশরিক' ঘোষণা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পায়। এজন্য তাওহীদের শ্রেণীবিভাগে একে নতুন করে সংযোজন না করাই উত্তম, বরং তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদুল ইবাদার আওতায় মানুষকে বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের ধারণা দেয়া উচিৎ।

১৬.৭.২ শরীয়তকে 'হাকিম' বানাতে হবে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা বিচার ব্যবস্থায় নয়

মানুষের জন্য বিধান দেয়া আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার, এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের দাবী এই যে মানুষ জীবনের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত, বিচার, ফয়সালার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত দানকারী হিসেবে দাঁড় করাবে।

এটা যেমন রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি আকীদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি অন্যান্য ইবাদত যেমন সালাত, সাওম প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেকোন বিবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেকোন মতভেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ফিকহের মাসআলার ক্ষেত্রে, মুআমালাতের মাসআলার ক্ষেত্রে, কোন গোষ্ঠী বা দলের কর্মপদ্ধতির সঠিকতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কথায় বলতে গেলে ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, গোষ্ঠী বা দলীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, ফিকহের মাসআলা, মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে, বিবাদের ক্ষেত্রে, জীবন, সম্পদ, সম্মান সংক্রান্ত বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে, বিচার ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় - সকল ক্ষেত্রে বিধান, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাদানকারী হিসেবে শরীয়তকে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং সকল বিষয়ে ফয়সালার জন্য শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করা শুধুমাত্র রাষ্ট্র কিংবা বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

কেউ কেউ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সোচ্চার, কিন্তু তারা আকীদার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয় কর্মকাণ্ডে, ইবাদত ও মুআমালাতের মাসআলায় মতভেদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বক্তব্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে শরীয়তকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপরে মনোযোগী নয়। তারা যদি তাদের দাবীতে সৎ হয় তবে সর্বপ্রথম তাদের মনোযোগী হওয়া উচিত নিজেদের আকীদার ব্যাপারে - নিজেকে প্রশ্ন করে যাচাই করে দেখা উচিৎ: আমরা কি সত্যিই কুরআন-সুন্নাহ এর আকীদার অনুসারী? কেননা আকীদা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবীদার হলেও আক্বীদার ক্ষেত্রে শিয়া, মুতাযিলা, সুফী, খারিজীসহ সকল প্রকার পথভ্রষ্ট দলের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত, বরং এরকম ক্ষেত্রে তারা এই সমস্ত পথভ্রষ্ট দলের ভ্রান্ত আকীদার সমালোচনা করতেও রাজী নয়, কেননা তাদের মতে এসব 'সামান্য' মতভেদ নিয়ে এখন বিভক্তি সৃষ্টি করার সময় নেই, বরং 'ইসলামী রাষ্ট্র' আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আকীদার মত মৌলিক বিষয়ে যারা শরীয়তের বাইরে অন্য কিছুকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিভাবে শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে? আর যদি আকীদাই পরিশুদ্ধ না হয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রই বা হবে কাদের জন্য? যদি আকীদায় ত্রুটি নিয়ে মানুষ জাহান্নামী হয়ে যায়, তবে ইসলামী রাষ্ট্র মানুষের কি কাজে আসল?

তাই যারা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শরীয়তকে হাকিম বানানোর ব্যাপারে তৎপর, সর্বাগ্রে তাদের কর্তব্য হল আকীদার ক্ষেত্রে শরীয়তকে হাকিম বানানো। তারা যদি তাদের দাবীতে সৎ হয়, তবে রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামানোর পূর্বে তাদের কর্তব্য নিজেদের দল এবং দলের কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীয়তকে 'হাকিম' বানানো। রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীয়ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট হলেও অনেকেই নিজেদের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীয়তকে 'হাকিম' বানানোর ব্যাপারে অমনোযোগী, ফলে তারা বিশেষ দু-একজন ব্যক্তির দর্শন ও লেখনীকে নিজেদের দল, মত ও কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে 'হাকিম' হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বাস্তবে এ

www.pathagar.com

ধরনের দলগুলোতে নিজেদের কর্মপদ্ধতিকে এবং তারা যাদের দর্শনের অনুসারী তাদের চিন্তাভাবনা ও লেখনীকে কুরআন ও সুন্নাহ - এর কষ্টিপাথরে পরখ করে নেয়ার ব্যবস্থা থাকে না বললেই চলে, মুখে অনেকে সেরকম দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমই বাস্তবায়িত হয়।

এজন্য আল্লাহর বিধানকে 'হাকিম' বানানোর যে দাবী, সেটা তাওহীদের দাবী এবং তা নিঃসন্দেহে জরুরী, তবে তা শুধুমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মুসলিমের কর্তব্য সর্বাগ্রে নিজেদের আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর বিধানকে 'হাকিম' বানানো এবং সকল ইসলামী দলের সর্বাগ্রে কর্তব্য তাদের নিজেদের কর্মপদ্ধতি ও দাওয়াতী পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীয়তকে 'হাকিম' বানানো, আর এ কাজটি করতে হবে সততার সাথে কুরআন এবং সুন্নাতের হাতে সকল সিদ্ধান্তকে ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাতকে 'অপব্যাখ্যা' করে নয়। সেই সাথে তারা যেসব ইসলামী ব্যক্তিদের চিন্তাধারা ও দর্শনের অনুসারী যেমন: হাসান আল বান্না(র.), মওদুদী(র.) সৈয়দ কুতুব(র,), মওলানা ইলিয়াস(র.), তকীউদ্দিন নাভানী(র.) প্রমুখ, তাদের বক্তব্য, লেখনী ও দর্শনকেও কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানে জ্ঞানী আলেমগণের নিকট প্রদর্শন করে যাচাই করে নেয়া দরকার যে তা কতটা শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৬.৭.৩ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা ও এর শরণাপন্ন হওয়া

তাওহীদের আলোচনায় আল্লাহর বিধানের বাইরে অন্য কোন বিধানকে ফয়সালা, মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত দানকারী হিসেবে দাঁড় করানোর সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি দিক আমাদেরকে দেখতে হবে:

১) যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধানকে 'হাকিম' হিসেবে দাঁড় করায় তার বিধান এবং

২) যে ফয়সালার জন্য এই বিধানের শরণাপন্ন হয় তার বিধান।

www.pathagar.com

১৬.৭.৪ শরীয়ত ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা

এ সম্পর্কে আল কুরআনের বক্তব্য হল:

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হেদায়েত ও নূর, এর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবীগণ এবং রব্বানী ও ধর্মবিদগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। আর আমি

www.pathagar.com

এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্‌ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম। আর আমি তাদের পেছনে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল - এতে রয়েছে হেদায়েত ও নূর - তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হেদায়েত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আর ইনজীলের অনুসারীগণ তাতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যেন ফয়সালা করে আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।[৪২১]

যারা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে, তাদেরকে এই আয়াতগুলোতে একবার কাফির, একবার যালিম এবং একবার ফাসিক বলা হয়েছে। কারও মতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই একসাথে প্রযোজ্য, আবার কারও মতে এরূপ ব্যক্তি অবস্থা ভেদে কখনও কাফির, কখনও যালিম এবং কখনও ফাসিক হতে পারে।

১৬.৭.৪.১ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালাকারীর কুফরের বিভিন্ন অবস্থা

প্রথমে আসা যাক তার কাফির হওয়া প্রসঙ্গে। এরূপ ব্যক্তির কাফির হওয়ার বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ: তার কুফর কি বড় কুফর, যা একজন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যায়? নাকি তা ছোট কুফর যা তাকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নেয় না। কেননা কুরআন ও সুন্নাতের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এমন বিষয় আছে যাকে শিরক

---

[৪২১] সূরা আল মায়েদা, ৫ : ৪৪-৪৭।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে অথচ এর সম্পাদনকারী ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায় না, যেমন: রিয়া। এমন কাজ রয়েছে যা নিফাক কিন্তু এর সম্পাদনকারী অমুসলিম নয়, যেমন: বেশী বেশী মিথ্যা বলা। এমন কাজ রয়েছে যাকে কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কিন্তু এর সম্পাদনকারী অমুসলিম নয়: যেমন মুসলিমকে হত্যা করা।

তাই আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কোন উৎসের দ্বারা যে বিচার-ফয়সালা, মীমাংসা করে কিংবা বিধান দেয়, সে অবস্থাভেদে কখনও বড় কুফর সম্পাদনকারী অমুসলিম কাফির হতে পারে আবার কখনও ছোট কুফর সম্পাদনকারী কাফির হতে পারে যাকে কাফির বলা হলেও সে মুসলিম থাকে, অমুসলিম হয় না।

১৬.৭.৪.২ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা কখন বড় কুফর

আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য উৎসের দ্বারা বিচার-ফয়সালাকারী কিংবা সিদ্ধান্ত দানকারী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বড় কুফরে লিপ্ত হবে:

১) যদি সে শরীয়তকে উপেক্ষা করে ভিন্ন উৎস থেকে স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করে অথবা মানবরচিত আইনের দ্বারা শরীয়তকে বদলে বা প্রতিস্থাপন করে দেয়।

২) যদি সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান দেয়ার অধিকারকেই অস্বীকার করে।

৩) যদি সে শরীয়তের বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানকে অধিকতর উত্তম বা শরীয়তের সমকক্ষ মনে করে, এটা শরীয়তের সকল বিধানের ক্ষেত্রে হোক বা কোন একটি বিধানের ক্ষেত্রে হোক।

৪) যদি শরীয়তের বিধানের বিপরীত অন্য কোন বিধান দেয়াকে বৈধ মনে করে, অথবা শরীয়তের বিধানের দ্বারা ফয়সালা করাকে ঐচ্ছিক মনে করে।

৫) যদি সে ঔদ্ধত্য কিংবা অবজ্ঞার কারণে শরীয়তের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করতে অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

১৬.৭.৪.৩ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকিছুর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা কখন ছোট কুফর

বাকী রইল একটি অবস্থা, যেক্ষেত্রে সে ছোট কুফরে লিপ্ত বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু অমুসলিম হবে না:

সে এমন ব্যক্তি যে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে জেনেবুঝে শরীয়ত বিরোধী কোন রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়, যাকে সে অবৈধ বলে বিশ্বাস করে এবং শরীয়তকে শিরোধার্য ও উত্তম বলে জানে, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় বা ঘুষের লোভে কিংবা পদমর্যাদা কিংবা অন্য কোন জাগতিক স্বার্থে এই মহাপাপ করে বসে, এক্ষেত্রে সে কুফরে লিপ্ত হল কিন্তু তা ছোট কুফর, যা তাকে ইসলামের গন্ডীর বাইরে নিয়ে যায় না। আর এজন্য ইবনে আব্বাস(রা.) উপরোক্ত সূরা মায়েদার আয়াত সম্পর্কে বলেন:

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر

এটা সেই কুফর নয় যা তারা মনে করেছে, এটা মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী কুফর নয়: "**আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।**" কুফরের চেয়ে ছোট কুফর।[৪২২]

এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ইসলাম বিনষ্ট না হওয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর তা হল: শুধুমাত্র পাপের কারণে একজন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যায় না, যদিও বা তা কবীরা গুনাহও হয়। আর এই মূলনীতির ক্ষেত্রে মুতাযিলা

---

[৪২২] হাকিম ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাকিমের বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

www.pathagar.com

ও খারিজী সম্প্রদায় কুরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট বিরোধিতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তাই বলা যায় যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য উৎসের দ্বারা ফয়সালাকারী কখনও কাফির, কখনও ফাসিক, কখনও যালিম হবে। কখনও সে ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যাবে: যদি তার মাঝে উপরে বর্ণিত আকীদাগত ত্রুটিগুলোর কোন একটি থেকে থাকে, আর কখনও সে ছোট কুফরে লিপ্ত হবে কিন্তু অমুসলিম হবে না, যেমনটি ওপরে বর্ণিত হল।

১৬.৭.৫ বিচার-ফয়সালার জন্য আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন উৎসের শরণাপন্ন হওয়া

বিচার-ফয়সালার জন্য যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন উৎসের শরণাপন্ন হয়, তারও বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে, সকল ক্ষেত্রে ঢালাও ভাবে একই বিধান দেয়া সম্ভব নয়। কেউ শরীয়তকে অপছন্দ করে এবং অন্য বিধানকে ভালবেসে তার শরণাপন্ন হয়, কেউ বা বাধ্য হয়ে শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন বিধানের শরণাপন্ন হয়, কেউ বা শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তনের বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও জাগতিক কোন স্বার্থে ভিন্ন কোন বিধানের শরণাপন্ন হয় - ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে, আর প্রতিটি অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

www.pathagar.com

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।[৪২৩]

যারা তাগূতের কাছে মীমাংসার জন্য যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, এই আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে থাকে, অর্থাৎ মীমাংসার জন্য তাগূতের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করা কুফর।

১৬.৭.৫.১ শরীয়তভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা চালু না থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান

যদি কোন দেশে শরীয়তের দ্বারা বিচার-ফয়সালার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে যুলুমকে প্রতিহত করার জন্য কিংবা অধিকার আদায়ের জন্য মানবরচিত বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া বৈধ হবে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে:

১) তার অধিকার আদায়ের অন্য কোন উপায় নেই।

২) সে এই বিচার-ব্যবস্থার নিকট বিচার নিয়ে যাওয়াকে ঘৃণা করে।

৩) সে তার অধিকারের বেশী গ্রহণ করবে না, যদিও বা বিচার-ব্যবস্থা রায় দেয়।

এটা এক প্রকার জরুরী অবস্থা বলেই এই অবস্থায় শরীয়ত পরিপন্থী বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া বৈধ হয়েছে, আর জরুরী অবস্থার কারণে নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হওয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

---

[৪২৩] সূরা আন নিসা, ৪ : ৬০।

www.pathagar.com

১৬.৭.৬ শরীয়ত ছাড়া অন্যকোন বিধানের দ্বারা বিচার করা ও শরণাপন্ন হওয়ার বিধানের সারমর্ম

শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন উৎসের দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা(হুকুম) এবং অন্য কোন উৎসের শরণাপন্ন হওয়ার(তাহাকুম) বিধান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে কয়েক প্রকার ব্যক্তি জড়িত: ১) আইন বা বিধান প্রণয়নকারী, ২) সেই আইন অনুযায়ী ফয়সালাকারী বিচারক, ৩) সেই আইনের নিকট বিচার প্রার্থনাকারী।

প্রথমত, শরীয়তকে উপেক্ষা করে যে স্বতন্ত্রভাবে আইন বা বিধান প্রণয়ন করে, এর দ্বারা শরীয়তকে প্রতিস্থাপন করে দেয় এবং এই আইনের দ্বারা বিচার-ফয়সালা করার জন্য মানুষকে আহবান জানায়, তার কুফর ও শিরকের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, কেননা সে নিজেকে শরীয়তের সীমারেখার উর্দ্ধে স্বাধীনভাবে বিধান প্রণয়নের অধিকারী হিসেবে আল্লাহর সমকক্ষ অবস্থানে দাঁড় করালো, এবং মানুষকে আহবান করল শরীয়তকে বাদ দিয়ে তার প্রস্তুত করা আইন বাস্তবায়ন করার। সুতরাং সে বাস্তবিকপক্ষেই সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতে উল্লিখিত তাগূত, যার প্রতি কুফর করা তাওহীদের দুটি রোকন বা স্তম্ভের একটি। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারকে 'তাগূত' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণের প্রতি অর্পণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাগূতের তৈরী করা এই বিধানের দ্বারা যে বিচারক বিচার করে, সে যদি বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের শিরোধার্যতাকে অস্বীকার করে, কিংবা মানবরচিত এই বিধানকে বা এর কোন অংশকে শরীয়তের সমকক্ষ বা এর চেয়ে উত্তম মনে করে কিংবা এর দ্বারা বিচার-ফয়সালা করাকে জায়েয মনে করে, অথবা শরীয়তের ব্যাপারে

www.pathagar.com

ঔদ্ধত্য বা এর প্রতি অবজ্ঞার কারণে শরীয়তের দ্বারা বিচার ফয়সালা করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়।

কিন্তু তাগূতের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালাকারী বিচারক যদি তার এই কাজকে নিষিদ্ধ জেনেও কোন জাগতিক স্বার্থে এ কাজ করে, তবে তার কুফর হল ছোট কুফর যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যদি এই বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে কারও মতে সে বড় কুফরে পতিত, আর কারও মতে সেক্ষেত্রেও সে ছোট কুফরে লিপ্ত যা তাকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে নেয় না। আর এক্ষেত্রে এই মতভেদের সমাধানও সহজ, কেননা যারা তাকে ইসলামের গণ্ডীর বহির্ভূত এবং বড় কুফরে লিপ্ত বলে মনে করেছেন, তাদের যুক্তি এই যে তাগূতের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা যার নিয়মিত অভ্যাস - সে তাগূতের বিধানকে বৈধ কিংবা শরীয়তের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে বলে ধরে নেয়া যায়। তাই বলা যায় এক্ষেত্রেও এটাই দেখার বিষয় যে সে তাগূতের বিধানকে ভালবেসে, একে উত্তম বা বৈধ মনে করে এ কাজ করছে কিনা।

তৃতীয়ত যে তাগূতের কাছে বিচার-ফয়সালা কিংবা বিধানের জন্য যায়, যদি সে তাগূতের বিধানকে পছন্দ করে কিংবা তার এই কাজকে বৈধ ও উত্তম মনে করে এই কাজ করে থাকে, তবে সে এই তাগূতের আনুগত্যকারী মুশরিক এবং সে অমুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এজন্য সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতে 'ইয়ুরিদুনা'(يُرِيدُونَ) শব্দটি এসেছে যা তাগূতের বিধানের প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণ এবং একে শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেয়ার ইচ্ছাকে প্রকাশ করছে।

কিন্তু যদি কোন দেশে শরীয়তের দ্বারা বিচার-ফয়সালার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে মানবরচিত বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া শর্তসাপেক্ষে বৈধ।

www.pathagar.com

১৬.৭.৭ একজন সাধারণ মুসলিমের কর্তব্য এবং জরুরী সতর্কতা

উপরোক্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী কুফর বা শিরক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে **কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অমুসলিম বা ধর্মত্যাগী ঘোষণা দেয়ার জন্য কিছু শর্ত ও বাধা রয়েছে যা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।** এজন্য কোন নির্দিষ্ট শাসক কিংবা প্রশাসনিক ব্যক্তি বা সরকারী ব্যক্তি বা সাধারণ মুসলিম নাগরিককে কাফির, মুশরিক, তাগূত ইত্যাদি ঘোষণা দেয়ার পূর্বে এই সমস্ত শর্ত ও বাধার দিকে মনোযোগী হতে হবে এবং তার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেটা আমাদের সকলের কাজ নয় বরং জ্ঞানীদের দায়িত্ব। আমাদের কর্তব্য হল ব্যক্তিবিশেষকে কাফির মুশরিক ঘোষণা দিতে ব্যস্ত না হয়ে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া, মানুষকে দীনের ব্যাপারে আলোকিত করে তোলা, হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ »

তামীম ইবনে আওস আদ দারী(রা.) থেকে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:"দীন হচ্ছে নসীহত।" আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতৃবৃন্দের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।"[৪২৪]

[৪২৪] মুসলিম(৫৫)।

www.pathagar.com

১৬.৮ কিছু বাস্তব নমুনা

১) গণতন্ত্র: গণতন্ত্র মানবজীবনের জন্য বিধান প্রণয়নের অধিকারকে স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টির ওপর ন্যস্ত করে, আর তাই উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র শিরক এবং কুফর। তবে ইতিপূর্বে পঞ্চম অধ্যায় ও এই অধ্যায়ে আলোচিত সতর্কতার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে গণতন্ত্রের ধারণা তাওহীদের পরিপন্থী হলেও গণতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ঢালাওভাবে মুশরিক বা কাফির বলা যাবে না। সরকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন, নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, পুলিশ, সেনাবাহিনীকে ঢালাও ভাবে মুশরিক, কাফির বা তাগূত বলা যাবে না, বরং প্রতিটি মাসআলায় অবস্থা অনুযায়ী স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে যা জানার জন্য আলেমগণের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **তাছাড়া কেউ গণতন্ত্রে 'বিশ্বাসী' হওয়ার দাবী করলেই তাকে ঢালাও ভাবে মুশরিক বা কাফির বলা যাবে না,** দেখতে হবে যে সে গণতন্ত্র বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলিমই গণতন্ত্রের সমস্যা বুঝতে পারছে না, এটা এজন্য নয় যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে চায়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা অজ্ঞতা ও ভুল ধারণার কারণে। এজন্য দাঈ তথা আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের কর্তব্য মুসলিমদেরকে কাফির, মুশরিক ঘোষণা দিতে ব্যস্ত না হয়ে সুন্দরভাবে উত্তম বচনের দ্বারা নম্রতা ও হিকমতের সাথে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকিত করে তোলা।

২) কুরআন ও সুন্নাতের কোন দলীল ছাড়াই কোন পীর বা ব্যক্তির সবকথাকে শিরোধার্য মনে করা। সুফী ও পীরদের মাঝে প্রচলিত আছে যে মুরিদ তার পীর বা সুফী নেতার সকল কথাকে বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে মানতে বাধ্য। এই ধারণা মূলত আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৭
উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক

১৭.১ রিয়া(الرِّيَاء)

রিয়া হল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাদের প্রশংসা কুড়ানো কিংবা লোক-দেখানোর জন্য কোন ইবাদত করা অথবা কোন ইবাদতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা অথবা ইবাদতকে দীর্ঘ করা কিংবা এতে কোন কিছু বৃদ্ধি করা। আর যদি কাউকে 'শোনানো'র জন্য ইবাদত করা হয়, তবে তাকে আরবীতে 'সুমআ'(سُمْعَة) বলা হয়, বিধানের দিক থেকে তা রিয়ার অনুরূপ।

রিয়ার উদাহরণ হল: লোকেরা দেখছে বলে সালাতকে দীর্ঘায়িত করা।

সুমআর উদাহরণ হল লোকেরা শুনছে বলে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কন্ঠকে সুললিত করা।

এর পরবর্তীতে রিয়া সম্পর্কে যা কিছু বলা হবে, তা সুমআর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে ধরতে হবে।

রিয়া মূলত শিরকের একটি প্রকার। কেননা রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি তার ইবাদত কিংবা ইবাদতের একাংশ আল্লাহর জন্য না করে মানুষের জন্য করে, প্রশংসা কুড়ানোর জন্য করে।

www.pathagar.com

১৭.১.১ রিয়ার প্রকারভেদ

অবস্থাভেদে রিয়া কখনও শিরক আকবার অর্থাৎ বড় শিরক আবার কখনও শিরক আসগর অর্থাৎ ছোট শিরক হতে পারে।

কেউ যদি সকল ইবাদতই কেবল লোক দেখানোর জন্যই করে, তবে তা নিঃসন্দেহে শিরক আকবার বা বড় শিরক, আর এমনটি কেবল মুনাফিকই করে থাকে, আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল তার কুফরকে গোপন রেখে সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিতি লাভ করা। আল্লাহ পাক মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় অথচ তিনি তাদেরকে [তাদের কর্মফলকে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে পাল্টা] ধোঁকায় নিক্ষেপকারী। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন লোক দেখানোর জন্য অলসভাবে দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।[৪২৫]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন; যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।[৪২৬]

---

[৪২৫] সূরা আন নিসা, ৪ : ১৪২।
[৪২৬] সূরা আল মাউন, ১০৭ : ৪-৭।

www.pathagar.com

আর কখনও রিয়া শিরক আসগর বা ছোট শিরক হিসেবে বিবেচিত হবে - এটা তার ক্ষেত্রে যে আল্লাহর জন্যই ইবাদত করে, কিন্তু কখনও তার নিয়তের মধ্যে লোকদেখানোর উদ্দেশ্য মিশ্রিত হয়ে যায়, আর এ সম্পর্কেই নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَــوْمَ تُجَــازَى الْعِبَــادُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

মাহমুদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের ওপর সবচেয়ে ভীতিকর যে বিষয়টির ভয় আমি করি তা হল ছোট শিরক। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল: কি এই ছোট শিরক? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: রিয়া। যেদিন বান্দাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে, সেদিন আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা বলবেন: তোমরা পৃথিবীতে তোমাদের আমলসমূহের দ্বারা যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, তাদের কাছে যাও, দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা? [৪২৭]

হি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ

قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: " الشِّرْكُ

لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَ

- ৪৬৪ -

আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয়ে জানাবো না যা তোমাদের জন্য আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও ভীতিপ্রদ? তিনি বললেন: আমরা বললাম অবশ্যই। তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: গোপন শিরক, তা এই যে কেউ সালাতে দাঁড়িয়ে কাউকে লক্ষ্য করতে দেখে একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।[৪২৮]

১৭.১.২ রিয়াযুক্ত আমলের বিভিন্ন অবস্থা

রিয়াযুক্ত আমলের বিভিন্ন অবস্থা ও বিধান হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে, তার এই ইবাদত বাতিল এবং এর সম্পাদনকারী শাস্তির যোগ্য।

দ্বিতীয় অবস্থা: আল্লাহর জন্য ইবাদত শুরু করার পর মাঝপথে অন্তরে রিয়া জাগ্রত হওয়া। এক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

১) যদি ইবাদত এমন হয় যে এর এক অংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক নেই, তবে রিয়াযুক্ত অংশটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ ৫০ টাকা আল্লাহর জন্য দান করার পর লোকদেরকে দেখে আরও ৫০ টাকা দান করল প্রশংসা কুড়ানোর আশায়, এক্ষেত্রে তার প্রথম ৫০ টাকা দান করা কবুল হবে, পরের ৫০ টাকা দান করা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

২) যদি ইবাদত এমন হয় যে এর এক অংশ অপর অংশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, সেক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে:

---

[৪২৮] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাস

www.pathagar.com

ক) যদি রিয়া উদয় হওয়ার পর সে একে অপছন্দ করে এবং একে দূর করে দেয়, তবে তার ইবাদতের কোন ক্ষতি হবে না, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মাতের লোকদের অন্তরসমূহের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে কিংবা ব্যক্ত করে।[৪২৯]

খ) কিন্তু যদি রিয়া উদয় হওয়ার পর তা অন্তরে গেড়ে বসে এবং তার বাকী ইবাদতটুকু সে লোক দেখানোর জন্যই করে, তবে সম্পূর্ণ ইবাদতই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

যেমন কেউ আল্লাহর জন্য সালাত শুরু করল এবং মাঝপথে অন্তরে রিয়ার উদ্ভব হল, সে একে দূর না করে লোক দেখানোর জন্য সালাত চালিয়ে গেল, তবে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি সে উদয় হওয়া মাত্র একে অপছন্দ করে এবং দূর করে দেয়, তবে তার ইবাদতের ক্ষতি হবে না।

তৃতীয় অবস্থা: আল্লাহর জন্য কোন ইবাদত শুরু করে তা শেষ করার পর যদি অন্তরে রিয়ার উদ্ভব হয়, তবে এর দ্বারা ইবাদত বিনষ্ট হয় না, কেননা এই ইবাদত বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত ও শেষ হয়েছে।

তেমনি আল্লাহর জন্য কোন ইবাদত সম্পাদন করে শেষ করার পর লোকেরা যদি তা জানতে পেরে প্রশংসা করে এবং সে জন্য অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়, তবে সেটাও রিয়া নয় এবং এর দ্বারা ইবাদতের সওয়াবের কোন ঘাটতি হয় না, বরং এটা তার জন্য অগ্রিম সুসংবাদ:

---

৪২৯ বুখারী(৫২৬৯), মুসলিম(১২৭)।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ »

আবু যর(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলকে(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলা হল: এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন যে কোন ভাল কাজ করে আর মানুষ তাকে এ কারণে প্রশংসা করে, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এটা মুমিনের অগ্রিম সুসংবাদ।[৪৩০]

অর্থাৎ এটা তার প্রতি আল্লাহ পাকের ভালবাসা, তার আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া এবং কল্যাণের লক্ষণ।

১৭.১.৩ রিয়া এক প্রকার গোপন শিরক: এ থেকে বাঁচার দুআ

রিয়া একপ্রকার গোপন শিরক, কেননা তা অন্তরের বিষয়, বাহ্যিক ভাবে তা দৃশ্যমান নয়। এর প্রতিকার হিসেবে হাদীসে বর্ণিত:

عن أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِي: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيه وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

---

[৪৩০] মুসলিম(২৬৪২)।

www.pathagar.com

আবু মুসা আল আশআরী(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন: "হে লোক সকল, এই শিরক থেকে বেঁচে থাক কেননা তা পিঁপড়ার চলাফেরার চেয়েও অপ্রকাশ্য।" অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করলেন সে তাঁকে বলল: "আর কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকব হে আল্লাহর রাসূল অথচ তা পিঁপড়ার নড়াচড়ার চেয়েও গোপন?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা বল: হে আল্লাহ আমরা জেনেবুঝে কোন কিছুকে আপনার সাথে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই আর যা জানি না তার ব্যাপারে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[৪৩১]

১৭.২ জাগতিক স্বার্থে ইবাদত

লোক-দেখানো ছাড়াও অন্যান্য জাগতিক স্বার্থে যদি কোন ইবাদত করা হয় তবে সেটাও ছোট শিরক হতে পারে। যেমন কেউ যদি শুধু মাত্র অর্থের লোভে বদলী হাজ্জ করে, কোন মুআযযিন যদি শুধুমাত্র বেতনের জন্য আযান দেয়, কেউ যদি শুধুমাত্র উপার্জনের জন্য আল কুরআন শিক্ষা দেয়ার কাজকে বেছে নেয়। অর্থাৎ যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার কথা, তা নিছক দুনিয়ার কোন স্বার্থে করা - একে আলেমগণ ছোট ও গোপন শিরকের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

[৪৩১] আহমদ। আলবানীর মতে হাসান।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।[৪৩২]

কাফির-মুশরিকদের আপাত ভাল কাজ যেমন: দান, রোগীর সেবা ইত্যাদি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ তাদের কাজের সুফল ও প্রতিদান পৃথিবীতে তারা পেয়ে যাবে, কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাওহীদের ভিত্তিতে এই কাজগুলো করেনি, ফলে আখিরাতে তাদের জন্য কোন সওয়াব নেই।

আলেমগণ বলেছেন যে কোন মুসলিম যখন শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে আখিরাতের কোন কাজ বা ইবাদত করে, সেও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার জন্যও আখিরাতে এই কাজটির কোন প্রতিদান নেই, তার এই ইবাদত বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং এটা শিরক আসগর বা ছোট শিরকের একটি প্রকার। আর এজন্যই হাদীসে এরূপ ব্যক্তিকে 'দীনার ও দিরহামের দাস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

ধ্বংস হোক দীনার, দিরহাম, কাতীফা ও খামীসার [পোশাকের নাম] দাস, যদি তাকে দেয়া হয় সে সন্তুষ্ট হয় আর দেয়া না হলে সন্তুষ্ট হয় না।[৪৩৩]

---

৪৩২ সূরা হূদ, ১১ : ১৫-১৬।
৪৩৩ বুখারী(২৮৮৬)।

www.pathagar.com

অর্থাৎ তার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি দুনিয়ার সম্পদ পাওয়া না পাওয়াকে ঘিরে, ফলে সে যেন দুনিয়ার সম্পদেরই দাসত্ব করেছে। আর তাই এই কাজ শিরকের অন্তর্গত, তবে তা ছোট শিরক।

১৭.৩ প্রবৃত্তির অনুসরণ

আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে?[৪৩৪]

প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়, প্রবৃত্তি তাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, প্রবৃত্তি তাকে অন্যান্য মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করতে প্ররোচনা দেয়। প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ কখনও শিরক, কখনও কুফর, কখনও নিফাক, কখনও কবীরা গুনাহ, কখনও সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যে তার প্রবৃত্তির উপাসনা করে, সে তার প্রবৃত্তিকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করল। আল্লাহ পাক বলেন:

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?[৪৩৫]

যে তার 'হাওয়া' তথা প্রবৃত্তির অনুসরণে বড় কিংবা ছোট শিরকে লিপ্ত হল, তার সম্পর্কে বলা যায় যে সে তার প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানিয়েছে।

---

[৪৩৪] সূরা আল কাসাস, ২৮ : ৫০।

[৪৩৫] সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৪।

www.pathagar.com

যেমন কারও কাছে যদি শিরকী কোন কাজ পছন্দ হয়, আর ভাল লাগার কারণে সে সেই কাজটি করতে শুরু করে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে তার প্রবৃত্তির পূজা করল, কেননা তার প্রবৃত্তিই নির্দেশেই সে এই শিরকে লিপ্ত হয়েছে।

তেমনি বহু লোক আছে যাদের আকীদা হল স্বরচিত আকীদা, তার প্রবৃত্তি তাকে যা নির্দেশ দেয় সে তদানুযায়ী তার দীন রচনা করে। তাদের কেউ বলে: **"আমার তো মনে হয় আল্লাহকে একভাবে ইবাদত করলেই চলে।"** তাদের কেউ বলে: **"আমি বলি: শুধু কুরআনের অনুসারী হও, তাহলেই হবে, সুন্নাতের দরকার নেই।"** তাদের কেউ বলে: **"ধর্মের অমুক বিধান আমার কাছে সঠিক মনে হয় না।"** এমনি আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। এই সমস্ত লোকেরা মূলত প্রবৃত্তির হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছে, প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নফসের দাসত্ব বরণ করেছে।

তাই যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায়, তাকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশকে, নিজের ইচ্ছার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে তার রবের ইচ্ছাকে, নিজের পছন্দের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে তার মালিকের পছন্দকে, নিজের খেয়ালখুশীর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে শরীয়তকে, আল্লাহ পাক বলেন:

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

www.pathagar.com

অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে। যেদিন মানুষ স্মরণ করবে: কিসের পেছনে সে [দুনিয়াতে] ছুটেছিল এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। যে সীমালংঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অপরপক্ষে যে তার রবের সম্মুখে [হিসাবের জন্য] দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।[৪৩৬]

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সীমালঙ্ঘন, দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া এবং কামনা-বাসনার অনুসরণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। অপরদিকে জান্নাত লাভের উপায় হচ্ছে রবকে ভয় করে তাঁর আদেশ পালনার্থে নফসের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা।

১৭.৪ বাস্তব নমুনা

(দ্রষ্টব্য: লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

১) নাস্তিক, কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মূলত তাদের প্রবৃত্তির পূজারী। একই সাথে তারা দুনিয়ারও পূজারী। কেননা প্রবৃত্তির তাড়না আর পার্থিব জীবনকে ভোগের চরম বাসনাই তাদেরকে ধর্মত্যাগী করেছে।

২) প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিদাত ও শিরকে লিপ্ত হয়। কাউকে যদি বলা হয় যে “আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ” বলে জপতে থাকা দীনের মধ্যে এক প্রকার নতুন বিষয় যাকে বিদাত বলা হয়,

---

[৪৩৬] সূরা আন নাযিআত, ৭৯ : ৩৪-৪১।

www.pathagar.com

তবে সে বলবে যে এতে আমার অন্তরে শান্তি আসে। তেমনি যদি বলা হয় যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সকলে মিলে হাত তুলে দুআ করা বিদাত, তবে অনেকেই বলবে যে এই দুআ না করলে আমাদের সালাতকে অপূর্ণ মনে হয়। তেমনি বিভিন্ন সুফী তরীকার অনুসারী অনেকেরই যুক্তি হল: এর দ্বারা মনের শান্তি পাওয়া যায়।

৩) দীনের সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক বিধানকে মানুষ অস্বীকার করে নিজ প্রবৃত্তির দাসত্বের কারণে। প্রবৃত্তির দাসত্বের কারণে অনেকে সূদ খাওয়ার বিধান, নারীদের পর্দার বিধান, বহুবিবাহের বিধান, চোরের হাত কাটার বিধানকে অস্বীকার করতে চায়: তাদের যুক্তি হল এগুলো আজ অচল, অমানবিক, বর্বর ইত্যাদি।

৪) দুনিয়া ক্রয় করে দীনকে বিক্রয় করার মাধ্যমে অর্থসম্পদের দাসত্বের বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় আপাত ধার্মিক লোকদের মাঝে। এক 'হুজুরের' কথা শুনেছি, যার 'ওয়াজ এর রেট' দশ হাজার টাকা। এক গ্রামে তাকে আট হাজার দিতে চাইলে তিনি সেখানে ওয়াজ করতে রাজী হননি!

৫) অনেকে হাজ্জ করে নামের শুরুতে 'হাজী' বা 'আলহাজ্জ' লাগানোর জন্য। শুনেছি একজনের নেমপ্লেটে লেখা আছে 'ডবল হাজী'। অনেকে টুপি, তসবী, দাড়ি লাগিয়ে মুখে ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ বলে ইলেকশনে জেতার জন্য।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৮
তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ

১৮.১ ভূমিকা

নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) বলতে বোঝায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীকে স্বীকার করা এবং সকল প্রকার ত্রুটি থেকে তাঁকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করা। সুতরাং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদের দুটি স্তম্ভ:

১) স্বীকৃতি: আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসূল আল্লাহ পাকের সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ব্যাপারে যা কিছু আমাদেরকে জানিয়েছেন, তার প্রতি ঈমান আনা, সেগুলোকে স্বীকার করা।

২) পবিত্রতা: আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁকে সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে মনে করা। এক্ষেত্রে তাঁকে তিন প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে:

- তিনি সকল দোষ ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত: যেমন অজ্ঞতা, অভাব, দুর্বলতা, ভ্রান্তি ইত্যাদি।
- তিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে কোন ঘাটতি থেকে মুক্ত: যেমন তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, এতে কোন ঘাটতি নেই, তাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ এতে কোন ঘাটতি নেই ইত্যাদি।
- সৃষ্টির সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য থেকে তিনি মুক্ত।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত গুণাবলীর সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর নামের মিল আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হবে যে এই মিলটুকু শুধু নাম এবং মূল অর্থের দিক থেকে, মাত্রা, প্রকৃতি ও বাস্তবতার দিক থেকে নয়। যেমন আল্লাহ পাক জ্ঞানের অধিকারী, সৃষ্টিও জ্ঞানের অধিকারী কিন্তু উভয়ের জ্ঞানের কোন তুলনা কিংবা সাদৃশ্য চলে না। আল্লাহ পাক দেখেন, সৃষ্টির মাঝেও কোন কোন সৃষ্টি দেখে কিন্তু উভয়ের দেখার মধ্যে কোন তুলনা চলে না।

আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে তাওহীদের এই দুটি ভিত্তি পাওয়া যায়:

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝

কোন কিছুই তাঁর মত নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৪৩৭]

অর্থাৎ তাঁর দেখা ও শোনার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করার সাথে সাথে এটাও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে এক্ষেত্রে কারও সাথে তাঁর তুলনা করা যাবে না।

এটাই আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' আকীদা। আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ এমন একটি বিষয়, যাতে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং নবী(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতের বিরোধিতা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এজন্য একজন মুসলিমকে সতর্ক হতে হবে এবং জানতে হবে আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা কি। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, অর্থাৎ যারা নবীর সুন্নাতের অনুসারী এবং এর ওপর একতাবদ্ধ, তাঁদের বিশ্বাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে।

---

[৪৩৭] সূরা আশ শূরা, ৪২ : ১১।

www.pathagar.com

১৮.২ আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এখানে উল্লেখ করা হল:

১৮.২.১ মূলনীতি ১: আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী জানার উৎস হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ

কিতাব ও সুন্নাতের বিবরণ ছাড়া তাঁর নাম ও গুণাবলী বিস্তারিতভাবে জানার কোন পথ নেই। কেননা আল্লাহ পাক আমাদের ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে, আর তাই যুক্তি বা দর্শন ব্যবহার করে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁটিনাটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মানুষ আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারে: যেমন তাঁর সৃষ্টি, পরিচালনা, জ্ঞান, ক্ষমতা, দয়া ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর নাম ও গুণাবলীর বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে ওহীর মুখাপেক্ষী।

১৮.২.২ মূলনীতি ২: আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী অগণিত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামসমূহ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, একশর চেয়ে একটি কম, যে তা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪৩৮]

[৪৩৮] বুখারী(২৭৩৬), মুসলিম(২৬৭৭)।

www.pathagar.com

তবে এর অর্থ এই নয় যে তা ৯৯তে সীমাবদ্ধ। বরং এর অর্থ এই যে এই ৯৯টি আয়ত্ত করার ফলশ্রুতিতে জান্নাত লাভ করা যাবে। অন্য হাদীসে বর্ণিত:

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا

যখনই কেউ দুশ্চিন্তা কিংবা দুঃখে পতিত হয় এবং বলে: "হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার দাসের সন্তান, তোমার দাসীর সন্তান তোমার হাতে আমার চুলের অগ্রভাগ [অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার ক্ষমতার অধীন ও নিয়ন্ত্রণে], আমার ব্যাপারে তোমার হুকুম কার্যকর, আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ, আমি তোমার এমন প্রতিটি নামের বদৌলতে তোমার কাছে চাই - যার দ্বারা তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ অথবা তোমার কিতাবে তা নাযিল করেছ অথবা তোমার গায়েবের জ্ঞানে একচ্ছত্রভাবে সংরক্ষিত রেখেছ - তুমি আল কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের বসন্ত, আমার অন্তরের আলো, আমার দুঃখের অপসারণ এবং আমার দুশ্চিন্তার প্রস্থান" আল্লাহ পাক তাঁর দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দেন এবং এর পরিবর্তে প্রশস্ততা দান করেন। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল আমরা কি তা শিখব না? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অবশ্যই, যে এটা শুনল তার তা শিখে নেয়া উচিৎ।[৪৩৯]

[৪৩৯] আহমদ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে আল্লাহ পাকের এমন সব নাম আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

তাই তাঁর নাম ও গুণাবলী অগণিত, তবে এর মাঝে তিনি সেগুলোই মানুষকে শিখিয়েছেন যা তাদের জন্য উপযোগী।

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্যণীয় যে, এই ৯৯টি নামের বিবরণ সম্বলিত যে হাদীস ইমাম আত-তিরমিযী(র.) বর্ণনা করেছেন সেটা দুর্বল। তবে আলেমগণ এই নামগুলো কুরআন ও সুন্নাতের দলীল অনুযায়ী চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

আরো লক্ষণীয় যে এই নামগুলো আয়ত্ত করার অর্থ কেবল তা মুখস্থ করে আওড়ানো নয়, বরং আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে এর অর্থ:
- এগুলোকে আত্মস্থ করা।
- এর অর্থ জানা।
- এর দাবী অনুযায়ী আমল করা। যেমন তাঁর 'আল-আহাদ' নামের দাবী হল তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।
- তাঁকে এ সমস্ত নাম ধরে ডেকে তাঁর কাছে দুআ করা।

১৮.২.৩ মূলনীতি ৩: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর বাহ্যিক অর্থকে পরিবর্তন (تَحرِيف) করি না

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

www.pathagar.com

নিশ্চয় তোমাদের রব হলেন আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন... [৪৪০]

এক্ষেত্রে আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য, এর বিবরণকে বাহ্যিক অর্থেই রাখতে হবে এবং বলা যাবে না যে আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থ অন্য কিছু, যেমন কোন কোন পথভ্রষ্ট দল দাবী করে যে এর অর্থ আরশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়া - কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাণীকে নিজের মনগড়া দর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করা এবং অত্যন্ত বড় ধৃষ্টতা। **"আল্লাহ পাক আরশে অধিষ্ঠিত হন"** এই আয়াত নবী মুহাম্মাদের(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর নাযিল হয়েছে, যাঁর একটি কাজ হল আল কুরআনকে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করা, অথচ তিনি কখনও বলেননি যে আল্লাহ পাকের আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থ আরশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়া, উপরন্তু সাহাবীরাও এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি যে এর প্রকৃত অর্থ কি এবং তাঁদের কেউ এর অন্য কোন অর্থ বর্ণনা করেননি, আর তার মানে এই যে তাঁরা এই আয়াত পড়েছেন এবং একে বাহ্যিক অর্থেই বুঝেছেন, নতুবা তাঁরা নবীকে(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করতেন এবং ব্যাখ্যা করে যেতেন যে আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া মানে আরশকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া। এক্ষেত্রে তাঁদের নিরবতাই প্রমাণ করে যে এই আয়াতকে বাহ্যিক অর্থেই নিতে হবে।

যারা এক্ষেত্রে এর বাহ্যিক অর্থকে অস্বীকার করেছে, তাদের যুক্তি হল এই যে এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্য হয়ে যায়, কেননা এই আয়াত পড়ার পর তাদের কল্পনায় রাজাদের সিংহাসনে চড়ার দৃশ্য ভেসে উঠেছে, আর যেহেতু আল্লাহর ক্ষেত্রে সেটা কল্পনা করলে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়, ফলে তারা তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত হওয়াকেই অস্বীকার করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলব যে আল্লাহ অবশ্যই আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যেমনটি

---

[৪৪০] সূরা আল আরাফ, ৭ : ৫৪।

www.pathagar.com

তিনি বর্ণনা করেন, এবং সেটা কেমন আমরা জানি না, কেননা আমরা তাঁকে দেখিনি, কিন্তু অবশ্যই তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া সৃষ্টির অনুরূপ নয়। অর্থাৎ তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া রাজা-বাদশাদের সিংহাসনে চড়ার সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু তিনি যে আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেটা স্বীকার করতেই হবে, কেননা সেটাই এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ।

১৮.২.৪ মূলনীতি ৪: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার (تَعْطِيل) করা থেকে বিরত থাকি

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহ পাকের যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, তাঁর কোনটিকেই আমরা অস্বীকার করি না। এই উম্মাতের কোন কোন পথভ্রষ্ট দল আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক অস্বীকার করেছে। যেমন উপরে বর্ণিত উদাহরণে যারা আল্লাহ পাকের আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার ভিন্ন অর্থ করেছে, তারা মূলত আল্লাহ পাকের আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকারকারী, আর একে অস্বীকার করার স্বার্থেই তারা এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে অপব্যাখ্যা করেছে।

১৮.২.৫ মূলনীতি ৫: আমরা আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত রূপ কেমন (تَكْيِيف) এ বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকি

যেমন উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন করা যাবে না যে আল্লাহ পাক কিভাবে আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন? কেননা এ সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়নি, বরং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাটাই বিদাত বা দীনের মধ্যে নবোদ্ভাবন, কেননা সাহাবীগণ কখনও নবীকে(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকম প্রশ্ন করেননি।

www.pathagar.com

সুতরাং আমরা স্বীকার করি যে আল্লাহ পাক আরশে অধিষ্ঠিত হন, যেভাবে অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই তিনি সেভাবেই অধিষ্ঠিত হন যার বাস্তবতার জ্ঞান তিনি আমাদেরকে দেননি, আর তাই আমরা এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকি।

১৮.২.৬ মূলনীতি ৬: আমরা আল্লাহ পাকের কোন নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে তাঁর তুলনা (تَمْثِيل) করি না

অর্থাৎ তাঁর নাম ও গুণাবলীকে স্বীকার করার পাশাপাশি আমরা এ কথাও বলি যে এর সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য নেই, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝

কোন কিছুই তাঁর মত নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৪৪১]

উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা তাই বলি যে আমরা স্বীকার করি যে আল্লাহ পাক আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর আরশে আরোহণ সৃষ্টির আরোহণের মত নয়।

১৮.৩ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নাম ও গুণাবলী জানার গুরুত্ব

প্রথমত, আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি এমন বিষয় যা নিয়ে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়েছে, বহু দল বিভ্রান্ত হয়েছে। অথচ একজন অতি সাধারণ মুসলিমের জন্যও এক্ষেত্রে সঠিক পথ চেনা সহজ। একজন সাধারণ মুসলিম, যে আল্লাহ পাকের বিবরণ সম্বলিত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো পড়ে এবং এই আস্থা রাখে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন আর তাঁরা যে

---

[৪৪১] সূরা আশ শূরা, ৪২ : ১১।

www.pathagar.com

বিবরণ দিয়েছেন সেগুলো সত্য, তবে কখনই সে পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু যখনই কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিবরণকে বাদ দিয়ে নিজস্ব কোন দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটাবে, তখনই সে পথভ্রষ্ট হবে, কেননা আল্লাহকে আমরা দেখিনি, আর তাই তাঁর বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি যুক্তি বা দর্শন দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে যতটুকু জানাবেন, ততটুকুই আমরা জানতে পারি। তাছাড়া মানুষের যুক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের যুক্তি কার্যকর হয় এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে যা তার ইন্দ্রিয়ের আওতায় আছে। ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে খুঁটিনাটি জানা বা বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাকের ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক তা কতটুকু সুন্দর ও গভীর, তা নির্ভর করে আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ওপর। তাঁকে আমরা যত বেশী জানব, তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরে তত বেশী ভালবাসা, ভয়, সম্ভ্রম ও ভক্তি তৈরী হবে, আর সেক্ষেত্রে আরও সুন্দরভাবে আমরা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করতে সক্ষম হব। এজন্য আমাদের উচিৎ আল্লাহ পাকের পরিচিতি লাভের জন্য কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস অধ্যয়ন করা, আলেমগণের আলোচনা শোনা। যে উত্তমরূপে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে চায়, তাঁকে প্রকৃতই ভালবাসতে চায়, তাঁকে ভয় করে পাপাচার থেকে বেঁচে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চায়, তাঁর পুরস্কারের আশায় উত্তম আমল করে জান্নাতে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় তার উচিৎ আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী জানা এবং বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রভাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

তৃতীয়ত, দুআর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলী জানার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কেননা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ ধরে তাঁকে ডেকে তাঁর কাছে চাওয়া দুআ কবুলের জন্য বিশেষ সহায়ক, আর এক্ষেত্রে সঠিক নাম চয়নও জরুরী। যেমন যে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহ পাকের 'গাফূর',

www.pathagar.com

'রহীম', 'আফু' ইত্যাদি নাম ধরে ডাকবে, যে সম্পদ চায় সে আল্লাহ পাকের 'গনী' নাম ধরে তাঁকে ডাকবে, যে যুলুমকারীর বিরুদ্ধে সাহায্য চায় সে আল্লাহ পাকের 'কাউই', 'আযীয' প্রভৃতি নাম ধরে তাঁকে ডাকবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে **আল্লাহ পাকের কোন নাম বারবার বলতে থাকাটা তাঁকে ডাকার কোন বৈধ পদ্ধতি নয়, বরং তাঁকে ডাকতে হবে পূর্ণ বাক্যের সাহায্যে।** তাই আমাদের দেশে যে 'আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ' বলে তথাকথিত যিকির হতে দেখা যায়, সেটা দীনের মধ্যে নবোদ্ভাবন বা বিদাত, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে আল্লাহকে ডাকতে শেখাননি। আর যুক্তির বিচারেও এটি অর্থহীন, কেননা আপনি যার কাছে কিছু চাচ্ছেন, তাঁকে তো আপনার বলতে হবে যে আপনি কি চান। নতুবা একে চাওয়া বলা যায় না, যদিও আল্লাহ পাক জানেন আপনার মনে কি আছে। তাই কেউ সম্পদ চাইলে শুধু 'ইয়া গনী ইয়া গনী ইয়া গনী' বলতে থাকবে, এটা ঠিক নয়, বরং এটা কিছু অজ্ঞ লোকদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি যার সপক্ষে শরীয়তের কোন দলীল নেই। বরং সে বলবে "ইয়া গনী, আমাকে সম্পদ দান করুন..." ইত্যাদি।

১৮.৪ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্যসমূহে দুভাগে ভাগ করা যায়: ১) সত্তাগত বৈশিষ্ট্য(صِفَاتٌ ذَاتِيَّة), ২) কর্মগত বৈশিষ্ট্য(صِفَاتٌ فِعْلِيَّة)।

সত্তাগত বৈশিষ্ট্য: এমন বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ পাকের যাত বা সত্তায় সর্বদা বিরাজমান, যেমন: জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, ক্ষমতা ইত্যাদি।

কর্মগত বৈশিষ্ট্য: যা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: ক্ষমা। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। তেমনি আল্লাহ পাকের কথা, তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। কিন্তু সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ইচ্ছার সাথে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত নয়। যেমন: একথা বলা যাবে না যে তিনি যা ইচ্ছা জানেন বরং বলতে হবে তিনি সব জানেন। এমন নয় যে তিনি যা ইচ্ছা দেখেন বরং বলতে হবে যে তিনি সব দেখেন।

আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে আল কুরআনের পাতায় পাতায়, এবং নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে। আমাদের কর্তব্য এগুলো অধ্যয়ন করা। এখানে খুব সংক্ষেপে কয়েকটির বিবরণ দেয়া হল।

আয়াতুল কুরসী:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, কায়্যুম [সেই স্বনির্ভর স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্তা, যিনি সকলকে টিকিয়ে রেখেছেন]। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তা একমাত্র তাঁরই। এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট শাফায়াত করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের অগ্রে এবং যা আছে তাদের পশ্চাতে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।[৪৪২]

[৪৪২] সূরা আল বাকারা, ২ : ২৫৫।

www.pathagar.com

তেমনি সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলো:

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই; দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানী; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশারী, বিজ্ঞ।[৪৪৩]

আল্লাহ পাকের সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের মাঝে তাঁর হাত, চেহারা প্রভৃতির বিবরণ আছে যেগুলো মানুষের ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রতঙ্গের নাম। যেহেতু আল্লাহ পাক নিজের সম্পর্কে এগুলোর উল্লেখ করেছেন, অতএব ইতিপূর্বে বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী স্বীকার করতে হবে যে তিনি এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তবে এগুলোর ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির অনুরূপ নন। অর্থাৎ তাঁর হাত আছে, যা সৃষ্টির কারও হাতের অনুরূপ নয়, তাঁর চেহারা আছে যা সৃষ্টির কারও চেহারার অনুরূপ নয়। আল্লাহ পাকের এরূপ যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সিদ্ধান্ত।

---

[৪৪৩] সূরা আল হাশর, ৫৯ : ২২-২৪।

www.pathagar.com

তেমনি তাঁর কর্মগত বৈশিষ্ট্যের মাঝে রয়েছে: আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া, প্রতি রাত্রিতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ, কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য আসা ইত্যাদি। এগুলোর ক্ষেত্রেও একই মূলনীতি প্রযোজ্য হবে: এগুলো সত্য এবং তিনি প্রকৃতপক্ষেই আরশে অধিষ্ঠিত হন, দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। যেমনটি তাঁর মর্যাদার জন্য মানায় তেমনভাবে এগুলো ঘটে থাকে। এর প্রকৃত অবস্থা তিনি আমাদেরকে জানাননি, আর কল্পনার মাধ্যমেও তা জানা যায় না, আর সে সম্পর্কে প্রশ্ন করাও বৈধ নয়।

১৮.৪.১ আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

লোকমুখে চালু আছে যে আল্লাহ পাক সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত - এটা সঠিক। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাঁর সত্তা তাঁর সৃষ্টির সাথে মিশে আছে। বরং সত্তাগত ভাবে তিনি সৃষ্টি থেকে পৃথক এবং তিনি সাত আসমানের ওপরে আছেন এবং তিনি সৃষ্টির উর্দ্ধে অবস্থানকারী। অতএব তিনি তাঁর সত্তার দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান নন, আর মানুষের যুক্তিও তাঁর সর্বত্র বিরাজমান হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, কেননা যদি তিনি সর্বত্র থাকেন, তবে অর্থ এই দাঁড়ায় যে যাবতীয় আবর্জনাতেও তাঁকে পাওয়া যাবে, কিন্তু এটা তাঁর পবিত্রতার ধারণার বিরোধী, উপরন্তু আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে কিংবা তাঁর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাদীসে কোথাও উল্লেখ করেননি যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বরং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি আসমানে, অর্থাৎ সাত আসমানের উর্দ্ধে অবস্থিত, আর এটাই সঠিক বিশ্বাস। এর সপক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে, আমরা এখানে দুএকটি উল্লেখ করব।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক বলেন:

ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝١٦

তোমরা কি নিরাপদ বোধ করছ যে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন ফলে আকস্মিকভাবে তা প্রকম্পিত হতে থাকবে?[৪৪৪]

হাদীসে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল এক দাসীকে প্রশ্ন করলেন যে "আল্লাহ কোথায়?" সে জবাব দিল "আসমানে।" এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন "আমি কে?" দাসীটি বলল: "আপনি আল্লাহর রাসূল।" ফলে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীটিকে মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন।[৪৪৫]

১৮.৪.২ আল্লাহ পাকের সত্তা ও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সুফী ও অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলের ভ্রান্তি

সুফীবাদের অনুসারী ও অন্যান্য কতিপয় পথভ্রষ্ট দল সৃষ্টির সাপেক্ষে আল্লাহ পাকের সত্তা ও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ও কদর্য ধারণা পোষণ করে থাকে আর এ সম্পর্কে তাদের কিছু বাতিল পরিভাষা আছে। যেহেতু সত্যের পথে থাকার জন্য বাতিলকে জানাও জরুরী, সেজন্য তাদের কিছু বাতিল ধারণা ও পরিভাষা আমরা এখানে তুলে ধরছি:

হুলুল: সুফী ও অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলের পরিভাষায় হুলুল সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অবস্থান - গোটা সৃষ্টিজগতে কিংবা এর কোন অংশে।

---

[৪৪৪] সূরা আল মুলক, ৬৭ : ১৬

[৪৪৫] মুসলিম(৫৩৭)।

www.pathagar.com

গোটা সৃষ্টিজগতে স্রষ্টার অবস্থানের মতবাদ এই যে স্রষ্টা সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র বিরাজমান। এটা জাহমিয়্যা সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য।

আর সৃষ্টির কোন অংশে স্রষ্টার বিরাজ করার মতবাদের উদাহরণ হল শিয়াদের মধ্যে নাসিরিয়্যা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে আল্লাহ পাক আলীর(রা.) মাঝে অবস্থান নিয়েছেন, আর এজন্যই তারা আলীকে(রা.) ইলাহ মনে করে।

ইত্তিহাদ: দুটো বস্তু এক হওয়াকে আরবীতে ইত্তিহাদ বলা হয়। পথভ্রষ্টদের পরিভাষায় ইত্তিহাদ হল এই ধারণা যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি অথবা এর কোন অংশ প্রকৃতপক্ষে একই সত্তা।

স্রষ্টা ও গোটা সৃষ্টি একই সত্তা হওয়ার মতবাদকে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'(وَحْدَةُ الوُجُــود) বলা হয়। ইবনুল ফারিদ, ইবনু আরাবী প্রমুখ এই মতবাদের অনুসারী ছিল।

যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির কোন অংশ একই সত্তা হওয়ায় বিশ্বাসী তারা ধারণা করে যে নবী, সৎকর্মশীল, দার্শনিক প্রকৃতির লোকেরা স্রষ্টারই অংশ! এরা নোংরা বস্তুকে স্রষ্টার অংশ হওয়া থেকে বাদ দেয়।

হুলুল ও ইত্তিহাদের ধারণা সুস্পষ্ট কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা আর এর মধ্যে কদর্যতার দিক থেকে ইত্তিহাদ হুলুলের চেয়েও মারাত্মক, কেননা তা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে এক সত্তায় পরিণত করেছে। আর এর মধ্যেও সবচেয়ে মারাত্মক হল পরিপূর্ণ একাত্মতার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

১৮.৪.৩ আল হুসাইন বিন মানসূর আল হাল্লাজ

আল হুসাইন বিন মানসূর আল হাল্লাজ ছিল হুলুল ও ইত্তিহাদে বিশ্বাসী এক ভণ্ড যাদুকর কাফির যিনদীক, যার ভ্রান্ত আকীদা তাকে নবুওয়্যতের দাবী এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। এজন্য অধিকাংশ সুফীরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

৩০৯ হিজরীতে বাগদাদে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে মুসলিম উম্মাত তার হাত থেকে রেহাই পায়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে মুসলিমদের মাঝে অনেকে এই ভণ্ড অবিশ্বাসীকে একজন ‘মহান সাধক’ হিসেবে চিত্রায়িত করে থাকে। এই বিভ্রান্তি থেকে আমাদের নিজেদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং অন্যকেও সতর্ক করা কর্তব্য।

১৮.৪.৪ আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ

পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَـٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ
قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَـٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ
تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, “হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।” তিনি বললেন, “তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ

www.pathagar.com

স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে।" অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, "আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।"[৪৪৬]

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে মূসা(আ.) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাককে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া আল্লাহ আরও বলেন:

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

দৃষ্টিসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আর তিনি দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। আর তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[৪৪৭]

নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজের সময় আল্লাহকে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বেশীরভাগ সাহাবীর মতে তিনি সরাসরি আল্লাহকে দেখেননি, যেমনটি আয়শা(রা.) বলেন:

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

---

[৪৪৬] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১৪৩।

[৪৪৭] সূরা আল আনআম, ৬ : ১০৩।

www.pathagar.com

তোমাকে যে বলবে যে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রবকে দেখেছেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে অথচ তিনি [আল্লাহ পাক] বলেন: **"দৃষ্টিসমূহ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না"** আর যে তোমাকে বলবে যে তিনি গায়েব জানেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে অথচ তিনি [আল্লাহ পাক] বলেন: **"আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।"**[৪৪৮]

অন্য হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

আবু যর(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করেছি আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেন: "আলো, কিভাবে আমি তাকে দেখব?"[৪৪৯]

অর্থাৎ তাঁর পর্দা হল আলোর পর্দা, সেই পর্দা ভেদ করে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়।

আর ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে দেখেছেন বলে যে বর্ণনাগুলো এসেছে সেগুলোতে স্পষ্টত 'চোখ দিয়ে দেখা'র উল্লেখ নেই, বরং কোন কোনটি নিঃশর্তভাবে এসেছে আর কোন কোন বর্ণনায় অন্তর দিয়ে দেখার বিবরণ এসেছে।

---

[৪৪৮] বুখারী(৭৩৮০)। মুসলিমও(১৭৭) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।
[৪৪৯] মুসলিম(১৭৮)।

www.pathagar.com

এজন্য বলা যায় যে এ ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে এই যে নবী মুহাম্মাদও(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে সচক্ষে দেখেননি।

তবে মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভে সৌভাগ্যবান হবে, হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِه

নিশ্চয়ই তোমরা তেমনিভাবে তোমাদের রবকে দেখবে যেমনিভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখছ, এমনভাবে যে একে দেখার জন্য তোমাদেরকে ভিড় করতে হচ্ছে না।[৪৫০]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে:

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا

নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে সচক্ষে দেখবে।[৪৫১]

যাহোক নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজে আল্লাহকে সচক্ষে দেখেছেন কিনা সে সম্পর্কে বিরল মতভেদ থাকলেও তিনি ছাড়া অন্য কেউ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে সচক্ষে দেখবে না - এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। সুতরাং কেউ এরূপ কোন দাবী উত্থাপন করলে সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।

---

[৪৫০] বুখারী(৫৫৪), মুসলিম(৬৩৩)।
[৪৫১] বুখারী(৭৪৩৫)।

www.pathagar.com

১৮.৫ আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট কোন নামে সৃষ্টির নামকরণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য নির্দিষ্ট কোন নামে সৃষ্টির নামকরণ বৈধ নয়। তেমনি আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যসূচক নাম বা উপাধিও সৃষ্টির প্রতি আরোপ করা নিষিদ্ধ, এবং তা আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে তাওহীদের ধারণার পরিপন্থী। হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল এমন ব্যক্তি যে 'রাজাদের রাজা' নাম গ্রহণ করেছে।[৪৫২]

কেননা এই বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট, তিনিই একমাত্র প্রকৃত মালিক, তিনিই সকল অধিপতিদের মালিক। অনুরূপভাবে সমার্থক বা অনুরূপ যেকোন নামের জন্য হাদীসটি প্রযোজ্য হবে: যেমন: শাহানশাহ, রাব্বুল আলামীন, হাকিমুল হুক্কাম (সকল বিচারকদের বিচারক) ইত্যাদি।

তেমনি আল্লাহ পাকের যে সমস্ত নাম শুধুমাত্র তাঁরই ওপর প্রযুক্ত হয় এবং একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট, সেগুলোর দ্বারাও সৃষ্টির নামকরণ বৈধ নয়, যেমন: আর-রহমান (পরম দয়াময়), আল-খালিক (স্রষ্টা), আল-জব্বার (সকল সৃষ্টি যার ইচ্ছার নিকট বাধ্য), আল-মুতাকাব্বির (পরম সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্বের অধিকারী) ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের যে সমস্ত নাম বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সৃষ্টির জন্যও প্রযোজ্য হয়, যেমন আল-বাসীর (দ্রষ্টা), আল-আযীয (পরাক্রমশালী), আর-রাহীম (দয়ালু) ইত্যাদি, সেগুলোর দ্বারা যদি এমনভাবে কারও নামকরণ করা হয় যে তাকে ঐ নাম ছাড়া চেনাই

---

[৪৫২] বুখারী(৬২০৫), মুসলিম(২১৪৩)।

www.pathagar.com

যায় না অথবা যদি এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরকম নামকরণ করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সেটাও নিষিদ্ধ। তবে যদি কখনও এ ধরনের নামে কাউকে উল্লেখ করা হয় এবং এতে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য তার প্রতি আরোপ করার কোন বিষয় না থাকে, তবে তা বৈধ, যেমনটি আল্লাহ পাক আল-কুরআনে ব্যক্তি-বিশেষকে 'আল-আযীয' বলে উল্লেখ করেছেন। এরকম নামকরণ বৈধ হবে যদি এই নাম ছাড়াও তাকে চেনা যায় এবং যদি এর দ্বারা তার প্রতি আল্লাহ পাকের প্রবল পরাক্রমের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা উদ্দেশ্য না হয়। অপরপক্ষে 'আর-রহমান' বা 'আল-খালিক' জাতীয় নামকরণ কোন অবস্থাতেই সৃষ্টির জন্য বৈধ নয়, কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোন অবস্থাতেই সৃষ্টির ওপর প্রযুক্ত হয় না।

তাই আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট কোন নামে নিজেকে নামকরণ করা নিষিদ্ধ। তেমনি কেউ যদি অন্যকে এ ধরনের নামে নামকরণ করে আর সে এতে সন্তুষ্ট হয়, তবে সেও গুনাহগার হবে। তবে সে তা অপছন্দ করলে গুনাহগার হবে না। কারও এরকম নাম থাকলে সেটা পরিবর্তন করে নেয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১৯
বক্তব্যের দ্বারা সংঘটিত তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়

১৯.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বক্তব্য ও কথোপকথনের দ্বারা সংঘটিত কয়েক প্রকারের তাওহীদ-পরিপন্থী বিষয়ের বিবরণ দেয়া। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমরা এ ধরনে বক্তব্য ও কথোপকথনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই বক্তব্যগুলো ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়।

১৯.২ আল্লাহ পাকের কোন অনুগ্রহকে এই অনুগ্রহ লাভের কারণ বা উপকরণ বা সাবাব(سَبَب) এর সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা

যেমন: "দারোয়ান না থাকলে আজকে বড় ধরনের চুরি হয়ে যেত...", "মাঝিরা দক্ষ না হলে আজকে নৌকাডুবি হত..." ইত্যাদি।

এ ধরনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: কোন উপকরণ বা সাবাবের সাথে নিয়ামতকে সংশ্লিষ্ট করা অন্তরে এই বিশ্বাস নিয়ে যে এই উপকরণ বা সাবাব নিজেই এই নিয়ামতের স্রষ্টা বা সংঘটক, সেক্ষেত্রে এই বিশ্বাস হবে শিরক আকবার বা বড় শিরক। আল্লাহ পাক বলেন:

www.pathagar.com

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।[৪৫৩]

দ্বিতীয় অবস্থা: আল্লাহ পাকের উল্লেখের পাশাপাশি এই উপকরণ বা সাবেবকে আল্লাহর সাথে সহাবস্থানে রেখে উল্লেখ করা। যেমন: আল্লাহ এবং ডাক্তারের কারণেই আজকে রোগী বেঁচে গেল। এক্ষেত্রে বক্তব্যদানকারীর অন্তরে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে এই ডাক্তার আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন এক সাবাব বা উপকরণমাত্র, তাহলেও তার এই বক্তব্য এক প্রকার ছোট শিরক, কেননা সে বাহ্যিকভাবে ডাক্তারকে আল্লাহ পাকের সাথে সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে।

তৃতীয় অবস্থা: আল্লাহকে ভুলে গিয়ে যদি শুধুমাত্র উপকরণ বা সাবাবকে উল্লেখ করা হয়, তবে তা একপ্রকার ছোট শিরক। যেমন আল্লাহ পাকের রহমতকে স্মরণ না করে বলা যে: "মাঝিরা দক্ষ না হলে আজকে নৌকাডুবি হত..."

সাহাবী, তাবেঈন সহ পূর্বযুগীয় মনীষীগণ উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্যকে ছোট শিরক বা ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা এতে আল্লাহ পাকের নিয়ামতকে অন্যের প্রতি সম্পৃক্ত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে তার প্রাপ্য ভক্তির তুলনায় অতিরিক্ত ভক্তি নিবেদন করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। এই দুই অবস্থায় যদিও বা এই অন্যকিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা নাও হয়, তা সত্ত্বেও তা উপরোক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে যেমনটি ইবনে আব্বাস(রা.) প্রমুখ থেকে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে।

---

[৪৫৩] সূরা আল বাকারা, ২ : ২২।

www.pathagar.com

চতুর্থ অবস্থা: যদি এমন কোন কিছুর সাথে নিয়ামতকে সম্পৃক্ত করা হয় যে বিজ্ঞান কিংবা শরীয়ত দ্বারা এর উপকরণ বা সাবাব বা কারণ হওয়া প্রমাণিত নয়, তবে সেটাও এক ধরনের ছোট শিরক। যেমন কোন নক্ষত্রকে বৃষ্টিপাতের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা, যার বিবরণ ইতিপূর্বে এসেছে।

পঞ্চম অবস্থা: যদি আল্লাহ পাকের উল্লেখকে প্রাধান্য দিয়ে তার আওতায় এই উপকরণকে উল্লেখ করা হয়, তবে সেটা বৈধ। যেমন: "আল্লাহর রহমতে মাঝিদের কারণে আজ বেঁচে গেলাম" ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অবস্থা: যদি শুধুমাত্র উপকরণ বা সাবাবকে উল্লেখ করা হয়, আল্লাহর উল্লেখ করা না হয় কিন্তু অন্তর আল্লাহর স্মরণে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে, তবে এক্ষেত্রে তা জায়েয। এটা জায়েয হওয়ার প্রমাণ আবু তালিব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বাণী:

هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

সে অল্প আগুনে আছে, আমি না হলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকত।[৫৫৪]

তবে কোন কোন আলেমের মতে যেকোন অবস্থাতেই এককভাবে শুধু উপকরণ বা সাবাবের উল্লেখ করা নিষিদ্ধ, কেননা পূর্বযুগীয় মনীষীগণ তা নিষেধ করতেন।

১৯.৩ সৃষ্টির নামে হলফ করা বা কসম কাটা

কারও নামে হলফ করা মূলত তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তির বহিপ্রকাশ, এজন্য হলফ শুধুমাত্র আল্লাহ পাক কিংবা তাঁর আসমা ও সিফাতের

---

[৫৫৪] বুখারী(৩৮৮৩), মুসলিম(২০৯)।

www.pathagar.com

দ্বারাই হতে পারে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর হলফ বা কসম করা এক প্রকার শিরক, যদি সে এই বস্তুকে বাস্তবিকই আল্লাহর মত ভক্তি করে, তবে তা বড় শিরক হবে। কিন্তু যদি সে আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশী ভক্তি করে কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যের হলফ করে, তবে সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে নতুবা চুপ থাকে।"[৪৫৫]

অন্য হাদীসে তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ »

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে শিরক করল।"[৪৫৬]

১৯.৪ সৃষ্টিকে গালমন্দ কিংবা তিরস্কার করা

যেমন বিরক্তি প্রকাশ করে বলা: "কি বিশ্রী দিন!", "কি জঘন্য আবহাওয়া!" এবং অনুরূপভাবে প্রকৃতির অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে গালমন্দ করা। সময়কে গালমন্দ করা সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ পাক বলেন:

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

---

[৪৫৫] বুখারী(২৬৭৯), মুসলিম(১৬৪৬)।
[৪৫৬] আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

সময়কে গালমন্দ করে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমিই সময়, আমার হাতে সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ, আমি রাত্রি ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।[৪৫৭]

এখানে **"আমিই সময়"** দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে সময়কে গালমন্দ করা আল্লাহকে গালমন্দ করারই নামান্তর, কেননা সময়ের আবর্তন এবং এতে যা কিছু ঘটে, এর সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা এবং এর সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

নবী(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَمِنْ خَيْرِ مَا فِيهَا وَمِنْ خَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَمِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

তোমরা বাতাসকে গালমন্দ কোর না, যখন তাতে এমন কিছু দেখতে পাও যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন বল: হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছে এই বায়ুর কল্যাণ এবং এতে যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যে কল্যাণ সহকারে একে পাঠানো হয়েছে, তা থেকে চাই এবং এই বায়ুর অকল্যাণ এবং এতে যে অকল্যাণ নিহিত আছে এবং যে অকল্যাণ সহ একে পাঠানো হয়েছে তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।[৪৫৮]

যেহেতু এই বস্তুগুলো নিজেরা কোন কিছু করতে অক্ষম এবং এরা আল্লাহ পাকের নির্দেশের অধীন, সুতরাং এগুলোকে গালমন্দ করা প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহকেই গালমন্দ করা। এছাড়া প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উল্লেখ না করে কোন সৃষ্টিকে প্রশংসা করা যেমন আল্লাহর প্রতি একপ্রকার অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ,

---

[৪৫৭] বুখারী(৪৮২৬), মুসলিম(২২৪৬)।
[৪৫৮] আহমদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.pathagar.com

তেমনি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সৃষ্টিকে কোন মন্দ বা অকল্যাণ বা অপ্রিয় কিছুর কারণে গালমন্দ করা প্রকৃতপক্ষে সবর বা ধৈর্যের শিক্ষার বিরোধী এবং তা আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের ব্যাপারে অসন্তোষের বহিপ্রকাশ। এই বিবিধ কারণে এটা নিষিদ্ধ।

যাহোক মুসলিমরা যখন এ ধরনের বক্তব্যগুলো ব্যবহার করে থাকে, তখন আল্লাহ পাককে গালমন্দ করা তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। তবে তারা অসতর্কতার কারণে এ ধরনের বক্তব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের বক্তব্যের বিধান তিন প্রকার হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: কেউ যদি এগুলোকে আল্লাহ থেকে স্বাধীন ভাল-মন্দের সংঘটনকারী মনে করে এগুলোকে গালমন্দ কিংবা প্রশংসা করে, তবে তা হবে শিরক আকবার বা বড় শিরক।

দ্বিতীয় অবস্থা: কেউ যদি এগুলোকে অপ্রিয় ঘটনা সংঘটনের কারণ বা উপকরণ বা সাবাব মনে করে এগুলোকে গালমন্দ করে, অথচ এগুলো মন্দের উপকরণ বা সাবাব নয়, সেক্ষেত্রে তা হবে ছোট শিরক।

তৃতীয় অবস্থা: কেউ যদি আল্লাহকেই সকলকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এধরনের বক্তব্য দেয় তবে তা নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ। কারও কারও মতে এ ধরনের বক্তব্যও বক্তব্যের ক্ষেত্রে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত, কেননা সে বাহ্যত পার্থিব ঘটনাবলীকে এমন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করল যে এর স্রষ্টা নয়।

লক্ষণীয় যে যেকোন অপ্রিয় পরিস্থিতিতে বান্দার কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি সন্তোষের প্রকাশ হিসেবে ধৈর্য ধারণ করা।

www.pathagar.com

১৯.৫ বাস্তব নমুনা

(দ্রষ্টব্য: লক্ষণীয় যে এই নমুনাগুলোর কোন কোনটি বড় শিরক, কোনটি ছোট শিরক, কোনটি নিষিদ্ধ আবার কোনটি শিরকে পতিত হওয়ার ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে।)

১) কোন মানুষের প্রতি, নেতার প্রতি, দেশের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, কোন মাস, ঋতুর প্রতি ভালবাসা কিংবা ভক্তি অথবা প্রশংসা প্রকাশ করে অথবা সম্বোধন করে রচিত স্তুতি, গান, কবিতা, বক্তব্য ইত্যাদি।

২) পছন্দের ব্যক্তির কসম করে রচিত গান বা এরূপ কসম করে কিছু বলা।

৩) উপরে আছেন আল্লাহ, নিচে আমি - এ ধরনের কথা বলা।

৪) প্রকৃতিকে খেয়ালী বলা, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা, স্রষ্টার লীলা জাতীয় কথা।

৫) কারও গা ছুঁয়ে শপথ করা।

৬) তাকে ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব হত না, তিনি না থাকলে কি উপায় হত... এ ধরনের বক্তব্য।

৭) আব্দুন নবী, আব্দুর রাসূল জাতীয় নাম।

www.pathagar.com

অভিমত

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি ওয়ামান ওয়ালাহ।

এটি ইসলামী আকীদা ও তাওহীদ বিষয়ক একটি বই। আল-কুরআন ও আস্‌সুন্নাহের প্রমাণ, তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ জনাব মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখের লিখা এ বইটিতে ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর খুবই সতর্কতার সাথে আলোকপাত করা হয়েছে। সংশিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স বইসমূহ তিনি ব্যবহার করেছেন এবং ইসলামী আকীদার দলীল ও প্রমাণের ব্যবহার ও প্রয়োগে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় আকীদা ও তাওহীদ বিষয়ক আরো অনেক বই থাকলেও যে কারণে এটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম তা হলো, সমকালীন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আকীদার সমসাময়িক ইস্যুগুলোর প্রাঞ্জল উপস্থাপন এবং দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণ সহকারে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান। আশা করি সচেতন পাঠকমহল এ বইতে বিশুদ্ধ আকীদার প্রচুর খোরাক পাবেন। বইটির লিখককে আল্লাহ উত্তম জাযা প্রদান করুন এবং পাঠকদের বিশুদ্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন - এ দোআ করি।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পি.এইচ.ডি, এম. এ, ইসলামী শরীয়া
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডীজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।